মাসুদ রানা

অনন্ত যাত্রা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

অনন্ত যাত্রা-১

এক

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। বিসিআই। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের ফ্রন্ট অফিসে ঢুকল মাসুদ রানা। তার সুন্দরী সেক্রেটারির উদ্দেশে এক টুকরো ভুবনভোলানো হাসি দিল। 'হ্যালো, বিউটিফুল! জ্যানিটর-ইন-চীফ আছে ভেতরে?'

মাঝপথে জ্যাম হয়ে গেল মেয়েটির হাসি। কপালে হালকা কুঞ্চন ফুটল। 'কে?'

'নেভার মাইন্ড!' সোহেলের দরজার দিকে পা বাড়াল ও। 'আমিই দেখছি।'

'রানা, দাঁড়াও! শোনো,' উঠে পড়ল মেয়েটি।

'দেখো, যদি বুঝতাম তোমার সাথে আধ ঘণ্টা নিভৃতে কাটানো যাবে এখানে,' মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'তাহলে খুশি হতাম। কিন্তু ভেতরে,' সোহেলের রুম ইঙ্গিত করল, 'যে দুটো শকুনে চোখ আছে, তার জ্বালায় সে হওয়ার জো নেই, বোঝোই তো! আগে ওদিক সামলে আসি, তারপর...'

হাসি ফুটল মেয়েটির লোভনীয় অধরে। রানার স্বভাব জানা আছে তার। 'প্লীজ! এক মিনিট।' ইন্টারকমের সুইচ টিপে উবু হলো সে। 'সোহেল! মাসুদ রানা এসেছে।'

'কে?' আওয়াজ চাপা হলেও সোহেলের খ্যাকানি ঠিকই জানান দিল ইন্টারকম।

'মাসুদ রানা।'

'আধ ঘণ্টা বসতে বলো। ব্যস্ত আছি।'

জবাব শুনে দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো মাসুদ রানার। সোহেলের দরজার নব ঘোরাতে গিয়েছিল, থেমে পড়ল। অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। 'ভেতরে কে আছে?'

'কেউ তো নেই,' দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল তাকে।

'তাহলে?'

'কি জানি! বোধহয় জরুরী কোন...'

চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল রানার। কটমট করে দরজার দিকে তাকাল। 'ওরে শা-লা! দেখাচ্ছি মজা!' দড়াম করে দরজা খুলে ফেলল ও। রেগেমেগে কিছু একটা মধুর সম্ভাষণ জানাতে গিয়েছিল, ব্রেক কষল। সোহেলের চেয়ার খালি। আবার অপ্রস্তুত হলো রানা। 'কি ব্যাপার!' বলে মেয়েটির দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, আচমকা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত, কানে এক হ্যাঁচকা টান খেয়ে হুড়মুড় করে রুমের মাঝ পর্যন্ত ছুটে গেল ও। পিছনে সশব্দে লেগে গেল দরজা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সোহেল আহমেদ, আগুনঝরা চোখে দেখছে ওকে। 'আমি জানতাম!' বলল সোহেল। 'জানতাম এ অফিসে একটাই আনরুলি পার্সন আছে, যে কোন নিয়ম-কানুন মানে না, সুপিরিয়রদের অর্ডার ফলো করে না। সে কে জানিস?' মাথা ঝাঁকাল ও। 'তুই! আমি জানতাম বসতে বললেও বসবি না। তাই তুই যেমন আনরুলি, তেমনি আনরুলিভাবে তোকে রিসিভ করার জন্যে...' রানাকে ঘুসি পাকিয়ে এগোতে দেখে আঁতকে উঠল সোহেল। হাত তুলল ওকে নিরস্ত করার জন্যে। 'দাঁড়া! আগে কথা শেষ করতে দে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম...ওরে বাবারে-এ-এ!'

বিপদ ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে দেখে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত লাফ দিল সোহেল। কোনাকুনি এক দৌড়ে চলে গেল ডেস্কের ওপাশে। 'শোন, রানা! একে সুপিরিয়রের নির্দেশ না মেনে একটা অন্যায় করেছিস,

তারওপর যদি গায়ে হাত তুলিস, সে হবে ডবল অন্যায়। একদিনে পর পর দুটো অন্যায়...!'

তবু কাজ হচ্ছে না দেখে ধপ্ করে বসে পড়ল সোহেল। 'দেখ্, রানা। আমাকে না করিস, এই চেয়ারটাকে সম্মান কর। এটার সম্মানে অন্তত মাফ করে দে, ভাই!'

ওর করুণ চেহারা দেখে হেসে ফেলল মাসুদ রানা। ডান হাতের পাকানো ঘুসি সোহেলের নাকের দুই ইঞ্চি তফাতে রেখে হুঙ্কার ছাড়ল, 'দুলাভাই!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দুলাভাই! একশোবার দুলাভাই!'

'যা, মাফ করলাম,' সোজা হলো মাসুদ রানা। টাইয়ের নট্ ঠিক করে বসল সোহেলের মুখোমুখি। 'অন্যায় হচ্ছে মানবীয়, আর ক্ষমা স্বর্গীয়। তাই দিলাম মাফ করে।'

বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়ল সোহেল। জানে এখন আর সহজে চটবে না রানা, তাই আবার আগের মূর্তি ধরে খেঁকিয়ে উঠল, 'চুপ কর, শালা গাড়ল! স্বর্গীয়-মানবীয়র ফারাক শেখাতে এসেছে!' পরক্ষণে অমায়িক হাসি ফুটল ওর মুখে। 'কফি খাবি?'

'খাব। আগে সিগারেট দে।'

'সিগারেট!' চকিতে ডানদিকের ড্রয়ারের দিকে তাকাল সোহেল পাংশু মুখে। 'সিগারেট তো নেই, দোস্ত। ছেড়ে দিয়েছি।'

উঠল মাসুদ রানা। সটান শুয়ে পড়ল ডেস্কের ওপর, সোহেল ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই ঝট করে ড্রয়ার খুলে সামনেই পড়ে থাকা এক প্যাকেট সিলভার কাট তুলে নিল। 'খুব ভাল করেছিস,' নির্বিকার চিত্তে বলল ও। 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। ইহা ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।' প্যাকেট থেকে একটা বের করে ধরাল রানা, ভেতরে আরও আঠারোটা আছে দেখে ভারি সন্তুষ্ট হলো। পকেটে রাখল ওটা। 'কই, কফির কথা বললি না?'

ঝুঁকে ইন্টারকমে দু'কাপ কফি দিতে বলল সোহেল। সোজা হয়ে

চোখ কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্য সময় হলে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিত ও, কিন্তু আজ করল না তেমন কিছু। 'রানা! তোর মুখটা এত শুকনো লাগছে কেন রে? শরীর খারাপ করেনি তো?' হঠাৎ করেই নজরে পড়েছে ওর ব্যাপারটা।

'নাহ্! ঠিকই আছে শরীর।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে না, দোস্ত!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সোহেল।

'বললাম তো, কিছুই হয়নি।' দুষ্টামির হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'মাসীর দরদ?'

সোহেল হাসল না। গম্ভীর। 'সবকিছু নিয়ে ফাজলামো করার স্বভাব বদলানোর চেষ্টা কর,' গজ গজ করে উঠল। 'আমি একটা সিরিয়াস প্রসঙ্গ নিয়ে...সত্যি, রানা। মুখটা শুকনো লাগছে তোর। চামড়ার রংও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আয়না-টায়না দেখিস না নাকি আজকাল?'

'দেখি,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'তবে তোর মত মেয়েমানুষের চোখে দেখি না। আমি পুরুষ মানুষ, কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকি, বুঝলি?'

আবার ধমক লাগাবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল সোহেল, কফি নিয়ে সেক্রেটারি মেয়েটিকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। কফি শেষ হতে আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। সোহেলকেও দয়া করে দিল একটা। 'অনেকদিন পর তোর সাথে দেখা করার সুযোগ হলো, দোস্ত,' বলল ও। 'তারপর? কেমন আছিস তোরা সবাই? বুড়োর খবর কি?'

'ভাল। কতদিন থেকে এলি বাইরে?'

'অনেকদিন। প্রায় দু'বছর। ওফ্, যে যন্ত্রণা জুটিয়ে দিয়েছিলি! দুনিয়ার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে হাঁপ ধরে গিয়েছিল।'

মিনিট দশেক রানার সবে শেষ করে আসা মিশন নিয়ে আলোচনা করল দুই বন্ধু, তারপর আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বিরক্ত হয়ে চোখ কোঁচকালো মাসুদ রানা। 'তোর

হলো কি আজ, সোহেল?'

'আমার কিছু হয়নি। তোর কিছু হয়েছে কি না, তাই জানতে চেয়েছি। ভাল কথা, সময়মত মেডিকেল চেক-আপ করাস তো?'

'মারব পোঁদে এক লাথ, শালা! আমি কি তোদের মত বসে বসে ফাইল চষি? এই তো কেবল ফিরলাম দু'বছর বাদে, কি করে করাব ওসব? সময় কোথায়?'

'বুঝলাম। কতদিন হলো...দাঁড়া!' সুইভেল চেয়ার ডানে ঘুরিয়ে ফাইলিং র‍্যাকের ওপরে রাখা কম্পিউটরের কী বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল সোহেল।

'কি করছিস?'

'তোর ফাঁকিবাজির রেকর্ড বের করছি।' প্রোগ্রাম সেট করল সোহেল, তারপর টপাটপ কয়েকটা কী প্রেস করল। খানিক পর পর্দায় হিজিবিজি কি সব ভেসে উঠতে আরও সামনে ঝুঁকল, লেখাগুলো পড়ল। তারপর আনমনে মাথা দুলিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল, মুখোমুখি হলো মাসুদ রানার। 'খুব খারাপ কথা, দোস্ত। পর পর পাঁচটা রেগুলার ইয়ারলি চেক্ আপে অ্যাটেন্ড করিসনি তুই।'

'দেখ্, তুই জানিস আমি দেশে ছিলাম না একটানা দু'বছর।'

'তার আগের তিনবারের সময় তো ছিলি।'

'হ্যাঁ, তা...'

'এসব কাজে হেলাফেলা করা ঠিক নয়, দোস্ত। তাছাড়া, বুড়োকে,' ইঙ্গিতে পাশের রুম দেখাল সোহেল, 'তো জানিসই। কোনদিন এসব খুঁটিনাটি জানতে চেয়ে বসবে, ফেঁসে যাব আমি, বকাঝকা শুনতে হবে।'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল মাসুদ রানা। 'আচ্ছা, বাবা, ঠিক আছে! কালই করিয়ে নেব চেক আপ, হলো?'

চট্ করে ঘড়ি দেখে নিল সোহেল। 'সবে এগারোটা বাজে। আজ তেমন কোন কাজও নেই তোর হাতে। আজই করিয়ে নে না। আমি

ডক্টর রহমানকে জানাচ্ছি লাঞ্চের পর যাচ্ছিস তুই,' ফোনের দিকে হাত বাড়াল সে।

'আরে, শোন!'

'দাঁড়া, আগে ফোনটা সারি, তারপর।'

দু'দিন পর। নিজের আর মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের রুমের মাঝের ধাতব দরজার মৃদু আওয়াজে চোখ তুলল সোহেল। একপাশে সরে যাচ্ছে বিদ্যুৎচালিত ধাতব দেয়াল, সামনেই উদভ্রান্ত, ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাহাত খান। হাতে কয়েকটা এক্স-রে প্লেট, রিপোর্ট। 'সোহেল!' ওকে ডাকতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল বৃদ্ধের। 'সোহেল!!'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল হতভম্ব সোহেল। 'কি হয়েছে, স্যার?' অজানা আশঙ্কায় বুকের মধ্যে ধড়াশ্ ধড়াশ্ করছে।

ওর অবস্থা দেখে নিজেকে সামাল দেয়ার প্রয়োজন মনে করলেন রাহাত খান, কিন্তু পারলেন না। সারাদেহ কাঁপছে তাঁর। 'এ-এগুলো...' আবার গলা ভেঙে গেল। 'এগুলো রানার এক্স-রে প্লেট...রিপোর্ট!' বলতে বলতে এ রুমে চলে এলেন। বসে পড়লেন কাছের চেয়ারটায়। চেহারা আরও ফ্যাকাসে লাগছে।

ছোবল মারতে উদ্যত বিষাক্ত কেউটের দিকে যে চোখে তাকায় মানুষ, তেমনি সম্মোহিত চোখে বৃদ্ধের হাতে ধরা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল সোহেল দম বন্ধ করে। জায়গায় জমে গেছে, নড়তে সাহস পাচ্ছে না। অনেক চেষ্টার পর গলার স্বর ফোটাতে সক্ষম হলো ও। 'কি-কি আছে ওতে, স্যার?'

'হায় খোদা!' অস্ফুটে বললেন রাহাত খান। চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে দু'হাতের তালু দিয়ে মুখ ডলতে লাগলেন মোনাজাতের ভঙ্গিতে। বারবার।

ততক্ষণে সোহেল নিজেকে সামলে নিয়েছে কিছুটা। ধীরে ধীরে

বসল, দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের ওপর স্থির। নিজেকে শান্ত রাখার অমানুষিক চেষ্টা করছে সে। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'কি হয়েছে রানার, স্যার? কি আছে রিপোর্টে?'

ওর মুখের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। কিন্তু মনে হলো না ওকে দেখছেন, মনে হচ্ছে নজর সোহেলের খুলি ভেদ করে অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে।

'স্যার! কি আছে রিপোর্টে?' গলা চড়ে গেল সোহেলের।

চোখ বুজলেন রাহাত খান। তাঁর দুই পাতার ফাঁকে পানির মৃদু আভাস দেখল যেন ও। 'রানার…' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ। 'রানার ক্যান্সার হয়েছে, সোহেল।'

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ল যেন, বন্‌বন্‌ করে ঘুরে উঠল মাথা। চট্‌ করে টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে নিজের পতন ঠেকাল সোহেল, কিন্তু ভূমিকম্প থামল না। চোখের সামনে ঘর-দোর, রাহাত খান, সব দুলছে ভয়ানকভাবে—কাঁপছে, লাফাচ্ছে। দীর্ঘ সময় লাগল ওর সুস্থির হতে। 'কি বললেন, স্যার?' কোলা ব্যাঙের স্বর ফুটল সোহেলের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে প্লেটগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন রাহাত খান। 'স্টমাক ক্যান্সার। অনেক দেরিতে জানলাম আমরা, সেকেন্ডারি পর্যায়ে চলে গেছে।'

পাথরের মূর্তির মত বসে থাকল সোহেল। বিড়বিড় করে যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'সেদিন ওকে দেখেই আমার বুকের মধ্যে ডাক দিয়েছিল। আমার বুকের মধ্যে…আমার…!' হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল ও, হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে কেঁদে উঠল হাউমাউ করে। টেবিলে দু'হাতের ওপর মাথা রেখে ভেঙে পড়ল সোহেল অদম্য কান্নায়। বুকের মধ্যে সব ভেঙেচুরে, দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার কোন চেষ্টা দেখা গেল না রাহাত খানের মধ্যে। লক্ষই নেই তাঁর সোহেলের দিকে। চোখের পানিতে নিজেও সব ঝাপসা দেখছেন।

বিসিআইয়ের কর্ণধার, কট্টর বুড়ো কাঁদছেন শিশুর মত। অনেক সময় লাগল দু'জনের আবেগের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠতে। যদিও আনমনা ভাবটা কাটল না কারও।

চুপচুপে ভেজা রুমালটা কোটের সাইড পকেটে রেখে নাক টানলেন রাহাত খান। কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। 'আমি ভাবছি ওকে লন্ডন পাঠাব। এ লাইনে পৃথিবীর সেরা, ডক্টর গ্রোভারকে দিয়ে আরেকবার থরো চেক্ করাব। তুমি কি বলো?'

কোনরকমে মাথা দোলাল সোহেল। 'তাই করুন, স্যার,' ধরা গলায় বলল। 'তবে ও যাতে কিছু টের না পায়। টের পেলে...'

'সে আমিও ভেবেছি। ডাক্তারও অবশ্য ওকে আভাস দেননি কোন।'

সোহেল বুঝে ফেলেছে, সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেদিন মাসুদ রানার চেহারা দেখে একটা কিছু যে হয়েছে ওর, তা ঠিকই বুঝেছিল ও। কিন্তু তা যে এই হবে, ভুলেও ভাবেনি। তবু, অনেকটা নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'এই রিপোর্ট কতটা নির্ভরযোগ্য মনে করেন আপনি, স্যার?'

'ডক্টর রহমানকে বহু বছর ধরে জানি আমি,' উদাস কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'এত বড় ভুল তাঁর হতে পারে না।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল সোহেল। অস্ফুটে বলল, 'আমারই দোষ। পর পর পাঁচ বছর মেডিকেল চেক আপ করায়নি রানা। আমিও খেয়াল করিনি।' কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'এ কী সর্বনাশ হলো!'

কিছু বললেন না বৃদ্ধ। টেবিলের ওপর ছড়ানো রিপোর্ট-প্লেট ইত্যাদি গোছাতে গিয়ে অহেতুক সময় নিচ্ছেন। এটা ধরেন তো ওটা ছুটে যায়, ওটা ধরেন তো আরেকটা খসে পড়ে। আসলে চরম অন্যমনস্ক রাহাত খান। ধাক্কাটা পুরোপুরি অপ্রস্তুত করে ফেলেছে তাঁকে, ঠিক মত কাজ করছে না মস্তিষ্ক। অনেক সময় নষ্ট করে অবশেষে কাজটা শেষ করলেন তিনি, বসা থেকে ঠেলে তুললেন নিজেকে। দু'পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'ডক্টর রহমানের কাছে রানা বলেছে,

কিছুদিন থেকে খিদে কমে গেছে ওর। ঘুমও কমে গেছে। যা এ রোগের নিশ্চিত লক্ষণ। শ্বাসকষ্টও নাকি মাঝে মাঝে হয় এক-আধটু।'

খুঁটির মত অনড় বসে থাকল সোহেল। রাহাত খানের মন্তব্য কানে গেছে বলে মনে হলো না। ঝাপসা চোখে আরেকদিকে চেয়ে বসে আছে কপালে হাত দিয়ে।

'ব্যাপার কি রে, সোহেল?' ওর মুখোমুখি বসে জানতে চাইল মাসুদ রানা। 'হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল যে! একেবারে এক মাসের ছুটি!'

অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সোহেল। বহু কষ্টে চোখের পানি ঠেকাল। 'অনেক ছুটি পাওনা হয়েছে তোর। যা, বেড়িয়ে আয় লণ্ডন থেকে।'

'লণ্ডন? কেন, লণ্ডনই কেন?'

থতমত খেয়ে গেল সোহেল। 'না···মানে, বস্ বলছিলেন···'

'রাখ্ তোর বস্!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'ছুটিও বুড়োর ইচ্ছেমত জায়গায় কাটাতে হবে নাকি? আমি ঠিক করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে যাব। হাতী শিকার করব।'

'না!' আঁতকে উঠল সোহেল। 'লণ্ডনেই যেতে হবে।'

'কেন?' চোখ কোঁচকাল ও।

'ওখানেই থাকতে হবে তোকে। কারণ খুব শীঘ্রি একটা মিশনের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। লণ্ডন থেকেই···'

'কিসের মিশন?'

'তা বলেননি বস্।' চোখ নামিয়ে নিল সোহেল।

'অ! তাই তো বলি, সেধে ছুটি দেয়ার পেছনে তাহলে এই মতলব?'

একটা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহেল। 'এখন যা তো! জরুরী কাজ আছে।'

'সে কি! কফি না খেয়েই?'

'তোর রুমে গিয়ে খা। বললাম তো কাজ আছে আমার!'

'আচ্ছা, বাবা, ঠিক আছে। রেগে যাচ্ছিস কেন? না খেলাম তোর কফি, শালা!' উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'তোর চোখ লাল কেন রে? রাতে ঘুমোসনি? চুরি করতে গিয়েছিলি নাকি?' ওকে চোখ গরম করতে দেখে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'যাচ্ছি যাচ্ছি! অত মেজাজ দেখাতে হবে না।'

বেরিয়ে যাচ্ছিল ও, পিছন থেকে মৃদু গলায় ডাকল সোহেল। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কি?'

'কবে যাবি জানাস আমাকে। আমি যাব এয়ারপোর্টে।'

'কেন?' বিস্মিত হলো রানা।

'এমনিই,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল সোহেল। 'তোকে সী-অফ করতে।'

'বলিস কি! তুই যাবি আমাকে সী-অফ করতে, তার মানে?'

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সোহেল। 'একেক সময় তুই অতিরিক্ত ফালতু কথা বলিস, রানা। আমি যাব তোকে সী-অফ করতে, এ নিয়ে এত কথা বলার কোন প্রয়োজন আছে?'

'বুঝেছি,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রানা। 'যে জন্যেই হোক, আজ তোর মন খুব খারাপ। ঠিক আছে, দোস্ত। জানাব সময়মত।'

বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে আস্তে করে চেয়ারে হেলান দিল সোহেল। চোখ বন্ধ।

লন্ডন। সামনের কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রধান, মরভিন লংফেলো। একটু আগে ঢাকা থেকে এসেছে ওগুলো। কয়েকটা এক্স-রে প্লেট, ডাক্তারী রিপোর্ট, তার সাথে রাহাত খানের ব্যক্তিগত একটা চিঠি। চিঠিটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন বৃদ্ধ। মাসুদ রানার স্টমাক ক্যান্সার ধরা পড়েছে! আর বেশিদিন বাঁচবে না রানা! এ কী অবিশ্বাস্য কথা?

আরেকবার রাহাত খানের চিঠিটা পড়লেন বৃদ্ধ। তারপর ওটা বাদে ঢাকা থেকে আসা আর সব গুছিয়ে প্যাকেটে ভরে আসন ছাড়লেন। এখনই যেতে হবে ডক্টর গ্রোভারের সাথে কথা বলতে। সব ব্যবস্থা পাকা করে আসতে হবে। আগামীকালই লন্ডন আসছে মাসুদ রানা। ভাবতে ভাবতে ব্যস্ত পায়ে অফিস ত্যাগ করলেন লংফেলো। মনে মনে প্রার্থনা করছেন যেন ভুল হয়ে থাকে ডক্টর রহমানের পরীক্ষায়। অন্তত এই একটিবার যেন ব্যাপারটা ভুল প্রমাণ হয়।

দু'ঘন্টার মধ্যে সব আয়োজন পাকা করে ফিরে এলেন লংফেলো। ফোন করে রাহাত খানকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু পরদিন মাসুদ রানাকে দেখে মনে মনে আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ। হ্যান্ডশেক সেরে বসতে বললেন। 'কবে এসেছ, রানা?'

'আজই, স্যার।'

'কাজে, না ছুটিতে?'

'আপাতত ছুটিতে। তবে মনে হচ্ছে কাজ একটা শেষ পর্যন্ত...'

'বুঝতে পেরেছি। কফি?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, স্যার।'

অর্ডার দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে পানসে হাসি দিলেন লংফেলো। 'খুব খাটুনি গেছে মনে হয় তোমার ওপর দিয়ে, রানা?'

'জ্বি। কিছুদিন খুব ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে কেটেছে।'

'তোমাকে দেখেই বোঝা যায়। বেশ রোগা হয়ে গেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, স্যার!' আমতা আমতা করতে লাগল মাসুদ রানা। 'ইদানীং খুব একটা ভাল যাচ্ছে না শরীর। খিদে, ঘুম কমে গেছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসেও কষ্ট হয়।'

'সে কি!' আঁতকে ওঠার ভান করলেন মরভিন লংফেলো। 'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'দেখিয়েছি ঢাকায়। যাকে বলে থরো চেক আপ করিয়েছি।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। 'তো?'

'একগাদা ওষুধ নিয়ে ফিরতে হয়েছে ডাক্তারের চেম্বার থেকে,' বলে হাসল মাসুদ রানা। 'ডাক্তারের মতে অতি খাটুনি, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম আর টেনশনের জন্যে ঘটেছে ব্যাপারটা।'

'যাক,' আশ্বস্ত হলেন যেন লংফেলো। 'তাও ভাল। দেখো, ওষুধ খাওয়ার বেলায় অনিয়ম কোরো না যেন।'

জবাব দিল না ও, হেসে চুমুক দিল কফিতে। 'আমি একটু বের হব ভাবছিলাম, রানা। এ মুহূর্তে কোন কাজ নেই তো তোমার?'

'জ্বি না। কেন?'

'তুমিও চলো তাহলে আমার সাথে। এই তো, কাছেই যাব। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাব।'

'কিন্তু, স্যার...'

'কাম অন, রানা। অনেকদিন পর দেখা পেলাম তোমার, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আবার ওখানে না গেলেও নয়। চলো, চলো! গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

ওর আপত্তি আমলেই আনলেন না মরভিন লংফেলো, বলতে গেলে জোর করে গাড়িতে এনে তুললেন। ব্যস্ত ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে অভিজাত ওয়েস্ট এন্ড পৌঁছতে আধ ঘণ্টা লাগল। বেদম বৃষ্টি আর অফিস ছুটির সময় বলে সময় কিছু বেশিই ব্যয় হলো। গন্তব্যে পৌঁছে কিছুটা অবাক হলো মাসুদ রানা। পৃথিবীখ্যাত ডাক্তার নেলসন গ্রোভারের চেম্বার ওটা। 'এখানে কি?'

'এই তো সেই বন্ধু, যার কাছে এলাম। এসো।'

বৃষ্টির কারণে রোগী কম এ মুহূর্তে। এক মেল নার্সের হাতে নিজের কার্ড ধরিয়ে দিলেন লংফেলো। ওষুধ ইত্যাদির পরিচিত গন্ধে কেমন অস্বস্তি লেগে উঠল মাসুদ রানার। এক মিনিটের মধ্যে মরভিন লংফেলোর ডাক পড়ল ভেতরে। 'এসো, রানা!'

'আমি? আমি এখানেই অপেক্ষা করি, স্যার।'

'সে কি! তুমি জানো ইনি কত নামকরা ডাক্তার? আরে এসো! সব

লাইনের মানুষের সাথে পরিচয় থাকা দরকার, বুঝলে? এসো।'

অগত্যা পা বাড়াতে হলো ওকে। নেলসন গ্রোভার ছোটখাট হাসিখুশি মানুষ। মাথাজোড়া মস্ত টাক। বয়স ষাটের কম নয়। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, স্যার,' লংফেলো 'বন্ধু'পরিচয় দিতে মাসুদ রানার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন গ্রোভার, 'বসুন, প্লীজ!'

বসল ওরা। ডাক্তারের সাথে বক বক আরম্ভ করলেন লংফেলো। খানিক পর সন্দেহ হলো রানার, মনে হলো ওঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। কোনটিই এরকম কনসাল্টিং আওয়ারে আলোচনা করার মত বিষয় নয়। এসব আলোচনা ছুটির দিনেই মানায় ভাল। মাফ চেয়ে কেটে পড়বে কি না ভাবতে শুরু করেছে ও, হঠাৎ ঘুরে তাকালেন বিএসএস প্রধান। 'ভাল কথা, রানা! এলেই যখন, এঁকে দিয়ে একবার হেলথ চেক করিয়ে নাও না কেন?'

সন্দেহ আরও বাড়ল মাসুদ রানার। প্রায় নিশ্চিত বুঝে ফেলল কেন ওকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এর মানে কি? 'ধন্যবাদ, স্যার। আপনাকে তো বলেছি, এক সপ্তাও হয়নি দেশে চেক করানো হয়েছে আমার।'

'হ্যাঁ, সে তো জানি। আমি বলছিলাম কি, ওখানে আর লন্ডনে অনেক ফারাক। করিয়ে নিলে মন্দ হত না। কতই বা সময় লাগবে? কি বলো?' ডাক্তারের মতামত চাইলেন বৃদ্ধ।

'কেন চাপাচাপি করছ?' বললেন গ্রোভার। 'শুনলে তো এক সপ্তা আগেই ঢাকায় চেক আপ করিয়েছেন উনি।'

স্থির চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। কিছু ভাবছে।

'এই দেখো, তুমিও ওর পক্ষ নিলে?' অনুযোগ করলেন লংফেলো। 'কি এমন সময় লাগবে, তুমিই বলো! সামান্য কিছু পরীক্ষা...। মানে, ও আজই এসেছে লন্ডন। দেখলাম শুকিয়ে গেছে। ও নিজেই বলেছে

খাওয়া-ঘুম কমে গেছে। শ্বাসকষ্টও হয় মাঝেমধ্যে।'

ওর দিকে ফিরল নেলসন গ্রোভার। 'সত্যি নাকি, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'শ্বাসকষ্ট? তাহলে তো মরভিন ঠিকই বলেছে। চেক্ করিয়ে নেয়াই উচিত।'

'দেখুন,' বিরক্ত হলো ও। 'বলেছি তো...'

'না না, ভুল বুঝবেন না, প্লীজ! আমি শ্বাসকষ্টের ওপর একটা থিসিস লিখছি। আপনি যদি সামান্য কিছু সময় দেন আমাকে, বুঝতেই পারছেন, স্যার, ওটা মানুষের কল্যাণের জন্যে লেখা হচ্ছে। আপনার সহযোগিতা পেলে অনেকেই উপকৃত হবে।'

'তাহলে আপত্তি করা ঠিক হবে না, রানা। কি বলো? মনে করো থিসিসের কাজেই না হয় কিছু সাহায্য করলে।'

এরপর আর আপত্তি করা চলে না। মনে যতই সন্দেহ থাক, ভদ্রতার খাতিরে রাজি হলো ও। কিন্তু অল্পে রেহাই দিলেন না গ্রোভার। ওর রক্ত, লালা ইত্যাদি সংগ্রহ করলেন এবং চার বার এক্স-রে করলেন। ঘণ্টা তিনেক পর অবশেষে মুক্তি পেল মাসুদ রানা। খেয়াল করেছে, পরীক্ষার ফলাফল কবে জানানো হবে, বা আদৌ জানানো হবে কি না কোনদিন, তা নিয়ে ও তো নয়-ই, লংফেলোও ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ডাক্তারও বললেন না। মাসুদ রানা জানতে পারল না, পরদিন লংফেলোকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি যা জানাবার।

রানা এজেন্সির জমে থাকা কেসের ফাইল ঘেঁটে আর তা সমাধানের পথ বাতলাবার কাজে চার-পাঁচদিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওর। তার মধ্যেও নেলসন গ্রোভারের কথা ভোলেনি মাসুদ রানা। শারীরিক অসুস্থতা, ডাক্তার দেখানোর জন্যে সোহেলের চাপাচাপি, আচমকা ছুটি, এয়ারপোর্টে ওকে সোহেলের সী-অফ করতে আসা, এবং লন্ডন আসতে না আসতে লংফেলোর ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে দৌড়ানো, কিছুই ভোলেনি রানা।

গত কয়েকদিন ও নিজেও নিজেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। লক্ষ করেছে, শ্বাসকষ্ট হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে। দিনে তিন-চারবার হয়। তখন বেশ কষ্ট হয়। আয়নায় অন্যরকম মনে হয় নিজেকে। এসব আরও আগে থেকেই খেয়াল করেছে ও, ডাক্তার দেখানোর কথাও ভেবেছে। কিন্তু আজ-কাল করে সময় নষ্ট হয়েছে, কাজের কাজ হয়নি। তাছাড়া, না জানি কি শুনতে হয়, যে ভয়ও ছিল মনে। অজানা এক ভয় চেপে বসতে লাগল মাসুদ রানার ভেতর। থেকে থেকে অশুভ আশঙ্কা জাগে মনে। একদিন আর না পেরে বিএসএস এল ও।

'কি খবর, রানা?' হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন লংফেলো। হাসিটা যে শুকনো, তা ওর নজর এড়াল না।

'ডক্টর গ্রোভারের রিপোর্ট পেয়েছেন?' শান্তকণ্ঠে প্রশ্নটা করামাত্র বৃদ্ধের চমকে ওঠা পরিষ্কার টের পেল রানা।

'ওহ্, ওই ইয়ে, রিপোর্ট? না, রানা, পাইনি। তাছাড়া গ্রোভার এখন নেই বোধহয় লন্ডনে। কি এক কনফারেন্সে যোগ দিতে জেনিভা যাওয়ার কথা ওর।'

'ফোন করে দেখুন আছেন কি না।'

'ফোন!' অপ্রস্তুতের মত হাসলেন লংফেলো। 'আচ্ছা, দেখছি।' রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। 'হ্যালো, ডক্টর গ্রোভারকে দিন। ...নেই? ও, কবে গেছেন? আই সী! না, ঠিক আছে।' রিসিভার রেখে হাসির ভঙ্গি করলেন বৃদ্ধ। 'নেই ও, রানা। জেনিভা গেছে দু'দিন আগে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মাসুদ রানা। মরভিন লংফেলো ওকে এতটা ছেলেমানুষ না ভাবলেও পারতেন। রুমটা সাউন্ডপ্রুফ, যতক্ষণ 'কথা বলছিলেন' বৃদ্ধ, ততক্ষণই লাইনের ডায়াল টোন স্পষ্ট শুনেছে রানা। নিশ্চয়ই কোন 'ডেড' নাম্বারে ডায়াল করেছিলেন তিনি। অথবা এমন কোথাও, যেখানে ফোন কেউ ধরবে না নিশ্চিত জানতেন।

সেদিনই সন্ধের পর নেলসন গ্রোভারের চেম্বারে হাজির হলো মাসুদ রানা। যথারীতি রোগী দেখছেন ডাক্তার। কারও অনুমতির তোয়াক্কা না

করে সরাসরি তাঁর অফিসে ঢুকে পড়ল ও। আগে থেকে লক্ষ রেখেছিল, কেউ নেই জেনেই ঢুকেছে।

'আমার টেস্টের রিপোর্টটা নিতে এসেছি,' ঢুকেই গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

'সেই রিপোর্ট?' থতমত খেয়ে গেলেন গ্রোভার। 'সে তো লংফেলোকে দিয়ে দিয়েছি কবেই।'

'কবে?'

'আপনারা যেদিন এলেন, তার পরদিনই।'

ধপ্ করে বসে পড়ল মাসুদ রানা। তাকিয়ে থাকল ডাক্তারের মুখের দিকে। 'কি হয়েছে আমার?'

'কই, কিসের! কিছু না...!' আঁতকে উঠে মুখ বুজে ফেললেন তিনি রানার হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে।

'কি হয়েছে, বলুন।'

'দেখুন, আপনি...'

'শাট আপ্!' চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মাসুদ রানার। ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ্ অফ করল। 'বলুন!'

একটা ঢোক গিললেন গ্রোভার। 'লংফেলো জানাতে...নি-নিষেধ করেছে!'

'আমি বলছি জানাতে।'

অনিশ্চিত দৃষ্টিতে ওকে দেখলেন তিনি। 'আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন,' চোখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন।

আপাদমস্তক কেঁপে উঠল মাসুদ রানার, বহু কষ্টে সামাল দিল নিজেকে। 'তবু বলুন, আমি জানতে চাই।'

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তার। 'আপনার... আপনার ক্যান্সার হয়েছে।'

'কি বললেন?' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও, মাথা ঘুরে গেছে। চোখের সামনে দুলতে শুরু করেছে সবকিছু।

'আমি দুঃখিত,' মুখ নত করলেন ডাক্তার। 'স্টমাক ক্যান্সার হয়েছে আপনার।'

ওর শিথিল হাতের ফাঁক গলে ওয়ালথার পড়ে গেল। তীব্র আতঙ্কে ঘেমে উঠল মাসুদ রানা। 'কোন স্টেজে আছে?' গলা বসে গেল কথা বলতে গিয়ে।

'সেকেন্ডারি।'

'তার মানে খুব শীঘ্রি মারা যাচ্ছি আমি?'

খানিক ইতস্তত করে মাথা দোলালেন নেলসন গ্রোভার। 'দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল মাসুদ রানা। চোখে পানি। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড এক অভিমান উথলে উঠছে, যদিও রানা নিশ্চিত নয় অভিমানটা ওর কার ওপর। কখন কি ভাবে বেরিয়ে এসেছে ডাক্তারের চেম্বার থেকে, মনে নেই রানার। নিজেকে ফিরে পেল ও অনেক পরে, যখন রানা এজেন্সির দোতলায়, নিজের বেডরুমে দেখল নিজেকে, তখন।

সবকিছুই দেখছে ও, আবার কিছুই দেখছে না। মাথার মধ্যে হাজারো এলোমেলো চিন্তা, অথচ কোনটা পরিষ্কার নয়। আচমকা চোখের সামনে কে যেন একটা ঘোলা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে রানার. মুহূর্তে রং রূপ হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে ওর পৃথিবী। কোনদিকেই কোন রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই। সবাইকে ছেড়ে, সবকিছু পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছে মাসুদ রানা। একা। সারারাত বুকের ভেতর উন্মাতাল এক ঝড়ের মাতম চলল ওর। মাঝে মাঝে ভিজে গেল চোখের পাতা। ও মরে যাবে। এই তো, সব টের পাচ্ছে, কদিন পর স্তব্ধ হয়ে যাবে চেতনা!

অবুঝ এক টনটনে বেদনা অনুভব করল রানা বুকের গহীনে। রাহাত খান, সোহেল, সব জেনেও কেন দূরে সরিয়ে দিল ওকে? কেন মৃত্যুর সময় নিজেদের কাছে, দেশের মাটিতে থাকতে দিল না রানাকে?

মৃত্যুর কথা ভেবে শিউরে উঠল ও বারবার। এত যত্নে গড়ে তোলা এই সুন্দর-সুঠাম দেহ খুব শীঘ্রি নিশ্চল হয়ে যাবে ভাবতেই কাঁটা দিল

গায়ে। সারারাত ছটফট্ করে ভোরের দিকে কিছুটা সুস্থির হলো মাসুদ রানা। দৃঢ় হাতে দমন করল আবেগ, ভয়। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে জেনেই কি এই বিপজ্জনক পেশা বেছে নেয়নি ও একদিন? কতবারই তো সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কই তখন তো ভয় করেনি! তাহলে আজ কেন এত ভয় পাচ্ছে ও মৃত্যুকে? কেন? যাকে এত বছর বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনি মাসুদ রানা, সে আসছে জেনে এত আতঙ্ক কেন আজ? যাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এ পেশায় এসেছিল রানা, সেই তো আসছে অবশেষে; তবে অন্য পথে, এই যা পার্থক্য। এত কেন ভাবছে ও?

মনস্থির করল মাসুদ রানা, ভয়কে প্রশ্রয় দেবে না। মৃত্যুকে পরোয়া করে না ও। কেবল একটাই অবুঝ আফসোস, চিরবিদায়ের সময় ওকে নিজ দেশের মাটিতে থাকতে দিল না ওরা। যে দেশের জন্যে এত কিছু করেছে মাসুদ রানা, তার মাটিতে শেষ ঠাঁই নিতে দেয়া হলো না ওকে। ওরা যখন পেরেছে এত নিষ্ঠুর হতে, রানাও পারবে। অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে ও। অনেক দূরে, নিভৃত কোথাও। যেখানে বসে একা মৃত্যুর প্রহর গুনবে মাসুদ রানা। সময় হলে নীরবে আত্মসমর্পণ করবে তার কাছে।

কেউ জানবে না, কখন—কোথায়—কি ভাবে মারা গেল মাসুদ রানা। তাই করবে ও, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল রানা। তাই করবে। চলে যাবে অনেক অ-নে-ক দূরে কোথাও।

দুই

কার্ডটা দেখল কেবল মাসুদ রানা, পড়ল না। খানিক নাড়াচাড়া করে

রেখে দিল। চোখ তুলে তাকাল সামনে বসা লোকটির দিকে। অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল. 'কি করতে পারি আপনার জন্যে, মিস্টার…?'

'ফদারগিল, স্যার। লইয়ার। লেখা আছে সব আমার কার্ডে,' ইঙ্গিতে ওর রেখে দেয়া ভিজিটিং কার্ডটা দেখাল সে।

'আচ্ছা, তো?'

'আমার বড় সৌভাগ্য যে সময়মত লন্ডন এসেছেন আপনি, স্যার। নইলে ঢাকা যেতে হত আমাকে।'

'কেন?'

'আমি এ মুহূর্তে ক্যালগারির ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেসনের প্রতিনিধিত্ব করছি।'

চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। মন দেয়ার চেষ্টা করল ফদারগিলের দিকে। 'কি বললেন, ক্যালগারি?'

বিস্মিত দেখাল লইয়ারকে। 'রাইট, স্যার। ক্যালগারি। কানাডার আলবের্টা প্রদেশের রাজধানী। ওখানকার কাম লাকিতে…'

থেমে গেল লোকটা মাসুদ রানার অবস্থা দেখে। অক্সিজেনের ঘাটতি পড়েছে যেন হঠাৎ করে, মুখ খুলে জোরে জোরে দম নিচ্ছে ও, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে প্রশস্ত বুক। অজান্তেই চেয়ারের হাতল মুঠো করে ধরেছে রানা, চিকন ঘামের রেখা ফুটেছে কপালে। চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে ও, কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হলো না ফদারগিলের। মুঠি ক্রমেই এঁটে বসছে হাতলে। দু'মিনিট, তারপরই কেটে গেল লক্ষণটা। স্বাভাবিক হয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'মিস্টার র ইউ অল রাইট, স্যার?' সামনে ঝুঁকে ওকে দেখল লোকটা।

'হ্যাঁ,' কপালের ঘাম মুছল ও। 'ঠিক আছি আমি।'

তবু সংশয় যায় না ফদারগিলের। 'কিন্তু চেহারা দেখে…আই মীন, আপনি শিওর, স্যার! ঠিক আছেন আপনি?'

'শিওর!' অনেক কষ্টে মুখে খানিকটা হাসি ফোটাতেও সক্ষম হলো মাসুদ রানা। 'তারপর, কি যেন বলছিলেন?'

'ওখানকার কাম লাকিতে, রকি মাউন্টেনের ওপরে কিংডম নামে এক জায়গায় কিছু জমি আছে আপনার, মিস্টার রানা। জমির মূল মালিক ছিলেন আলবেরি সাউল।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'ওই জমির এক ক্রেতা পাওয়া গেছে, স্যার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিষয়টা সেটল্ করতে আগ্রহী তারা। খুব জরুরী।'

আনমনা হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। আলবেরি সাউল ছিলেন রেবেকা সাউলের দাদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রকি মাউন্টেনে বেশ কয়েক একর জমি কিনেছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওখানে তেল আছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিংডমেই কাটিয়েছেন তিনি। স্থানীয়রা জায়গার নামের সাথে তাঁর নাম জুড়ে আলবেরি কিংডম নামকরণ করেছে ওখানকার।

জায়গাটা সমুদ্রপিঠ থেকে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে। বছরের নয় মাসই বরফ জমে থাকে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বছরের পর বছর ওখানেই কাটিয়ে গেছেন বৃদ্ধ। প্রথম প্রথম কয়েক বছর সঙ্গী-সাথীর অভাব ছিল না আলবেরি সাউলের। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করে বহুদিন পর্যন্ত একাই তেলের সন্ধানে ড্রিল করিয়েছেন তিনি ওখানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তেল। তারপরও আশা ছাড়েননি আলবেরি সাউল, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রকিতে তেল আছে।

টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই ষাট ভাগ শেয়ার বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন তিনি। আশ্চর্য কাণ্ড যে যেখানে তেলেরই খোঁজ নেই, সেখানে আলবেরির অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানির শেয়ার বিক্রির খবর শোনামাত্র এগিয়ে এল অসংখ্য ক্রেতা। যার মধ্যে দু'জন প্রভাবশালী স্থানীয়র কাছে বিশ ভাগ করে চল্লিশভাগ শেয়ার বিক্রি করেন আলবেরি সাউল, বাকি বিশ ভাগ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কাছে। তাঁর উৎসাহ আর পরিশ্রম দেখে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস জন্মেছিল যে একদিন না একদিন তেল পাওয়া

যাবেই আলবেরি কিংডমে। অন্ধের মত বিশ্বাস করত তারা উদ্যমী আলবেরি সাউলকে, ভালওবাসত।

কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যাওয়ার পরও যখন কাজ হলো না, আশা পূরণ হলো না, তাদের বিশ্বাস-ভালবাসা ক্রমে সন্দেহ-ঘৃণায় পরিণত হলো। বড় অংশীদারদের একজন, লিউক ট্রিভেডিয়ান, টাকার শোকে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আরেকজন, রজার ফেরগাস, অন্য ধাতুর মানুষ। নিজের মনে কি ছিল কখনও কারও কাছে প্রকাশ করেনি। তবে একসময় আলবেরি সাউলের সান্নিধ্য ত্যাগ করে সে, দূরে সরে যায় নীরবে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা মামলা ঠুকে দেয় রেবেকার দাদার বিরুদ্ধে, বিচারে পাঁচ বছরের জেল হয় বৃদ্ধের।

জেল থেকে বেরিয়ে সোজা আলবেরি কিংডমে গিয়ে ওঠেন তিনি। তারপর তিন বছর বেঁচে ছিলেন, ওখানেই কেটেছে সময়টা। মারা যাওয়ার আগে আলবেরি কিংডম এবং আলবেরি অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি একমাত্র নাতনী রেবেকা সাউলকে দিয়ে যান। ছেলে, ফ্রেডারিক সাউলকে দেননি, কারণ তাঁর জানা ছিল সব বেচে দেবে অর্থলোলুপ, বদ ফ্রেডারিক।

দলিলের সাথে রেবেকাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন আলবেরি সাউল। অনুরোধ করেছিলেন, রেবেকা যেন তার স্বামীর সহযোগিতায় তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করে। নইলে নরকেও শান্তি পাবে না তাঁর আত্মা, কাম লাকির গরীব শেয়ার হোল্ডারদের অভিশাপ তাঁকে রেহাই দেবে না। সে-সব রেবেকা মারা যাওয়ার বছরখানেক আগের কথা। মৃত্যুর আগে নিজের যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি মাসুদ রানাকে লিখে দিয়ে গেছে রেকেবা সাউল। ওর খুব ইচ্ছে ছিল বিয়ের পর রানা আর ও কয়েকদিন থেকে আসবে আলবেরি কিংডমে। পরে সুবিধেমত সময়ে হাত দেবে ড্রিলিঙে।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মাসুদ রানা। রেবেকা সাউল আজ ইতিহাস ওর কাছে। মেয়েটির মত ও নিজেও খুব শীঘ্রি ইতিহাসে ঠাঁই

পেতে যাচ্ছে। কারও তেমন কিছু আসবে যাবে না তাতে। মাসুদ রানার অভাবে কারও দিন আটকে থাকবে না। হঠাৎ করে চমক ভাঙল ওর ফদারগিলের কথা শুনে। '...শুনছেন না, স্যার!'

'কিছু বলছিলেন?'

'বলছি, আপনি মন দিয়ে শুনছেন না আমার কথা।'

'সরি। বলুন।'

'চার মাস আগে আলবেরি কিংডম বিক্রি করার একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল আপনাকে।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি আমি সে চিঠি।'

নিজের ব্রিফকেস খুলল ফদারগিল। এক গাদা দলিল-দস্তাবেজ বের করল ভেতর থেকে। 'সেল ডীড তৈরি করে এনেছি আমি, এতে কয়েকটা সই দিতে হবে শুধু আপনাকে, স্যার। বাকি সব...'

'সেল ডীড?'

'জ্বি। ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসন জানিয়েছে বহু কষ্টে এই খদ্দের পাওয়া গেছে। আপনি তো জানেনই ওই জমি ওয়ার্থলেস। তেল পাওয়ার যে আশা ছিল আলবেরি সাউলের, তা ব্যর্থ হয়েছে অনেক আগে। আসলে নেই তেল ওখানে। একটা হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক প্রজেক্টের জন্যে বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে কিংডমের কাছেই এক জায়গায়, টার্নার ভ্যালিতে। ওটা কিংডমের চাইতেও পাঁচশো ফুট উঁচুতে।' কাঁধ ঝাঁকাল লইয়ার। 'ইউ নো, স্যার। বাঁধ চালু হলে পানিতে তলিয়ে যাবে কিংডম, লস হবে আপনার। যে জন্যে অ্যাচেনসন ব্যস্ত হয়ে এই বায়ার ঠিক করেছে। ওখানে আলবেরি অয়েল কোম্পানির শেয়ার কিনে অতীতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণও দেবে ক্রেতা। তারপর আপনিও কিছু পাবেন. ধরুন, পনেরো-বিশ হাজার ডলার। হিসেবটা যদিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই যে, স্যার,' দলিলটা ঘুরিয়ে মাসুদ রানার দিকে এগিয়ে দিল ফদারগিল। 'সমস্ত খুঁটিনাটি আছে এতে, পড়ে দেখুন, প্লীজ!'

'বায়ার জমিটা পেতে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে?' দলিল পড়ার গরজ দেখা গেল না মাসুদ রানার মধ্যে।

'ঠিক উল্টো, স্যার। ও-জমি না পেলে ওদের কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতি আপনার। যদি আপনি বিক্রি করেন, যা হোক কিছু পাবেন. অন্যরাও ক্ষতিপূরণ পাবে। আর যদি না করেন, বাঁধের কাজ শেষ হলে পানিতে তলিয়ে যাবে আলবেরি কিংডম। আম-ছালা সব যাবে আপনার। সেদিক থেকে বিচার করলে বায়ারকে বরং জেনেরাসই বলা চলে।'

'আই সী!' হঠাৎ করেই ধারণাটা এল রানার মাথায়। মৃত্যুর জন্যে বহুদূরে কোথাও এক নির্জন জায়গার কথা ভাবছিল ও, খুঁজে পাচ্ছিল না তেমন জায়গা। যদি সেটা আলবেরি কিংডম হয়, কেমন হয়? ভালই তো! একেবারে উপযুক্ত স্থান। সমুদ্রপিঠ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে বরফমোড়া, লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক জায়গা। কেউ জানবে না কখন মারা গেল মাসুদ রানা। জীবনের যে কটা দিন বাকি আছে, ওরকম নিভৃত...

চোখ মুদল রানা। আলবেরি কিংডমের পরিবেশ কেমন হতে পারে ভাবতে লাগল। 'সরি, মিস্টার ফদারগিল, এখনও আমি মনস্থির করতে পারিনি জায়গাটা বেচব কি না।'

চেহারায় বিস্ময় ফুটল লইয়ারের। 'কিন্তু, মিস্টার রানা, আমি মনে করি আপনার সলিসিটর হিসেবে ম্যাকগ্রে অ্যাণ্ড অ্যাচেনসন আপনাকে সঠিক এবং সময়োচিত পরামর্শ দিয়েছে।'

'আমি বুঝি। কিন্তু মনস্থির করতে আরও কিছুদিন সময় চাই আমার।'

দলিলটা কোলের কাছে টেনে আনল ফদারগিল। 'আপনি নিশ্চই আশা করেন না বায়ার অনির্দিষ্টকালের জন্যে আপনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকবে, স্যার? মিস্টার অ্যাচেনসনের চাপে পড়ে এমনকি ঢাকা পর্যন্ত যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আমি...ইউ নো, স্যার, যত দিন যাচ্ছে, ততই লসের পাল্লা ভারি হচ্ছে আপনার। যে জন্যে...

'এরই মধ্যে চার মাস দেরি হয়ে গেছে, মিস্টার ফদারগিল।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা, লইয়ারকে অফার করতে মাথা দোলাল সে, খায় না। 'আর কয়েকদিন হলে তেমন কিছু ক্ষতি হবে কি?'

'না, তা হয়তো হবে না।' হেলান দিয়ে দু'হাত কোলে রেখে বসল লোকটা। 'তো, ঠিক আছে। নিন কয়েকদিন সময়। তবে একটা কথা আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য, মিস্টার রানা। কাম লাকিতে এক সময় যারা আলবেরি সাউলের বন্ধু ছিল, বিপদে যারা তাঁকে টাকা জুগিয়েছিল, তাদের ক্ষতিপূরণের এ এক সুবর্ণ সুযোগ। আলবেরি সাউলের সম্পত্তির বর্তমান মালিক যেহেতু আপনি, সেহেতু তাদের কথা আপনাকেই ভাবতে হবে সবকিছুর আগে। বেশিরভাগই খুব গরীব তারা।'

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'কথাটা আমার খেয়াল থাকবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। দলিলটা তাহলে রেখে যাই, অবসরমত পড়ে নেবেন। আর আমার কার্ড তো থাকলই, যখনই মনস্থির করবেন, দয়া করে একটা রিং দেবেন। সকাল ন'টা থেকে দশটা পর্যন্ত অফিসেই থাকি আমি।' আসন ছাড়ল ফদারগিল। 'বাই দা ওয়ে, স্যার, লন্ডনে কতদিন থাকবেন?'

'ঠিক নেই। চার-পাঁচ দিন, হয়তো।'

'ডোন্ট ফরগেট, প্লীজ!'

'ভুলব না।' হাত তুলে লোকটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল মাসুদ রানা।

'ধন্যবাদ।'

ধীরেসুস্থে উঠল ও। আলবেরি সাউল এবং রেবেকার সব দলিল এই অফিসেই আছে, রানার টেবিলের ড্রয়ারে। অনেকদিন থেকে পড়ে আছে। আগে ভাবেনি ওগুলো কোনদিন প্রয়োজন হবে।

সন্ধে হয়ে গেছে। রুমের বাতি জ্বেলে দিয়ে টেবিলে ফিরে এল ও। দলিলগুলো বের করল। ওর মধ্যে আলবেরি সাউলের রেবেকাকে লেখা

সেই চিঠিটা আছে। পড়ে দেখতে হবে আরেকবার। বের করল রানা চিটিটা। পুরু, ধপধপে সাদা কাগজে পরিষ্কার, ঝরঝরে হস্তাক্ষরে লেখা ওটা। ভাষা সহজ, খুবই সাবলীল। বাড়তি একটা অক্ষরও নেই। পড়তে শুরু করল মাসুদ রানা।

আলবেরি কিংডম,
কাম লাকি
১৫ মার্চ, ১৯—'

প্রিয় রেবেকা,

আগের চিঠিতে আমার জেল হওয়ার কথা জানিয়েছিলাম তোমাকে। অবশেষে মুক্তি পেয়েছি, ফিরে এসেছি আমি আমার প্রাণপ্রিয় কিংডমে। জমি, অয়েল কোম্পানি, সবকিছু আজও আমারই আছে, নেই কেবল বন্ধুরা। ওরা সবাই আমাকে ভুল বুঝে দূরে সরে গেছে। ওদের কথা ভাবলে দুঃখে বুক ফেটে যায় আমার। কিন্তু কি করব! বন্ধুদের আমি বোঝাতে পারিনি যে আমি এখনও বিশ্বাস করি কিংডমের জমি সোনাফলা। তেল আছে এর নিচে। ওরা বড় অবুঝ।

আমার বয়স হয়েছে। বেশিদিন বাঁচব বলে ভরসা হয় না। তাই ঠিক করেছি, কিংডম এবং আমার আলবেরি অয়েল কোম্পানি তোমার নামে লিখে দেব। ফ্রেডারিককে দেয়ার কথা আমি ভাবিনি পর্যন্ত, ওর চরিত্র আমি জানি। সামান্য অর্থের লোভে ও বেচে দেবে সব, ভবিষ্যৎ তেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবে আমার কাম লাকির গরীব বন্ধুরা। তোমার ওপর আমার দৃঢ় আস্থা আছে। তোমার মধ্যে যেমন তোমার বাবার রক্ত বইছে, তেমনি আমার রক্তও। আলবেরি সাউলের সামান্যতমও যদি থেকে থাকে তোমার মধ্যে, আমার বিশ্বাস, তুমি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। আমি যা শেষ করে যেতে পারিনি, তুমি তা পারবে।

আমি তোমাদের খবর যথাসম্ভব রাখার চেষ্টা করি। এরমধ্যে জানলাম, তুমি মাসুদ রানা নামে এক দুঃসাহসী স্পাইর প্রেমে পড়েছ, বিয়ে করতে যাচ্ছ তাকে। আমার আশীর্বাদ রইল। বিয়ের পর সময় করে এখানে এসো, আমার বিশ্বাস তোমরা দু'জনে চেষ্টা করলে আমার স্বপ্ন সফল হবে। যদি তা না হয়, নরকেও শান্তি পাব না আমি। কাম লাকির গরীব বিনিয়োগকারী বন্ধুদের অভিশাপ রেহাই দেবে না আমাকে।

এই চিঠির সাথে শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি পাঠালাম। যদি কখনও সত্যি হয় আমার স্বপ্ন, যার যা পাওনা, মিটিয়ে দিয়ো। বাকি সব তোমাদের।

ইতি—আলবেরি সাউল

পুণ: কিংডমে আমার ড্রয়ারে আছে আমার ব্যক্তিগত ডায়েরী। এখানকার পাথরের যে সমস্ত স্যাম্পল আমি সংগ্রহ করে ল্যাবে পরীক্ষা করিয়েছি, তার প্রতিটি রিপোর্ট আছে ওর মধ্যে।

আরেকবার পড়ল ওটা মাসুদ রানা। এবার ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে। এ চিঠির প্রতিটা শব্দ ওজনদার। প্রতি বাক্যে ফুটে আছে আলবেরি সাউলের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সততা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রানা, জীবনের অবশিষ্ট সময়টা উৎসর্গ করবে ও আলবেরি সাউলের স্বপ্ন সফল করার কাজে। একটু পর খেয়াল হলো ওর, ভেতরের মৃত্যুভয় উধাও হয়ে গেছে কখন যেন। এখন আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না নিজেকে। সামনে একটা কাজ আছে ওর, এবং যথাসম্ভব দ্রুত সারতে হবে তা। যদিও রকির প্রকৃতি বা জিওলজি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওর, তবু একেবারে অকর্মণ্য থেকে মরার চাইতে কিছু একটা করতে করতে মরা যাবে, ভাবনাটা স্বস্তি দিল ওকে। চাঙ্গা করে তুলল অনেকটা।

যদি ব্যর্থ হয়, তাতেও দুঃখ নেই। কে-ই বা আসবে ওর ব্যর্থতার জন্যে আফসোস করতে? কাজ শেষ হওয়ার আগেই যদি মৃত্যু আসে, ওর সাথে কিংডমও ইতিহাসে স্থান নেবে। ধুয়েমুছে যাবে সব হাইড্রো-

ইলেক্ট্রিক কোম্পানির বাঁধের পানিতে।

অবাক হয়ে গেল রানা ভেতরের অস্থিরতা টের পেয়ে। কোথায় কি, এখনই নিজেকে ও রকি মাউন্টেনের ওপরে, কিংডমে দেখতে পাচ্ছে। সেল উঁইডটা তুলে নিল ও, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। নিজের প্রয়োজনীয় সব গুছিয়ে নিল মাসুদ রানা। কালই রওনা হবে ও, কাউকে কিছু জানাবে না। তবে ফদারগিলকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে যাবে। বলে যাবে কিংডম বেচবে না ও।

চারদিন পর ক্যালগারি পৌঁছল মাসুদ রানা। প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছে ও এই ক'দিনে—বিরতিহীন। এতটা পথ ট্রেনে এসেছে। ক্লান্তি অনুভব করল রানা, দুর্বল লাগল। কিন্তু যখনই খেয়াল হলো কিংডমের খুব কাছে এসে পড়েছে ও, ভেতর থেকে কে যেন সাহস জোগাল, শুষে নিল সমস্ত ক্লান্তি, দুর্বলতা। যে কাজে হাত দিতে এসেছে ও, তাতে একদিন সফল হবে, একজন স্বপ্নদর্শী বৃদ্ধের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করবে, ইত্যাদি আবোল-তাবোল অস্বাভাবিক ভাবনায় ডুবে থাকল মাসুদ রানা।

পাহাড়ী সময় সকাল আটটায় ক্যালগারি পৌঁছল ও। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি চেপে শহরের কেন্দ্রে প্যালিসার হোটেলে এসে উঠল। প্রাচীনকালের রাজপ্রাসাদের মত বিশাল এক ভবন, কানাডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি প্যালিসারের মালিক। কানাডার বেশিরভাগ হোটেলই রেলওয়ের সম্পত্তি। ক্যালগারি আসলে কাউ টাউন, আলবের্টার র‍্যাঞ্চিং রাজধানী। যদিও পথ-ঘাট, দালান-কোঠা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। শহরের তুলনায় মানুষজন কম মনে হলো রানার। কোথাও তেমন ব্যস্ততা নেই। দিনের শুরুতে কোন প্রাদেশিক শহর এরকম মরা মরা হয়, রানা এই প্রথম দেখল।

নাস্তা খেল মাসুদ রানা। তারপর ফোন করল ম্যাকগ্রে অ্যান্ড

অ্যাচেনসনে। রানার পরিচয় পেয়ে খানিক তোতলাল অ্যাচেনসন, বিস্ময়ে বলার মত ভাষা খুঁজে পেল না। দশটায় ও তার সাথে দেখা করতে আসছে জানিয়ে ফোন রেখে দিল রানা। দশটার দশ মিনিট বাকি থাকতে নির্দিষ্ট ভবনের সামনে নামিয়ে দিল ওকে ট্যাক্সি। বিল্ডিংটা বেশ পুরানো, বাইরের প্লাস্টার বেশিরভাগই নেই। খসে পড়েছে। যেখানে যেটুকু আছে, তাও খাওয়া খাওয়া। প্রথম দর্শনেই অভক্তি এসে গেল মাসুদ রানার।

অফিসটা তিনতলায়, কাজেই লিফটের দিকে গেল না ও। প্রতি ফ্লোরে পৌঁছতে তিনবার বাঁক খাওয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। দোতলায় কাঠের পার্টিশন ঘেরা ছোট ছোট অসংখ্য অফিস। সবগুলো অফিসের টাইপ রাইটার একযোগে কাজে মেতে উঠেছে বলে মনে হলো রানার, প্রচণ্ড ট্যাপ্ ট্যাপ্ আওয়াজ অসহনীয় করে তুলেছে পরিবেশ। জায়গাটা দ্রুত পিছনে ফেলে এল ও। তিনতলা অনেক শান্ত, দোতলার তুলনায় আওয়াজ প্রায় নেই-ই বলা চলে।

ঢোকার মুখে ল্যান্ডিঙে পুরু কার্পেট বিছানো আছে। তারওপর একটা ডবল সোফা, এবং একটা পিতলের পেডেস্টাল অ্যাশট্রেও আছে। দম ফিরে পাওয়ার জন্যে মিনিট পাঁচেক বসে জিরিয়ে নিল মাসুদ রানা। এইটুকুতেই হাঁপ ধরে গেছে। ওর ডানদিকে দুটো মেহগনি কাঠের দরজা, তাতে ভাড়াটেদের নাম লেখা রয়েছে। চোখ বোলাল রানা ওগুলোর ওপর।

ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসন নামটা আছে এক দরজায়, ফ্রস্টেড কাঁচের ওপরে লেখা। অন্যটায় কয়েকটা নাম। প্রথমে আছে রজার ফেরগাস অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, তারপর ফেরগাস লীজেস লিমিটেড, টি.আর.এফ. কনসেশনস লিমিটেড এবং সবশেষে টি. স্টোকোস্কি—ফেরগাস অয়েল কোম্পানি লিমিটেড। এই সেই রজার ফেরগাস, ভাবল মাসুদ রানা, যে আলবেরি অয়েলের বিশ ভাগ শেয়ারের মালিক, অন্যতম ডিরেক্টর। একমাত্র এই মানুষটিই কোন

অভিযোগ আনেনি আলবেরি সাউলের বিরুদ্ধে।

বাঁ দিকে তাকাল ও, এদিকেও দুটো দরজা। একটায় লেখা লুইস উইনিক, অয়েল কনসালটেন্ট অ্যান্ড সার্ভেয়র। অন্যটায় হেনরি ফেরগাস, স্টকব্রোকার, এবং তার নিচে লারসেন মাইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড। অন্যগুলোর তুলনায় একেবারে ধপধপে সাদা শেষের নামটা। দেখলেই বোঝা যায় নতুন লেখা।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা—ঠিক দশটা। উঠে পড়ল ও, দরজা খুলে পা রাখল ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসনে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে মহিলা সেক্রেটারিকে অনুসরণ করে অ্যাচেনসের অফিসরুমে পৌঁছল ও। দোরগোড়ায় মাসুদ রানাকে অভ্যর্থনা জানাল সে নিজে। মানুষটা যথেষ্ট লম্বা-চওড়া। প্রশস্ত কপাল, নীল চোখ। 'হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ, মিস্টার মাসুদ রানা!' হাসল অ্যাচেনসন, তবে খুব একটা সন্তুষ্টির লক্ষণ নেই তাতে। 'খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে। বসুন, প্লীজ!'

মুখোমুখি বসল দু'জনে। 'সিগার?' মাথা ঝাঁকাল অ্যাচেনসন।

'না, ধন্যবাদ।'

'ভাবছি এত পথ ছুটে আসার আগে আমাকে একটা ফোন করলেন না কেন! ফদারগিলের সাথে কথা হয়েছে আমার। সে বলেছে, আপনি নাকি কিংডম বিক্রি করতে রাজি নন, কারণটা আপনিই ভাল জানেন। ইলেন!' ইন্টারকমে সেক্রেটারির উদ্দেশে বলল লোকটা। 'আলবেরি কিংডম ফাইলটা নিয়ে এসো, প্লীজ! তবে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে আপনি আসায়। সেল ডীডের কোন শর্ত যদি বুঝতে অসুবিধে হয়ে থাকে আপনার, হয়তো সাহায্য করতে পারব আমি।'

ফাইল রেখে গেল সেক্রেটারি। ওটা কাছে টেনে কভার ওল্টাল অ্যাচেনসন। খসড় খসড় শব্দে একটার পর একটা ডকুমেন্ট উল্টে যেতে থাকল। এক জায়গায় থামল সে। সিগার ধরিয়ে মাসুদ রানাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। 'অনেক দেরি এর মধ্যেই হয়ে গেছে, মিস্টার রানা। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আর দেরি করবেন না। সম্ভব হলে আজই বেচে

দিন ও জমি।'

'এখনই নয়। আগে ওখানে যাব আমি, নিজের চোখে দেখব কিংডম, তারপর সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়।'

ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। 'ওই জায়গা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে আপনাকে ফদারগিল?'

'জানিয়েছে। তবে অয়েল ফিল্ডের মিনেরাল রাইটসের ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হয়েছে আমার। ফিল্ড আমার, অথচ মিনারাল রাইটস রজার ফেরগাসের, তা কি করে হয় বুঝতে পারিনি।'

'ভেরি সিম্পল ম্যাটার। রজার ফেরগাসের কাছে মিনারাল রাইটস বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়েছিলেন আলবেরি সাউল।' হা হা করে হাসল সলিসিটর। 'কফি?'

'হ্যাঁ, থ্যাঙ্ক ইউ।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

কফির নির্দেশ দিয়ে সোজা হলো সে। 'আপনার জায়গায় আমি হলে ওখানকার মিনারাল রাইটস নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতাম না। কারণ ও জিনিস একেবারেই মূল্যহীন।' নীল চোখে ওকে পর্যবেক্ষণ করল অ্যাচেনসন। 'আপনি ওখানে তেল পাওয়ার আশা করছেন? ফদারগিলকে আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলাম, সে যেন সব খোলাখুলি জানায় আপনাকে। ওখানে যে তেল নেই, ভাল করে বোঝায় তা আপনাকে।'

'বলেছে সে। আমি নিজেও তা জানি।'

'কিন্তু তারপরও আপনি সন্তুষ্ট নন, এই তো?' ঝুঁকে এল লোকটা, উঁকি দিল ফাইলে। 'ওয়েল, লেটস সী…!' ডকুমেন্ট উল্টে চলল সে, সঙ্গে মুখও চলছে। 'গত বছর শেষবারের চেষ্টা হিসেবে রজার ফেরগাস এক জিওফিজিক্যাল আউটফিট পাঠিয়েছিলেন আলবেরি কিংডমে, লুইস উইনিক সেই কোম্পানির নাম, আমার প্রতিবেশী। তাদের সার্ভের রিপোর্ট আছে এখানে, এতে আলবেরি সাউলের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে তারা। তেলের চিহ্নও নেই রকির কোথাও। এই যে,' থেমে গেল

অ্যাচেনসন। কাগজটা বের করল ফাইল থেকে। 'রাখুন এটা আপনার কাছে। পড়ে দেখবেন।' ফটাশ করে ফাইল বন্ধ করল সে। 'তবে কিংডমের মিনারাল রাইটস রজার ফেরগাসের, আপনার নয়।'

কফিতে চুমুক দিল মাসুদ রানা। 'কিন্তু আমি জানতাম আমিই কিংডমের কন্ট্রোলিং অথরিটি!'

'অফ কোর্স আপনি কন্ট্রোলিং অথরিটি! কিন্তু ওই যে বললাম, আলবেরি সাউল মিনারাল রাইটস মর্টগেজ রেখেছিলেন রজারের কাছে। কাজেই ওটা তাঁর।' কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাচেনসন। 'কিন্তু ওটা থাকা না থাকা দুই-ই যে সমান, তা রজারও খুব ভাল জানেন। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, যার ফলাফল এখন আপনার হাতেই রয়েছে। অনেক আগেই তা জেনেছেন রজার, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে সাউলকে কিছু বলেননি কোনদিন। বরং উল্টে টাকাও দিয়েছিলেন। অবশ্য সাউল মারা যাওয়ার সময় দু'জনের সম্পর্ক ভাল ছিল না।'

খানিক বিরতি দিল অ্যাচেনসন, যেন তথ্যগুলো হজম করার সুযোগ দিল মাসুদ রানাকে। ফদারগিলের একেবারে উল্টো চরিত্র এর, ভাবল ও। সলিসিটররা সাধারণত যেমন বিনয়ী, মৃদুবাক হয়, এ লোক তেমন নয়। যা বলার তা হড়বড় করে বলে ফেলে। কঠিন, বদহজম মার্কা কথাবার্তা বলে দ্রুত নিজের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার মত বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দেয় মক্কেলকে প্রথম চোটেই। লোকটাকে ব্যাটারিং র‍্যামের মত মনে হলো মাসুদ রানার, 'হ্যাঁ' শোনার জন্যে ক্রমাগত স্টীমরোলার চালাচ্ছে ওর ওপর।

চোখ নামিয়ে রিপোর্টটা দেখল রানা। ''শেষ লাইনটা পড়ল।... নির্দ্বিধায় বলা যায়, এখানে তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নেই।—স্বাক্ষর—লুইস উইনিক, অয়েল কনসালট্যান্ট।

'সো,' যেন রানার ওটা পড়া শেষ হয়েছে বুঝেই বলে উঠল লোকটা। 'দ্যাট'স ইট, মিস্টার রানা। হজম করা কঠিন, মানি, কিন্তু সত্যি। রকির সারফেসের নিচে সবখানেই পাথরের স্তর যাকে বলে

গুঁড়ো গুঁড়ো। সলিড নয় কোথাও। যে কোন অয়েল কনসালট্যান্টকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, ওরকম জায়গায় কোন অয়েল ট্র্যাপ থাকতে পারে না। থাকার প্রশ্নই আসে না।'

হতাশ হয়ে পড়ল মাসুদ রানা। হঠাৎ করে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করল ওর ওপর। অন্যমনস্ক করে তুলল। তাহলে? বিজ্ঞান যেখানে প্রত্যাখ্যান করছে আলবেরি সাউলের ধারণা, কি লাভ হবে সেখানে অনর্থক...! 'তবু,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা, 'জায়গাটা আগে একবার দেখতে চাই আমি।'

চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে হেলান দিয়ে বসল অ্যাচেনসন। দু'হাত বুকে বাঁধল। 'অত উঁচু কোন পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আছে আপনার?'

মাথা দোলাল রানা। 'আলপসে স্কি করেছি কয়েকবার।'

'হ্যাঁ, দুটোকে একই সমান উঁচু বলা যায়। তবে মুশকিল কি জানেন, রকিতে শীতকাল এখন। পুরো পর্বতমালা ডুবে আছে এক হাঁটু কঠিন বরফের তলায়। তার ওপর কোমর সমান গুঁড়ো বরফ তো আছেই। সীজনের এই সময় কিংডমে যাওয়ার কথা এমনকি স্থানীয়রাও ভাবে না। রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই এখন রকির কোথাও। আজই যদি রওনা করেন ভাল কোন গাইড নিয়ে, কিংডম পৌঁছতে এক মাস লাগবে আপনার, মিস্টার রানা। আরও বেশি লাগতে পারে। অর্থাৎ, যে সময়ে চূড়ার বরফ গলতে শুরু করবে, তখন ওখানে গিয়ে পৌঁছবেন আপনি। হয়তো।

'এদিকে যে পার্টি কিংডম কিনতে চায়, ড্যামের কাজে হাত দেয়ার জন্যে ওই সময়ই ওপরে পৌঁছবে তারা। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে তাদের, কারণ রকিতে গরম খুব স্বল্পস্থায়ী। বড়জোর তিন মাস, তারপরই আবার বরফ পড়া শুরু হবে। এর মধ্যে কাজ সেরে ফিরে আসতে হবে তাদের। কিন্তু আপনি যদি কিংডম দেখার পিছনে এত দীর্ঘ সময় নষ্ট করেন, ঝামেলা হয়ে যাবে। বায়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।'

ড্রয়ার থেকে আরেক সেট সেল ডীড বের করল অ্যাচেনসন। 'ফদারগিলের মুখে আপনার আপত্তির কথা শুনে এই নতুন ডীড তৈরি করেছি আমি। বায়ারকে চাপাচাপি করে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত তুলেছি কিংডমের দাম। এর বেশি আর সম্ভব নয়। এখন আপনি সই করে দিলে চুকে যায় ল্যাঠা। ওহ্, আরেকটা কথা। আপনি ভাবতে পারেন, দাম হঠাৎ করে চড়াতে রাজি হলো কেন বায়ার? এত কেন আগ্রহী ওরা কিংডমের মূল্যহীন জমি কিনতে?

'উত্তর হচ্ছে, ওরা জমিটা কিনতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। তবু কিনছে, ভবিষ্যতে আপনি যাতে কোন রকম কোর্ট অ্যাকশন নিতে না পারেন, কোর্টের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে না পারেন, তাই। সে জন্যে আগেই টাকাটা দিয়ে সেল ডীডে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে ঝামেলা মুক্ত হয়ে নিতে চাইছে বায়ার। ড্যাম তৈরি করার ব্যাপারে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে নিজেদের স্বপক্ষে তারা আইন পাস করিয়ে নিয়েছে আগেই। অতএব আপনি কিংডম বিক্রি করুন আর নাই করুন, তাতে ওদের কিস্সু ক্ষতি হবে না, বরং অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে। এবং কাজও চালিয়ে যেতে পারবে ওরা বিনা বাধায়। তাই আমার মতে সইটা আপনার করাই উচিত, মিস্টার রানা। এতগুলো টাকা প্রাপ্তির সুযোগ যেখানে রয়েছে, সেখানে অহেতুক দেরি করা চরম বোকামি হবে।'

তখনই কিছু বলল না মাসুদ রানা। ভাবছে। সেল ডীডে চোখ বোলাল অলস ভঙ্গিতে। কফি শেষ করে আরেকটা সিগারেট ধরাল ও।

অধৈর্য হয়ে নড়েচড়ে বসল অ্যাচেনসন। 'ওয়েল, মিস্টার রানা?'

'এখানে,' ডীডে টোকা দিল মাসুদ রানা। 'পারচেজিং কোম্পানির নাম লেখেননি দেখছি!'

'হ্যাঁ, লিখিনি।' মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো সলিসিটরকে। 'ড্যাম অপারেট করার জন্যে বায়ার একটা সাবসিডিয়ারি গঠন করবে খুব শিগগিরি, এখনও সব কাজ শেষ করতে পারেনি ওরা, নামও ঠিক করা হয়নি। আপনি সই করলে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সম্পন্ন হওয়ার

মধ্যেই নামটা জানাবে বায়ার। তখন বসিয়ে দেব।'

'আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে খুব ব্যগ্র আপনি,' আনমনে মন্তব্য করল ও।

'স্বাভাবিক। আপনি আমার মক্কেল। তাই আমি অবশ্যই চাইব দু'পয়সা লাভ হোক আপনার। সময় নষ্ট হওয়ার ফলে সে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে ভেবেই আমি ব্যগ্র, দ্যাট'স অল।'

ঝুঁকে আধপোড়া চুরুটটা অ্যাশট্রে থেকে তুলে নিল অ্যাচেনসন, দীর্ঘ চুমুক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গল গল করে। 'আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। চার মাস আগেই প্রজেক্টের ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছি আমি আপনাকে ফদারগিলের মাধ্যমে। জমি বিক্রির প্রস্তাবের সাথে ব্যক্তিগত একটা চিঠিও দিয়েছি তখন আপনাকে। যাতে সব কিছু খুব স্পষ্ট করে লিখেছি আমি। আপনার স্বার্থের কথা ভেবেই কিংডম বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু আপনি কান দেননি, এতদিন পর ছুটে এসেছেন ক্যালগারি পর্যন্ত। অনর্থক পয়সা, সময় এবং এনার্জি নষ্ট করেছেন।'

উঠে দাঁড়াল অ্যাচেনসন। চুরুট দাঁতে কামড়ে ধরে দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ভরে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানার দিকে। 'একটা ব্যাপার আপনার জানা প্রয়োজন, মিস্টার রানা, শুধুমাত্র আমার একার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই এমন এক বায়ার পেয়েছেন আপনি। প্রথম থেকেই আলবেরি সাউলের সলিসিটর হিসেবে কাজ করে আসছি আমি, বিনিময় কোনদিন একটা নিকেলও পাইনি। সে জন্যে দুঃখ নেই আমার। এখন অনেক কষ্টে এই খদ্দের জোগাড় করেছি। যদি কিংডম বিক্রি করেন, আপনি কিছু পাবেন, বুড়ো রজার ফেরগাসও তার টাকাগুলো ফেরত পাবেন। আপনি জানেন কত টাকা ধার দিয়েছিলেন তিনি আলবেরি সাউলকে? চল্লিশ হাজার! অন্যদের কথা আর নাই বললাম। সমস্ত দেনা পরিশোধ করার এ এক চমৎকার সুযোগ। আপনি চান না এরা সবাই উদ্ধার পাক? আমি মনে করি চান। তাহলে কেন অনর্থক সময় নষ্ট

করছেন?' ওর চোখে চোখ রেখে বসল আবার সলিসিটর। 'কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'হোটেল প্যালিসার।'

'ঠিক আছে। হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আর ভাবুন বিষয়টা নিয়ে। আজ সন্ধে পর্যন্ত সময় আছে ডীডে সই করার। যখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, ফোন করবেন আমাকে। আপনাকে নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি পাঠাব আমি। ওকে? সার্ভে রিপোর্ট, সেল ডীড, সব নিয়ে যান, পড়ে দেখবেন ভাল করে।'

ঝুঁকে হাত বাড়াল সে হ্যান্ডশেকের জন্যে। দেখেও দেখল না মাসুদ রানা, বেরিয়ে এল কাগজগুলো নিয়ে। বাইরের ল্যান্ডিঙে এসে দাঁড়াল ও, অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকাল রজার ফেরগাস অয়েল কোম্পানির বন্ধ দরজার দিকে। হঠাৎ কি ভেবে সেদিকে এগোল রানা, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওকে দেখে এগিয়ে এল অল্পবয়সী এক মেয়ে, সেক্রেটারি হবে নিশ্চয়ই। 'কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'মিস্টার ফেরগাসের সাথে দেখা করতে চাই আমি,' বলল মাসুদ রানা।

'ওল্ড ফেরগাস?' ওকে 'হ্যাঁ' সূচক মাথা দোলাতে দেখে বলল সে, 'কিন্তু উনি তো অসুস্থ। অনেকদিন থেকে আসেন না অফিসে। বাসায় পাবেন তাঁকে।'

'তাই নাকি?'

'আপনার কি তাঁকেই প্রয়োজন? না হলে তাঁর ছেলে, হেনরি ফেরগাস...'

'তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। জাস্ট আ সোশ্যাল কল। লন্ডন থেকে এসেছি, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। কি হয়েছে ওঁর?'

'প্যারালাইসিস। ডানদিক অবশ হয়ে গেছে।'

'ওহ্-হো! দেখা করা যাবে না তাহলে?'

'তা, ইয়ে···মানে, আপনি যখন···একটু অপেক্ষা করুন, স্যার। আমি বাসায় একটা ফোন করে দেখি। আপনার নাম, স্যার?'

'মাসুদ রানা। আরও বলবেন, আমি আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী।'

থমকে গেল মেয়েটি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু'চোখ। 'রিয়েলি! ওহ্, হাউ নাইস টু মিট ইউ, স্যার! মিস্টার সাউলের সাথে পরিচয় ছিল আমার। চমৎকার মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর অনেকে অনেক কথা বলেছে তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে, তবে আমি বিশ্বাস করিনি। সে যাক, আপনি বসুন, স্যার। আমি ফোন করছি।'

এক মিনিট পর হাসি মুখে ওয়েটিং রুমে ফিরে এল মেয়েটি। 'অনুমতি পাওয়া গেছে। তবে নার্স অনুরোধ করেছে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় না নিতে। মিস্টার ফেরগাসের বাড়ি যাবেন বললে যে কোন ট্যাক্সি ড্রাইভার পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ট্যাক্সি চেপে রওনা হয়ে গেল রজার ফেরগাসের বাড়ির উদ্দেশে। বাড়িটা শহর কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে, নদীর পাড়ে। একটা র‍্যাঞ্চ হাউস, দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এলাকা নিয়ে। এক মাঝবয়সী হাউস কীপারকে অনুসরণ করে ভেতরের বিশাল লাউঞ্জে পৌঁছল মাসুদ রানা। এখানে এক কমবয়েসী, সুন্দরী নার্স ওর দায়িত্ব নিল, পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বইয়ে ঠাসা এক স্টাডি রুমে। বৈদ্যুতিক ফায়ারপ্লেসের আগুন বেশ গরম রেখেছে রুমটাকে।

ঘরের চার দেয়ালে ঝুলছে বড় বড় ছবি, সব অয়েল রিগ, ড্রিলিং ক্রু, বরফমোড়া পাহাড়ের চূড়া, ঘোড়া, চাক ওয়াগন রেস ইত্যাদির। রুমের এক কোণে প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। যার ওপর সাজানো আছে ডজনখানেক ট্রফি এবং আরও কী সব যেন। পুরো দেখার সুযোগ হলো না রানার, তার আগেই এক বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত হুইল চেয়ারে চড়ে রুমে ঢুকলেন বৃদ্ধ রজার ফেরগাস।

প্রকাণ্ড দেহের অধিকারী মানুষটি। চওড়া কাঁধ। মাথাভর্তি চুল, সব ধপধপে সাদা। ঘন, চওড়া ভুরু। কাঁচাপাকা। গায়ের চামড়া শুকনো, কোঁচকানো পার্চমেন্টের মত। চোখ কুঁচকে মাসুদ রানাকে দেখলেন ভদ্রলোক সময় নিয়ে। 'আপনিই তাহলে আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী?' মুখের এক কোণ দিয়ে জড়িত কণ্ঠে বললেন রজার ফেরগাস। আরেক কোণের ঠোঁট প্রায় মাঝ পর্যন্ত সেঁটে আছে, নড়ে না। 'প্লীজ, সিট ডাউন। আপনার কথা শুনেছি আমি।'

বসল রানা একটা আর্ম চেয়ারে। সুইচ টিপে হুইল চেয়ারটা ডেস্কের বিপরীতে নিয়ে এলেন ফেরগাস। 'ড্রিঙ্ক?' বলে ডেস্কের নিচের দিকের এক ড্রয়ার খুলে স্কচ বের করলেন। 'ও জানে না এটার কথা,' চোখ ঘুরিয়ে নার্স মেয়েটির গমন পথ ইঙ্গিত করলেন বৃদ্ধ। 'জানলে ঠিক কেড়ে নেবে। ডাক্তারের নিষেধ। আমার ছেলে হেনরি গোপনে আমাকে সরবরাহ করে এসব।' দুই গ্লাসে অল্প করে পানীয় ঢাললেন ফেরগাস, একটা গ্লাস এগিয়ে দিলেন মাসুদ রানার দিকে। 'কারণ হেনরি জানে এ জিনিস যত গিলব ততই তাড়াতাড়ি মরব আমি। ও আমার সবকিছুর মালিক হয়ে যাবে।'

নিজের গ্লাস ওপরে তুললেন রজার ফেরগাস। 'ইওর হেলথ, ইয়াং ফেলা!'

'অ্যান্ড ইওরস, স্যার,' বলল রানা।

'আপনি দেখছি বিপদে ফেলবেন হেনরিকে,' হাসির ভঙ্গি করলেন বৃদ্ধ। 'ও অপেক্ষায় আছে আমার মৃত্যুর আর আপনি কি না আমার স্বাস্থ্য পান করছেন! এই-ই হয়। যদি কখনও সৌভাগ্য খোঁজ পায় আপনার, তখন বুঝবেন। সে যাক, এতদূর ছুটে এলেন কি মনে করে? নতুন করে ড্রিলিং শুরু করতে চান কিংডমে?'

'তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না,' বলল মাসুদ রানা। 'শেষ সার্ভের রিপোর্টটা দেখেছি আমি অ্যাচেলসনের অফিসে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন ফেরগাস। 'দুর্ভাগ্যজনক। তবে বয় ব্লাডেন

খুব আগ্রহী ছিল, ভেবেছিল···। খুব ভাল ছেলে ব্লাডেন, ভাল পাইলট। কিন্তু সার্ভেয়র হিসেবে যাকে বলে থার্ড ক্লাস। হাফ ইন্ডিয়ান, বুঝলেন!' হঠাৎ করে গলা খাদে নেমে গেল তাঁর, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'ওয়েল, নাউ। কেন দেখা করতে এসেছেন, বলুন।'

'আপনি আলবেরি সাউলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাই পরিচিত হতে এসেছি।'

'ভাল।' চোখ কুঁচকে ওকে দেখলেন বৃদ্ধ। 'কোন ফিনান্সিয়াল প্রোপোজিশন দিতে চান?'

'না। তেমন কোন চিন্তা নেই।'

'দ্যাট'স গুড। আসলে আমার টাকা আছে তো, তাই ধারেকাছে নতুন, অচেনা কাউকে দেখলে ভয় হয় না জানি কোন মতলবে এসেছে ভেবে। এবার, মিস্টার রানা, আপনার ব্যাপারে বলুন। কোন্ সূত্রে আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী হলেন আপনি?'

বলল ও। চোখ বুজে শুনে গেলেন রজার ফেরগাস। রানার বক্তব্য শেষ হতে তাকালেন। তাঁর চাউনি, হাসি ইত্যাদি দেখে রানার মনে হলো ছেলেমানুষী ভাব আছে ভদ্রলোকের মধ্যে। ভাল লাগল ওর, খুব আপন মনে হলো বৃদ্ধকে। 'তাহলে কিংডম ডুবিয়ে দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে সবাই মিলে? আর আপনি এসেছেন তার শেষকৃত্যে যোগ দিতে?' বলেই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। 'কে জানে, হয়তো সেটাই ভাল হবে! বেচারা সাউল, অনেক ভুগেছে কিংডম নিয়ে। তা, অ্যাচেনসন কি কি বলল?'

'বলল, আমি কিংডম বেচতে রাজি হলে বায়ার অন্যদের সাথে আপনার পাওনা টাকা-পয়সা সব শোধ করে দেবে।'

দীর্ঘক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রজার ফেরগাস। তারপর প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কে বলেছে ওকে আমার টাকার জন্যে মাথা ঘামাতে! টু হেল উইথ দা মানি, ম্যান! আমি টাকা দিয়েছি আমার বন্ধুকে, আমার নিজের টাকা! তাতে অন্যের এত মাথাব্যথা কেন?

মিস্টার রানা, আমার টাকা শোধ করার কোন দায় নেই আপনার। আপনি যদি চান, ড্রিলিং শুরু করুন কিংডমে গিয়ে। কারও প্ররোচনায় কান দেবেন না।'

'কিন্তু, স্যার...'

'কি?'

'কিংডমের মিনারাল রাইটস আপনার নামে আছে। ইচ্ছে থাকলেও এগোনোর উপায় নেই আমার।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম আমি!' শূন্য গ্লাস দুটো আর স্কচের বোতল জায়গায় রাখলেন রজার ফেরগাস। 'মিনারাল রাইটস, না?' বিড়বিড় করে বললেন। 'আমার খুব ইচ্ছে, মৃত্যুর আগে কিংডমে একটা ডিসকভারী কূপ দেখে যাব। তাই একবার শেষ চেষ্টা করব বলে গত বছর গিয়েছিলাম ওখানে, হলো না। লুইস উইনিক বরবাদ করে দিয়েছে সমস্ত আশা-ভরসা। আমি একা, বুড়ো মানুষ, কি আর করতে পারি!'

নার্স এসে জানান দিল সময় শেষ। 'গুড লাক, ইয়াং ম্যান। আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি। আশা করছি আবার আমাদের দেখা হবে।' ক্লান্ত হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখের কোণে।

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, অপেক্ষমাণ ট্যাক্সি চেপে হোটেলে ফিরে চলল। সারাপথ চমৎকার মানুষটির কথা ভাবল ও। বুঝল, জানায় মস্ত ভুল আছে ওর। আলবেরি সাউলকে এখনও ভালবাসেন রজার ফেরগাস। অথচ রানা যা শুনেছে, তাতে হওয়ার কথা ছিল একেবারে উল্টো। ছেলে তাঁর মৃত্যু চায় কেন বললেন বৃদ্ধ? ক্ষতি হবে জেনেও কেন তাঁকে হুইস্কি সরবরাহ করে হেনরি?

তাঁর কথায় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে রানা, তিনি চান কেউ আরেকবার শেষ চেষ্টা করুক কিংডমে। লুইস উইনিকের বক্তব্য মিথ্যে প্রমাণ করতে চান রজার ফেরগাস? এর মানে কি?

মাথা কাজ করছে না ঠিকমত। অসুস্থ বোধ করছে মাসুদ রানা। কষ্ট

হচ্ছে দম নিতে। নিজের রুমে পৌঁছে সটান শুয়ে পড়ল ও। দু'তিন মিনিটের মধ্যে সেরে গেল শ্বাসকষ্ট, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেল রানা। তবু আরও কিছু সময় শুয়ে থাকল ও। ঠিক একটার সময় লাঞ্চ করল, তারপর ফোনে বেলবয় পাঠানোর নির্দেশ দিল ডেস্কে। ক্যালগারি ত্যাগ করতে যাচ্ছে মাসুদ রানা।

তিন

'জ্যাসপার, স্যার?' মাসুদ রানার প্রশ্ন শুনে চোখ তুলল প্যালিসারের কার রেন্টাল সার্ভিসের ম্যানেজার।

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চই! সেক্ষেত্রে হার্ডটপ জীপ নিলে ভাল করবেন আপনি। অথবা মাইক্রোবাস। আপনি নিজে ড্রাইভ করবেন, স্যার?'

'না। শোফারও চাই।'

'অল রাইট,' একটা ফর্ম টেনে নিয়ে পূরণ করতে বসল লোকটা। 'খুক' করে পাশেই কেউ কেশে উঠতে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। এয়ারম্যান'স জ্যাকেট পরা খাটোমত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে ওকে। মানুষটা গাট্টাগোট্টা। হাসিখুশি, বন্ধুসুলভ চেহারা। মাথায় স্টেটসন হ্যাট।

'মাফ করবেন,' ওকে তাকাতে দেখে বলল লোকটা। 'আপনি জ্যাসপার যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। রাইড চান?'

'জায়গা হবে?' হ্যাট তুলে মাথা চুলকাল মানুষটা। মুখে হাসি।

'নিশ্চই!' বলল রানা।

হাত বাড়াল লোকটা, 'আমি জেফ হার্ট। জ্যাসপারের বাসিন্দা।'

'মাসুদ রানা।' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল ও। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে তাহলে। এখনই রওনা হচ্ছি আমি।'

'আমি রেডি। এসেছিলাম গাড়ি ভাড়া করতেই। দেখি আপনিও জ্যাসপার যাচ্ছেন, তাই ভাবলাম সুযোগ পেলে একসঙ্গেই যাই। আপনি বিদেশী মানুষ, গাইড করে নিয়ে যেতে পারব, পথে একা একা বোর হতে হবে না আপনাকে।'

'গুড। ভাল করেছেন।' ফর্মে সই করে ভাড়া শোধ করল মাসুদ রানা। হোটেল ত্যাগ করার আগে অ্যাচেনসনের কথা ভাবল। ফোন করে তাকে ওর কাম লাকি রওনা হওয়ার কথা জানাবে কি না ভাবল একবার, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কোন দরকার নেই। সময়মত মাসুদ রানা যোগাযোগ না করলে সে-ই খোঁজ নেবে হোটেলে, জেনে যাবে। জেফ হার্টের পরামর্শে মাইক্রোবাসই নিল রানা। আধ ঘন্টার মধ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা।

শেষ মুহূর্তে জেফকে পেয়ে খুশিই হলো মাসুদ রানা। লোকটা স্থানীয়, ঠেকা-বেঠেকায় কাজে লাগবে। ক্যালগারি পিছনে ফেলে দক্ষিণে ছুটে চলেছে মাইক্রোবাস। পিছনের প্রশস্ত সীটে আয়েশ করে বসেছে রানা ও জেফ হার্ট। হিটারের উষ্ণতা অনুভব করছে। রাস্তার ওপর জমে আছে পাতলা তুষারের স্তূপ, তার ওপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে চাকা গড়াচ্ছে মাইক্রোবাসের।

পনেরো মিনিটের মধ্যে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। দু'দিকেই দিগন্ত বিস্তৃত র‍্যাঞ্চল্যান্ড, তুষারের ঘোমটা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। তার মাঝখান দিয়ে গেছে প্রকাণ্ড পাইথনের মত আঁকাবাঁকা সড়ক। মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে জেফ হার্ট, পথের পাশের ছাড়া ছাড়া টাউনগুলোর নাম দি জানাচ্ছে মাসুদ রানাকে। একটানা চলে ছ'টার দিকে এডমন্টন পৌঁছল ওরা। তার খানিক আগে কিছু একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল

মাইক্রোর হিটারে, শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে বন্ধই হয়ে গেল তা। ঠিক করতে বেশ সময় লাগবে, জানাল শোফার।

জেফের বুদ্ধিতে এখানেই রাতটা কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা। কাজ সেরে রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে, মাঝরাত পেরিয়ে যাবে জ্যাসপার পৌঁছতে। তাছাড়া এরমধ্যে সী লেভেলের অনুমান তিন হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছে ওরা। সেজন্যে হোক, বা আর যে কারণেই হোক, অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছে রানা, বিশ্রাম নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

এডমন্টন ছোট শহর, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। প্রচুর হোটেল, রেস্টুরেন্ট আর বার এখানে, প্রতিটি গম গম করছে নারী-পুরুষের পদভারে। দুপুরে খাওয়া সুবিধের হয়নি। চমৎকার রান্না পেয়ে তাই একটু বেশিই খেয়ে ফেলল রানা। জেফ হার্টও। এরমধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে ওরা দু'জন। জেফ হার্টের ব্যক্তিত্ব অনেকটা চুম্বকের মত, ভাল লেগে গেল তাকে রানার। জানা গেল, লোকটা মেকানিক। জ্যাসপারে নিজের ব্যবসা আছে। পরদিন ঘুম ভাঙল ওর সাড়ে দশটায়। টানা ঘুমের ফলে বেশ সুস্থ বোধ করল রানা। একবারে লাঞ্চ সেরে রওনা হলো ওরা। চারটার দিকে জ্যাসপার রোডে উঠে এল মাইক্রোবাস, ততক্ষণে আরও উঁচুতে উঠে এসেছে ওরা।

জ্যাসপার রোডে ওঠার পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনেক দূরে রকি মাউন্টেন দেখতে পেল মাসুদ রানা। বরফ, তুষার এবং হিম ঠাণ্ডার সুদীর্ঘ এক নিরেট দেয়াল। উত্তর-দক্ষিণে যতদূর নজর চলে, বরফে মোড়া শুধু পাহাড় আর পাহাড়—অপূর্ব, শ্বাসরুদ্ধকর এক দৃশ্য! সূর্যের আলোয় মাইলের পর মাইল জুড়ে চিকচিক করছে স্বচ্ছ বরফ। দশ-বিশ, পঞ্চাশ মাইল নয়, শ শ মাইল জুড়ে। তবে প্রতিটি পাহাড়ের মাথা ন্যাড়া, আকাশে উত্থিত তর্জনীর মত দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ চূড়া। তীব্র ঝোড়ো বাতাসে বরফ জমতে পারে না ওখানে। প্রচণ্ড বাতাস কোথাও কোথাও পাহাড়ের পাথুরে দেহ পর্যন্ত মসৃণ করে ফেলেছে।

'চমৎকার দৃশ্য, তাই না?' হাই তুলল জেফ হার্ট। 'রকি দেখার এটাই উপযুক্ত সময়। আর ক'দিন পর ময়লা হয়ে যাবে বরফের রং, ভাল লাগবে না দেখতে।'

মাথা দোলাল শুধু রানা। চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাকিয়ে আছে রকির দিকে। এক ঘণ্টা পর পাথর মোড়া আথাবাস্কায় পৌঁছল ওরা, চেক পয়েন্ট অতিক্রম করে প্রবেশ করল জ্যাসপারে। এর মধ্যে চারদিক থেকেই ঘেরাও হয়ে গেছে ওরা, পাহাড়, বরফ আর সুদীর্ঘ পাইন ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না কোনদিকে। গাছের মাথা ছাড়িয়ে আরও অনেক, অনেক উঁচুতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ন্যাড়া, বাদামী চূড়া। রাস্তার কয়েকশো ফুট নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে ফ্রেজার নদী, গ্লেসিয়ার ধোয়া বরফে দুধের মত সাদা হয়ে আছে তার পানি।

পথে জমে থাকা বরফের রং এখানে ম্লান, দ্যুতিহীন। রোদের আলো এখনও যথেষ্ট জোরাল, কিন্তু এই গ্লেসিয়াল উপত্যকায় তার উত্তাপ বছরের এ সময় খুব একটা কাজে আসে না। যেটুকু উত্তাপ ধারণ করে বরফ, তার প্রায় সবটুকুই ফিরিয়ে দেয় রিফ্লেক্ট করে। বরফ, ন্যাড়া পাথর আর গাঢ় রঙের কাঠের রাজ্যে প্রবেশ করে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা। উত্তেজনা বোধ করল। অবশেষে জায়গামত পৌঁছতে পেরেছে ও। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে জ্যাসপার পৌঁছেছে রানা, আর অল্প দূরে আছে গন্তব্য—আলবেরি কিংডম।

পিছনে তাকিয়ে দিগন্ত প্রসারিত দুটো সমান্তরাল রেখা দেখতে পেল রানা। জ্যাসপার আর উত্তর কানাডার মধ্যেকার অন্যতম যোগসূত্র। রেল লাইন। অনেক উঁচু দিয়ে রকির কাঁধ বেয়ে চলে গেছে ইয়েলোহেড পাস হয়ে।

'জনি কার্সটেয়ার্স নামে কাউকে চেনেন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'সে-ও জ্যাসপারে থাকে।'

মাথা দোলাল জেফ হার্ট। 'চিনি। হর্স র‍্যাংলার। ট্যুরিস্টদের প্যাকার হিসেবেও কাজ করে সীজনে।'

এক হোটেলে উঠল রানা। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওকে জেফ হার্ট, কিন্তু রানা রাজি হয়নি। এক ঘণ্টা পর ফেরার কথা বলে চলে গেল লোকটা। নিজের রুমে এসে ঢুকল রানা, ক্লান্তি লাগছে খুব। বাথরুমের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ভয়ানক এক ধাক্কা খেল ও। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে মুখটা। চামড়া ফ্যাকাসে, প্রায় স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ভেতরে নীল শিরা দেখা যাচ্ছে। দাড়ি-গোঁপের রেখার রং মেটালিক ব্লু।

অক্সিজেনের জন্যে সংগ্রাম করতে করতে বিছানায় এসে বসল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল, আনমনা চোখে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে সচকিত হলো। ওটা ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল, পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে চোখ বোলাতে লাগল। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া আর আলবের্টার এসো (ESSO) রোড ম্যাপ। দেখতে দেখতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে রানার।

রুমের বাঁ দিকের ডবল গ্লাস জানালা দিয়ে যে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, ওটা মাউন্ট এডিথ ক্যাভেল, জানে মাসুদ রানা। তুষার এবং বরফমোড়া নিঃসঙ্গ এক টাওয়ার। আকাশ দেখাচ্ছে যেন ওটা রানাকে, বোঝাতে চাইছে, বড় কঠিন জায়গায় এসেছে ও। এখান থেকে সোজা পশ্চিমে কিংডম, দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলের কিছু বেশিই হবে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মাসুদ রানা, এ জীবনে হয়তো কিংডম দেখা হবে না ওর।

খুব সম্ভব ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, কেন ভাঙল ঘুমটা বুঝতে পারল না প্রথমে। কয়েক মুহূর্ত পর দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে বুঝল রানা, ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জেফ হার্ট। বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে, দৃষ্টিতে পরিষ্কার আতঙ্ক। রানার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। 'ক্রাইস্ট!' ওকে চোখ মেলতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে সশব্দে। 'আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন আপনি! ভাবছিলাম আর বুঝি···আপনি ঠিক আছেন, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ,' বিড় বিড় করে বলল ও। বহু কষ্টে উঠে বসল। নীরবে হাঁপাল কিছুক্ষণ। টের পাচ্ছে, দুই কানের পর্দায় অনবরত হাতুড়ির ঘা মারছে রক্ত।

'ডাক্তার ডেকে আনি?'

'না,' বলল রানা। 'আমি ঠিক আছি।'

'কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না। আপনি যাই বলুন...'

'কিছু হয়নি আমার,' হাঁ করে দম নিল ও কিছুক্ষণ। 'জ্যাসপার কত উঁচুতে?'

'প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট।' সন্দিগ্ধ চোখে রানাকে দেখল জেফ হার্ট। 'আপনাকে দেখে ভয় হচ্ছে খুব, মিস্টার রানা।'

বিরক্ত হলো ও। 'বললাম তো আমি ঠিক আছি।'

নীরবে দেয়ালে ঝোলানো মাঝারি আকারের একটা আয়না পেড়ে এনে ওর সামনে ধরল হার্ট। 'এদিকে তাকান তো!'

দু'হাতে মুখ গুঁজে বসে ছিল রানা, মাথা তুলল। বোকার মত তাকিয়ে থাকল আয়নার দিকে। এরমধ্যে আরও শুকিয়ে গেছে মুখ, নীল হয়ে গেছে চোয়াল। কপালের চামড়া ঠেলে ফুটে উঠেছে অসংখ্য নীল রগ। ঠোঁট রক্তশূন্য। মুখ খুলে দম নিচ্ছে ও। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মাসুদ রানা, থাবা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল জঘন্য জিনিসটা। মেঝেতে আছড়ে পড়ে সহস্র টুকরো হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। হাসির ভঙ্গি করল জেফ হার্ট। 'দু'তিন ডলার খসল আপনার।'

'দুঃখিত।' বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল রানা ভাঙা আয়নার দিকে।

'দ্যাট'স অল রাইট। আমি যাচ্ছি ডাক্তার আনতে।'

হাত বাড়িয়ে লোকটার আস্তিন থাবলে ধরল মাসুদ রানা। 'না। ডাক্তারের কিছু করার নেই এই ক্ষেত্রে।'

'তার মানে?' চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার। 'আপনি অসুস্থ, ডাক্তার...'

'আমি জানি,' হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও। পায়ে পায়ে জানালার

সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাত হয়েছে একটু আগে। অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি দীর্ঘ, সরু এক স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে বরফমোড়া মাউন্ট এডিথ। জ্বলজ্বল করছে শহরের আলো গায়ে পড়ায়। 'অ্যানিমিয়া আছে আমার। পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাই না।'

'তাহলে বরং আরেকটু ঘুমিয়ে নিন।'

'না, ঠিক আছে। একটু বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিই। একসঙ্গে বারে যাব।'

ওরা যখন নামল, তখনই একদল আমেরিকান মেয়ে-পুরুষ স্কিয়ার হৈ-হৈ শব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল, গরম করে তুলল পরিবেশ। তাদের চকচকে উইন্ড চিটারের হাজারো রঙের ছটায় ঝলমল করে উঠল লাউঞ্জ। সেলুনে ঢুকল রানা ও হার্ট। খদ্দের তেমন নেই এখানে, প্রায় অর্ধেকটাই খালি। নিরিবিলি এক জায়গা বেছে নিয়ে বসল ওরা।

'জনিকে খবর পাঠিয়েছি,' বলল জেফ হার্ট। ঘড়ি দেখল। 'যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।'

ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল মাসুদ রানা। মাথা দোলাল বারম্যান। 'কি ব্যাপার?' জেফ হার্টকে প্রশ্ন করল ও।

'আমাদের ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট একটু আলাদা, মিস্টার রানা। এটা বীয়ার পার্লার, শুধু বীয়ারই সার্ভ করা হয়। আর কিছু না। এখানে মেয়েদের ঢোকা নিষেধ, দাঁড়িয়ে পান করতে পারবেন না আপনি, এবং একবারে এক পাইন্টের বেশি অর্ডার দিতে পারবেন না। হার্ড লিকার খেতে চাইলে সরকারী স্টোর থেকে কিনতে হবে, নিজের রূমে বসে খেতে হবে। ওই যে, এসে গেছে জনি,' বলে বারম্যানের দিকে তাকাল জেফ হার্ট। 'ছয়টা বীয়ার, জর্জ। জনি, ইনি মাসুদ রানা।'

ত্রিশ-বত্রিশ হবে জনির বয়স। স্লিম, তালপাতার সেপাইর মত স্বাস্থ্য। শীপস্কিন জ্যাকেট আর স্টেটসন পরে আছে। রোদ আর হিম বাতাসে মুখের চামড়া প্রায় বাদামী হয়ে গেছে তার। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী। হাসি মুখে হাত বাড়াল সে রানার দিকে। 'শুনলাম আপনি

আমার খোঁজ জানতে চেয়েছেন, মিস্টার রানা?'

'ঠিকই শুনেছেন,' তার হাত ঝাঁকিয়ে দিল ও। একেও প্রথম দর্শনেই ভাল লাগল রানার। হাসিটা মিষ্টি, সরল। হাতের স্পর্শও আন্তরিক মনে হলো।

করমর্দন সেরে বসল জনি কার্সটেয়ার্স। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে। ঘোড়া চাই?'

'না। শুধু পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল আপনার সাথে।'

আবার হাসল জনি। 'দ্যাট'স রিয়েল নাইস অভ ইউ!'

'আপনি আলবেরি সাউলকে চিনতেন?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অন্য দু'জনকেও অফার করল।

দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো জনির। 'কিং সাউল? অফ কোর্স!'

'তাঁর মৃতদেহ যতদূর শুনেছি আপনি প্রথম আবিষ্কার করেন,' বলল ও মন্তব্যের সুরে। 'ওই সময় এক দল ট্যুরিস্ট নিয়ে পাহাড়ে চড়েছিলেন আপনি।'

মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ।'

'ঘটনাটা খুলে বলবেন দয়া করে?'

'নিশ্চই!' চাউনি সরু হয়ে উঠল জনি কার্সটেয়ার্সের, হালকা কুঞ্চন দেখা দিল কপালে। 'আপনি সাংবাদিক, না আর কিছু?'

'আমি আলবেরি সাউলের উত্তরাধিকারী।'

চোখ কপালে উঠল জনির, আনন্দে ঝলমল করে উঠল চেহারা। এত আন্তরিক হাসি আর কাউকে হাসতে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না মাসুদ রানা। 'ওয়েল! ওয়েল!! কিং সাউলের...' টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর বাহু চেপে ধরল জনি। ওদিকে জেফ হার্টও হাঁ করে দেখছে রানাকে। 'আশ্চর্য! এতক্ষণে বললেন সে কথা?' বিস্ময়ে গলা চড়ে গেল জনির। ঝট্ করে জেফ হার্টের দিকে তাকাল সে। 'তুমি জানতে না?'

'নাহ্!' রানার ওপর থেকে চোখ সরল না তার।

'মাই গড! কী আশ্চর্য!' কয়েকটা চাপড় বসাল জনি রানার বাহুতে।

ছয়টা বীয়ার নিয়ে এল বারম্যান। তার দিকে ফিরে মাথা দোলাল সে। 'ওতে কিস্সু হবে না, জর্জ! আরও ছয়টা নিয়ে এসো।'

'তুমি নিয়ম জানো, জনি,' বলল লোকটা।

'আলবৎ জানি! একশোবার জানি! কিন্তু, জর্জ, এ মুহূর্তে আমরা সেলিব্রেট করছি, ইউ নো? এঁকে চেনো? কিং সাউলের উত্তরাধিকারী, বুঝলে?'

'তাই নাকি?' অ্যাপ্রনে হাত মুছল জর্জ, হ্যান্ডশেক করার জন্যে সামনে বাড়াল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, স্যার। মাঝেমধ্যে আমাদের হোটেলে আসতেন মিস্টার সাউল। অমায়িক মানুষ! কিন্তু...একবার ক্যাম লাকির প্রায় সবাই মিলে আমাদের এখানেই ভদ্রলোককে চরম হেনস্তা করল। মনে আছে তোমার, জনি?'

'নেই আবার? কিঙের পক্ষ নিতে গিয়ে আমিই কি কম বেইজ্জত হয়েছি সেদিন? গড!' হাসল জনি। 'যাক্গে, এখন যাও, নিয়ে এসো বীয়ার।' জর্জ বিদেয় হতে রানার দিকে ফিরল। 'ভদ্রলোক কি হতেন আপনার?'

কি বলা যায় ভাবছে ও, হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'গ্র্যান্ডফাদার।' ভালই হলো, ভাবল মাসুদ রানা। জনে জনে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না, এক কথাতেই ফুরিয়ে যাবে মানুষের আগ্রহ। ঠাণ্ডা বীয়ারে লম্বা চুমুক দিল ও, দেখাদেখি হার্ট আর জনিও। 'অর্থাৎ এখন আপনি কিংডমের কিং?' প্রশ্ন করল হার্ট।

মাথা দোলাল রানা।

'ওয়েল, ওয়েল!' বিড় বিড় করে বলল জনি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে।

'কি অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন আপনি তাঁর ডেডবডি?'

'ও হ্যাঁ।' হেলান দিল জনি কার্সটেয়ার্স। এক চিমটি লবণ ঢালল নিজের বীয়ারে, এক ঢোঁক গিলে 'ঠক্' করে রেখে দিল গ্লাস। 'ব্যাপারটা

অদ্ভুত লেগেছে আমার। এক সপ্তা আগে দেখে গেলাম মানুষটাকে পুরো সুস্থ, সবল। ফিরে দেখি নেই।'

'কি হয়েছিল?'

'সে সময় ছিল সীজন। একদল আমেরিকান ফটো সাংবাদিক নিয়ে রকিতে যাই আমি। যাওয়ার সময় আমাদের ঘোড়া রেখে যাই আপনার দাদার কোরালে। সব সময়ই তাই করতাম আমি। সাতদিন পর যখন ফিরলাম, দেখি ঘোড়াগুলো কেমন অস্থির। কিং সাউলের ঘরের কোন চিমনিতে ধোঁয়ার আভাস পর্যন্ত নেই। সামনের স্রোতে কোন ট্র্যাক নেই। মৃতপুরীর মত লাগল জায়গাটাকে। তাঁর ঘরের দরজা খুলে দেখি সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আলবেরি সাউল। স্টেবলের অবস্থা দেখে মনে হলো ঘোড়াগুলো অন্তত তিনদিন খায়নি, বুঝে নিলাম তিনদিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

'মৃত্যুর কি কারণ ছিল মনে হয়েছে আপনার?'

কাঁধ শ্রাগ করল জনি কার্সটেয়ার্স। 'হার্ট অ্যাটাক, ঠাণ্ডা, অথবা হয়তো বয়সের কারণেই, যে কোন একটা হতে পারে। কারণ যা-ই হোক, ওইরকম মৃত্যুই ভাল, বুঝলেন? সবার অজান্তে, নীরবে চলে যাওয়ার মধ্যে আলাদা এক ইয়ে আছে।' হাতের গ্লাস আনমনে নাড়াচাড়া করল সে কিছুক্ষণ। 'তাঁর বাঁশী শুনেছেন কখনও? চমৎকার বাজাতেন!'

'আমি শুনেছি,' বলল হার্ট। রানা কিছু বলল না।

'জেল থেকে আসার পর সারাক্ষণ খুব মনমরা থাকতেন কিং সাউল,' বলে চলল জনি কার্সটেয়ার্স। 'প্রায়ই জেলের স্মৃতিচারণ করতেন। বেচারী! শেষ যেদিন দেখা হয়, সেদিনও বলেছিলেন তেল আছে রকিতে। একদিন তেল পাওয়া যাবেই, মানুষের ভুল ধারণা ভাঙবেই। হয়তো একদিন সত্যি হবে কিঙের বিশ্বাস, আর আপনি, কিংডমের মালিক হিসেবে আমাদের এই ফর্টি নাইনথ প্যারালেলের সবচে' ধনী বনে যাবেন। কে জানে!' স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বার বার আনমনা হয়ে পড়তে লাগল জনি। 'ট্যুরিস্টদের নিয়ে প্রায়ই দুই-এক রাত থাকা পড়ত

আমার কিঙের আশ্রয়ে। অদ্ভুত গুণ ছিল তাঁর পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে আকৃষ্ট করার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাষণ দিতেন কিং তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে, একটুও বিরক্ত হত না ট্যুরিস্টরা, বরং বসে বসে গিলত তাঁর কথা। যাকে পেতেন তাকেই শোনাতেন কিং. রকিতে তেল আছে, রকিতে তেল আছে।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল জনি কার্সটেয়ার্স। 'খুব ভাল বাঁশী বাজাতেন আপনার দাদা। একদিনের কথা জীবনে কোনদিন ভুলব না। জেল থেকে ফেরার কয়েকদিন পর, সন্ধের সময়, কিংডমে নিজের র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে বসে বাঁশী বাজাতে বাজাতে কেঁদে ফেলেছিলেন কিং। খুব দুঃখ পেয়েছিলেন সবাই তাঁকে ভুল বুঝল বলে।'

গ্লাসে চুমুক দিল মাসুদ রানা। অদেখা বৃদ্ধকে, তাঁর র‍্যাঞ্চ হাউস, কিংডম ইত্যাদি কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল। 'কিভাবে যাওয়া যায় ওখানে?'

'কিংডমে?' মাথা দোলাল জনি। 'এখন কোনমতেই সম্ভব নয়। অন্তত বরফ গলা শুরু না করা পর্যন্ত...'

'কখন গলবে বরফ?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'এক মাস পর, কমপক্ষে।'

'অতদিন দেরি করতে পারব না আমি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল জনির। 'খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে?'

'তা বলতে পারেন।'

'তাহলে প্রথমে কাম লাকি যেতে হবে। ওখানে ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান নামে এক প্যাকার আছে, সে হয়তো নিয়ে যেতে পারবে আপনাকে, ঠিক জানি না। তবে ম্যাক্স যাকে বলে খানিকটা মানসিক প্রতিবন্ধী। হাবলা পদের মানুষ। নির্বোধ। নির্বোধ বলেই হয়তো আপনাকে কিংডম পৌঁছে দিতে রাজি হবে সে।'

ম্যাপটা বের করল মাসুদ রানা। 'ওখানে যাওয়ার পথ কোনটা?'

জেফ হার্ট বলল, 'কন্টিনেন্টাল রুট ধরে প্রথমে আপনাকে যেতে

হবে অ্যাশক্রফট। ওখান থেকে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস, তারপর হাইড্রলিক, লাইকলি, কীথলি ক্রীক।' জনির দিকে ফিরল সে। 'রাস্তা খোলা আছে তো, জনি?'

'সপ্তাহখানেক আগে খোলা ছিল জানতাম,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এখন কি অবস্থা বলতে পারব না।'

'তারপর, কীথলি ক্রীক থেকে?' হার্টকে প্রশ্ন করল রানা।

'ওখান থেকে কাম লাকি খুব কাছে। কিন্তু,' এক হাত রাখল সে ওর কাঁধে। 'আপনি অসুস্থ, মিস্টার রানা। এ অবস্থায় ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না কিছুতেই। এক মাস অপেক্ষা করুন, বরফ গলা শুরু হলে অনায়াসে যেতে পারবেন। কি বলো, জনি?'

'নিশ্চই! এ সময়ে রকিতে চড়া খুবই বিপজ্জনক।'

'কিন্তু আমি এতদিন অপেক্ষা করতে পারব না।'

'বোঝার চেষ্টা করুন ব্যাপারটা,' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল জেফ হার্ট। 'আমি আর জনি, এখানে আমাদের জন্ম। আমরা যা বলছি, জেনেবুঝেই বলছি।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে,' জেদের আভাস ফুটল রানার কণ্ঠে।

'বেশ তো,' বলল জনি। 'যাবেন। তবে এক মাস পর।'

মাথা দোলাল ও। 'সম্ভব না।'

'কেন সম্ভব না?' রেগে উঠল হার্ট।

'কারণ...' থেমে গেল রানা।

'যেতে দাও, জেফ,' বলল জনি। 'ছেড়ে দাও, নিজে ব্যবস্থা করে চলে যাক। ঘাড় ত্যাড়া মানুষদের বলে বোঝানো যায় না। তারা বোঝে যখন ঠেকায় পড়ে, তখন।'

লোকটার কণ্ঠের উষ্ণতা টের পেল মাসুদ রানা। 'না, ঠিক তা নয়। মানে...'

'মানে কি? কিসের এত ব্যস্ততা?' বলল জনি।

'মানে...' আবারও খানিক দ্বিধা করল ও। তারপর নিচু গলায়

আরেকদিক তাকিয়ে বলল, 'আর মাত্র দু'মাস আছে আমার আয়ু।'

থমকে গেল জনি-হার্ট। হাঁ করে চেয়ে থাকল রানার মুখের দিকে। পুরো আহাম্মক বনে গেছে। কিছু সময় লাগল ওদের সামলে নিতে। জনি দ্রুত পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হার্ট আরেকদিকে ফিরে থাকল। অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ। অবশেষে জনিই মুখ খুলল প্রথম। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। না বুঝে কষ্ট দিলাম আপনাকে।'

'আমিও,' হড়বড় করে উঠল হার্ট। 'খুব লজ্জিত আমি।'

'দ্যাট'স...দ্যাট'স অল রাইট,' পাংশু মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'কিন্তু আপনি তা জানলেন কি করে?' প্রশ্ন করল জেফ হার্ট। 'আগে থেকে নিজের আয়ু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নাকি?'

'সম্ভব। যদি স্টমাক ক্যান্সার থাকে, তাহলে সম্ভব। সেকেন্ডারি পর্যায়ে আছে আমার অ্যানিমিয়া, লন্ডনে পৃথিবীর সেরা ডাক্তার পরীক্ষা করে জানিয়েছে।'

কেউ আর কিছু বলল না।

চার

দীর্ঘ সময় নির্ঘুম কাটল সে রাতটা। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকল মাসুদ রানা। সিগারেট টেনে চলেছে একটার পর একটা, ডবল গ্লাস উইন্ডোর বাইরে নজর। তাকিয়ে আছে জোছনাভেজা এডিথ ক্যাভেলের আকাশছোঁয়া নিড়লের দিকে। অশুভ এক প্রেতের মত

লাগছে ওটাকে।

মাথার মধ্যে হাজারো আবোল-তাবোল চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে রানার। ঘুরপাক খাচ্ছে, জট পাকিয়ে যাচ্ছে। স্থায়ী বা পরিষ্কার হচ্ছে না কোনটা। ভাবছে ও, অথচ কি ভাবছে জানে না। এক সময় সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে আলো নিভিয়ে দিল মাসুদ রানা। জানালার দিকে ফিরে শুলো। অনেক আগে থেমে পড়েছে জ্যাসপারের জীবনযাত্রা। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, ও কেবল জেগে আছে একা। নিজের কথা ভাবছে। ভাবছে ফেলে আসা নানারঙের দিনগুলোর কথা।

এমন আচমকা শেষ হয়ে যাবে জীবন, কে জানত! কত আশা, কত কল্পনা, সব মুহূর্তে খান্ খান্ হয়ে গেল। রাহাত খান, সোহেল, সোহানা, রূপা, গিল্টি মিয়া আরও অনেকের চেহারা ভেসে উঠল মনের চোখে, ছায়াছবির আবছা ইমেজের মত। আর কোনদিন দেখা হবে না প্রিয় মুখগুলো। বাস্ততম মতিঝিলের সেই ভবন, বিসিআই, নিজের অফিস, সব চিরতরে হারিয়ে গেল মাসুদ রানার জীবন থেকে। বীরের মৃত্যু বরণ করতে চেয়েছিল ও, সে জন্যেই বেছে নিয়েছিল এই বিপজ্জনক পেশা। হলো না। অজান্তে নিয়তি ধুঁকে ধুঁকে মরণ হবে লিখেছিল কপালে। তাই ঘটতে চলেছে, অসহায়ের মত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার অপেক্ষায় পড়ে আছে মাসুদ রানা। এক সময় আসবে সে। ভেতরে কিছু একটা কুরে কুরে খাচ্ছে রানাকে, তার কাজ শেষ হলেই দু'চোখ জুড়ে বসবে চির ঘুম। বুকের ভেতর কোথায় যেন চিন্ চিন্ করছে।

চোখ মুছল মাসুদ রানা, উল্টোদিকে ফিরে শুলো। আলবেরি কিংডমের কথা ভাবল ও। যে করেই হোক, পৌঁছতে হবে ওখানে। কিছু একটা কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে নিজেকে। শুয়ে-বসে না মরে কাজ করতে করতে মরবে রানা।

পরদিন লাঞ্চের পর জেফ হার্ট আর জনি কার্সটেয়ার্স এল হোটেলে। মাসুদ রানাকে বিদায় জানাতে। ও কেমন আছে, সে প্রশ্ন কেউ করল না আজ। এমনকি রানার চোখের দিকে সরাসরি তাকালও না একবার।

আপত্তি উপেক্ষা করে ওর ব্যাগ-ব্যাগেজ নিজেরা তুলে নিল, সামনের রাস্তায় অপেক্ষমাণ ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিল। এদিকে বড় গাড়ি চলে না, তাই গতকালই মাইক্রো বিদায় করে দিয়েছে মাসুদ রানা। বাকি পথ কারে চড়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু রাস্তা খারাপ বলে যেতে রাজি হয়নি কোন ড্রাইভার। বাধ্য হয়ে ট্রেনে করেই যেতে হচ্ছে। ওরাও এল স্টেশন পর্যন্ত।

'ড্যাম ইট!' অদৃশ্য কারও উদ্দেশে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জেফ হার্ট। 'আর একটা মাস পরে হলে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসতাম আপনাকে।'

দু'জন দু'দিক থেকে রানার গা ঘেঁসে এগোল গাড়ির দিকে. যেন এখনই পড়ে মরে যাবে ও। সদ্য পরিচিত মানুষ দুটোর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। দু'জনে কয়েক কার্টুন সিগারেট আর অজস্র ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদি দিয়ে দিল সাথে।

লম্বা বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন। রানার ক্যারিজের সাথে খানিক দূর এগোল জনি আর হার্ট। 'যদি কখনও জরুরী প্রয়োজন পড়ে,' চেঁচিয়ে বলল জনি। 'আমাদের কথা মনে রাখবেন, মিস্টার রানা। টেলিফোন করবেন।'

মাথা দুলিয়ে ধন্যবাদ জানাল মাসুদ রানা।

'আমরা চলেও আসতে পারি যে কোনদিন,' বলল জেফ হার্ট।

পুরু কাঁচের জানালার ওপাশ থেকে হাত নাড়ল মাসুদ রানা। ট্রেনের গতি বেড়ে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল জেফ-জনি, মাথার ওপরে হাত তুলে নাড়তে লাগল জোরে জোরে। বাতাস তাড়িত তুষার অল্পক্ষণের মধ্যে আড়াল করে ফেলল ওদেরকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ল মাসুদ রানা। গলার ভেতর কি যেন একটা আটকে আছে ওর, ঠেলাঠেলি করছে। একাকীত্বের যন্ত্রণা চারদিক থেকে চেপে ধরল। ভেবে অবাক হলো রানা, মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয় ওর জেফ আর জনির সাথে। অথচ এখন মনে হচ্ছে হাজার বছরের বন্ধুত্ব ছিল যেন রানার ওদের

সাথে।

ইয়েলোহেড পাসের কাঁধ বেয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল ট্রেন লম্বা এক সরীসৃপের মত। গতি মন্থর। জোরে চলার শক্তি নেই এঞ্জিনের। উঁচু-নিচু চকচকে সাদার রাজত্বে সরু দু'টো কালো ফিতে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে চলছে নীল রঙের এক শুয়োপোকা. অদ্ভুত লাগছে দেখতে। দু'দিক থেকেই একটু একটু করে চেপে এল পাহাড় শ্রেণী. মাথার দিক খাওয়া সাদা চাদর মুড়ি দেয়া দৈত্যাকার একেকটা চূড়া। ছমছম করে উঠল রানার গায়ের মধ্যে।

বৈরী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে চড়াই ভাঙছে ট্রেন, দক্ষিণে চলেছে। থান্ডার রিভার অতিক্রম করে রেড স্যান্ড, ব্লু রিভার ও অ্যাঙ্গাসহর্ন পেরিয়ে এল ওরা। কটনউড ফ্ল্যাটস পৌঁছতেই শুরু হলো বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টি আর বাতাস মাথায় করে সন্ধের আগে বার্চ আইল্যান্ড পৌঁছল ট্রেন। এখানে প্রথম চোখে পড়ল রানার, রাস্তা পরিষ্কার। বরফ নেই। মাঝরাতের দিকে অ্যাশক্রফট স্টেশনে ইন করল ট্রেন। এই পর্যন্তই দৌড় কানাডিয়ান রেলওয়ের।

রাতটা যেমন-তেমন এক হোটেলে কাটাল মাসুদ রানা। কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মাত্র গতকালই খুলে দেয়া হয়েছে কাম লাকির রাস্তা। ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে ভেবে সন্তুষ্ট হলো ও। কিন্তু মুশকিল হলো, ওখানে যাওয়ার মত কোন গাড়ি নেই। শেষ পর্যন্ত এক লগ ওয়াগন ড্রাইভার সাহায্য করতে রাজি হলো। প্রিন্স জর্জ যাবে সে, যাওয়ার পথে রানাকে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। তাই সই। পরদিন নাস্তার পর ওয়াগনে চেপে রওনা হলো মাসুদ রানা। অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে তখনও, থামার কোন লক্ষণ নেই।

সামান্য পথ পাড়ি দিতে দিন পুরোটাই ব্যয় হয়ে গেল। কাজেই আবার যাত্রাবিরতি। পরদিন আরেক লগ ওয়াগন হাইড্রলিক পর্যন্ত লিফট দিল মাসুদ রানাকে, ওখান থেকে এক ফার্ম ট্রাকে পৌঁছল কীথলি ক্রীক। বৃষ্টি এরমধ্যে পরিণত হয়েছে ঘন তুষারে। সন্ধের পর যখন কীথলি

পৌছল ফার্ম ট্রাক, রাস্তা ডুবে গেছে তুষারে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এ রাতটাও হোটেলেই কাটল ওর। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় উঠল রানা, পরদিন এগারোটা পর্যন্ত ঘুমাল মড়ার মত। রাতেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে ও কাম লাকির এক প্যাকার আছে এই হোটেলে, পরদিন লাঞ্চের পর রওনা হবে সে। এগারোটায় হোটেল মালিক ঘুম ভাঙাল ওর, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলল। আর কিছুক্ষণ পর রওনা হবে প্যাকার।

খিদে লেগেছিল প্রচণ্ড। বড় দুই ফালি স্টেক, চারটে ডিম দিয়ে তৈরি ফ্রাই আর পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে কিছুটা সুস্থির হলো মাসুদ রানা। তৈরি হয়ে নেমে এল নিচে। সামনের রাস্তায় অপেক্ষমাণ এক লরিতে গ্রোসারি সামগ্রী বোঝাইয়ের কাজে ব্যস্ত ছিল প্যাকার লোকটা, তার হাতে ওকে তুলে দিল হোটেল মালিক। লোকটা মধ্য বয়স্ক, কম করেও পঁয়তাল্লিশ হবে। দেখলে বোঝা যায় প্রচণ্ড পরিশ্রমী। দীর্ঘদেহী, মুখটা কুঠারের মত। দু'হাত প্রায় হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ তার। আজদাহা এক বীয়ার স্কিন কোট আর কানঢাকা ফার ক্যাপ পরে আছে। ওকে তেমন একটা গুরুত্ব দিল না সে।

সাড়ে বারোটায় রওনা হলো ওরা। স্টিয়ারিং হুইল ধরে রাস্তার ওপর সতর্ক নজর রেখে লরি চালাচ্ছে প্যাকার। রানার ব্যাপারে আগ্রহ নেই মোটেই।

'আপনি কাম লাকির স্থানীয়?' এক সময় নিজেই মুখ খুলল ও।

জবাবে ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা, মাথা দোলাল।

'হোটেল আছে নিশ্চই ওখানে?'

আবারও একই আওয়াজ ও ভঙ্গি করে উত্তর দিল সে।

হাল ছেড়ে দিল মাসুদ রানা। আয়েশ করে বসে মন দিল রাস্তা দেখায়। প্রায় খাড়া উঠে গেছে রাস্তা, বরফমোড়া পাহাড়ের সাথে মাঝে মাঝে গাঢ় রঙের বনও আছে, আকাশছোঁয়া নানান জাতের সব গাছ। এক আধ ঝলক নদীও চোখে পড়ছে কখনও ওর ফাঁকে। মাথায় তুষারের

বোঝা নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। ক্যাবের গোঁ-গোঁ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোনদিকে। ভৌতিক এক পরিবেশ। তীর্যকভাবে উঠে চলেছে লরি। এক ঘণ্টা পর লিটল রিভার পার হলো ওরা। ব্রিজ অতিক্রম করার সময় নিচে তাকাল মাসুদ রানা, প্রায় কালির রং নদীর পানি।

একটু একটু করে গাছের পরিমাণ বেড়ে চলল দু'দিকে। পাহাড় ঠেলে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনে অবিশ্বাস্যরকম উঁচু এক শৃঙ্গ চোখে পড়তে সামনে ঝুঁকে তাকাল রানা। ওটা কত উঁচু বোঝা গেল না, মাথা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। হঠাৎ কি খেয়াল হতে পাশে তাকাল ও, প্যাকারের কুড়াল মুখের দিকে তাকাল। কাল রাতে জনি কি নাম যেন বলছিল কাম লাকির সেই প্যাকারের?

'আপনার নাম ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান?'

এতক্ষণে ধ্যানভঙ্গ হলো লোকটার। ঘুরে দেখল রানাকে। 'জা।' সামান্য কুঁচকে উঠল তার কপাল, বোধহয় ভাবছে ও তার নাম জানল কি করে।

'আমি আলবেরি কিংডমে যেতে চাই। পৌঁছে দিতে পারবেন আপনি?'

'আলবেরি কিংডম!' হঠাৎ করে ভীষণ আগ্রহী হয়ে উঠল লোকটা, কর্কশ কণ্ঠে রীতিমত চার্জ করল ওকে, 'সেখানে কি?'

'এমনিই যেতে চাই,' বলল মাসুদ রানা।

'এমনি মানে!'

কি ভেবে আসল উদ্দেশ্য বলল না ও। 'অনেক নাম শুনেছি ওখানকার, তাই দেখব বলে এসেছি।' ব্যাটা কিংডমের নাম শুনে খেপে গেল কেন ভাবতে লাগল।

'কিংডম দেখার শখ হলো এই অফ সীজনে? আপনি কে, অয়েল ম্যান?' কথা নয়, যেন একেকটা বোমা বের হচ্ছে লোকটার কুড়াল মুখ দিয়ে।

'না।'

'তাহলে?' কঠোর দৃষ্টিতে ওকে দেখল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। খেয়াল করল রানা, দু'চোখ কুঁচকে আছে তার।

পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'কেন আমাকে অয়েল ম্যান মনে হলো আপনার?'

'গত বছরও কিছু অয়েল ম্যান সার্ভে করতে গিয়েছিল কিংডমে। এক পাগল বুড়োর সম্পত্তি কিংডম। মহা ধাপ্পাবাজ ছিল বুড়ো, কিংডমে তেল আছে বলে জবর ধোঁকা দিয়েছে কাম লাকির মানুষদের। বুড়ো শয়তান! মরে গেছে! তবে যাওয়ার আগে অনেককে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে! আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে জানতে পারবেন ব্যাটা কত মানুষের সর্বনাশ করেছে।'

'আপনি কিং সাউলের কথা বলছেন?' নরম গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'আহ্!' ঘোঁৎ করে উঠল সে ফের। 'কিং সাউল!' মুখ ভ্যাঙচাল। 'তার সাথে দেখা করতে এসেছেন আপনি? সে তো নেই, বললাম না?'

'আমি জানি।'

সন্ধের খানিক আগে এক সরু লেকের কাছে পৌঁছল ওরা। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, এর শেষ মাথায় আছে কাম লাকি। ভেতরে উত্তেজনা বোধ করল ও। ওপরের গাছপালার আচ্ছাদন পিছিয়ে গেল এক সময়, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল লরি। সামনেই হাঁটু বরফে তলানো কাম লাকি চোখে পড়ল রানার। শহরটা কাত হয়ে গড়ে উঠেছে পাহাড়ের ঢালে। বেশির ভাগই ছাড়া ছাড়া হতশ্রী মার্কা কাঠের ঘর। দু'চারটে দালানও আছে এখানে ওখানে। ভয় হলো রানার, বড় ধরনের তুষার ধস যদি কখনও ঘটে, তার সাথে কাম লাকিও গড়িয়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়বে লেকে।

একটা দীর্ঘ, নিচু কাঠের ঘরের সামনে লরি দাঁড় করাল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। ওটার সামনে-পিছনে, দু'দিকে পাহাড়-সমান স্তূপ করে রাখা আছে লগ। হাজার হাজার লগ, সব পাইনের। ঘরের একটা দরজায়

ঝুলছে হলুদ সাইনবোর্ড। তাতে লেখা আছে : ট্রিভেডিয়ান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি, অফিস। খুলে গেল অফিসের দরজা, ভেতর থেকে এক চীনা বের হলো। সে আর ম্যাক্স মিলে লেগে পড়ল মাল খালাসের কাজে, রানার দিকে লক্ষ নেই কারও।

লরি থেকে নামল মাসুদ রানা। ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে দড়াম করে লাগাল দরজা। কাজ হলো, গলা বাড়িয়ে তাকাল চীনা। 'এখানে থাকতে চান আপনি, মিস্টার?'

'এটাই হোটেল?' বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো ও।

'না, বাঙ্ক হাউস। পাহাড়ের ওপরে থান্ডার ক্রীকে রাস্তার কাজ চলছে, ওখানকার লেবাররা থাকে।'

তাও ভাল, ভাবল রানা। 'হোটেলটা কোথায়?'

'ইউ মীন, ম্যাক'স প্লেস?' হাত তুলে সামনে, ডানে যাওয়ার একটা রাস্তা দেখাল সে। 'সামনে যান, ওদিকে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাগ-ব্যাগেজ তুলে নিল মাসুদ রানা, নরম তুষারে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে এগোল। রাস্তাটা সরু। দু'দিকের বিষণ্ণ চেহারার জীর্ণ ঘরগুলো দেখতে দেখতে হাঁটছে ও মন্থর গতিতে, ঢাল বেয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরগুলো বেশিরভাগই পোড়ো, বুঝল রানা, কারণ একটাতেও মানুষের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়েনি ওর। কোনটার দরজা-জানালা নেই, কোনটার চাল নেই। প্রতিটার দরজায় একটা করে সাইনবোর্ড আছে, রং-লেখা যার বেশিরভাগই গায়েব হয়ে গেছে। যা দু'একটা পড়া গেল, তাতে গোটা কয়েক সেলুন, ডাক্তারের চেম্বার, জেনারেল স্টোর ইত্যাদির অতীত উপস্থিতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো মাসুদ রানা। বাণিজ্যিক এলাকা ছিল এটা কোনকালে। এখন ভূতুড়ে।

খানিকটা এগোতে কাঠের উঁচু সাইডওয়াকের দেখা পেল মাসুদ রানা। তাও বহু আগের। প্রায়ই একটা-দুটো, এমনকি কোথাও একসঙ্গে চারটে পর্যন্ত প্ল্যাঙ্কের খবর নেই। আরও কিছুদূর এগোতে মানুষের সাড়া

পেল রানা. বেশ কয়েকটা মোটামুটি ধরনের শ্যাক চোখে পড়ল। এদিকের সাইডওয়াক চলনসই। কাম লাকির একমাত্র হোটেল বা ম্যাক'স প্লেস, দালান। এবং এ শহরের সবচেয়ে বড় ভবন। নাম গোল্ডেন কাফ।

বার রুমটা খুবই বড় আর প্রশস্ত গোল্ডেন কাফের। এক দেয়াল জুড়ে দীর্ঘ বার, পিছনে বড়সড় লিকার শেলফ। তবে খালি, পানীয় নেই। পিছনের ঝাপসা আয়নাগুলো বেরিয়ে আছে। চার দেয়ালে ঝুলছে কিছু নগ্ন, অর্ধনগ্ন নারীদেহের ছবি। কয়েকটা পাথরের টেবিল, কিছু ভগ্নপ্রায় চেয়ার, আর একটা আয়রন ফ্রেমড্ পিয়ানো আছে বারে। আর আছে বড় একটা ড্রাম স্টোভ। রুম গরম রেখেছে ওটা। দেখলে বোঝা যায়, এখন যাই হোক, কোন এককালে এডওয়ার্ডিয়ান আভিজাত্য ছিল গোল্ডেন কাফের।

স্টোভের কাছের এক টেবিলে তাস খেলছিল দুই বৃদ্ধ, একযোগে ঘুরে তাকাল তারা মাসুদ রানার দিকে। বোঝা নামিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে স্টোভের দিকে এগোল রানা। এরইমধ্যে ওর উইন্ডব্রেকারে জমে ওঠা বরফ গলতে শুরু করেছে। ওটা খুলে চেয়ারে বসে পড়ল রানা ধপ্ করে, খ্যাঁচম্যাঁচ শব্দে তীব্র আপত্তি জানাল চেয়ার। চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে থাকল ও, এত ক্লান্তি লাগছে যে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। একটুপর ধোঁয়া উঠতে শুরু করল রানার ট্রাউজার থেকে। ভিজে গিয়েছিল, উত্তাপ পেয়ে শুকোচ্ছে এখন। নীরবে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে দুই বৃদ্ধ, কথা নেই কারও মুখে। তবে আগন্তুককে দেখে তারা যে বিস্মিত হয়েছে, তা দু'জনের চোখ দেখলেই বলে দেয়া যায়।

'একটা রুম হবে?' শক্তি সঞ্চয় করে অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল মাসুদ রানা।

ওকে মুখ খুলতে দেখে চমকে উঠল যেন দুই বৃদ্ধ। দীর্ঘক্ষণের অপলক চোখে পলক পড়ল একজনের টিপ-টিপ করে, অন্যজন খুক্ করে কেশে উঠল। কিন্তু উত্তর দিল না কেউ, দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে ব্যস্ত হয়ে

পড়ল হাতের কাজে। ভাল করে লোক দুটোকে দেখল রানা। এত দুঃখের মাঝেও হাসি পেল তাদের কাণ্ড দেখে। স্টোভের পিছনের একটা বন্ধ দরজার পাশে বেল পুশ আছে দেখতে পেয়ে হাঁটুতে ভর রেখে ঠেলে তুলল ও নিজেকে, টিপে দিল বেল।

ভেতরে কোথাও টুংটাং আওয়াজ উঠল, ক পর বন্ধ দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে উঁকি দিল এক বুড়ো চীনা। মাসুদ রানাকে দেখে বেরিয়ে এল সে, কাছে এসে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, মুখে মাপা হাসি। 'কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'একটা রুম চাই,' বলল মাসুদ রানা।

'একটু অপেক্ষা করুন, স্যার। আমি মিস্টার ম্যাককে ডেকে আনি।' দ্রুত পায়ে চলে গেল চীনা। প্রায় পরক্ষণেই এক টেকোকে নিয়ে ফিরল। কম করেও আশি হবে এ লোকের বয়স। তার চাউনি দেখে মাছের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ একপেয়ে বকের কথা মনে পড়ল মাসুদ রানার, যদিও মনের ভাব আড়াল করার চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না তার।

'আপনি মিস্টার ম্যাক?' প্রশ্ন করল ও।

'আসলে ম্যাকক্লিলান,' বলল টেকো। 'ফ্লোরেন্স ম্যাকক্লিলান। কিন্তু এখানকার সবাই ম্যাক ডেকে ছোট করে ফেলেছে নামটা। সে যাক, আপনি রুম চান?'

'হ্যাঁ।'

'ওচ্! অসুবিধে নেই, ম্যানেজ করে দিচ্ছি। কোত্থেকে এসেছেন আপনি, স্যার? নাম কি?'

বলল রানা।

'উয়ীল উয়ীল! নো পবলেম। আমরা আসলে জুনের শেষ সপ্তা না পড়া পর্যন্ত তৈরি হই না, বুঝলেন? তখন ফিশারমেন আসে, ট্যুরিস্টরা আসে। তার আগে পর্যন্ত ফাঁকাই থাকে হোটেল। আমাদের সাথে কিচেনে বসে খেতে আপত্তি নেই তো আপনার?'

'মোটেই না।'

দোতলায় রাস্তারদিকের এক রুম দেয়া হলো মাসুদ রানাকে। ভালই

লাগল ওর রুমটা। অন্তত গত তিনরাত যে সব হোটেলে থেকেছে, সেগুলোর তুলনায় প্রায় স্বর্গ এটা। একটা খাট, একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, এক সেট চেয়ার-টেবিল এবং একটা ওয়াশ বেসিন, সাকুল্যে এই হলো ফার্নিচার। মেঝেতে ধুলো বা কাগজের টুকরো, কিচ্ছু নেই। একদম পরিষ্কার। কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হতে না হতে বৃদ্ধ চীনা এসে জানিয়ে গেল চা তৈরি, ম্যাকের পরিবারের সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

নেমে এল মাসুদ রানা। প্রকাণ্ড কিচেনে ফ্লোরেন্স ম্যাকক্লিলান পরিবারের অন্যেরা উপস্থিত। ম্যাক বিপত্নীক। সে পরিচয় করিয়ে দিল রানাকে সবার সাথে। জেমস ম্যাকক্লিলান তার ছেলে। জেমসের স্ত্রী পলিন, তার দুই ছেলে-মেয়ে, জ্যাকি আর কিটি, এই নিয়ে ম্যাকের পরিবার। জেমস বছর ত্রিশেক বয়সের হবে, অনুমান করল মাসুদ রানা। চেহারা কাঠখোট্টা ধরনের। চোখের রং নীল। নাক দীর্ঘ, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা। লোকটার চাউনি, ভাবচক্কর সুবিধের মনে হলো না। হামবড়া ভাব আছে। সম্ভবত রগচটা।

পলিন ঠিক উল্টো। হাফ ফ্রেঞ্চ মেয়েটি, চমৎকার হাসিখুশি টাইপের। বহিরাগত আরও একজন আছে টেবিলে। ব্যায়াম বীরের মত স্বাস্থ্য লোকটার, বয়স অনুমান চল্লিশ। সারা দেহে বেলে রঙের পশম তার। লোকটাকে বেন ক্রেসি, এঞ্জিনীয়ার বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। থান্ডারক্রীক রোড এরই তত্ত্বধানে তৈরি হচ্ছে।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না, এমনকি বাচ্চা দুটোও না। গলদা চিংড়ি ফ্রাই, ডিম, দুধ দিয়ে বিকেলের ভোজনপর্ব সারা হলো। রানা তেমন কিছু খেল না. একটা চিংড়ি আর কফি খেল শুধু। তারপর বেরিয়ে এসে বার রুমের আগুন ঘিরে বসল পুরুষরা। রানা সিগারেট ধরিয়ে ঝিম্ মেরে বসে থাকল। পথের ক্লান্তি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওর। বৃদ্ধ ম্যাক পাইপ টানার ফাঁকে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল রানাকে। 'এই অসময়ে কাম লাকি কেন এলেন আপনি,

মিস্টার রানা?'

অন্যমনস্ক ছিল ও, তাই খানিকটা চমকে উঠল। তাকাল বৃদ্ধের দিকে। 'আলবেরি কিংডম নামে এক জায়গা আছে এখানে, চেনেন?'

'আয়ি,' মাথা দোলাল ম্যাক।

'ওখানে যাব।' সিগারেটে চুমুক দিল মাসুদ রানা। জেমস, এঞ্জিনীয়ার ক্রেসি ঝট্ করে ঘুরে তাকাল ওর দিকে। দৃষ্টিতে কৌতূহল প্রত্যেকের।

'কি করে যাওয়া যায় কিংডমে?' জানতে চাইল ও।

'বেনকে জিজ্ঞেস করুন,' এঞ্জিনীয়ারের দিকে ফিরল ম্যাক, ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল পাইপে। 'ও ভাল বলতে পারবে।' কিন্তু কি ভেবে পরক্ষণে নিজেই প্রশ্ন করল সে, 'ক্রীক হেডে বরফ কেমন জমেছে, বেন?'

'প্রচুর! প্রায় উরু সমান। ওই বরফ ঠেলে কোনমতেই কিংডমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অন্তত পায়ে হেঁটে।'

এবার মুখ খুলল জেমস। 'ওখানে কেন যেতে চান আপনি?' জানতে চাইল সে ভারিক্কি ঢঙে। রানার সন্দেহ হলো লোকটা যেন ঝগড়া বাধাবার জন্যে মুখিয়ে আছে।

'কিংডম দেখতে যাব।' এঞ্জিনীয়ারের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি যে রোড তৈরি করছেন, সেটা কিংডমের দিকে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন তৈরি হচ্ছে ও রাস্তা?'

রানাকে দেখল বেন ক্রেসি। কাঁধ ঝাঁকাল। 'আর যে জন্যেই হোক, ট্যুরিস্টদের সুবিধের জন্যে নয়।'

বুড়ো ম্যাক বলল, 'আপনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন বলেছিলেন না তখন?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'ওখানে বসে কিংডমের নাম জানলেন কি করে আপনি?'

ঠোঁট মুড়ে খানিকক্ষণ বসে থাকল মাসুদ রানা। 'আমি আলবেরি

সাউলের গ্র্যান্ডসন।'

চাউনিতে বিস্ময় ফুটল সবার। থমকে গেছে। সামনে ঝুঁকে এল বৃদ্ধ। 'গ্র্যান্ডসন বললেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না! তার স্বাস্থ্য, চেহারা কিছুর সাথেই মিল নেই আপনার!' বলে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক। 'তা...মিল থাকতেই হবে তেমন কোন কথাও অবশ্য নেই। কিংডম দেখতে এসেছেন তাহলে আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?' খ্যাপাটে দৃষ্টিতে ওকে দেখছে জেমস, কণ্ঠে রাগের আভাস।

লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। হঠাৎ রেগে ওঠার কি হলো তার ভেবে পেল না। 'কারণ ও জমি এখন আমার।'

'আপনার!' লাফিয়ে উঠল প্রায় জেমস। দৃষ্টিতে নিখাদ অবিশ্বাস। 'কিন্তু আমরা তো জানি কিংডম বিক্রি হয়ে গেছে! লারসেন মাইনিং কোম্পানি কিনে নিয়েছে!'

এবার মাসুদ রানার বিস্মিত হওয়ার পালা। 'লারসেন মাইনিং...!' চট্ করে মনে পড়ে গেল নামটা হেনরি ফেরগাসের অফিসের দরজায় লেখা দেখেছে ও সেদিন। একেবারে নতুন লেখা। 'না। কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল এক পার্টি, আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল জেমস, লাথি মেরে ফেলে দিল চেয়ার। ঠিকই ধরেছিলাম, ভাবল মাসুদ রানা, ব্যাটা ভারি রগচটা। 'ফিরিয়ে দিয়েছেন!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কিন্তু...' থেমে গেল, ঘুরে তাকাল এঞ্জিনীয়ারের দিকে। 'পিটারের সাথে কথা বলা দরকার এখনই,' জরুরী গলায় বলল সে।

'হ্যাঁ, চলো।' উঠে পড়ল বেন ক্রেসি। দু'পা এগিয়ে থেমে পড়ল সে, রানার দিকে তাকাল। 'সত্যিই আপনি আলবেরি সাউলের গ্র্যান্ডসন?'

'মিথ্যে বলে আমার লাভ?'

'এবং আপনি কিংডমের বর্তমান মালিক?'

মেজাজ চড়তে লাগল রানার। 'হলে আপনার কোন অসুবিধে আছে?' বলেই খেয়াল করল, লোকটা ভীত, আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ব্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারল না মাসুদ রানা। এরা এমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে কেন, হলো কি এদের?

'প্রমাণ করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল জেমস ম্যাকক্লিলান।

'কি?'

'বলছি কিংডমের মালিক যে আপনি, তা প্রমাণ করতে পারবেন?'

রেগেমেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। ভাবল দেখাই যাক, কোনদিকে গড়ায় ব্যাপারটা। 'পারব।'

'ফর গড'স সেক, দেখান কিছু একটা!'

প্রচুর সময় নিয়ে ওপরে এল মাসুদ রানা, অ্যাচেনসনের দেয়া দ্বিতীয় সেল ডীড নিয়ে এসে দিল তাকে। 'এটা দেখুন। আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোনে কথা বলুন অ্যাচেনসনের সাথে।'

ডীডটা উল্টে পাল্টে দেখল জেমস। হাত কাঁপছে তার। 'অ্যাচেনসনের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে আপনার?'

'না হলে ওটা আমার হাতে আসার কথা নয়।' সিগারেট ধরাল রানা।

'কিংডম বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন?'

'এই ডীডে আমার সই করার কথা ছিল প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা আগে। শেষ সময় ছিল ওটা। দেখতেই পাচ্ছেন আমি করিনি।'

'ক্রাইস্ট অলমাইটি!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে সশব্দে শ্বাস নিল জেমস। 'তার মানে...!' ঝট্ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, যেন ওখানে এখনই অলৌকিক একটা কিছু ঘটবে যা রানাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে প্রভাবিত করবে। কিন্তু ঘটল না তেমন কিছু। জানালার কাচ কেবল ভেতরের দৃশ্যই প্রতিবিম্বিত করল।

'আমি দেখতে পারি?' হাত বাড়াল এঞ্জিনীয়ার। নিঃশব্দে উীডটা দিল সে তাকে। পড়ল বেন, মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, পিটারের সাথে কথা বলা প্রয়োজন এখনই। এটা আমরা রাখতে পারি, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, রাখুন। কিন্তু সমস্যাটা কি বলুন তো?'

'কিচ্ছু না,' দ্রুত বলল জেমস, উীড থাবা দিয়ে কেড়ে নিল এঞ্জিনীয়ারের হাত থেকে। 'কোন সমস্যা নেই। আমরা জানতাম কিংডম বিক্রি হয়ে গেছে।' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে, বেন অনুসরণ করল তাকে।

ঘুরে ম্যাকের দিকে তাকাল রানা। বুড়ো আঙুল দিয়ে পাইপের বাউলে তামাক ঠাসছে লোকটা। 'ওদের অদ্ভুত আচরণের কি অর্থ, মিস্টার ম্যাক?'

ব্যস্ত হলো না বৃদ্ধ উত্তর দেয়ার জন্যে। সময় নিয়ে পাইপ ধরাল, ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নিরুদ্বিগ্ন চেহারায়। 'আপনি তাহলে কিংডমের নতুন মালিক? ভাল। কিন্তু এতদূর ছুটে আসার আসল কারণ কি আপনার, বলুন তো?'

'আগেই বলেছি জায়গাটা দেখতে চাই আমি।'

'শুধুই তাই, না বুড়োর মত কোন বদ মতলব আছে?'

'মানে?'

'আপনার দাদার অয়েল ফিভার ছিল। কিন্তু...' শ্রাগ করল ম্যাক, পুরো করল না কথাটা।

'তাঁকে চিনতেন আপনি?'

'অবশ্যই! খুব সহজ মানুষ ছিল না লোকটা। বদমেজাজী ছিল, একচোটে হাজারটা কথা বলত। কথায় কথায় ঘুসি মারত টেবিলে। তবে...মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ছিল তার, নো ডাউট। সবাইকে বলে বেড়াত কিংডমে তেল আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সব ফক্কা।' হঠাৎ মুখ তুলল বৃদ্ধ। 'কিংডম নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে আপনার, মিস্টার রানা?'

'ওখানে থাকার কথা ভাবছি আমি।'

'হোয়াট! কিংডমে?'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আমার দাদা থাকতেন।'

'আয়ি। বিশ বছর থেকেছে আলবেরি স্যাউল।' 'থোক্' করে খানিকটা তামাক ফেলল ম্যাকক্লিলান। 'কিন্তু আপনি অন্তত অমন বোকামি করবেন না, ও জায়গা আপনার থাকার উপযুক্ত নয়। আর যদি তেলের স্বপ্ন দেখে থাকেন মনে মনে, ভুলে যান। কারণ এ শহরের আমরা প্রায় সবাই তেল তেল করে সমস্ত কিছু খুইয়েছি। তেল নেই ওখানে। দুই নিকেলেও মূল্য নেই কিংডমের। ওচ্! তবে র‍্যাঞ্চ করতে চাইলে অন্য কথা।'

চেয়ার ছাড়ল বৃদ্ধ। পায়ে পায়ে রানার চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল, মুখ তুলে তাকে দেখল ও। 'এ জায়গাটাই আপনার উপযুক্ত নয়, মিস্টার,' শীর্ণ এক হাতে ওর কাঁধ ধরল ম্যাক। 'খুব কঠিন জায়গা এটা, আগন্তুকদের খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে না কাম লাকির অধিবাসীরা।'

'তাই? প্রতিবছর হাজার হাজার ট্যুরিস্টকে কিভাবে গ্রহণ করেন তাহলে আপনারা?'

'তারা সবাই স্রেফ ট্যুরিস্ট, তাই সমস্যা হয় না কোন। কিন্তু আপনি তা নন, মিস্টার। আমার কথা শুনুন, বিক্রি করে দিন কিংডম, ঘরে ফিরে যান।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। সিদ্ধান্ত নিল এখনই পরিকল্পনা ফাঁস করবে না। আরও অপেক্ষা করে দেখবে। কেন সবাই এভাবে উঠে পড়ে লেগেছে ওর পিছনে, বুঝতে হবে ভাল করে। সব না বুঝে এদের সাথে কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। 'দেখি, ভেবে দেখি।'

কঠোর দৃষ্টিতে ওকে দেখছিল ম্যাক, নরম হলো তা রানার কথা শুনে। 'আয়ি, ভেবে দেখুন।' পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকল মাসুদ রানা। ভীষণ পরিশ্রান্ত

লাগছে। কে জানত এখানে এসে এই ঝামেলায় পড়তে হবে? ও কিংডম বেচতে না চাইলেও বোঝা যাচ্ছে এরা ওকে দিয়ে জোর করে হলেও বিক্রি করিয়েই ছাড়বে। যা ভেবে এসেছিল, তার সবই এখন দেখা যাচ্ছে উল্টে গেছে। এখানকার সবাই, সবকিছুই দেখা যাচ্ছে ওর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে কোমর বেঁধে নেমেছে। কিন্তু কেন? শুধুই ক্ষতিপূরণ পাবে বলে? না আরও কোন কারণ আছে?

পরদিন ঘুম থেকে উঠল রানা আটটায়। ভোরের দিকে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও কেবল, বাকি সময় কেটেছে নানান চিন্তায়-দুশ্চিন্তায়। ম্যাজমেজে শরীর নিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা, খিদে লাগেনি মোটেই, তবু তৈরি হয়ে চলে এল কিচেনে। টেবিলে মাত্র একজনের নাস্তার বন্দোবস্ত দেখা গেল। বৃদ্ধ চীনা ছাড়া কেউ নেই কিচেনে।

'সবাই খেয়ে নিয়েছে,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে বলল বৃদ্ধ। বিনা বাক্য ব্যয়ে সামান্য কিছু খেয়ে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। রুমে এসে জ্যাসপার থেকে কেনা এক জোড়া ওয়াটার প্রুফ বুট পরল, গায়ে চাপাল পুরু উইন্ড চীটার। কান ঢাকা ফার ক্যাপ ও দস্তানা পরল। তারপর খুদে একটা দূরবীন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তুষার পড়ছে না আজ, বাতাসও নেই। তবে আকাশ থমথমে, ধূসর মেঘে ঢাকা।

রাস্তা একদম ফাঁকা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা, মানুষের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। এ কেমন শহর ভেবে পেল না ও, ঘরেই বন্দী থাকে নাকি সবাই রাতদিন? দিনের এই সময় এমন জনশূন্য থাকে কোন লোকালয়, কাম লাকিতে না এলে বিশ্বাসই করত না রানা। বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে হাঁটতে থাকল ও। এক হেভী আমেরিকান ট্রাক দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে ওটার সামনে। তার পিছনে জোড়া আছে এক বুলডোজার। ট্রাকের কাছে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। উঁকি দিয়ে দেখল ক্যাব খালি, ড্রাইভার নেই। তবে এঞ্জিন চালু আছে।

ট্রিভেডিয়ান ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে লোকটার খোঁজ নেবে

কি না ভাবছিল রানা, এই সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। কাছে এসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সকালের বাস মিস্ করেছেন?' মানুষটা যতটা না দৈর্ঘে, তারচেয়ে প্রস্থে বেশি বলে মনে হলো রানার। বাকস্কিন জ্যাকেটে প্রায় পোলার ভাল্লুকের মত দেখাচ্ছে।

'না,' রানাও হাসল।

'তার মানে আপনি থান্ডারক্রীক রোডে কাজ করেন না?' একটু যেন বিস্মিত হলো ড্রাইভার।

'না।'

'অর্থাৎ এখানে থাকেন! ক্রাইস্ট! ষাটের নিচের কেউ এই ঠাটাপড়া জায়গায় থাকে আজই প্রথম জানলাম।'

'আমি ট্যুরিস্ট,' বলল মাসুদ রানা। সিগারেট বের করে ড্রাইভারকে অফার করল, নিজেও ধরাল একটা। 'না বুঝে অসময়ে এসে পড়েছি, একটু ঘুরে ফিরে যে দেখব, সুযোগই পাচ্ছি না। আপনি ওপরে যাচ্ছেন, থান্ডার ক্রীকে?'

'হ্যাঁ। যাবেন নাকি রাস্তার কাজ দেখতে?'

'যাব।'

'দেন জাম্প ইন।'

গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার। বেসুরো, হেঁড়ে গলায় গান ধরল। প্রথমে লেকের দিকে এল সে, তারপর বাঁয়ের এক রাস্তা ধরে এগোল, কাল কাম লাকি আসার সময় মেঘের জন্যে যে পাহাড় চূড়ার প্রান্ত দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল রানা, ট্রাকটা সেদিকেই যাচ্ছে বলে মনে হলো। 'কি নাম ওটার?' আঙুল তুলে পাহাড়টা ইঙ্গিত করল ও। আজও তার চূড়া মেঘে ঢাকা।

'সলোমন'স জাজমেন্ট।'

'ওদিকেই যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। থান্ডার ক্রীক ওর কাছেই।'

'থান্ডারক্রীক রোড কোথায় গিয়ে শেষ হবে?'

'কেবল্ হয়েস্ট আছে একটা ওখানে। সলোমন'স জাজমেন্টের মাঝের গভীর এক খাঁড়ি মালপত্র, মানুষ পারাপারের জন্যে বসিয়েছে পিটার ট্রিভেডিয়ান, সেই পর্যন্ত গিয়ে। অনেক বড় প্রজেক্ট, ইউ নো! কয়েক মিলিয়ন ডলারের। এখন মেঘের জন্যে সব পরিষ্কার দেখতে পাবেন না, সীজনে এলে দেখবেন কী চমৎকার সব দৃশ্য! নাকি আগেও এদিকে এসেছেন আপনি?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'জীবনে এই প্রথম। আগে কখনও অন্তত দেখার ইচ্ছে নিয়ে রকিতে আসিনি।'

'ও, তাহলে ঠিক আছে। আপনি বুঝতেই পারবেন না কি কি মিস্ করছেন। আপনার মত আদেখলে ট্যুরিস্টের কাছে রকির এখন আর তখন সবই সমান।' ঝুঁকে সামনে তাকাল ড্রাইভার। 'আপনি মনে হচ্ছে লাকি, জাজমেন্টের মেঘ কেটে যাচ্ছে। দেখতে পাবেন হয়তো কিছু। কোয়াইট আ সাইট, আহাঁ!'

মাসুদ রানাও ঝুঁকল। এই প্রথম চোখে পড়ল চুড়ো একটা নয় ওখানে, দুটো। এখান থেকে খুব কাছাকাছি মনে হয়। সরাসরি এগোচ্ছিল বলে কাল বা আজ এতক্ষণ ব্যাপারটা চোখে পড়েনি, এ মুহূর্তে তেরছাভাবে এগোচ্ছে ওরা, তাই বোঝা গেল। দুটো চুড়োই সমান উঁচু। প্রায় কালচে খয়েরী রঙের দানবীয় দুই স্তম্ভ, কোথায় তাদের মাথা কে জানে!

আরেকটু এগোতে দু'পাশে পড়ল ঘন বন। প্রচুর গাছ। নব্বই ভাগই তার পাইন। এত ঘন আর উঁচু ওগুলো যে সামনে রাস্তার ওপর পাতার বেষ্টনী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না এখন। বড় একটা সুড়ঙ্গ ধরে চলেছে যেন ওরা। বরফের ভারে নুয়ে আছে গাছগুলো। পথের ওপর জমে থাকা বরফের কার্পেটে ট্রাক-বুলডোজারের চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে। পথের পাশে কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে আছে বরফ। বেলচা দিয়ে রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে জমা করেছে নিশ্চয়ই রোড লেবাররা।

চড়াই ভাঙতে শুরু করল ওরা। পথ এখানে অনেক খাড়া। পিছনে

বুলডোজার থাকায় শক্তি বেশি খাটাতে হচ্ছে, গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছে ট্রাকের এঞ্জিন। রাস্তা অনুমান বারো ফুট চওড়া, প্রায় প্রতি মাইলের মাথায় আছে একটা করে পাসিং পয়েন্ট, প্রায় চব্বিশ ফুটমত চওড়া পয়েন্টগুলো। বিপরীতমুখী দুই ট্রাক বা বুলডোজার যাতে অনায়াসে একটা অন্যটাকে পাশ কাটাতে পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা। ছোট ছোট কয়েকটা কাঠের সেতুও আছে পথে, ছোট পাহাড়ী নালা বা ঝরনা পার হওয়ার জন্যে। কোনটাই পনেরো-বিশ ফুটের বেশি নয় চওড়ায়। মোটা কাণ্ডের মজবুত লগ, তারওপর প্ল্যাঙ্ক বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো।

এক সময় আচমকা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ট্রাক, গোঁয়ারের মত অদম্য শক্তিতে প্রায় অনায়াসে ঠেলে তুলে নিয়ে চলেছে ওটাকে প্রচণ্ড শক্তিধর এঞ্জিন। অনেক কাছে এসে পড়েছে এখন সলোমন'স জাজমেন্টের জোড়া স্তম্ভ। এবার ও দুটোর চূড়ো দেখতে পেল মাসুদ রানা। অবিশ্বাস্যরকম উঁচু! বরফ ফুঁড়ে সুচের মত বেরিয়ে আছে দুই যজম ভাই যেন। আকারে গঠনে প্রায় একইরকম দেখতে।

'ওই যে, সলোমন'স জাজমেন্ট,' বলল ড্রাইভার। গিয়ার শিফট করল।

'আপনি আলবেরি কিংডম চেনেন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'নাম শুনেছি,' রাস্তায় নজর রেখে বলল লোকটা। 'যাইনি কখনও। এক বুড়ো ছিল জায়গাটার মালিক। চিনতাম তাকে।'

'জায়গাটা কোথায় জানেন?'

'হ্যাঁ।' সাবধানে একটা সেতু অতিক্রম করল লোকটা অনির্দিষ্ট-ভাবে যমজ চূড়ো ইঙ্গিত করল। 'ওখানে।'

মনটা দমে গেল মাসুদ রানার। সর্বনাশ! অত উঁচুতে উঠতে হবে? 'এই রাস্তা ওটার কাছ দিয়ে গেছে?'

'রাস্তা!' হা-হা করে হেসে উঠল ভাল্লুক। 'তিন হাজার ফুট খাড়া ক্লীফে রাস্তা? কী যে বলেন না!'

ডানে দ্রুত বাঁক নিল ট্রাক। সরাসরি সামনে দুটো বুলডোজার

দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। একদল শ্রমিক কাজ করছে তার কাছে। রাস্তা আচমকা শেষ হয়ে গেছে ওখানে। কাছে গিয়ে ট্রাক দাঁড় করাল ড্রাইভার। 'ব্যস্, এই পর্যন্তই দৌড় আমার।'

নেমে পড়ল মাসুদ রানা। দেখল প্রায় খাড়া এক ঢালের মাথায় রয়েছে ও এ মুহূর্তে। কয়েক ফুট সামনে ঝপ্ করে সোজা নেমে গেছে পাহাড়। কয়েকশো ফুট নিচে প্রশস্ত এক খাঁড়ি, তার মাঝখান দিয়ে বেগে ছুটে চলেছে নদী। পানির আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। সামনে যেখানে রাস্তা শেষ হয়েছে, সেদিকে এগোল ও। জায়গাটা চওড়া। ধারেকাছে গাছের বংশও নেই, অনেকটা জায়গা কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে।

চোখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। ওর ড্রাইভারটিকে তফাতে দাঁড়িয়ে বেন ক্রেসির সাথে কথা বলতে দেখল। রানা ঘুরে তাকাতে হাত নাড়ল বেন। গতরাতের অস্বাভাবিক আচরণের ছিটে-ফোঁটাও দেখল না ও লোকটার মধ্যে। 'কতদূর যাবে আপনার এই রাস্তা?' জানতে চাইল রানা।

খাঁড়ির পাশ দিয়ে আঙুল ঘুরিয়ে খানিকটা দূরে, একই সমতলে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিল্ডিং দেখাল সে। মাঝখানের রাস্তা ধসে পড়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওটা। 'সামান্য! দুশো গজমত।'

'আই সী!' ঘুরে জোড়া স্তম্ভের দিকে তাকাল ও দূরবীনে চোখ লাগিয়ে। ধোঁয়া উড়ছে ও দুটোর গায়ে জমাট বাঁধা বরফ থেকে। দুই স্তম্ভের মাঝখানে, নিচের দিকে কি যেন একটা দেখল রানা। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে ভাল করে তাকাল আবার সেদিকে। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল, যখন বুঝল একটা কংক্রীটের বাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে ও। মাঝের কিছুটা বাদে প্রায় কমপ্লিট এক ড্যাম ওটা। একটু ভাবল রানা বিষয়টা নিয়ে।

অ্যাচেনসন বলল ড্যামের কাজে হাত দিতে যাচ্ছে কিংডমের সম্ভাব্য বায়ার। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে মাঝের একটা অংশ বাদে ওটা প্রায়

তৈরি হয়েই আছে। ব্যাপারটা কি? মোটকা ড্রাইভারের দিকে এগোল মাসুদ রানা। 'এই রাস্তা কেন তৈরি করা হচ্ছে, ওই ড্যাম কমপ্লিশনের জন্যে?'

'হ্যাঁ।' আঙুল তুলে বিচ্ছিন্ন দালানটা দেখাল লোকটা। 'ওই দালান থেকে সলোমন'স জাজমেন্ট পর্যন্ত একটা কেবল্ হয়েস্ট আছে, ওই পর্যন্ত যাবে এ রাস্তা। ওটা হয়েস্ট কেসিং। বাঁধ তৈরির সরঞ্জাম এই রাস্তা ধরে যাবে ওই কেসিং পর্যন্ত, তারপর ওখান থেকে হয়েস্টে চড়ে বাঁধের মিডল সেকশনে পৌঁছবে খাঁড়ি অতিক্রম করে। ওই কেবল ধরে চলে হয়েস্ট।'

চিন্তিত মনে সেদিকে তাকাল মাসুদ রানা। খানিক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল কেবল্ লাইনটা। কেসিং থেকে কয়েকটা কংক্রীট পাইলনে ভর দিয়ে লাইনটা চলে গেছে পরের স্তম্ভের দিকে। থান্ডার ক্রীক আর জাজমেন্টের মাঝে যোগসূত্র রচনা করেছে ওটা। দূরবীন নামাল মাসুদ রানা। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে।

'আলবেরি কিংডম ঠিক কোন জায়গাটায়?'

জাজমেন্টের দূরের স্তম্ভটা দেখাল ড্রাইভার। 'ওটার কাছেই, ওপাশে।'

এঞ্জিনীয়ারের খোঁজে তাকাল মাসুদ রানা। খানিক দূরে একজন সহকারীর সাথে কি যেন আলাপ করছে লোকটা। দূরে দুটো বুলডোজার দেখল রানা, বড় বড় বোল্ডার বয়ে নিয়ে আসছে। তৈরির আগে রাস্তার খানা-খন্দ ভরাট করা হবে ওগুলো দিয়ে।

'কিংডমের বাউন্ডারি কোথায় শুরু জানেন?'

মাথা দোলাল ড্রাইভার। 'তা বলতে পারব না।'

ভেতরে ভেতরে রেগে উঠতে লাগল মাসুদ রানা। এরা ওর কিংডম বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে এতই নিশ্চিত ছিল যে ড্যাম নির্মাণে হাত দেয়ার আগে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করার প্রয়োজন মনে করেনি। 'ওই ড্যাম তৈরির কাজ কবে শুরু হয়েছে?'

'তিন বছর আগে। গত বছর খুব বড় এক ভূমিধসে এই রাস্তা ভেঙে পড়ায় কাজ বন্ধ ছিল এতদিন। এখন আবার শুরু হয়েছে।'

রাগে গা জ্বলে গেল মাসুদ রানার।

পাঁচ

ওখানে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তেই পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মাসুদ রানা, কিংডম বিক্রি করবে না ও। কোনমতেই না। এতক্ষণ মনে যাও বা একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা ছিল, দূর হয়ে গেছে তা। এ পর্যন্ত সরাসরি কখনোই বলেনি রানা যে কিংডম ও বিক্রি করবে না। মনে যাই থাক, মুখে বলেনি।

ভেবে রেখেছিল তেল পাওয়ার সম্ভাবনা যদি দেখা যায় আসলেই নেই, আলবেরি সাউলের ধারণা ভুল, তাহলে অয়েল কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের কথা ভেবে হলেও বেচে দেবে ও জমি। কেবল হস্তান্তরের জন্যে সময় চেয়ে নেবে যা হোক কিছু একটা বলে। কিন্তু এদের অসহ্য বাড়াবাড়ি খেপিয়ে তুলেছে ওকে, বাধ্য করেছে দ্রুত নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে।

ওর জানা নেই কিংডম ঠিক কোথায়, তবে ওই বাঁধের কাছেই যে কোথাও, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। বাঁধের কাজ শেষ হয়ে গেলে কিংডম থাকবে না, তলিয়ে যাবে পানির নিচে। অ্যাচেনসন বলেছে ওকে, ভোলেনি মাসুদ রানা। কাজেই এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব করা যায় ভেবে পেল না। বাঁধ নির্মাণের সপক্ষে নাকি প্রাদেশিক পার্লামেন্টে আইন পাস করিয়ে নিয়েছে এরা। কিসের

ওপর ভিত্তি করে তা পাস হলো জানতে হবে। কিন্তু জমি ও বেচবে না কিছুতেই। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়ে যাবে রানা এদের বিরুদ্ধে।

ক্রেসির দিকে এগোল ও। এ মুহূর্তে একা আছে সে। মনে হলো ওকেই পর্যবেক্ষণ করছিল, রানা ঘুরে তাকাতে সে-ও আরেকদিকে তাকাল। এখন বুঝতে পারছে রানা গত রাতে এই ব্যাটা আর জেমস কেন ওরকম করেছিল। রানা ডীডে সই না করলে ড্যামের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কয়েক মিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্ট ছুটে যাবে তাহলে, সেই কারণেই। গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে মাসুদ রানার। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে ও, জানে এখন কোন কারণে উত্তেজিত হওয়া একেবারেই উচিত হবে না। সে দিন নেই মাসুদ রানার, যা করার সংযত হয়ে করতে হবে এখন।

'কার নির্দেশে এই রাস্তা তৈরি করছেন আপনি?' জানতে চাইল ও।

চোখ কুঁচকে ওকে দেখল এঞ্জিনীয়ার। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'জেনে কি করবেন?'

'আমার ধারণা ওই ড্যাম আমার কিংডমের ক্ষতির কারণ হবে।'

'তো?'

'নিজের ক্ষতি যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে, তাই...'

'করুন না গিয়ে। নিষেধ করেছে কেউ?'

ধাঁ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার। এক পা এগোল ও ক্রেসির দিকে। ভাগ্য ভাল যে দু'হাত চীটারের পকেটে ছিল, নইলে ওর পাকানো মুঠি দেখে ফেলত ব্যাটা, ঝামেলা বেধে যেতে পারত। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি,' গলা যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল মাসুদ রানা।

বিরক্ত হলো ক্রেসি। 'দেখুন, কোথায় আপনার কিংডম, আর কিসে তার ক্ষতি হবে, আমি জানি না। জানতে চাইও না। আমি ট্রেভেভিয়ানের জমিতে কাজ করছি। তাতে আপনার কোন ক্ষতি নিশ্চই হচ্ছে না।'

'এখনই হচ্ছে না তা ঠিক, তবে তার আয়োজন করছেন আপনি এই রাস্তা তৈরির মাধ্যমে।'

'তাহলে দয়া করে পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাথে কথা বলুন গিয়ে। আমাকে ঝামেলায় ফেলবেন না। আমি বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র।'

নীরবে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ঠিক বলেছে বেন ক্রেসি, পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাথেই কথা বলতে হবে। দূর থেকে হেঁকে উঠল ড্রাইভার, ওকে বোঝাতে চাইল ফিরে যাচ্ছে সে। এগিয়ে গেল মাসুদ রানা। কাম লাকি ফিরে ট্রিভেডিয়ান ট্রান্সপোর্ট অফিসে খোঁজ নিল। দেখা গেল অফিস তালা মারা, নেই কেউ। ড্রাইভার লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে গোল্ডেন কাফে চলে এল মাসুদ রানা।

বারে কয়েকজন খদ্দেরকে দেখল ও, প্রত্যেকের বয়স পঁয়ষট্টি-সত্তরের ওপর। বীয়ার পান করছে। 'পিটার ট্রিভেডিয়ানকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?' একজনের উদ্দেশে বলল রানা।

'কীথলি ক্রীক গেছে পিটার,' বলল লোকটা। 'জেমসও গেছে তার সাথে।'

বৃদ্ধা চীনাকে দেখে নিজের জন্যেও বীয়ারের অর্ডার দিল ও। বসে পড়ল একটা খালি টেবিলে। কথা বলতে হবে অ্যাচেনসনের সাথে, ভাবল মাসুদ রানা। তাকে জানাতে হবে ওর সিদ্ধান্তের কথা। বুড়ো ম্যাক এসে ঢুকল বার রুমে। 'আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'নিশ্চই পারেন,' বলেই হেসে উঠল বৃদ্ধ। 'কিন্তু এক সপ্তা ধরে মরে পড়ে আছে ব্যাটা, অসুখ সারতেই চায় না। সারা শহরে মাত্র দুটো ফোন, একটা আমার, অন্যটা পিটার ট্রিভেডিয়ানের। কোম্পানি খুব একটা গুরুত্ব দেয় না।'

আবার ভাবতে বসে গেল মাসুদ রানা। আজ ফোন করা গেল না তাহলে। দেখা যাক, কালকের মধ্যে যদি ঠিক না হয় ম্যাকের টেলিফোন, অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। রুমে এসে চটাস, বুট খুলে শুয়ে পড়ল রানা। মাথায় রাজ্যের চিন্তা। একটায় লাঞ্চের ঘণ্টা শুনে উঠল ও।

এবার ডাইনিং টেবিলে নতুন আরেকজনকে দেখল মাসুদ রানা। লোকটা বেন ক্রেসির মতই খাটো, গায়ের রং তামাটে। ডান গালে দীর্ঘ এক কাটা দাগ তার, কান থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত। ওটার জন্যে খারাপ লাগার কথা, অথচ উল্টে ভালই লাগল রানার, দাগটা যেন তার চেহারা আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। চোয়াল চৌকো লোকটার, নাক খাটো, খাড়া। কালো চুল। চেহারায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ভাব আছে।

আজ জেমস নেই টেবিলে, ফেরেনি। আগন্তুকের সাথে রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল ম্যাক। তার নাম ব্লাডেন। বয় ব্লাডেন। নামটা চেনা চেনা মনে হলো ওর, কোথায় যেন শুনেছে রানা এর নাম।

'গতকালই জিন তোমার কথা বলছিল, বয়,' বলল ম্যাক। 'বলছিল ট্রাকগুলোর ব্যবস্থা করতে যে কোনদিন এসে পড়বে তুমি।'

'জিন আছে এখনও?'

'আছে।'

'হয়েস্টের কাজ কতদূর?'

'এখনও কিছু বাকি। হয়ে যাবে অল্পদিনের মধ্যে, কাজ খুব জোরেশোরে চালাচ্ছে ক্রেসি।' মুখ তুলল বৃদ্ধ। 'থাকছ তো এখন? নাকি চলে যাবে?'

'থাকছি। ওগুলো না নিয়ে যাচ্ছি না এবার।'

চোখ তুলছে না মাসুদ রানা, কিন্তু মন দিয়ে শুনছে ওদের আলোচনা। হঠাৎ করেই লোকটাকে চিনে ফেলল ও। রজার ফেরগাসের মুখে এর নাম শুনেছে রানা। হাফ ইন্ডিয়ান বয় ব্লাডেন। ভাল পাইলট। এই লোক গত বছর সার্ভে করেছিল কিংডমে।

'বুঝলেন, মিস্টার রানা, এই ব্লাডেনই গতবার সার্ভে করেছিল কিংডমে। দুর্ভাগ্য! হঠাৎ ধস নেমে রাস্তা বসে গেল, ফলে সমস্ত ইকুইপমেন্ট ওখানে ফেলেই চলে আসতে হয়েছে বেচারীকে। পুরো ক্যাপিটাল আটকা পড়ে আছে এর কিংডমে।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। খাওয়া শেষ করে চলে এল রুমে।

সিগারেট ধরিয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, নিচ থেকে জেমসের হাঁকডাক শুনে জেগে গেল। চেঁচিয়ে বাপকে ডাকছে সে। ঘড়ি দেখল রানা, চারটা বাজে। জেমস যখন এসেছে, ভাবল ও, নিশ্চয়ই পিটার ট্রিভেডিয়ানও এসেছে। কোট গায়ে চাপিয়ে নেমে এল রানা। কোনদিক না তাকিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে চলল।

ঠিকই ভেবেছিল ও। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিস খোলা। দরজা পুরো বন্ধ নয়, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। কাঠের ধাপ টপকে বাঙ্কহাউসের সামনের টানা বারান্দায় উঠল ও। এগোতে গিয়েও থমকে ে.ল ভেতর থেকে উত্তেজিত চেঁচামেচি শুনে। '...এখন কেন তড়পাচ্ছ? মোটা গলায় খেঁকিয়ে উঠল কেউ। 'সব ওই জাহান্নামে নিয়ে তোলার সময় এ চিন্তা আসেনি মাথায়? আমি যদি জঞ্জাল সরিয়ে রাস্তার কাজ শুরু না করতাম, জীবনে কোনদিন পারতে ওগুলো নামিয়ে আনতে? প্রচুর খরচ হয়েছে আমার। ওর কমে পারব না আমি, যাও!'

'ঠিক আছে,' বলল আরেক কণ্ঠ। বুঝল রানা, এ বয় ব্লাডেন। 'দেখি, ম্যাক আর জেমস কি বলে। ভ্যালির মালিক তুমি হলেও হয়েস্টে ওদের অর্ধেক শেয়ার আছে।'

'যাও, দেখো বলে লাভ হয় কি না। আমার কথার বাইরে ওরা যাবে না, মনে রেখো। ট্রাকগুলো যদি চাও, যা দাবি করেছি তাই দিতে হবে তোমাকে।'

'ড্যাম ইউ, ট্রিভেডিয়ান!' চেঁচিয়ে উঠল ব্লাডেন, পরমুহূর্তে প্রায় ছিট্‌কে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। রানাকে খেয়ালই করল না সে, পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মাসুদ রানা, তারপর নক্ করে ঢুকে পড়ল অফিসে। ঘরটা ছোট। ও প্রান্তে একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে ক্রু কাট্ দেয়া লাল চুলো এক লোক। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে বয়স। ঘাড়ের অস্তিত্বই নেই, সরাসরি কাঁধের ওপর বসে আছে তার প্রায় গোল মাথা।

নাকের নিচে সরু গোঁপ আছে। কানের নিচের অংশ প্রশস্ত লোকটার, সোজা তাকালে মুখটা অবিকল পেঁপের মত লাগে। ধূর্ত চাউনি। টেলিফোন কাছে এনে রিং করতে যাচ্ছিল সে, থেমে গেল ওকে দেখে।

'মিস্টার পিটার ট্রিভেডিয়ান?'

'আপনি নিশ্চই মিস্টার মাসুদ রানা?' হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল সে, হাত বাড়াল। আরেক হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল টেলিফোন। তার হাসি দেখে রানার মনে হলো ওটা নিশ্চই রাবার স্ট্যাম্প করা রেডিমেড হাসি। 'বসুন। জেমসের মুখে শুনেছি আপনার আসার কথা। সিগারেট?'

'না, ধন্যবাদ।' বসল রানা।

'ওয়েল। বুঝতে পারছি কেন এসেছেন। ভাবছিলাম আমিই গিয়ে দেখা করব আপনার সাথে।' একটা সিগারেট ধরাল পিটার। 'আমি সোজা কথার মানুষ, মাসুদ রানা, ইউ নো! আপনি কিংডম বিক্রির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন শুনে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আপনি হয়তো জানেন, আমি সলোমন'স জাজমেন্ট ড্যাম নির্মাণের কাজ পেয়েছি। আরও আগেই শেষ হয়ে যেত কাজ, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে...'

বাধা দিল ও। 'আমি জানি কেন হয়নি শেষ।'

'বুঝুন তাহলে। এই গ্রীষ্মের মধ্যে বাকি কাজ শেষ করতে হবে আমাকে, অথচ মালপত্র বয়ে নেয়ার মত রাস্তা নেই। রাস্তা নির্মাণ, তারপর বাঁধ। তাই আগেভাগেই শুরু করে দিয়েছি, পরে যাতে ঝামেলায় পড়তে না হয়।'

'সবই বুঝলাম। বুঝলাম না কেবল আমার সাথে আগে কেন যোগাযোগ করা হলো না। কেন জানানো হলো না ড্যামের কথা। কেন এতবড় ঝুঁকি নিলেন আপনি?'

'এখানে দুটো পয়সা রোজগার করতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে, মিস্টার রানা। বাদ দিন, আপনিই বা কেন আটকে রেখেছেন কিংডম?

কি করবেন ও দিয়ে? নাকি দাম মনমত হয়নি?'

'না, টাকার জন্যে নয়।'

'তাহলে কিসের জন্যে?' বিস্মিত হলো পিটার। 'আমি তো ভেবেছি সমস্যা টাকার অঙ্ক নিয়েই। সত্যিই কিংডমে থাকার কথা ভাবছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

খানিক ভাবল লোকটা। 'দুনিয়ায় আর জায়গা পেলেন না থাকার? শুনুন, মাসুদ রানা, ওই রাস্তা আর বাঁধ যদি তৈরি করতে পারি আমি, এখানকার গরীব মানুষরা দুটো পয়সার মুখ দেখবে। ওপারে অনেকগুলো খনি ছিল, বছর ত্রিশেক আগে ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে পাহাড় ধসে বুজে গেছে। ড্যাম শেষ করে ওখানে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাব আমি, খনিগুলো আবার চালু করব। চেষ্টা করব অন্তত। যদি পারি, যারা তেলের আশায় আপনার দাদাকে টাকা দিয়ে ফকির হয়েছে, তাদের কিছু উপকার হবে। এক সময় কাম লাকির মানুষের সবই ছিল, আজ কিছু নেই। আমার বাবাও প্রচুর টাকা দিয়েছিল আপনার দাদাকে। তারপর সে যে টাকার শোকে মারা গেছে, তা নিশ্চই আপনি জানেন।'

'আমি জানি। সেজন্যে দুঃখিত...'

হেসে উঠল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সে সব অতীত এখন। আমরা সে দুঃখের কাহিনী ভুলতে চাই। শহরে যদি একটা চক্কর দিয়ে আসেন, দেখতে পাবেন কিসের মধ্যে বাস করে মানুষ। বয়স্কদের সাথে কথা বলে দেখুন, জানতে পারবেন কত কষ্টে আছে তারা। কিংডম বিক্রির মাধ্যমে তারা যদি ক্ষতিপূরণ পায়, যদি ভবিষ্যতে পাওয়ার প্ল্যান্ট বা খনিতে কাজ করার সুযোগ পায়, তাতে আপনার আপত্তির কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। কিংডমে যদি তেল প্রাপ্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকত, তাও না হয় মানা যেত। কিন্তু ওরকম এক বিচ্ছিন্ন জায়গায় থাকবেন বলে যদি আপনি কিংডম আটকে রাখেন, সে বড় দুঃখজনক ব্যাপার হবে না কি? বিশেষ করে

যেখানে কিছুই অজানা নেই আপনার কিংডম সম্পর্কে?'

অনেক প্রশ্ন, অথচ একটারও উত্তর নেই ওর কাছে, তাই চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। আলবেরি সাউল এখানকার ক্ষতিগ্রস্তদের কথা ভেবেছেন, পিটারও তাই ভাবছে। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গি আর বিশ্বাসের। একদিক থেকে বরং এ লোক সুবিধেজনক পর্যায়ে আছে। রেবেকার দাদার বিশ্বাস এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কোনদিন হবে কি না তাও নিশ্চিত নয়। অন্যদিকে পিটারের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই, চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তব নির্দেশ করছে সে।

'ওয়েল, মিস্টার রানা, কি ঠিক করলেন? যদি আপনি কিংডম বিক্রি করেন, হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রজেক্টের কাজ চলবে। আর কাম লাকির...'

'ওই প্রজেক্টের মূল কন্ট্রাক্টর কে?'

'হেনরি ফেরগাস।'

'রজার ফেরগাসের ছেলে?'

'রাইট।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'যদি আমি বিক্রি না করি কিংডম?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা প্রথমবার। 'জানি না।' চট্ করে উঠে দাঁড়াল, পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পিছন থেকে তার চওড়া, ঢালু কাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ক্রু কাট চুলের নিচে খুলি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। অনেকক্ষণ পর ঘুরল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'কাম লাকিকে সবাই বলে ভুতুড়ে শহর, মিস্টার রানা। একে আগের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে দেয়ার একটা সুযোগ আছে আপনার হাতে। ভেবে দেখুন।'

সিগারেট ধরিয়ে আনমনে টানতে থাকল পিটার। 'আজ কীথুলি ক্রীক গিয়েছিলাম আমি। ওখান থেকে ফোনে কথা বলেছি হেনরি ফেরগাসের সাথে, জমির দাম আরও কিছু বাড়িয়ে ধরার পরামর্শ দিয়েছি তাকে।'

'বলেইছি তো টাকার জন্যে নয়।'

'ওয়েল, মে বি!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে। 'তবু টাকার আলাদা একটা ক্ষমতা আছে। হোটেলে ফিরে গিয়ে আরেকটু ভাবুন বিষয়টা নিয়ে, প্লীজ! এর সাথে বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত। রাস্তার কাজ দেখতে খুব শিগগিরি কাম লাকি আসবে হেনরি ফেরগাস। আপনার সাথে দেখা করবে সে তখন। দয়া করে সিরিয়াসলি ভেবে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

উঠে পড়ল মাসুদ রানা। দ্বিধান্বিত। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল।

'চললেন?'

'হ্যাঁ।'

'যান। ভাল করে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। দেখা হবে।'

হোটেলে যখন ফিরল ও, তখন বিকেলের চা পর্ব শুরু হতে চলেছে। খাওয়ার ফাঁকে কয়েকবার চোখ পড়ল জেমস ম্যাকক্লিলানের ওপর, প্রতিবারই লোকটাকে আড়চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল মাসুদ রানা। চোখাচোখি হতেই নজর ফিরিয়ে নেয়। বয় ব্লাডেন বসেছে তার পাশে, ভয়ানক গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। পালা করে দু'জনকে দেখতে লাগল রানা। জেমসের সাথে আলোচনা যে খুব ফলপ্রসূ হয়নি, তা ব্লাডেনের মুখ দেখেই বুঝল ও।

সামান্য কিছু গিলে তাড়াতাড়ি উঠে গেল জেমস খুব ব্যস্ত। নিশ্চয়ই পিটার ট্রিভেডিয়ানের কাছে যাচ্ছে, ভাবল মাসুদ রানা, তাকে ও কি বলেছে তা শুনতে। একটু পর ব্লাডেনও উঠে পড়ল। এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল রানা, তার পিছন পিছন বার রূমের স্টোভের সামনে এসে বসল ও।

'আপনার সাথে কিছু কথা আছে।'

মুখ তুলে রানাকে দেখল লোকটা। 'নিশ্চই।' চেয়ার ঘুরিয়ে ওর দিকে ফিরে বসল। 'বলুন।' নার্ভাস দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সে। 'কিংডম সম্পর্কিত কোন তথ্য চান?'

'গত বছর ওখানে আপনি সার্ভে করেছেন বলে শুনেছি আমি।'

'কার কাছে জানতে পারি?'

'রজার ফেরগাস।'

নার্ভাস ভাবটা কেটে গেল রয় ব্লাডেনের। 'বুড়ো শকুনের কাছে? তাঁর সাথে দেখা হয়েছে আপনার!'

শ্রাগ করল মাসুদ রানা। 'না হলে সে বলল কি করে?'

'ঠিক কথা। আমারই ভুল। হ্যাঁ, করেছিলাম সার্ভে। যদি আপনি তার ফলাফল জানতে চান, তাহলে গত বছর তেসরা ডিসেম্বরের এডমন্টন জার্নাল দেখতে হবে। ওতে আছে ডিটেলস।'

'ডিটেলস প্রয়োজন নেই। শুধু বলুন ফল কি ছিল, নেগেটিভ অর পজেটিভ?'

'নেগেটিভ।'

'কোন্ ধরনের সার্ভে ছিল ওটা?'

'সিসমোগ্রাফিক।'

'সিসমো সার্ভের রেজাল্ট কতটা নির্ভরযোগ্য মনে করেন আপনি?'

দৃষ্টি পাল্টে গেল হাফ ইন্ডিয়ানের। কপাল কুঁচকে রানাকে দেখল সে খানিক, তারপর হাত উল্টে নখ পরীক্ষায় মন দিল। গালের কাটা দাগটা মনে হলো যেন মুহূর্তের জন্যে সাদা হয়ে উঠল তার। 'এই টেস্ট নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না কোথায় তেল আছে, কোথায় নেই। তবে রকের ফর্মেশন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে, যা দেখে জিওফিজিসিস্টরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে ঠিক কোন স্পটে ড্রিল করতে হবে।'

'আই সী। রক ফর্মেশনের মধ্যে অয়েল ট্র্যাপড্ হয়ে থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ। এক ধরনের ডোম আকৃতির পাথর, ডোমের ওপরের অংশে থাকে তেল। যেখানে অ্যান্টিসিলিন আছে, সেখানে থাকে এই বিশেষ ডোম।'

'তাহলে কিংডমে যে সার্ভে গতবার করেছেন, তাতে আপনি পুরো নিশ্চিত যে ওখানে তেল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, এই তো?'

মাথা দোলাল বয় ব্লাডেন।

'আপনি শিওর?'

'রিপোর্টটা দেখলে বুঝবেন আপনি। ওতে সব পরিষ্কার...'

'আমি রিপোর্টের ব্যাপারে আগ্রহী নই। আপনার মত জানতে আগ্রহী।'

নজর নেমে গেল লোকটার। দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে। 'আপনি বোধহয় ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারেননি। সাগরে যেমন জাহাজ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইকো-সাউন্ডিং ডিভাইসের সাহায্যে পরীক্ষা চালানো হয়, আমিও কিংডমে তাই করেছি। ডিটেক্টিং ডিভাইসের সাহায্যে কয়েক জায়গার শক্ ওয়েভ রেকর্ড করেছি, তারপর ফিগারগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি লুইস অ্যান্ড উইনিকে। রিপোর্ট ওরা তৈরি করেছে।' আসন ছাড়ল লোকটা। 'আপনি ওদের সাথে যোগাযোগ করলে...'

'মিস্টার ব্লাডেন,' শান্ত, অনুচ্চ কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'আমি আপনার মত জানতে চেয়েছি।'

'আমার ব্যক্তিগত কোন মতামত নেই,' প্রায় বিড়বিড় করে বলল সে। দরজার দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ নিল, যেন পালাতে চায়।

'কিংডমে তেল থাকার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, আমি শুধু তাই জানতে চেয়েছি। প্রশ্নটা নিতান্তই সাধারণ ছিল।'

'রিপোর্টে বলা হয়েছে নেই।'

লোকটা বার বার রিপোর্টের ওপর জোর দিচ্ছে দেখে সন্দেহ হলো মাসুদ রানার, নিশ্চয়ই কিছু গোপন করতে চাইছে সে। তার চোখে চোখ রেখে একই প্রশ্ন অন্যভাবে করল ও, 'আপনি রিপোর্টের সাথে একমত?'

'দেখুন, আমার তাড়া আছে। বলেছি তো...'

'আপনি ওই রিপোর্টের বক্তব্য মানেন, কি মানেন না?'

খানিক ভেবে পেল না ব্লাডেন কি বলবে। এক পলক রানাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'হ্যাঁ।'

কিসের 'হ্যাঁ'? ভাবল মাসুদ রানা, কোনটার? প্রথমটার, না

পরেরটার? সোজা একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে এত কিসের দ্বিধা বয় ব্লাডেনের? কেন সরাসরি দিল না সে?

সাড়ে সাতটায় ডিনার খেল ওরা। টেবিলে তিন জনকে অনুপস্থিত দেখা গেল সে সময়। জেমস, ক্রেসি আর ব্লাডেন। খাওয়া সেরে বৃদ্ধ ম্যাক কিচেন ত্যাগ করতে পলিনের উদ্দেশে বলল রানা, 'জিন লুকাস নামে এক মেয়ে থাকত এখানে, চেনেন তাকে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই! ইংরেজ। এখনও আছে জিন, মিস রুথ গ্যারেট আর তার বোনের সাথে থাকে। দেখা করতে চান জিনের সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'একটু অপেক্ষা করুন। থালা-বাসন ধোয়া শেষ হলে আমি নিয়ে যাব আপনাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

আধ ঘণ্টা লাগল পলিনের কাজ শেষ করতে। অভুক্ত তিনজনের জন্যে টেবিল সাজিয়ে ভারি এক বীয়ারস্কিন কোট পরে তৈরি হয়ে এল সে। বার রুমে সবাই বসে আছে দেখে ভেতরে ভেতরে অবাক হলো মাসুদ রানা। এত লোক এখানে, কিচেনে বসে বোঝাই যায়নি। কয়েকজন বৃদ্ধের সাথে বুড়ো ম্যাক বসে আছে দেখা গেল। তাদের কাছেই বসা জেমস, ক্রেসি, ব্লাডেন এমনকি পিটার ট্রিভেডিয়ানও। নিচু কণ্ঠে আলোচনা করছে।

ওদের সাড়া পেয়ে থেমে গেল ওরা, সবাই ঘুরে তাকাল একযোগে। চোখ কুঁচকে পলিনকে দেখল জেমস। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো রানার, লোকটা সম্ভবত পলিনকে যেতে দেবে না। 'টেবিল রেডি,' স্বামীর উদ্দেশে বলল পলিন। 'আমি মিস্টার রানাকে মিস গ্যারেটের বাসায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। জিনের সাথে দেখা করবেন ইনি।'

না, বাধা দিল না জেমস। কিছুই বলল না। কেবল বয় ব্লাডেনের চোখ পিট পিট করে উঠল জিনের নাম শুনে। অন্যরা নীরবে বেরিয়ে যাওয়া দেখল ওদের। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যায় না।

কোথাও একটা আলোও চোখে পড়ল না। দিনের তুলনায় ঠাণ্ডা কিছুটা কম মনে হলো। দু'জনেই শুনল, ওরা বেরিয়ে আসামাত্র ভেতরে আবার শুরু হয়ে গেছে আলোচনা।

'ওরা নিশ্চই আমাকে নিয়ে আলোচনা করছে!' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'অবশ্যই!' হাসল পলিন। 'এখন কাম লাকিতে একমাত্র আপনিই সমস্ত আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।' পকেট থেকে টর্চলাইট বের করে জ্বালল সে। 'চলুন।'

'এরা কেউ আলবেরি সাউলকে পছন্দ করে না দেখছি।' পা বাড়াল ও।

'আসলে ভদ্রলোকের ওপর এরা বিরক্ত, দ্যাট'স অল। উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সবার মনেই একটা আশা ছিল। এখন নেই, মরে গেছেন, সেই সাথে সবার আশা-ভরসাও শেষ। যার যা পুঁজি ছিল, তাও শেষ।' ওর বাহু আঁকড়ে ধরল পলিন। 'আস্তে হাঁটুন, সাবধানে! রাস্তা খুব খারাপ। দেখছেন, সাইডওয়াকের অনেক প্ল্যাঙ্ক নেই? মেরামত করার মত পয়সা নেই আমাদের। সরকারও করে না কিছু। যদি গ্রীষ্ম পর্যন্ত থাকেন, দেখতে পাবেন কী জঘন্য চেহারা হয় কাম লাকির। রাস্তায় হাঁটার উপায় থাকে না তখন, পুরো শহর তলিয়ে থাকে হাঁটু সমান কাদার নিচে।'

পলিনের সব কথা শুনল না মাসুদ রানা। অন্য চিন্তায় আছে। 'ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান পিটার ট্রিভেডিয়ানের ভাই না?'

'হ্যাঁ, ছোট ভাই। সৎ ভাই। কথাটা বলবেন না যেন কাউকে, সবাই বলাবলি করে, তাই বললাম আপনাকে। ভেতরের খবর জানি না। তবে ওদের চেহারায়-প্রকৃতিতে কোন মিল নেই দেখে মনে হয় ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পারে। ওদের বাবা, লিউক ট্রিভেডিয়ান মারা যাওয়ার পর সহায়-সম্পত্তি যা ছিল, সব একাই দখল করে নেয় পিটার। ম্যাক্সকে কেবল খাওয়ায়-পরায়, ব্যস। এখনও পর্যন্ত ভাইকে মারধর করে পিটার।

ম্যাক্স আকারে দানব ঠিকই, কিন্তু ভাইকে বাঘের মত ভয় করে, তার সমস্ত নির্দেশ অন্ধের মত পালন করে। হাবলা মানুষ। ছেলে-মেয়েরা, এমনকি বুড়োরা পর্যন্ত আড়ালে ম্যাক্সকে চমরি ষাঁড় বলে। চমরি দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আমাদের এদিকে প্রচুর আছে।'

কিছু সময় নীরবে হাঁটল ওরা। 'ভাল কথা, জিনকে চেনেন আপনি?' প্রশ্ন করল পলিন।

'পরিচয় হয়নি, তবে তার প্রায় সবকিছুই জানি। দাদার প্রায় সব চিঠিতেই থাকত ওর কথা। উনি খুব ভালবাসতেন জিনকে।'

'ঠিক। চমৎকার মেয়ে জিন। ইংরেজ তো, সাহস খুব বেশি। সবাই যখন আপনার দাদাকে ত্যাগ করল, পাহাড়ে একা থাকতেন তিনি, জিন গিয়ে থেকেছে ওঁর সাথে। রান্নাবান্নাসহ সমস্ত কাজ করেছে তাঁর। অন্যরা যাই ভাবুক,' হেসে উঠল পলিন, 'জিন এখনও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তেল আছে কিংডমে। ওর বাবা ছিলেন আপনার দাদার বন্ধু। ভদ্রলোক ব্রিটিশ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফ্রেঞ্চ।'

'জানি। জিনের সাথে কতদিনের পরিচয় আপনার?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'অনেকদিনের। আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওকে আপনারও ভাল লাগবে। খুব ভাল মেয়ে। বেচারী! খুব অল্পদিনের মধ্যে বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে।'

'এখনও এখানে পড়ে আছে কেন? কি করছে?'

'ওর কাছে দুনিয়ার সব জায়গাই সমান। বরং এখানে বহু বছর থেকেছে ও বাবা-মার সাথে। ওর বাবা প্রায় পনেরো বছর কাজ করেছেন আপনার দাদার সাথে। বলতে গেলে কাম লাকির স্থানীয়ই হয়ে গেছে জিন। ফ্রান্সে নিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন ওকে ওর বাবা-মা, কিন্তু বছর না ঘুরতেই ভেঙে গেল বিয়ে। ফিরে এল সে এখানে। এই যে, এসে

গেছি।'

একটা একতলা দালান এটা, দেখল মাসুদ রানা। বেশ বড়। জানালা দিয়ে ভেতরের আলোর আভাস আসছে। নক করল পলিন। 'মিস গ্যারেট, আমি পলিন!'

দরজা খুলল ছোটখাট এক বৃদ্ধা। বয়সকালে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল মহিলা, দেখলেই বোঝা যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ড্রেসডেন চায়নার খুদে এক মূর্তির মত লাগল তাকে রানার চোখে। ওকে দেখল বৃদ্ধা কয়েক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'এঁকে নিয়ে আসার জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, পলিন। আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। প্লীজ! পলিন, তুমিও এসো।' ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল সে, 'সারা, দেখে যাও কাকে নিয়ে এসেছে পলিন।'

দরজার কয়েক গজ দূরে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসা ছিল আরেক বৃদ্ধা। উঠে আসার গরজ দেখা গেল না তার মধ্যে, কেবল পাখির মত চকিতে রানার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। চেহারা দেখে যে কেউ বলবে মিস গ্যারেটের বোন সে। ভেতরে এসে বসল ওরা। 'মিস্টার রানা,' বলল মিস গ্যারেট। 'বলুন, কিংডম সম্পর্কে কি ঠিক করেছেন?'

'ইনি এসেছেন জিনের সঙ্গে দেখা করতে,' বলল পলিন।

'হবে হবে,' দুষ্টুমির হাসি দিল বৃদ্ধা। 'জিন ওর ঘরে আছে। পড়ছে বোধহয়, দিন-রাত বই নিয়ে পড়ে থাকে। সারা, জিনকে খবর দেবে, প্লীজ?'

'যাচ্ছি।' উঠে পড়ল সারা। আবারও চকিত নজরে তাকাল সে রানার দিকে। ওর ব্যাপারে মনে হলো বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। খুব গম্ভীর বুড়ি।

'তো, মিস্টার রানা,' বোন প্রস্থান করতে বলল মিস গ্যারেট। 'কিং সাউলের নাতি আপনি?'

'হ্যাঁ।'

ওর মুখের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকল সে। 'আপনাকে দেখে

সুস্থ মনে হচ্ছে না! শরীর খারাপ নাকি?'

'অসুস্থ ছিলাম। এখন নই।'

'তার মানে হাওয়া বদলাতে এসেছেন? ডাক্তার বলেছে পাহাড়ী বাতাসে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে আপনার, তাই তো? দারুণ! শুনেছি আপনি নাকি কিংডমে নতুন করে ড্রিল করতে চান। খুব ভাল হবে তাহলে। ড্যামের কাজে আগে প্রচুর জাপানী-চীনা শ্রমিক আমদানী করা হয়েছিল জানেন? সারা শহর ভরে গিয়েছিল বিদেশী শ্রমিকে। ওদের জ্বালায় পথে বের হতে পারত না মেয়েরা। সে সব...' থেমে গেল বৃদ্ধা জিনকে দেখে। 'এই যে, এসে গেছে জিন।' হাসল সে।

তাকে দেখল মাসুদ রানা। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মত দীর্ঘ জিন। চমৎকার ভরাট গঠন। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালী চুল। চোখের রং বাদামী। মায়াভরা চেহারা। চব্বিশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে হবে মেয়েটির বয়স, অনুমান করল রানা। 'মিস্টার রানা?' ডান হাত বাড়াল জিন।

হ্যান্ডশেক করল ও। খেয়াল করল হঠাৎ করেই যেন পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরের পরিবেশে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল জিন। 'চলুন, আমার ঘরে গিয়ে কথা বলি।'

মুহূর্তের জন্যে মিস গ্যারেটের দৃষ্টিতে আপত্তি ফুটতে দেখল মাসুদ রানা। কিন্তু ততক্ষণে পলিনকে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে জিন লুকাস। 'প্লীজ, আসুন।'

মেয়েটিকে অনুসরণ করে তার রুমে এসে ঢুকল ও। রুমটা ছোট, তবে রুচিসম্মত করে সাজানো-গোছানো। জিনের কথাবার্তা, হাঁটাচলার মধ্যে বেশ একটা দৃঢ়তা আছে, খেয়াল করল ও। তবে রূঢ়তা বা অহঙ্কার নেই। দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসল ওরা। 'সিগারেট?' প্রশ্ন করল জিন। মাঝখানের খুদে টেবিলের ওপর রাখা একটা সুদৃশ্য কাঠের বাক্সের দিকে হাত বাড়াল।

তার আগেই নিজের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল মাসুদ রানা। 'বরং আমার ব্রিটিশ ব্র্যান্ড ট্রাই করুন।'

'ধন্যবাদ।'

রানার লাইটারের 'ক্লিক!', 'ক্লিক!' শব্দের পর অনেকক্ষণ আর কোন আওয়াজ নেই, নীরবে ধূমপান করে চলল দু'জনে। 'নিজে থেকে দেখা করতে এসেছেন যখন, ধরে নিতে পারি আমার সম্পর্কে মোটামুটি জানা আছে আপনার।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ও। 'জানা আছে। প্রায় সবই জানি।'

চোখ কুঁচকে সিগারেটের মাথার আগুন দেখল জিন। 'আমিও আপনার সম্পর্কে জানি। আশা ছিল হয়তো একদিন আপনাদের দু'জনকে একসাথে দেখব। রেবেকার ব্যাপারে আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা।'

'ধন্যবাদ।' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। নানান ক্ষত ওকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে, এর মধ্যে রেবেকা ক্ষত নিয়ে নাড়াচাড়া করার শক্তি নেই। 'এখানে সবাই জানে আমিই আলবেরি সাউলের গ্র্যান্ডসন।'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'ভালই হয়েছে, মানুষের কৌতূহল এক কথায় চাপিয়ে দেয়া যাবে।'

'কতদিন কিংডমে ছিলেন আপনি?'

'অনেকদিন। তা প্রায় তিন বছর।' দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল জিন লুকাস। 'কেবল তাঁর মৃত্যুর সময় ছিলাম না। নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেলেন দুর্ভাগা মানুষটা। আফসোস! অনেক কষ্ট পেয়েছেন জীবনে, মানুষের লাঞ্ছনা সয়েছেন, কিন্তু কোনদিন প্রতিবাদ করেননি। ভেবেছেন তাঁর স্বপ্ন সফল হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে সবাই। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুই হলো না শেষ পর্যন্ত। থাক সে সব, আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'কিংডম দেখতে।'

'শুধুই দেখতে?'

'থাকার ইচ্ছেও ছিল ওখানে।'

'ছিল?' মসৃণ কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল মেয়েটির। 'এখন নেই?'

'না, মানে...'

'আমি তো শুনেছি আসার আগে অ্যাচেনসনের মাধ্যমে হেনরি ফেরগাসকে খুব বড়রকম এক ঝাঁকি দিয়ে এসেছেন আপনি।'

'কোথেকে শুনলেন এ খবর?'

'এখানে বসেই। কাম লাকি খুব ছোট জায়গা। কোন খবরের আমদানী ঘটলে মুহূর্তে সবার কানে পৌঁছে যায়। সত্যিই কি মত বদলেছেন আপনি?'

'এখনও বদলাইনি।'

'অর্থাৎ ইচ্ছে বা আগ্রহ টলে গেছে আপনার। বদলাতে পারেন।' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল জিন। কিছু বলল না রানা। 'তার মানে পিটার ট্রিভেডিয়ানের ওষুধ অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে আপনার ওপর। শহরের সমস্ত দরিদ্র, যারা ফান্ড জুগিয়েছে কিংকে, নিঃস্ব হয়েছে সব হারিয়ে, তাদের দুঃখ-কষ্টের বয়ান শুনিয়ে মোটামুটি ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছে সে আপনাকে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, খুব দ্রুত বলে গেল মেয়েটি।

'আমার মনে হয় তাদের ঋণ শোধ করা প্রয়োজন। হাজার হোক, দুর্দিনে তারা টাকা দিয়ে সাহায্য...'

'হোয়াট!' থামিয়ে দিল ওকে জিন। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। 'ঋণ! কিসের ঋণ? কিসের সাহায্য! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সলোমন'স জাজমেন্টে প্রচণ্ড এক ভূমিধস ঘটে, সে সময় তেল বেরিয়েছিল ওখান থেকে, সারা পৃথিবী তা জানে। সেই আশা নিয়েই ওই জমি কিনেছিলেন কিং, তাঁর বিশ্বাস ছিল লেগে থাকলে একদিন না একদিন তেল পাওয়া যাবেই কিংডমে। তেল তিনি নিজের চোখে দেখেছেন কিংডমে, কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমি করি। নিজ মুখে সে ঘটনা একদিন বলেছেন আমাকে কিং।

'ছয় বছর আগে মাঝারি এক ভূমিকম্প ঘটে ওখানে, তিনি তখন কিংডমে উপস্থিত। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে পাথর ফেটে তেল বেরিয়ে এসেছিল, ঝরনার মত গড়িয়ে গড়িয়ে নেমেছে সে তেল কয়েক ঘণ্টা

ধরে। উৎসমুখ কোথায় ছিল জানতে পারেননি বটে কিং, বহু খুঁজেছেন, পাননি। কিন্তু আমি জানি, উনি মিথ্যে বলতেন না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি উনি যা বলেছেন, সত্যি বলেছেন, ঠিকই তেল দেখেছেন কিং। রেকর্ড বলছে তেল আছে, তাতে দোষ নেই, দোষ হয়েছে কেবল আলবেরি সাউলের, কারণ তিনি বলেছেন তেল আছে, ব্যস!

'তাঁকে পয়সা দেয়ার আগে, যারা দিয়েছে, তারা কেন ভাল করে খোঁজ-খবর নেয়নি? কেন তেলের জিওলজিকাল সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়ে নেয়নি? নিষেধ করেছিল কে? তা এরা করেনি, ফোকটে বড়লোক হওয়ার আশায় যার যা ছিল নিয়ে ছুটে গেছে কিঙের কাছে। আমি জানি, তাদের কেউ কেউ জোর করেও তাঁকে টাকা গছিয়ে দিয়ে এসেছে। যখন তেল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে অনিশ্চিত হয়ে আসতে থাকল, এই বুড়োরা দল বেঁধে কেস করল তাঁর নামে। কোর্টে এফিডেভিড করে সাক্ষী দিল কিঙের বিরুদ্ধে। তাঁকে মিথ্যুক, প্রতারক, কী না বলেছে এরা? সবাই মিলে নিরীহ বুড়ো মানুষটাকে জেল খাটিয়েছে। সাজা খেটে যখন ফিরে এলেন কিং, এই শয়তানের দল তাঁকে ধাওয়া করে তুলে দিয়ে এসেছে কিংডমে। প্রাণের ভয়ে জীবনের শেষ তিনটি বছর ওই জাহান্নামে কত কষ্ট পেয়েছেন বুড়ো মানুষটা, কত রাত নির্ঘুম, কেঁদে কাটিয়েছেন, তা একমাত্র আমিই জানি।'

মাথা নিচু করে বসে থাকল জিন লুকাস। প্রচণ্ড আবেগে কেঁদে ফেলেছে। একটু পর চোখ মুছে সোজা হলো সে। তার গোলাপী হয়ে ওঠা নাকের ডগার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। আরেকটা সিগারেট ধরাল মেয়েটি। 'এই অমানুষের ঝাড় কিংকে সাহায্য করেছে বলছেন? এদের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন ভাবছেন? আমার বাবা মারা যাওয়ার পর একজনই তাঁর বন্ধু ছিলেন এ শহরে। তিনি ছিলেন লিউক ট্রিভেডিয়ান। আরেকজন যিনি ছিলেন, রজার ফেরগাস, তাঁকে কিঙের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল ছেলে, হেনরি ফেরগাস। কাজটা এমনভাবে করল সে, সবাই ধরে নিল বন্ধুর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে সরে

গেছেন রজার। আসলে তা নয়। রজার ফেরগাস খুবই ভালবাসতেন তাঁকে, আমার বিশ্বাস এখনও বাসেন।'

পঙ্গু রজারের সাথে ওর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের কথা ভাবল মাসুদ রানা। জিনের বক্তব্যের সাথে মিল দেখতে পেল অন্তত দুটো ক্ষেত্রে। এক. রানা আলবেরি সাউলের দেনার প্রসঙ্গ তুলতে খেপে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ, দুই. ছেলে সম্পর্কে পরোক্ষে কিছু মন্তব্য করেছেন সেদিন তিনি, যা স্বাভাবিক নয়। 'আর লিউক ট্রিভেডিয়ান?'

'তাঁর যে কি হয়েছিল সঠিক জানে না কেউ। এক শীতের রাতে ঘোড়া নিয়ে কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। মৃতদেহটাও পাওয়া যায়নি তাঁর।'

'আই সী!'

'আপনি এসেছেন, আগে নিজে পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করুন। মানুষের সব কথা বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছায় হয়তো আপনার কিছু আসবে যাবে না। তবু আমি আশা করব, আপনি আপনার আগের সিদ্ধান্ত বহাল রাখবেন। আমি মনেপ্রাণে চাই কিঙের ধারণা, বিশ্বাস সত্যে পরিণত হোক, পৃথিবী জানুক তিনি মিথ্যেবাদী, প্রতারক, কোনটাই ছিলেন না।'

আলবেরি সাউলের ওপর মেয়েটির আস্থা, ভালবাসা দেখে অবাক হলো মাসুদ রানা। 'কিন্তু সার্ভে রিপোর্টের ফল জানেন আপনি?'

'জানি। আপনি কি মনে করেন রেজাল্ট পজিটিভ হতে দেবে হেনরি ফেরগাস? নিজের কয়েক মিলিয়ন ডলারের কন্ট্রাক্ট খোয়াতে চাইবে? আপনি বয় ব্লাডেন নামে এক লোক আছে, তার সাথে কথা বলুন। সে জানে...'

'কথা বলেছি। সে রিপোর্টের বক্তব্যের সাথে একমত।'

সুন্দর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল জিন লুকাসের। 'অসম্ভব!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল সে। 'হতেই পারে না। গতবারের সার্ভের পর ব্লাডেনই সবচে' উৎফুল্ল ছিল। সেভেন্টি পার্সেন্ট শিওর ছিল ও...ঠিক

আছে, আমি কথা বলব ব্লাডেনের সাথে। ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মৃদু নক হলো দরজায়, প্রায় সাথে সাথে ভেতরে ঢুকল প্রথম বৃদ্ধা, রুথ গ্যারেট। 'চা নিয়ে এলাম,' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল সে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ওদের দু'জনকে।

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল জিন। 'পলিন আছে তো?'

'হ্যাঁ। মিস্টার রানার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'এখনই যাবেন উনি।' বৃদ্ধা বেরিয়ে যেতে নিজের বিছানার মাথার দিকের ওয়াল র‍্যাক থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স নিয়ে এল জিন। 'এরমধ্যে কিঙের কিছু জিনিস আছে, আপনাদের জন্যে নিয়ে এসেছিলাম আমি কিংডম থেকে। খুলে দেখুন।'

ওটা কোলে রেখে ঢাকনা তুলল মাসুদ রানা। অনেকদিন আগের কিছু ছবি আছে ভেতরে, সব হলদেটে হয়ে গেছে। একটা টিনের টোব্যাকো জার আছে, যার ওপর লেখাঃ আলবেরি সাউলকে এক্সেলসিয়র অয়েল কোম্পানি, টার্নার ভ্যালির পক্ষ থেকে, তাঁর বিদায় ও নিজ অয়েল কোম্পানি শুরু করার শুভ মুহূর্তে আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ—এপ্রিল ৮, ১৯—। গুড লাক, সাউল!—স্বাক্ষর, রজার ফেরগাস, চেয়ারম্যান। নামটা দেখে চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। চট করে জিনের দিকে তাকাল ও।

'ইয়েস!' মাথা দোলাল মেয়েটি। 'আমার যা বয়স, তার দ্বিগুণেরও বেশি সময়ের বন্ধুত্ব ছিল ওঁদের।'

'এগুলো কবে দিয়েছেন উনি আপনাকে?'

'দেননি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি। আপনার ঠিকানা জানতাম না, জানলে পাঠিয়ে দিতাম।'

'ওখানে যাওয়া যায় কি করে, হয়েস্টে?'

মাথা দোলাল জিন। 'হয়েস্ট তো পিটারের। ও কেন আমাদের পারাপার করবে? আমরা ঘোড়ায় চড়ে আসা-যাওয়া করতাম।'

'ঘোড়ায় চড়ে কিংডম যাওয়া যায়?'

'নিশ্চই! পুরনো এক ইন্ডিয়ান ট্রেইল আছে, ও পথে গেলে পুরো একদিন লাগে পৌঁছতে।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'আপনি একা গিয়েছিলেন কিংডমে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

মেয়েটির দুঃসাহস অবাক করল ওকে। 'না, এমনিই। ওই পথেই ড্রিলিং রিগ ওপরে তুলেছিলেন মিস্টার সাউল?'

'না, তখন তো রাস্তা ছিল। বছর ছয়েক আগে ভূমিকম্পে নষ্ট হয়ে গেছে সে রাস্তা। ধসে গেছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। সেই রাস্তাই পরে ঘুরিয়ে নিজের জমির ওপর দিয়ে নিয়ে গেছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। সেটাও গতবছর নতুন করে ধসেছে। আগের রাস্তা একেবারে সলোমন'স জাজমেন্ট পর্যন্ত ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বানিয়েছিল ব্রিটিশরা।'

'মিস্টার সাউলের একটা পকেট বাইবেল ছিল, ওটা আছে এর মধ্যে?'

'আছে। ওটার কথা জানলেন কি করে আপনি?'

'রেবেকাকে লেখা এক চিঠিতে ছিল বাইবেলটার কথা। ওর মধ্যে নাকি কিছু কাগজ-পত্রও আছে?'

'একটা চিঠি আছে কেবল। বের করুন। আমি পড়িনি। একটা মুখ বন্ধ খামে আছে চিঠিটা।'

বাক্সের তলায় টিস্যু পেপারে মুড়ে রাখা ছিল খুদে এক বাইবেল। ভেতর থেকে বের হলো খামটা। আলোর দিকে ধরে সাবধানে ওটার এক প্রান্ত ছিঁড়ে চিঠি বের করল মাসুদ রানা। সিঙ্গল শীটের একটা চিঠি। ভাঁজ খুলে পড়তে আরম্ভ করল ও। লক্ষ করল, এ চিঠির লেখাগুলো অন্যগুলোর মত পরিচ্ছন্ন নয়। লেখা আঁকাবাঁকা। ওটা এরকমঃ

আলবেরি কিংডম
২০ নভেম্বর

প্রিয় রেবেকা,

এই চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন তুমি কিংডমের মালিক। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, বুঝতে পারছি। নিজের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করার মত শক্তি বা মনের জোর কোনটিই আর অবশিষ্ট নেই। আমার সংগ্রাম শেষ, আর ক্ষমতা নেই।

আজ রয় ব্লাডেনের সার্ভের রেজাল্ট পেয়েছি, তবে চার্টে যা দেখানো হয়েছে, তা অবিশ্বাস্যরকম তালগোল পাকানো, কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না আমি এই ফলাফল। ওটা এ মুহূর্তে সামনেই আছে আমার...

চোখ তুলল মাসুদ রানা। 'সাউল জেনে গিয়েছিলেন ব্লাডেনের সার্ভের রিপোর্ট!'

'না তো!'

কাগজটা দোলাল রানা। 'এতে আছে উনি জেনে গেছেন!'

'কই, দেখি!' দ্রুত চিঠিটার ওপর চোখ বোলাল জিন লুকাস। দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার চেহারা, হাত কাঁপছে। চোখ বিস্ফারিত। 'ওহ্ গড! কে তাকে দিল রেজাল্ট!'

চিঠিটা নিল মাসুদ রানা। পড়ে যেতে লাগল:

...যা পড়ে এতদিনে বুঝলাম, না জেনে আসলে সোনার হরিণের পিছনে ছুটেছি আমি এতগুলো বছর। জীবনের দীর্ঘ বাইশটি বছর বরবাদ করেছি আমি এখানে পড়ে থেকে। আমি...

জিনের কান্নার শব্দে থেমে গেল রানা। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে সে, ফোঁপাচ্ছে। 'ওহ, গড! কী করে এত নিষ্ঠুর হতে পারল ওরা!' ঝট্ করে

মুখ তুলল মেয়েটি। ভেজা চোখে ওর দিকে তাকাল। 'এ হতে পারে না! রেজাল্ট প্রায় পজেটিভ ছিল, মিস্টার রানা! কিং যেটা পেয়েছেন, সেটা সাজানো ছিল। নিশ্চই ওটা পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি, হার্ট অ্যাটাক করেছিল ওঁর। ওরা...ওরা খুন করেছে মানুষটাকে। ওরা খুনী! ওরা খুনী! একটা ভাল মানুষকে...!' আবার মুখ ঢাকল জিল।

আনমনা দৃষ্টিতে তাকে দেখল খানিক মাসুদ রানা। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। তাই কি? সাজানো একটা রেজাল্ট তৈরি করে...? চিঠিতে মন দিল রানা।

...আমি এ রেজাল্ট মেনে নিতে পারছি না। সারা জীবনটাই কেটেছে আমার তেল, রক স্ট্রাটা ইত্যাদি নিয়ে। কাজেই আমার সামনের রিপোর্টটায় যা লেখা, তা আমি মানি না। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি অসহায়। আমি জানি আমার আশার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে একদল মানুষ, যারা চায় না আমি সফল হই। এ বিশ্বাস আমার আরও দৃঢ় হয়েছে আজ এই রিপোর্ট পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে যে তেল পাওয়া গেছে, তা একেবারে চেপে যাওয়া হয়েছে এতে। কিন্তু কিছু করার নেই। কারণ আমি একা আর ওরা অনেক। তাই ফলাফল মানি আর না মানি, পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। অসহায়ের মত বসে ওদের বাঁধের কাজের অগ্রগতি দেখছি।

আমি মরে গেলে তোমরা চেষ্টা কোরো। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা ব্যর্থ হবে না। ওরা কিংডম চিরতরে ডুবিয়ে দেয়ার আগেই করতে হবে যা করার।

আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তোমরা সফল হও। আর, তারপরও যদি ব্যর্থ হয় তোমাদের প্রচেষ্টা, সবাইকে ক্ষমা করে দিতে বোলো এ বৃদ্ধকে, যে জীবনের অর্ধেক সময় অপচয় করেছে এক চরম ভ্রান্ত ধারণার পিছনে ছুটে। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা

করবেন। পথ দেখাবেন।

তোমাদের সুখময় ভবিষ্যৎ কামনায়

আলবেরি সাউল

শিথিল হাত কোলের ওপর পড়ে গেল মাসুদ রানার। মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল ও। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় গরম রক্তের তীব্র ছোটাছুটি অনুভব করছে। কান মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে রানার, অন্ধ আক্রোশ ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করেছে ওকে। কিন্তু সেটা কার ওপর, জানে না মাসুদ রানা।

ছয়

নীরবে পাশাপাশি হাঁটছে রানা ও পলিন। বাক্সটা বাঁ হাতে শক্ত করে ধরে আছে মাসুদ রানা। মাথার মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ আর নিজের বর্তমান শারীরিক অক্ষমতা, সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা। এত কিছুর মধ্যেও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ও, জানে, এখন ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। নইলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ঠেকাতে পারবে না মাসুদ রানা। আলবেরি সাউলের মত ও-ও একা, সম্পূর্ণ একা। অন্যদিকে এরা এখনও অনেক।

গোল্ডেন কাফের সামনে পৌঁছে বিড় বিড় করে পলিনকে ধন্যবাদ জানাল মাসুদ রানা। ন'টা বাজে তখন। বার রুমে পুরো এক ডজন মানুষ, উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে তাদের কেউ কেউ। দরজায় শব্দ উঠতে

ঘুরে তাকাল সবাই, থেমে গেল কথাবার্তা।'

'ওই যে এসেছে,' মুহূর্তখানেক পর একটা কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল। 'টেলিগ্রামটা দাও ওকে, হাট।'

লম্বা, ঢ্যাঙা এক বৃদ্ধ উঠে এল। বাদামী গোঁপ আছে এর, দু'প্রান্ত সরু হয়ে নেমে এসে থুতনির একদম গোড়ায় ঝুলছে ইঁদুরের লেজের মত। 'আপনি মাসুদ রানা?' শান্ত, মার্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এটা আপনার,' মলিন চেহারার কোটের পকেট থেকে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল সে। 'কিথলী টেলিগ্রাম অফিস থেকে ওরা দিয়েছে আপনাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে।'

কাগজটা এরমধ্যেই নেতিয়ে গেছে। বহু হাত ঘুরেছে বোঝা যায়। ওকে কে টেলিগ্রাম করবে, ভাবতে ভাবতে খুলল রানা ওটা, পড়তে লাগল। বার্তাটা এরকমঃ মাসুদ রানা, কাম লাকি। হ্যাভ পারসুয়েডেড লারসেন মাইনিং কোম্পানি টু ইনক্রিজ অফার স্টপ আর্জেন্ট আই সী ইউ স্টপ হোপ অ্যারাইভ কাম লাকি টুইসডে উইথ হেনরি ফেরগাস, চেয়ারম্যান, লারসেন কোম্পানি স্টপ প্লীজ অ্যাওয়েট আওয়ার অ্যারাইভাল স্টপ ভাইটাল উই ফাইন্যালি কাম টু টার্মস রি-পার্চেজ অভ কিংডম অর অলটারনেটিভ প্ল্যান উইল ডেফিনিটলি বি অ্যাডপটেড স্টপ সাইনড—অ্যাচেনসন।

মুখ তুলল মাসুদ রানা। কাগজটা ভাঁজ করার ফাঁকে উপস্থিত সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। ট্রিভেডিয়ানরা দুই ভাই, বুড়ো ম্যাক, জেমস, ক্রেসি আর বয় ব্লাডেন আছে ওদের মধ্যে। আরও আছে হাটসহ ছয় বৃদ্ধ, এদের কারও নাম জানে না রানা। সবাই নীরবে পর্যবেক্ষণ করছে ওকে। পরিবেশে টান টান উত্তেজনা। যেন ফিউজ পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে আসছে, যে কোন মুহূর্তে ফাটবে বোমা।

সিঁড়ির দিকে যাওয়ার জন্যে ঘুরল মাসুদ রানা, চট্ করে সামনে এসে পথরোধ করল হাট। 'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল। যদি শোনেন, খুশি

হব।'

'বলুন।'

'উয়ীল! ব্যাপারটা এরকম, মিস্টার মাসুদ রানা, আমরা সবাই জানতে আগ্রহী আপনি কিংডম বিক্রি করছেন কি না।'

নিঃশব্দে লম্বা করে দম নিল ও। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার সম্পত্তি আমি কি করব, তা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

যতই শান্ত কণ্ঠে বলুক, ঘরের সবার মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড উত্তেজনা। সবার স্নায়ু জ্যা'র মত টানটান হয়ে উঠল। চাউনি কঠোর হয়ে গেল সবার। যদিও তখনই কেউ কিছু বলল না। ডানদিকের ইঁদুরের লেজ ধরে খানিক মোচড়ামুচড়ি করল হার্ট। 'আপনি মনে হয় আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারেননি,' বলল সে। 'সলোমন'স জাজমেন্ট ড্যাম নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া আমাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাম লাকির জীবন-মরণ বলতে গেলে ওর ওপরই নির্ভরশীল। ওটার কাজ শেষ হলে ভূতুড়ে শহর নাম ঘুচবে এটার, আমরা কাজ পাব, খেতে-পরতে পারব। আবার আগের দিন ফিরে আসবে আমাদের।'

'আপনি হয়তো এখনও বুঝে উঠতে পারেননি, আমাদের সবার দারিদ্রের জন্যে কতটা দায়ী আপনার দাদা,' বলে উঠল জেমস ম্যাকক্লিলান। ভঙ্গি উদ্ধত, তবে দৃষ্টিতে উদ্বেগ। 'তার তেলের বানানো গল্পে বিশ্বাস করে আমার বাবাসহ এ শহরের প্রায় প্রত্যেকে সঞ্চিত শেষ কপর্দকটি তাকে দিয়েছে, দিয়ে পথে বসেছে। সবাইকে আপনার দাদা ধনী বানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বানিয়েছে ফকির।'

'সাউল একটা প্রতারক ছিল!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুঠারমুখো ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'একটা রক্তচোষা ছিল! লোকটা...'

'শাটাপ্, ম্যাক্স!' পিটার ট্রিভেডিয়ানের মৃদু ধমকে মুহূর্তে কেঁচো বনে গেল দানবাকৃতি মানুষটা।

'ম্যাক্স মিথ্যে বলেনি, মিস্টার রানা,' বলল জেমস। 'সে যাক,

আমরা নিশ্চিত হতে চাই সব জেনেবুঝেও আপনি আমাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছেন কি না। আমাদের সমস্যার কথা না ভেবে আপনার দাদার মত আপনিও একইভাবে তেলের জাবর কাটতে যাচ্ছেন কি না।'

বুড়োরা তীব্র কণ্ঠে, সবাই একযোগে কথা বলে উঠল। বোঝা গেল না একজনের কথাও। তবে তারা যে জেমসের পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে, তা বোঝা গেল।

'বলুন,' বলল সে। 'কি করতে যাচ্ছেন আপনি, মিস্টার রানা? বলুন আমাদের, শুনি। আমাদের বুঝতে দিন কোথায় অবস্থান করছি আমরা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখনই বলুন!' আবারও একযোগে বলে উঠল অনেকে।

একে একে সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল মাসুদ রানার দৃষ্টি। প্রত্যেকে নীরবে ওজন করছে যেন ওকে, পলকহীন চোখে দেখছে। চাউনি অনিশ্চিত। মানুষগুলোকে ক্ষুধার্ত হায়েনা মনে হলো রানার।

'উয়ীল!' বলল হার্ট। 'বিক্রি করছেন কিংডম?'

'না! করছি না।'

তড়াক করে লাফ দিল পিটার ট্রিভেডিয়ান, হাঁটুর পিছনে বাড়ি খেয়ে উড়ে গিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল তার চেয়ার। রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, দৃষ্টিতে আগুন। ঘেউ ঘেউ করে উঠল সে, 'আপনি বলেছেন বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করবেন আপনি! বলেননি?'

'বলেছি।'

'তা-তাহলে?'

'চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিংডম বিক্রি না করার।'

লাল চোখে সঙ্গীদের দিকে ফিরল উত্তেজিত পিটার। তর্জনী উঁচিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'বলিনি আমি তোমাদের! দেখলে তো?' নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল সে, রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'দেখুন, মিস্টার রানা, আমি অনুরোধ করছি, অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি করে আমাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সুযোগটা নষ্ট করে দেবেন না। আলবেরি

সাউলের ঋণ শোধ করার এমন সুযোগ আর কোনদিন আসবে না।'

'যদি আসে?' শান্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'মানে!' থমকে গেল পিটার।

'যদি সত্যিই তেল পাওয়া যায় কিংডমে? যদি প্রমাণ হয় আলবেরি সাউলের ধারণাই সত্যি ছিল?'

'কি! ফের সেই...'

'ঠিক আছে,' অন্য এক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠ বাধা দিল ট্রিভেডিয়ানকে। 'আমাদের জন্যে তেল নিয়ে আসুন তাহলে আপনি, তেল দিয়ে ডুবিয়ে দিন আমাদের কাম লাকি, বিনিময়ে বাঁধের পানি দিয়ে আমরা ডুবিয়ে দেই আপনার কিংডম। আসুন, চুক্তি হয়ে যাক একটা, দেখা যাক কে আগে কাকে ডোবাতে পারে।'

হাসির রোল পড়ে গেল ঘরে। চাপা গলায় হুমকি দিল পিটার, 'আমার পরামর্শ শুনুন। কিংডম বেচে দিয়ে কেটে পড়ুন, খুব তাড়াতাড়ি। নইলে পস্তাবেন।'

বয় ব্লাডেনের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। একটু তফাতে আলাদা হয়ে বসে আছে লোকটা। 'আপনার সার্ভের ব্যাপারে সত্যি কথাটা বলুন, মিস্টার ব্লাডেন।'

'গোল্লায় যাক সার্ভে!' চেঁচিয়ে উঠল পিটার। 'এদের কথা ভাবুন! ক্ষতিগ্রস্ত সবার কথা ভাবুন, যারা চায় কিংডম বিক্রি করে...'

'কেন তা ভাবতে যাব আমি? এরা কে কি ফেভার করেছে আলবেরি সাউলকে? এ শহরে প্রত্যেকে বরং তাঁর আবিষ্কারকে পুঁজি করে তাঁরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চেয়েছে। লোভে পড়ে গাছেরটা, গোড়ারটা খেতে চেয়েছে সবাই, শেষে কিছু না পেয়ে মিথ্যে অভিযোগ এনে জেল খাটিয়েছে বুড়ো মানুষটাকে। তাঁকে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করেছে। কিংডম আটকে রাখার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না আমার, হয়তো ডীডে সই করেও দিতাম। কিন্তু এখন...' আরেকবার উপস্থিত সবার ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। উত্তেজনায় কাঁপছে ও একটু একটু। অসুস্থ

বোধ করছে।

'এখন আমি জানি, আপনাদের ভেতরই কেউ একজন ব্লাডেনের সার্ভের রেজাল্টের একটা কপি কিংডমে গিয়ে দিয়ে এসেছিল মিস্টার সাউলের হাতে। ওই রেজাল্ট সহ্য করতে পারেননি সাউল, হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তিনি। যে ওই কপি পৌছে দিয়ে এসেছে কিংডমে, সে সোজা কথায় হত্যা করেছে বৃদ্ধ সাউলকে। আমার ধারণা তার পিছনে আরও লোক ছিল। অনেকের নোংরা হাতের কারসাজি ছিল ওটা। সেজন্যেই এই শহর বা এখানকার অধিবাসীদের জন্যে কোন মাথাব্যথা নেই আমার। আলবেরি সাউল কারও কাছে ঋণী বলেও মানতে রাজি নই আমি। অতএব বিক্রি করছি না আমি কিংডম। যদি জানতে পারতাম কে রিপোর্টটা নিয়ে গিয়েছিল কিংডমে, তাহলে...'

'জানলে কি করবে তুমি, অ্যা?' প্রশস্ত বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। চেহারায় চ্যালেঞ্জ। 'কি করবে?' থপ্ থপ্ পা ফেলে দু'পা এগোল সে, দু'চোখে নগ্ন ক্রোধের বহ্নি। 'আমি নিয়ে গিয়েছিলাম ওটা। আমি হত্যা করেছি তাকে? ভাল করেছি। কি করবে তুমি?'

স্থির চোখে মানুষটাকে দেখল মাসুদ রানা। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল বয় ব্লাডেন বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

'আমার ভাই কি করে জানবে যে ওটা পড়লে মৃত্যু হবে সাউলের?' বলল পিটার। 'ও লেখাপড়া জানে না, রিপোর্টে কি লেখা ছিল স্বভাবতই জানত না ম্যাক্স। আমিই ওটা পাঠিয়েছি ম্যাক্সকে দিয়ে। আমি ভেবেছি আপনার দাদা ফলাফল জানতে আগ্রহী, এতে অন্যায়টা কি হয়েছে?'

'আপনি পাঠিয়েছেন?' ঘুরে পিটারকে দেখল ও।

'হ্যাঁ।'

'রিপোর্টের মূল কপি অ্যাচেনসনের অফিসে ছিল, এখন আমার কাছে আছে ওটা।'

চোখ কোঁচকাল পিটার। 'তাতে কি?'

'ডুপ্লিকেট কপি কে দিয়েছিল আপনাকে, হেনরি ফেরগাস? আপনি

কেন এত আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন ওটা কিংডমে পাঠাতে?'

চট্ করে এক পা এগোল পিটার। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ। 'কি মনে করেন আমাদের আপনি, মিস্টার? কি সাব্যস্ত করতে চাইছেন? এতবড় সাহস! আর একটা বাজে কথা...'

সব ভুলে গেল মাসুদ রানা, চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়। ওর ডান হাতের চড়টা পিটারের গালে পিস্তলের গুলির মত ফুটল। মাথা ঘুরে গেল পিটারের, এক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো সে চড়ের ধাক্কায়। পরমুহূর্তে থুত্নিতে তার ভয়ঙ্কর এক ঘুসি খেয়ে উড়ে গেল মাসুদ রানা। পড়েই ধড়মড় করে উঠতে গেল, কিন্তু পারল না। দেহের শক্তি ফুরিয়ে গেছে হঠাৎ করে। মুহূর্তে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। অক্সিজেনের জন্যে হাঁ করে দম নেয়ার কসরত করতে লাগল ও। নীল হয়ে গেছে সারামুখ, ঘেমে একাকার।

রাগ পড়েনি তখনও পিটারের। অন্ধের মত ভারী বুট পরা এক পা তুলল সে রানার পাঁজর সই করে, এই সময় চেঁচিয়ে উঠল পলিন, 'থামো! এসব কী হচ্ছে?' ছুটে এল মেয়েটি, দু'হাতে ধরল রানাকে। ভীত চোখে স্বামীর দিকে ফিরল সে। 'ভদ্রলোক অসুস্থ! আমি খেয়াল করেছি প্রায়ই শ্বাসকষ্ট হয়। প্লীজ, তোমরা বন্ধ করো এসব! ধরো এঁকে!'

'সে কি!' এক লাফে স্ত্রীর পাশে পৌঁছে গেল জেমস। চেহারায় উদ্বেগ। 'কই, দেখি!' ধরাধরি করে বসাল ওরা রানাকে। ছিটকে পড়া বাক্সটা তুলে দিল পলিন।

'আমি ঠিক আছি,' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল ও। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল পলিনের দিকে। ঘাম মুছল। 'অনেক ধন্যবাদ।' নিজের চেষ্টায় উঠে পড়ল ও, অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ততক্ষণে শ্বাস-প্রশ্বাস। কোনদিকে না তাকিয়ে ধীরপায়ে সিঁড়ির দিকে এগোল মাসুদ রানা।

'কাজটা ভাল করোনি তুমি,' রানা চোখের আড়ালে চলে গেলে চাপা গলায় পিটারকে বলল জেমস। 'কি দরকার ছিল গায়ে হাত তোলার?'

'আমি আগে তুলেছি?' হিসিয়ে উঠল পিটার।

'উস্কানিটা তোমারই ছিল।'

রোষ কষায়িত চোখে কয়েক মুহূর্ত জেমসকে দেখল লোকটা, তারপর জোর পায়ে বেরিয়ে গেল বার ছেড়ে। আচমকা নাটকে ছেদ পড়ায় অন্যরাও উসখুস শুরু করেছিল, সুযোগ বুঝে ভাল মানুষের মত মুখ করে সটকে পড়ল সবাই একে একে।

রূমে এসে বিছানায় বসে পড়ল মাসুদ রানা। দেহের সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে ওর। হাত নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। উঠে আয়নার সামনে টেনে নিয়ে এল ও নিজেকে। সারামুখে জেগে আছে নীল রঙ। কে যেন ঝামা ঘষে চেহারার সমস্ত লাবণ্য কেড়ে নিয়েছে, ব্লটারের মত রস-কষহীন শুকনো মুখে কোটরাগত দু'চোখের নিচে গাঢ় কালির ছাপ। বুকের ভেতর পুরানো অভিমান উথলে উঠল মাসুদ রানার। কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় ফিরে এল, শুয়ে পড়ল। নিজ দুর্বলতা, অনির্দিষ্ট, দিকচিহ্নহীন ভবিষ্যতের কথা ভেবে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল ওর।

ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা, দরজায় টোকার শব্দে জেগে গেল। 'কে?'

'আমি, পলিন।'

ধস্তাধস্তি করে উঠল ও। দরজা খুলল। মেয়েটিকে দেখে হাসির ভঙ্গি করল। 'আপনার শরীর কেমন এখন?' জিজ্ঞেস করল পলিন।

'ভাল। ধন্যবাদ।'

'মিস্টার ব্লাডেন দেখা করতে চান আপনার সাথে। আসতে বলব?'

'হ্যাঁ, প্লীজ!'

'আপনার কিছু লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ। গুডনাইট।'

'গুড নাইট।'

এক মিনিট পর খোলা দরজার সামনে উদয় হলো বয় ব্লাডেন। 'আসতে পারি?'

'আসুন, প্লীজ! বসুন।'

ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসল ব্লাডেন। 'জিনের ওখান থেকে আসছি আমি এইমাত্র। ও বলল···শুনলাম, আপনি নাকি নতুন করে ড্রিলিং শুরু করতে চান কিংডমে। প্রথমেই কথাটা জানাতে পারতেন আমাকে। বললেন না কেন?'

'প্রয়োজন মনে করিনি।'

'বুঝেছি। আজ ট্রিভেডিয়ানের অফিসের সামনে আপনাকে দেখেছি আমি বিকেলে। ভেতরে আমাদের আলোচনার কতটুকু শুনেছেন আপনি?'

'অনেকটাই।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ব্লাডেনকে অফার করল।

'তার মানে আপনি আমাদের প্রথম আলোচনার সময়ই বুঝে ফেলেছেন যে আমি রিপোর্ট সম্পর্কে পুরো সত্যি বলিনি?'

'না। ওটা জেনেছি জিনের সাথে কথা বলে।'

'আই সী।' মুখ নিচু করে ভাবল কিছু ব্লাডেন। 'আমি দুঃখিত। ভেবেছিলাম আপনি কিংডম বিক্রি করে দেয়ার জন্যে এসেছেন, দাম কিছু বাড়াবার জন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন বিষয়টা··· হেল্! দেখুন, মিস্টার রানা, ভুল বুঝবেন না। আমার জীবনের যা কিছু অর্জন, আমার সমস্ত সার্ভে ইকুইপমেন্টস, কয়েকটা ট্রাক, সব এক বছর হলো পড়ে আছে কিংডমে। ওগুলো ফেরত পেতে হলে পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাহায্য না পেলে চলবে না আমার।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'উইনিকের রিপোর্ট আমি দেখেছি কেবলমাত্র পত্রিকায়। কোন সন্দেহ নেই, অ্যান্টিসিলিনের খোঁজ পেয়েছি আমি সার্ভের সময়, অথচ ওই রিপোর্টে তার উল্লেখই নেই। যদিও আমি শিওর নই যে অ্যান্টিসিলিন আছে বলেই তেলও আছে কিংডমে'। তবু, ব্যাপারটা অনুল্লেখ রাখা সন্দেহজনক মনে হয়েছে আমার, কিন্তু কিছু বলতে

পারিনি। সিসমোগ্রামে আমার সার্ভের সব ফিগার তোলা আছে, কোন এক্সপার্ট জিওলজিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করালেই উইনিক রিপোর্টের ফাঁকটা ধরা সম্ভব হবে। তবে এ-ও ঠিক, এডমন্টন জার্নালে যে ফিগারগুলো আমি নোট করেছিলাম, তা ওঠেনি। সমস্ত আবোল-তাবোল ফিগার ছাপা হয়েছিল ওটায়।

'আমি কোন এক্সপার্ট নই, তারপরও এটুকু অন্তত নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সিসমোগ্রাফিক সার্ভের ফল দেখে কোথায় তেল আছে, তা বোঝা খুব একটা কঠিন বিষয় নয়।'

'উইনিকের সাথে কথা বলেছেন এই নিয়ে?'

'না। পুঁজি কিংডমে আটকে পড়ায় একটা বছর খুব কষ্টে পেট বাঁচাতে হয়েছে আমাকে। অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও সময় করে উঠতে পারিনি।'

'উইনিক মানুষটা কেমন?'

'সৎ কি না জানতে চাইছেন? খুবই সৎ মানুষ। নয়কে ছয় করার মত ধানাই পানাই সে করে না। অসৎ মানুষ হলে অবশ্যই তাকে নিজের কনসালটেন্ট নিয়োগ করতেন না রজার ফেরগাস। এ প্রশ্ন কেন?' চোখ তুলে রানাকে বোঝার চেষ্টা করল ব্লাডেন।

'ভাবছি সেক্ষেত্রে আপনার রিপোর্টের সাথে তারটার অমিল কেন হবে?' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে আরেকটা ধরাল মাসুদ রানা। 'রেজাল্ট নিজহাতে উইনিককে পৌঁছে দিয়েছিলেন আপনি?'

'না আমি...' আচমকা থেমে গেল বয় ব্লাডেন। চোখ বড় করে রানাকে দেখল। 'আমি তো ব্যস্ত ছিলাম কিংডমে,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'ফিগারগুলো কয়েক দফায় ম্যাক্স ট্রিভে...অফ কোর্স! অফ কোর্স!' ঝট্ করে উঠে পড়ল ব্লাডেন, অস্থির পায়ে ঘরের এ মাথা ও মাথা করতে লাগল। 'এইবার বুঝলাম! পথের মাঝে ফিগারগুলো বদল করা হয়েছে। সপ্তায় একবার হয়েস্টের সাহায্যে ড্যামের মালপত্র নিয়ে যেত ম্যাক্স, ওর হাতে ফিগারগুলো পাঠাতাম আমি।'

থামল লোকটা, বসে পড়ল। 'আমি এসেছিলাম ট্রাক, ইকুইপমেন্ট নিয়ে চলে যাব বলে। কিন্তু জিনের অনুরোধ আর আপনি যে সূত্র এইমাত্র ধরিয়ে দিলেন...ওহ্, গড! ঠিকই বলেছেন তখন আপনি, ওই ফোনি রিপোর্টই কিঙের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'

অনুমতির তোয়াক্কা না করে রানার প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে ধরাল লোকটা। 'জিন বলেছে আপনি ড্রিল করতে চান কিংডমে, কথাটা কি ঠিক?'

'কত টাকা...'

'টাকার জন্যে চিন্তা নেই। আপনি অনুমতি দিলে পুঁজি বিনিয়োগকারী খুঁজে বের করব আমি। ড্রিলিং ইকুইপমেন্টও আনতে হবে। কিংডমে যা আছে, সব সেকেলে, নির্ভরযোগ্য নয়। সে ক্ষেত্রে আপনি ফিফটি-ফিফটি শেয়ারে রাজি হবেন?'

টাকা কি পরিমাণ লাগতে পারে জানতে চাইছিল আসলে মাসুদ রানা। সেই সাথে ভাবছিল লন্ডন থেকে গোপনে কি করে আনানো যায় টাকা। সে ঝামেলা থেকে মুক্তির আশ্বাস পেয়ে হাঁপ ছাড়ল ও। পঞ্চাশ কেন, সব দিলেই বা কি? আলবেরি সাউলের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করাই রানার উদ্দেশ্য। 'কিসের ওপর নির্ভর করে এতবড় ঝুঁকি নিতে চাইছেন? কিংডমে যে তেল আছে, আপনি নিজেই তো সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন।'

'কালই ক্যালগারি রওনা হব আমি, দেখা করব লুইস উইনিকের সাথে। কোন ফিগারের ওপর বেজ করে ওই রিপোর্ট সে দিয়েছে জানতে হবে। এদিকে কয়েক দিনের মধ্যে হয়েস্ট চালু করতে যাচ্ছে পিটার, ওতে করে আপনি কিংডম চলে যান। ওখানে একটা বার্নের মধ্যে আছে আমার ট্রাকগুলো। ইন্সট্রুমেন্ট ট্রাকের ড্যাশবোর্ডে আমার লেখা ফিগারগুলো পাবেন। ওগুলো এনে উইনিকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। তার সাথে সাক্ষাৎ সেরে আমি রজার ফেরগাসের সাথে কথা বলতে যাব। দীর্ঘদিন তার পাইলট ছিলাম আমি। ভালই চিনি তাকে, যদি লোকটাকে সব বোঝাতে পারি, তাহলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু

আপনি ফিফটি-ফিফটি শেয়ারে রাজি আছেন তো?'

'নিশ্চই। তবে আরেকটা কথা, কিংডমের মিনারাল রাইটস রজার ফেরগাসের নামে আছে। যদি সে আপনার প্রস্তাবে রাজি না হয়? কোন অধিকারে...'

'কোন চিন্তা নেই। আমি জানি সে রাজি হবে রজার ফেরগাস পাকা জুয়াড়ী। যে জন্যে গতবারের সার্ভের সমস্ত খরচ সে একাই বহন করেছে। যদি রিপোর্টের গড়বড় সত্যি হয়, এবং তার সামনে দুটো রিপোর্ট আমি হাজির করতে পারি, একবার কেন, হাজারবার রাজি হবে সে। যদি তা না-ও হয়, অন্তত মিনারাল রাইটস আমি আপনার নামে করিয়ে আনতে পারব। আর একজন ইনভেস্টরও খুঁজে বের করে ফেলব।'

'অল রাইট।' ভেতরে চাপা উল্লাস বোধ করল মাসুদ রানা। 'তাহলে শুরু করে দিন কাজ।'

'ভাল কথা, জিনের কাছে শুনেছি আপনি নাকি অসুস্থ?'

কিছুটা বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। মেয়েটির সাথে এ প্রসঙ্গে কোন কথা হয়েছে বলে মনে করতে পারল না। 'তাই বলেছে জিন?'

খেয়াল করল না বয় ব্লাডেন। 'ও কিছু নয়। অলটিচ্যুডের জন্যে খারাপ করেছে শরীর, ঠিক হয়ে যাবে। আমি তাহলে চললাম, মিস্টার রানা। গুড নাইট!'

'গুড নাইট। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বয় ব্লাডেন, সারামুখ হাসছে তার। উত্তেজনায় ফুটছে টগবগ করে। 'কূপ খনন শেষ হোক, তখন অনেক সময় পাব আমরা পরস্পরকে ধন্যবাদ জানানোর।'

'ঠিক আছে।'

দরজা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল ও। আলো নিভিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে টানতে লাগল। মনটা ভাল লাগছে। বেশ খুশি খুশি লাগছে।

পরের কয়েকটা দিন জিনের সাথে গল্প করে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে, নয়তো লেকের কালো পানিতে ছিপ্ ফেলে ট্রাউট ধরে কাটল মাসুদ রানার। এই ক'দিন লক্ষ করেছে ও, সদ্য পরিচিত পুরুষের সাথে মেয়েরা সাধারণত যেমন প্রগলভ হয়, জিন তার একেবারে উল্টো। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। এবং নিজের প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে যায়, প্রশ্ন না করলে বলে না কিছু। তাই বলে গম্ভীর হয়েও থাকে না জিন। অত্যন্ত মার্জিত, সংযত মেয়েটি ক্রমেই আকৃষ্ট করছে ওকে, টের পেল মাসুদ রানা।

ওদিকে বেন ক্রেসি প্রায় শেষ করে এনেছে রাস্তা তৈরির কাজ। একদিন রাতে খাওয়ার সময় তাকে আর জেমসকে খুব উৎফুল্ল দেখাল। তাদের আলোচনায় জানা গেল, দু'চার দিনের মধ্যেই হয়েস্ট চালু করার আশা রাখে তারা। সে রাতের সেই ঘটনার পর জেমস যেন কিছুটা সদয় হয়েছে রানার ওপর। আগে কথাই বলত না, এখন মাঝেমধ্যে বলে।

একদিন সন্ধের পর জিনকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরতে বুড়ো ম্যাক সাদা কাগজে হাতে লেখা একটা বার্তা দিল ওকে। 'আপনার টেলিগ্রাম,' বলল সে। 'বয় ব্লাডেন পাঠিয়েছে আজ বিকেলে।'

'কার লেখা এটা?'

'আমার। টেলিফোন ঠিক হয়ে গেছে। ফোন করেছিল বয়, আমি লিখে নিয়েছি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' পড়ল ও টেলিগ্রামটা। লেখা আছেঃ কনভিনসড্ ফিগারস নট মাইন। সেন্ড উইনিক দোজ ফ্রম কিংডম সুনেস্ট পসিবল্। রজার ফেরগাস ডায়েড টু ডেজ আগো। লিভিং ফর পীস রিভার। স্বাক্ষর—ব্লাডেন।

রজার ফেরগাসের জন্যে দুঃখ হলো মাসুদ রানার। উদ্বিগ্নও হলো মিনারাল রাইটসের কথা ভেবে। ওটা ছাড়া কিভাবে কাজ চলবে?

সে রাতে খাওয়ার সময় ক্রেসি জেমসকে বলল, 'আমার কাজ তো

শেষ। ভাবছি এখন তোমার হয়েস্ট ফ্যাকড়া না বাধায়।'

'ওটা আমার নিজের হাতে বসানো। আমি জানি কোন সমস্যা হবে না হয়েস্ট নিয়ে।'

খাওয়া সেরে মিস গ্যারেটের বাসায় এল রানা। ওকে দেখে হাসল রুথ গ্যারেট, তবে আজকের হাসিটা পানসে। 'আমরা দু'বোন রজার ফেরগাসের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে খুব দুঃখ পেয়েছি, মিস্টার রানা।'

অবাক হয়ে বৃদ্ধাকে দেখল ও। 'আপনারা জানলেন কি করে সে খবর?'

'জানি জানি। বয় আপনাকে খবর পাঠিয়েছে, শুনেছি।'

'খুব ভাল মানুষ ছিলেন ভদ্রলোক,' বলল দ্বিতীয় বৃদ্ধা, সারা গ্যারেট। 'আপনার দাদা বেঁচে থাকতে মাঝেমধ্যে আসতেন কাম লাকি, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দু'জনে।' স্বভাবসুলভ পাখির চাউনি দিল মহিলা। 'আমাদের এখানেও আসতেন ওঁরা মাঝেমধ্যে।'

সে রাতে আলোচনা বিশেষ জমল না। কথায় কথায় মিনারাল রাইটসের প্রসঙ্গ উঠল। আশ্বস্ত করল ওকে জিন। 'ভাববেন না, বয় একটা ব্যবস্থা করবেই। ওর ওপর ভরসা রাখতে পারেন।'

'বয়ের ওপর আপনি খুব আস্থাশীল দেখা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কারণ ওকে আমি চিনি। বয়ের বাবা ছিলেন নাম করা কানাডিয়ান অভিনেতা, বাসিল ব্লাডেন। মা খাঁটি ইরোকুইস ইন্ডিয়ান। প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন ওঁরা। কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা গেল, কেন যেন স্ত্রীকে সহ্য করতে পারছেন না বাসিল, অথচ মহিলার মধ্যে খারাপ কিছু ছিল না,' কাঁধ শ্রাগ করল জিন। 'এক রাতে গুলি করে স্ত্রীকে মেরে ফেলেন বাসিল, তারপর নিজেও আত্মহত্যা করেন। বয়ের বয়স তখন মাত্র তেরো। বাপের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তখন, প্রচুর সংগ্রাম করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়েছে ওকে। হেন কাজ নেই যা

করেনি। এ ধরনের সংগ্রামী মানুষ সব পারে। দারুণ পাইলট ছিল বয়, এক সময় রজার ফেরগাসের ব্যক্তিগত প্লেন চালাত। ও ছিল নর্থ ওয়েস্টার্ন টেরিটোরিজের সেরা বুশ ফ্লায়ার। দ্যাট ওয়াজ দি ইন্ডিয়ান ইন হিম।'

'খুব লম্বা সার্টিফিকেট ইস্যু করে ফেললেন,' হাসল মাসুদ রানা।

জিন লুকাসও হাসল। 'এ আর কি! দেখতে থাকুন, শেষে আমার থেকে অনেক লম্বা সার্টিফিকেট আপনিই ইস্যু করবেন ওকে।'

সে রাতে ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যে হোটেলে ফিরল মাসুদ রানা। বারে ওর পায়ের শব্দ পেয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল পলিন। 'ঘুমাতে চললেন?'

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'কাল সকালে ড্যামে যাচ্ছে জেমস। বলেছে আপনি চাইলে যেতে পারেন ওর সাথে। ড্যাম-কিংডম দুটোই দেখতে পাবেন।'

'কখন যাবে জেমস?'

'নাস্তা খেয়েই রওনা হবে।'

'ঠিক আছে, ওকে বলবেন আমি যাব। ধন্যবাদ, পলিন। গুডনাইট।'

সকালে নাস্তার টেবিলে রানার সাথে বেশ উষ্ণ ব্যবহার করল জেমস। শরীরের খোঁজ নিল। খাওয়া শেষ হতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। বৃষ্টি নেই, তবে বাতাস আছে বেশ। কাদায় ডুবে আছে শহর। বাঙ্কহাউসের সামনে এক ট্রাকে ডিজেলের ড্রাম বোঝাই করতে দেখা গেল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানকে। একটু পর বাঙ্কহাউসের পিছনদিক থেকে বেরিয়ে এল পিটার। 'আর কত দেরি?' হাঁক ছাড়ল সে।

'এই তো,' বলল জেমস। 'হয়ে গেছে।'

'তোমরা কিংডমে যাচ্ছ আজ?' ভাইয়ের উদ্দেশে বলল ম্যাক্স। মুখে বোকার হাসি তার, দৃষ্টিতে ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাস।

'ড্যামে যাচ্ছি,' বলল পিটার, রানার দিকে তাকিয়ে চোখ

কোঁচকাল।

'ড্যাম-কিংডম, একই তো কথা!' ক্রুদ্ধ শোনাল ম্যাক্সের কণ্ঠ। 'আমাকে সঙ্গে নেবে না?'

'না।'

'কেন? তুমি না বললে বাবার আত্মা শান্তি...'

'শাট আপ্!' গর্জে উঠল পিটার। অবাক হয়ে দেখল রানা, মুহূর্তে কুঁকড়ে গেল দানবাকৃতি ম্যাক্স। 'কাজ শেষ করো তাড়াতাড়ি!'

'ও, বুঝেছি,' খানিক ইতস্তত করে হাসল চমরি ষাঁড়। 'বুড়ো শয়তানটা বেঁচে আছে ভাবছ তুমি, তাই না? মনে হয় ভয়...'

ঠাস্ করে তার গালে এক চড় লাগাল পিটার। জ্যাকেটের কলার মুঠো করে ধরে গায়ের জোরে এক ঝাঁকি দিল। 'আর একটা কথা বললে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ম্যাক্স, বোকার মত চেয়ে থাকল ভাইয়ের দিকে। কি ভেবে পরমুহূর্তে হাসল পিটার। ম্যাক্সের কাঁধ বেষ্টন করে কয়েক পা দূরে সরিয়ে নিয়ে নিচু কণ্ঠে কিছু বোঝাল। সাথে সাথে খুশি হয়ে উঠল ম্যাক্স, হাসি মুখে মাথা দোলাল ঘন ঘন। 'জা, জা! ঠিক আছে।'

ভাইকে সন্তুষ্ট করে কাজে লাগিয়ে দিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল পিটার। রানার দিকে নজর দিল। 'আপনি এখানে কেন? কি চান?'

'আমি নিয়ে এসেছি এঁকে, ড্যাম দেখাতে নিয়ে যাব বলে,' বলল জেমস তাড়াতাড়ি।

'কেন?' দুই কোমরে হাত রেখে কৈফিয়ত দাবি করল সে। 'কেন ওকে এনেছ শুনি? কাকে বলে এনেছ?'

'শোনো,' হাত ধরে খানিকটা দূরে নিয়ে গেল জেমস লোকটাকে। নিচু কণ্ঠে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল জরুরী ভঙ্গিতে। কিন্তু কাজ হলো না, কয়েকবার পিটারকে 'না' সূচক মাথা দোলাতে দেখল রানা।

অবশেষে জোরেই বলে উঠল সে, 'আমার ট্রাকে ওকে আমি নিচ্ছি না।' ঘুরে ট্রাকের কাছে চলে এল লোকটা, উঠে পড়ল ক্যাবে।

লজ্জায় লাল চেহারা নিয়ে মাসুদ রানার সামনে এসে দাঁড়াল জেমস ম্যাকক্লিলান। চেষ্টা করেও তাকাতে পারল না ওর দিকে। 'আমি...আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। পিটার আপনাকে নিয়ে যেতে রাজি হলো না।'

'শুনেছি। আপনিও ওর নির্দেশেই চলেন?'

কান লাল হয়ে উঠল জেমসের। 'মানে...মানে...।' কি বলবে খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল লোকটা, খানিক ইতস্তত করে দ্রুত ঘুরে পা বাড়াল ট্রাকের দিকে। সে ক্যাবে উঠতেই স্টার্ট দিল পিটার ট্রিভেডিয়ান, ট্রাক ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা যায় ট্রাকের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হলো ম্যাক। 'কি হলো, চলে এলেন যে?'

'পিটার রাজি হয়নি আমাকে নিতে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি যেন বলল বৃদ্ধ। 'আপনার টেলিফোন এসেছিল, মিস্টার রানা। আপনার দুই বন্ধু কাম লাকি আসছেন আজ দুপুরের পর।'

'আমার বন্ধু!' অবাক হলো ও। 'কি নাম?'

'জনি কার্সটেয়ার্স আর জেফ হার্ট।'

'বলেন কি?' হেসে উঠল মাসুদ রানা। মনে হলো এতবড় সুখবর জীবনে এই বোধহয় প্রথম শুনল। 'কখন ফোন করেছে ওরা, কোত্থেকে?'

'এই তো একটু আগে, একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস থেকে।'

'গুড! ধন্যবাদ, মিস্টার ম্যাক।' জানালার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ও, যেন এখনই আশা করছে ওদের। চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। প্রকাণ্ড এক ঘোড়ার পিঠে চেপে বাঙ্কহাউসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানকে। লেকের তীর ধরে কিছুদূর গিয়ে ডানে ঘুরে গাছপালার

আড়ালে চলে গেল সে। 'কোথায় যাচ্ছে ও?' প্রশ্ন করল রানা। 'কিংডমে?'

ম্যাকও দেখেছে লোকটাকে। 'তাই তো মনে হয়,' বলল সে।

দুপুরের একটু পর এল জনি আর জেফ। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের খানিক পরই জানল রানা ওরা কেন এসেছে। 'এডমন্টনে বয় ব্লাডেনের সাথে দেখা হয়েছে আমাদের,' জানাল জেফ হার্ট। 'ও বলল পিটার ট্রিভেডিয়ান সার্ভের রিপোর্ট উল্টোপাল্টা করে পাঠিয়েছে উইনিকের কাছে।'

'কোথায় পিটার?' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল জনি কার্সটেয়ার্স।

'হয়েস্ট চেক করতে গেছে,' বলল মাসুদ রানা। ওদের নিয়ে এল নিজের রুমে।

'ঘটনাটা খুলে বলুন আমাদের,' বলল জনি।

বলল রানা। শুনে রাগে অস্থির হয়ে উঠল দু'জনেই। 'বাস্টার্ডস!' দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল জনি। 'এইভাবে খুন করল ওরা বুড়ো মানুষটাকে!' রাগে গজরাতে থাকল সে, পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। 'আসুক আজ শালা! আজ ওর...'

লোকটাকে নিরস্ত করার প্রয়োজন বোধ করল মাসুদ রানা। 'দেখুন, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন...'

'হয়ে গেছে, না?' এমন দৃষ্টিতে তাকাল জনি, মনে হলো ওকেই বুঝি নেবে এক হাত। 'আমাকে চিনতে কিছু সময় লাগবে আপনার, মিস্টার রানা! আমি ভালর ভাল, পাজীর পাজী। যখন পরেরটা হয়ে যাই আমি, দুনিয়ার তাবৎ চার পেয়ে কুলের মধ্যে সবচে' খারাপটিকেও ছাড়িয়ে যাই। এসো,' জেফের দিকে ফিরে গর্জে উঠল জনি 'খিদে পেয়েছে খুব, খেয়ে আসি।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল লোকটা। জেফ নীরবে অনুসরণ করল তাকে।

নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, কেন ও বাধা দিতে যাবে জনিকে? কোন

অধিকারে? মাসুদ রানা কিংডমের উত্তরাধিকারী হতে পারে, কিন্তু জীবনেও দেখেনি ও আলবেরি সাউলকে। জনি তাঁকে দেখেছে, তাঁকে ভালবেসেছে, ওর মধ্যে ভদ্রলোকের জন্যে বিশেষ এক আসন তৈরি হয়েই আছে। এখন জনি জানতে পেরেছে তার প্রিয় মানুষটিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, যাঁর মৃতদেহ সে-ই আবিষ্কার করেছিল। সে যদি এখন এর প্রতিবাদ জানাতে চায়, তাকে রানা বড়জোর বোঝাতে পারে, বাধা দিতে যাবে কোন অধিকারে? কিং জনির কাছে কি, তা আসার পথে লোকটার মুখেই শুনেছে রানা। কেবল শোনেইনি, অন্তর দিয়ে অনুভবও করেছে। তাহলে কেন ও তাকে বাধা দেয়ার কথা ভাবছে?

ডিনারের একটু আগে ফিরল জেমস ও ক্রেসি। খাবার টেবিলে মুখোমুখি হলো ওরা সবাই। 'এ সময়ে কি মনে করে?' জনির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল জেমস। আজ বেশ মুডে আছে সে, হয়েস্টের মোটর টেস্টিং সফল হয়েছে ত র। 'নিশ্চই অসময়ে ট্যুরিস্ট নিয়ে আসোনি?'

চেহারা গম্ভীর করে তাকে দেখল জনি কার্সটেয়ার্স। জেফকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার বন্ধু, জেফ হার্ট। এসেছি আরেক বন্ধু মাসুদ রানার খোঁজ নিতে। শুনলাম তাকে আজ কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওনি কিংডমে। দাওয়াত করে ডেকে নিয়ে ওকে এ অপমান না করলে কি ক্ষতি হত, জেমি?'

মুখ কালো হয়ে গেল জেমসের। 'এখানকার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক পিটার ট্রিভেডিয়ান, তুমি জানো।'

'নিশ্চই নিশ্চই!' বাঁকা হাসি ফুটল জনির মুখে। 'পিটার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক কাম লাকির মালিক, তোমারও মালিক। তুমি কি জানো লোকটা কি নির্মম উপায়ে হত্যা করেছে কিং সাউলকে? জানো না, তাই তো? অপেক্ষা করো, জানতে পারবে খুব শিগগির। আসার পথে আমার কিছু সাংবাদিক বন্ধুকে গরম খবরের আভাস দিয়ে এসেছি।

আসছে ওরা। তুমি কেন, দেশের কারও তখন জানতে বাকি থাকবে না কিছু।'

কেউ কোন কথা বলল না। মাসুদ রানা অবাক হলো জনির সাংবাদিক বন্ধুদের খবর শুনে। এ তথ্য ওকে পর্যন্ত এতক্ষণ জানায়নি সে।

'দেখো,' জনি, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় পিটারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। আমি মিস্টার রানাকে...'

'অবশ্যই কথা বলব আমি ওর সাথে। কিন্তু এ মুহূর্তে তোমার সাথে কথা বলছি আমি, জেমি। এডমন্টনে বয় ব্লাডেনের সাথে দেখা হয়েছে আমাদের, সে কি বলেছে অনুমান করতে পারো?'

চোখ কুঁচকে উঠল জেমসের। 'নাহ্! কি?'

'তুমি জানো না পিটার কি ওস্তাদী করেছে তার সার্ভে রিপোর্টে?'

'না।'

'সে কি! আমি তো জানি তোমরা দু'জন ব্যবসায়িক পার্টনার!'

'সে কেবল হয়েস্টের ব্যবসায়।'

'আই সী! তার মানে ব্লাডেনের সার্ভে রিপোর্ট ওলট-পালট করার সময়ে তোমাকে দূরে রেখেছিল পিটার?'

রেগে উঠল জেমস। 'কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো!'

'তোমার বুঝতে না পারার মত কিছু বলছি না আমি। তোমাকে একটা পরামর্শ দেই, জেমস ম্যাকক্লিলান! দেখে পা ফেলো, জানো তো, পাপী মরে সঙ্গী সাথী নিয়ে? এ মুহূর্তে জঘন্য এক পাপী, বদের সাথে জুটেছ তুমি। সতর্ক হও, নইলে হয়তো পস্তাবার সুযোগও পাবে না। পিটার কোথায় আছে এখন?'

'অফিসে আছে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল বেন ক্রেসি। জনির ঠাস-ঠোস কথাবার্তা আর বেকায়দা ভাবসাব দেখে ঘাবড়ে গেছে সে। 'ওখানে না পেলে পিছনে, কোয়ার্টারে পাবেন।'

'ওকে, থ্যাঙ্কস।'

তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল রানা ও জেফ হার্ট। হাত তুলে বারণ করল সে। 'তোমরা এখানেই থাকো। বীয়ার তৈরি রেখো আমার জন্যে, ফিরব যখন, খুব পিপাসা নিয়ে ফিরব।' আসন ত্যাগ করতে গেল জনি, তখনই বার রুমে এসে ঢুকল পিটার। ওদের ওপর চোখ পড়তে ক্ষণিকের জন্যে তাকে চিন্তিত দেখাল মনে হলো মাসুদ রানার। 'জনি যে!' হাসির ভঙ্গি করল পিটার, সতর্ক চোখে দেখছে ওদের তিনজনকে। 'কি খবর?'

'খবর জানার জন্যেই এসেছি। কাল এডমন্টনে বয় ব্লাডেনের সাথে দেখা হয়ে গেল, ওর মুখে শুনলাম গতবছর ওর সার্ভের রিপোর্ট তোমার হাত ঘুরে লুইসের কাছে পৌঁছেছে।'

'তো?'

'পথে ভৌতিক কোন কারণে সম্ভবত ফিগারগুলো বদলে গিয়েছিল। বয়ের পাঠানো ফিগার আর উইনিকের ফিগার এক ছিল না। জানো নাকি কিছু তুমি?'

দ্রুত উপস্থিত সবার ওপর চোরা নজর বোলাল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'অফিসে এসো আমার। ওখানে বসে...'

'তার কোন প্রয়োজন নেই, পিটার। তোমার সাথে এমন কোন গোপনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলছি না আমি। কেন অমন নোংরা খেলা খেললে তুমি কিং সাউলের সাথে? তাঁকে এত কিসের ভয় ছিল তোমার, পিটার? তুমি বুঝি ভেবেছ ট্যুরিস্ট-সাংবাদিকদের কাছে তিনি হেনরি ফেরগাসের বাঁধের গোপন খবর ফাঁস করে দেবেন?'

'বাঁধের কি?'

'গোপন খবর!' ব্যঙ্গের হাসি ফুটল জনির মুখে। 'বাঁধে যে পুরনো, প্রায় বাতিল সিমেন্ট ব্যবহার করেছ তোমরা, সেই খবর।'

'কি যা-তা বকছ! আমি কেবল ক্যারি করি বাঁধের সরঞ্জাম, সিমেন্টের সাথে কোন সংশ্রব নেই আমার। আর তুমি যে বাতিল

সিমেন্টের কথা বলছ, তা-ও বাজে কথা। কোথায় পেয়েছ এসব ফালতু খবর? বাঁধের কাজ সরকারী ইনসপেক্টররা দেখছে না?' রেগে মেগে এক পা এগিয়ে এল পিটার ট্রিভেডিয়ান।

'দেখছে!' হাসি আরও বাঁকা হলো জনির। 'কেবল বাঁধের কাজই দেখছে তারা, দেখছে না তাদের ক্যারিং কন্ট্রাক্টর সিমেন্ট আনছে কোন জায়গা থেকে।'

অবাক হয়ে দু'জনের তর্ক শুনছে মাসুদ রানা, এসব ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না ওর।

'তাদের জানা নেই,' বলে চলল জনি, 'সিয়াটল থেকে সিমেন্ট আনার কথা শিডিউলে থাকলেও তা আসে কুইন চারলোট্টি আইল্যান্ড থেকে। ওখানকার খোলা আকাশের নিচে এক বছরেরও বেশি আগে থেকে পড়ে থাকা রিজেক্টেড সিমেন্টের স্ট্যাক থেকে।'

রাগে দিশেহারা চেহারা হলো পিটার ট্রিভেডিয়ানের। 'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল সে। 'রিজেক্টেড সিমেন্টই যদি হত, বাঁধের কাজ এগোত না, জনি কার্সটেয়ার্স। এতদিনে বহু জায়গায় ফাটল দেখা দিত। কাল দিনে একবার গিয়ে ঘুরে এসো বাঁধ, দেখো খুঁজে কোথাও কোন ফাটলের চিহ্ন পাও কি না। কাউকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হলে এরপর থেকে ভালমত খোঁজ-খবর নিয়ে নিয়ো।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল পিটার, চলে গেল। জনির ভাব দেখে মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সে-ও বুঝি অনুসরণ করতে যাচ্ছে তাকে। কিন্তু না, উঠল না জনি।

'ব্যাপার কি বলুন তো?' বলল মাসুদ রানা। 'সিমেন্টের ব্যাপারটা সত্যি নাকি?'

'সত্যি! দু'বছর আগে ভ্যানকুভারের এক জাহাজ মালিক এসেছিল রকি দেখতে। সব বলেছে লোকটা আপনার দাদাকে, আমিও শুনেছি। সে জন্যেই ড্যামের কাজে বাধা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি কিং।

কারণ লোকটা তাঁকে বলেছে, পানির চাপের সামনে ও বাঁধ টিকবে না। ওয়েল, আমি বেরুচ্ছি এখন। কয়েকজন বন্ধুর সাথে কথা বলা প্রয়োজন। রাতে ফিরছি না।' কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল জনি কার্সটেয়ার্স।

কিছু সময় নীরবে কাটল। চুপচাপ ধূমপান করছে রানা ও জেফ। ওদিকে বেন ক্রেসির একদল ক্রু গল্প করছে বারের এক কোণে বসে। সকালে আর রাতে এখানেই খায় ওরা। পোল, ইউক্রেনিয়ান, ইটালিয়ান, দুই চীনা ও একজন নিগ্রোসহ প্রায় এক কুড়ি লোক। আনমনে ওদের দেখছে মাসুদ রানা। 'ওয়েল।' বলে উঠল জেফ হার্ট। 'কি করবেন এখন, রুমে যাবেন, না এখানেই...'

'বাইরে যাব,' চাপা কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'কোথায়?'

'কিংডমে।'

হতভম্ব দেখাল জেফকে। 'বুঝলাম না।'

'এরা সবাই এখানে। রাতে কেউ যাচ্ছে না সাইটে। ওদিকে হয়েস্ট চালু হয়েছে আজ, তাই ভাবছি গোপনে ঘুরে আসব একবার কিংডম। এরা কিছু জানতে পারবে না।'

অবাক হয়ে ওকে দেখল জেফ। হাসল। 'ওয়েল, তাহলে আর বসে আছি কেন? রাস্তায় গাড়ি আছে আমার, ভেতরে গরম কোটও আছে। চলুন বেরিয়ে পড়ি এখনই।'

সাত

মেঘমুক্ত আকাশে বড় এক হলদেটে থালার মত ঝুলছে চাঁদ। মোটামুটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। হেড লাইট না জ্বেলেই এগোল ওরা। ধীর গতিতে শহর ছেড়ে ক্রীক রোডে এসে পড়ল জেফ হার্টের স্টেশন ওয়াগন। চমৎকার গাড়ি, এঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। জেফ নিজে মেকানিক, ভালই যত্ন নেয় গাড়ির।

বনের ভেতর এসে নিশ্চিন্তে হেডলাইট অন করল জেফ, গতি বাড়িয়ে দিল। কাদা রঙের তুষার জমে আছে রাস্তায়, তার ওপর দিয়ে চড়-চড়, প্যাঁচ-প্যাঁচ আওয়াজ তুলে ছুটছে ওয়াগন। হেড লাইটের আলোয় গাছের ছায়াগুলো অদ্ভুত রূপ পেয়েছে, গাড়ির ঝাঁকির সাথে তাল রেখে প্রতিনিয়ত কাঁপছে ছায়াগুলো, নাচছে। ক্যারিকেচারের মত লাফাতে লাফাতে ওদের পাশ কাটিয়ে সাঁ করে পিছিয়ে যাচ্ছে। সেতু পার হওয়ার সময় ছাড়া বাকি পথ গড়ে প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে গাড়ি ছোটাল জেফ হার্ট।

এক সময় সাঁ করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত একদম ফাঁকা। এখানে রাস্তা অসমান, নুড়ি পাথর দিয়ে তৈরি। বেন ক্রেসির মেরামত করা অংশ এটা। তার ওপর দিয়ে ক্রমাগত ঝাঁকি খেতে খেতে কয়েকশো ফুট নেমে এল ওরা ঢাল বেয়ে, ঢালের প্রান্তে প্রকাণ্ড এক সমতল কংক্রীটের চত্বর দেখে গতি কমাল জেফ। দাঁড় করিয়ে ফেলল গাড়ি। সামনেই সেই বিল্ডিং—বিশাল এক পিলবক্সের

মত দেখতে। এতদিন বিচ্ছিন্ন ছিল এটা।

বিল্ডিঙের জাজমেন্টের দিকটা উন্মুক্ত, দেয়াল তৈরি করা হয়নি ওদিকে। ওটার ফ্লোর তৈরি করা হয়েছে ভারী কাঠ দিয়ে। তার ওপর বসে আছে প্রকাণ্ড এক কাঠের বাক্স; অনায়াসে গোটা চারেক পূর্ণবয়স্ক হাতি ধরবে ওর মধ্যে। মাসুদ রানার বাহুর মত মোটা দুই কেবল্ ধরে রেখেছে ওটা ওপরের বিশাল চারটে লোহার দাঁড়ার সাহায্যে। নিচেও আছে দুটো একই রকম মোটা কেবল্—সাবসিডিয়ারি সাপোর্টিং। চমৎকার! ভাবল মাসুদ রানা। ওটা দিয়ে একবারে প্রচুর মালামাল নির্বিঘ্নে এপার-ওপার করা সম্ভব।

'দারুণ!' বলল জেফ হার্ট। একটা স্পট লাইট জ্বলে কেবল্ পরীক্ষা করছে সে। 'এতবড় কেবল্ কার আর দেখিনি।'

মাসুদ রানা বলল না কিছু। চাঁদের আলোয় সলোমন'স জাজমেন্টের দুই আধিভৌতিক চুড়ো দেখছে আনমনে। মাঝখানের ফাঁকটা যেন বিশাল এক 'V'। দানবীয় কোন মাকড়সার বিছিয়ে রেখে যাওয়া সুতোর মত লাগছে কেবল্গুলোকে। জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল ও। তারপর ঘড়ি দেখল—সবে ন'টা। সামনে লম্বা সময় পড়ে আছে। 'এদের এঞ্জিনহাউসটা দেখা দরকার,' বলল ও।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন,' উৎসাহ নিয়ে দরজা খুলল জেফ।

প্রচণ্ড বাতাস বাইরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই দায় হয়ে উঠল ওদের। গায়ে কাঁটা দিল বাতাসের টানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনে। পুরো ভ্যালি ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে যেন। প্রচণ্ড শীত উইন্ডচীটার ভেদ করে ভেতরে ঢুকে হাড়-মাংস চিবিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে বলে মনে হলো রানার। কিংডমের শীতের কথা ভেবে গাড়ি থেকে একটা বাড়তি ডাফল কোট বের করে নিল ও, তারপর দু'জনে বাতাস ঠেলে এগোল হয়েস্টের এঞ্জিন হাউজিঙের দিকে। একদিক খোলা বিল্ডিংটার ভেতর আলাদা একটা রূমে বসানো আছে মোটর। এ রূমের দরজা

আছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে হাঁপ ছাড়ল রানা ও জেফ। 'বাঁচলাম!' ফোঁস করে দম ছাড়ল জেফ।

রুমটা বেশ বড়। দু'দিকের দেয়ালের ওপরের অংশ কাঁচের, যাতে হয়েস্টের আসা যাওয়া ভেতরে বসে দেখতে পারে অপারেটর। একদিকের পুরো দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক লোহার চাকা, ধানকলের ফিতের মত ওটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে বাইরের কেবল্। মোটরের সাহায্যে ওই চাকা ঘুরিয়ে চালানো হয় হয়েস্ট। উল্টোদিকের দেয়ালে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা আছে এক শক্তিশালী ডিজেল এঞ্জিন। ওটার কাছে এক সেট টেবিল-চেয়ার দেখা গেল, মান্ধাতা আমলের একটা ফিল্ড টেলিফোন আছে টেবিলের ওপর। টেবিলের বাঁ দিকে হয়েস্টের কন্ট্রোল প্যানেল। ওদিকে আরেক দেয়ালে সার দিয়ে রাখা আছে বেশ কয়েকটা ফুয়েল ড্রাম, আজই আনা হয়েছে এগুলো।

নিজের লাইনের কাজ পেয়ে খুশি হয়ে উঠল জেফ হার্ট, ত্রিপল সরিয়ে এঞ্জিন পরীক্ষার কাজে মন দিল সে। একটু পর সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চমৎকার মাল! নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এর ওপর। এখন বলুন, কি ভাবে কি করতে চান।'

বলল মাসুদ রানা। শুনে চিন্তায় পড়ল জেফ। 'আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে?'

'জনি থাকলে দুজন যাওয়া যেত। এখন একা যাওয়া ছাড়া উপায় কি?'

'কিন্তু আপনার যে অবস্থা...তাছাড়া যদি হয়েস্ট মাঝপথে থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এঞ্জিন?'

'এই না বললেন নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এটার ওপর?' এঞ্জিনের গায়ে মৃদু লাথি মারল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তবু, দুর্ঘটনাবশত যদি...'

'ভাববেন না। এদিকটা ঢালু আছে, যদি কোন কারণে এঞ্জিন বন্ধ

হয়েই যায়, গড়িয়ে ফিরে আসবে হয়েস্ট।'

পরীক্ষা করে দেখা গেল রানার কথাই ঠিক। হয়েস্ট কেসের সিলিঙে এক হ্যান্ড ব্রেক লিভার আছে। মোটর বন্ধ হয়ে পড়লে ওটা যাতে ফিরে এসে আছড়ে না-পড়ে কেসিঙের ভেতর, তা নিশ্চিত করবে ওই ব্রেক। নিয়ন্ত্রণহীন কেসের গতি সামাল দেবে।

'তারচে' আমি যাই না কেন?' বলল জেফ। 'কি জন্যে ওখানে যেতে চাইছেন বলুন, আমি...'

'না, আমিই যাব।'

'বেশ,' খানিক ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'যান। লাইটটা নিয়ে যান তাহলে, কাজে লাগতে পারে।' টেলিফোন সেটটা দেখাল সে। 'এখানে যখন ফোন আছে, মনে হয় ও মাথায়ও আছে। পৌঁছেই একটা রিং দেবেন আমাকে। যদি ফোন না পাই, খাঁচা ফিরিয়ে আনব আমি ঠিক দশটায়। তারপর প্রতি ঘণ্টা অন্তর পাঠাতেই থাকব ওটা। ওকে?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। জেফের সাথে ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল খোলা কেসিঙে। কয়েক পা এগোতেই বাতাসের প্রচণ্ড চাপ কাহিল করে ফেলল রানাকে। কোনরকমে খাঁচার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, লাগিয়ে দিল দরজা। পিছন থেকে 'গুড লাক!' বলে চেঁচিয়ে উঠল জেফ, শুনতেই পেল না রানা। ভেতরে এঞ্জিন স্টার্ট দিল জেফ, তারপর 'ফরওয়ার্ড' লেখা লিভারটা মুঠো করে ধরে আস্তে আস্তে ঠেলে দিল সামনে। মৃদু একটা ঝাঁকি খেয়ে সামনে এগোল খাঁচা, কেসিং থেকে বেরিয়ে আসতেই বাতাসে দোল খেতে আরম্ভ করল।

পিছনে তাকাল মাসুদ রানা, ছোট হতে হতে এক সময় হারিয়ে গেল হয়েস্ট কেসিং। বাতাসের বিকট হুঙ্কার আঘাত করছে কানের পর্দায়, ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করতে চাইল ও। খাঁচার দেয়ালে হেলান দিয়ে তাকিয়ে থাকল সামনে। অদ্ভুত এক ভ্রমণ! দূর থেকে কল্পনায় নিজেকে

দেখার চেষ্টা করল রানা। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত উপত্যকার মাঝে সুতোয় বাঁধা, খাঁচায় পোরা অপার্থিব কিছু একটা যেন ও, ভেসে চলেছে অজানার পথে।

এক কংক্রিটের পিলার চোখে পড়ল রানার, কেবলের সাপোর্টিং পাইলন। দ্রুত কাছে চলে এল ওটা, তারপর পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল পিছনে, মিলিয়ে গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, বেশ দ্রুতই এগোচ্ছে খাঁচা। পাঁচ মিনিট চলার পর সামনে ড্যামের দেয়াল দেখতে পেল ও। মাঝখানের খানিকটা বাদে দু'দিকে ধপধপে সাদা বরফমোড়া অতিকায় দুটো সরীসৃপ যেন, শুয়ে আছে এঁকেবেঁকে। উইন্ডচীটারের ওপর ডাফল কোটটাও পরে নিয়েছিল রানা খাঁচায় ওঠার আগে, তবু শীত মানছে না। সামনের সলোমন'স জাজমেন্টের জমাট বরফে বার বার ঘা খেয়ে ফিরে আসছে উপত্যকার মাঝে আটকেপড়া বাতাস, জাজমেন্টের সমস্ত ঠাণ্ডা শুষে নিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে খাঁচার ওপর, কাঁপুনি তুলে দিয়েছে ওর শরীরে।

দশ মিনিটের মাথায় অন্য প্রান্তে পৌঁছল খাঁচা, ও প্রান্তের মতই এক মুখ খোলা কংক্রিটের এক বিল্ডিঙে ঢুকে বসে পড়ল মেঝেতে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ওর খানিকটা সামনে, ত্রিশ-চল্লিশ ফুট নিচে ড্যামের দেয়াল। মাঝের বেশ খানিকটা অংশ নেই, তৈরি হয়নি। মাঝে খানিকটা ফাঁকা রেখে দু'দিকে চলে গেছে দুটো চওড়া, সমান্তরাল দেয়াল। বোল্ডার আর কংক্রীটের ঢালাইয়ের সাহায্যে বুজে দেয়া হয়েছে মাঝের ফাঁকটা।

পিছনে তাকাল ও। অনেক নিচে, দেখা যায় কি যায় না, কয়েকটা ছোটবড় কালো কাঠামো চোখে পড়ল। কাঠের ঘর। ওটাই কিংডম, বুঝল মাসুদ রানা। জায়গাটা প্রায় গোল, এবং সমতল বলেই মনে হচ্ছে। এপাশের বাঁধের দেয়াল থেকে কম করেও এক-দেড়শো ফুট নিচে জায়গাটা। প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ জেফ হার্টের কথা মনে পড়তে তাড়াতাড়ি ফিরে এল রানা কেসিঙের ভেতরে। স্পটলাইটের আলোয় টেলিফোনটা খুঁজতে লাগল। এক দেয়ালে বড় এক হুইল আছে কেবল এ ঘরে, আর আছে কয়েকটা গ্রীজের ক্যান। এক কোণে খুঁজে পেল রানা টেলিফোন সেটটা, এটাও একই ধরনের। একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর রাখা আছে। হাতল দুই পাক ঘুরিয়ে ক্রেডল তুলল রানা। প্রায় সাথে সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিল জেফ। 'আপনি ঠিক আছেন, মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি।'

'তারপর? কিংডম দেখতে পেয়েছেন?'

'মনে হয়। আমি যাচ্ছি জায়গাটা ঘুরে দেখতে। ফিরে এসে আবার ফোন করব আপনাকে।'

'ওকে, শুভ লাক। সাবধানে যাবেন, উঁচু-নিচু দেখে পা ফেলবেন।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'দেরি করবেন না।'

হাসল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ফোন রেখে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল কেসিঙের সামনে। ভাল করে নজর বোলাল চারদিকে। বাতাসের একটানা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ও পৃথিবীর কোথাও আছে, ভাবল রানা, নাকি ভুল করে অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছে? সলোমন'স জাজমেন্ট বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল রানা। বেশিক্ষণ লাগল না কিংডমের কাছে পৌঁছতে। দূর থেকে বোঝা যায়নি, এখন দেখা গেল ঘরগুলো প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে বরফের নিচে। আরও খানিকটা এগোতে বোঝা গেল, ঘরগুলো লগ দিয়ে তৈরি। চারদিকের অনেক জায়গা জুড়ে কাঠের সীমানা দেয়ালও আছে ওগুলোকে ঘিরে।

শেষের সামান্য পথ অতিক্রম করতে প্রচুর সময় লেগে গেল। ঢাল এখানে প্রায় খাড়া হয়ে নেমে গেছে, তারওপর জমে আছে কঠিন বরফ।

ভীষণ পিছল আর বিপজ্জনক পথ। এতক্ষণ মাঝেমধ্যে এক-আধটা উলঙ্গ চূড়ো দেখা যাচ্ছিল, এখন তাও নেই। যত নিচে নামছে রানা, ততই চারদিকে কঠিন বরফের বিস্তার দেখা যাচ্ছে। যতদূর চোখ চলে, কেবল সাদার রাজ্য। হয়তো অলটিচ্যুডের কারণেই হবে, একটু একটু শ্বাসকষ্ট দেখা দিল মাসুদ রানার। বারবার থামতে হচ্ছে।

সামনে দেখে খুব সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে ও। পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হচ্ছে বলে সময় লাগছে অনেক বেশি। দাঁড়াল রানা দম ফিরে পাওয়ার জন্যে, পিছনে তাকাল। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ওর পায়ের ছাপ, বেশ হালকা ছাপ। বরফ এদিকে কঠিন বলে এ অবস্থা। থান্ডার ক্রীক ভ্যালি চোখের আড়ালে পড়ে গেছে। বরফে পুরো ডুবে থাকা বড় এক টিলা ঘুরে এগোল মাসুদ রানা। অর্ধেক ঘোরা হতেই আবার ড্যামের দেয়াল চোখে পড়ল। জাজমেন্টের চূড়াও দেখা গেল, অনেকক্ষণ থেকে পাত্তাই ছিল না ও দুটোর। চাঁদের দিকে তাকিয়ে বুঝল রানা, জাজমেন্টের দক্ষিণে আছে ও এখন।

আরও খানিকটা এগোবার পর হঠাৎ মনে হলো চাঁদের আলোয় টান ধরেছে। মুখ তুলল রানা। বড় চাদরের মত কালো এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘ দেখা গেল জাজমেন্টের মাথা টপকে চাঁদের দিকে এগোচ্ছে, ওটার আবছা কালো প্রান্তভাগ ঢেকে ফেলেছে চাঁদকে। দেখতে দেখতে পুরো উপগ্রহটাকে গ্রাস করল মেঘ, অন্ধকার হয়ে গেল সব। ডানা মেলে মন্থর গতিতে রানার মাথার ওপর চলে এল মেঘ, বিচিত্র এক আলো-আঁধারির পরিবেশ সৃষ্টি হলো ওকে ঘিরে। গা ছমছম করে উঠল, শিউরে উঠল মাসুদ রানা।

ঘুরে কিংডমের দিকে তাকাল। এখনও দুইশো গজমত দূরে আছে ঘরগুলো। মেঘ জায়গাটাকে গ্রাস করার মুহূর্তখানেক আগে, পলকের জন্যে একটা কালো ছায়া দেখতে পেল যেন মাসুদ রানা। মানুষের ছায়া! মনে হলো নড়তে দেখেছে ও ছায়াটাকে, সবচেয়ে কাছের ঘরটার এ

পাশের কোণে। ওর চোখ পড়ামাত্র নড়ে উঠল ওটা, হেঁটে ঘরের ওপাশে চলে গেল। মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। দূর! নিশ্চয়ই ভুল দেখেছে ও। এখানে মানুষ আসবে কোত্থেকে? বড়জোর কোন পাহাড়ী জন্তু-টন্তু হতে পারে। ভাবতে ভাবতেই কিংডম মেঘের আড়ালে পড়ে গেল। আলো ফেলে নামতে শুরু করল আবার রানা।

বিশ কি পঁচিশ কদম এগিয়েই ফের থামতে হলো ওকে। অস্বাভাবিক একটা আওয়াজ কানে এসেছে, শুকনো পাতায় আগুন ধরলে যেমন পড় পড় আওয়াজ ওঠে, তেমনি। এদিক-ওদিক তাকাল মাসুদ রানা, কান খাড়া রেখেছে। কি করবে ভাবছে, এই সময় একটা চাপা 'হুপ!' কানে এল। সামনে তাকাল রানা, কিন্তু কিছু দেখার সুযোগ হলো না। এক দমক হিম বাতাস খুব দ্রুত পাক খেতে খেতে ছুটে এল ওর দিকে, সঙ্গে নিয়ে এল পাউডারের মত গুঁড়ো তুষার। মুহূর্তে অন্ধ হয়ে গেল মাসুদ রানা, তাড়াতাড়ি হাত তুলে চোখ ঢাকল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা প্রায় জমিয়ে দিল ওকে।

যা ভেবেছিল তা হলো না, কমছে না বাতাস, বরং ক্রমেই বাড়ছে। এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং কিংডমের দিকে যাওয়াই ভাল, ভাবল মাসুদ রানা। ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয়া ভাল। মতিগতি সুবিধের মনে হচ্ছে না বাতাসের। টর্চের আলোয় কিছুই প্রায় দেখা যায় না, তবু ওটা জ্বেলে পা বাড়াল ও। বাতাস বাঁ কাঁধে বাধিয়ে গুণে গুণে তিনশো কদম এগোল, তারপর থেমে আলো ফেলল সামনে। আশ্চর্য! নেই কিছু সামনে, একদম ফাঁকা। অথচ হলপ করে বলতে পারে রানা, যেদিকে ঘরগুলো দেখেছিল, সেদিকেই এগিয়েছে ও। ঘর না হোক, অন্তত সীমানা দেয়ালের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা ওর এতক্ষণে। অথচ সামনে, ডানে-বাঁয়ে একটা ঘরেরও দেখা নেই। তার মানে কি?

আসলেই কি ঘরগুলো দেখেছিল সে? না কল্পনা করেছিল? ডানে ঘুরল ও, আবার দুইশো কদম এগোল। না, নেই। বরফ ছাড়া কিছুই

নেই কোনদিকে। উড়ন্ত তুষার সব ঢেকে রেখেছে। বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল হতভম্ব মাসুদ রানা। চোখের পাতা-ভুরু ঢাকা পড়ে গেছে তুষারে, নাকের ফুটো বুজে গেছে। ব্যস্ত হয়ে আরও কিছুটা এগোল ও, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কোথায় গেল? কোনদিকে দেখেছিল ও ঘরগুলো?

ব্যস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, জমে গেল মুহূর্তে। ক্ষীণ একটা আলোর আভাস চোখে পড়েছে হঠাৎ করে। ওর বাঁ দিকে। ক্রমেই বাড়ছে আলোর তেজ। আশ্চর্য! আলোর উত্তাপও অনুভব করল রানা। খুব কাছেই তুষারের ঘন পর্দা ঠেলে উদয় হচ্ছে যেন একটা দুর্বল সূর্য। চোখ ডলল মাসুদ রানা। আছে! আছে সূর্যটা। একটু একটু করে বাড়ছে ওটার তেজ—ভাসমান তুষার ওটার আলোর স্পর্শে আজব এক রংধনুর সৃষ্টি করেছে রানার চোখের সামনে।

দ্রুত বাঁয়ে ঘুরল মাসুদ রানা, পতঙ্গের মত এগোল আলোর আকর্ষণে। যত আলোর দিকে এগোচ্ছে ও, ততই গাঢ় হচ্ছে রংধনুর রং—কমলা, লাল ও হলুদ রঙের রংধনু ওটা। রানা যখন ওটার অনেক কাছে এসে পড়েছে, আচমকা পড়ে গেল বাতাস, নেই হয়ে গেল। চোখের সামনে তুষারের গাঢ় পর্দা হালকা হতে হতে মিলিয়ে গেল খুব দ্রুত। তখনই দেখা গেল ঘরগুলো, একদম সামনে।

ব্রেক কষল মাসুদ রানা। আগুন! আগুন ধরে গেছে কিংডমের কাঠের ঘরগুলোর একটায়। দৌড় দিল ও। গোলাপী-কমলা আগুনের দীর্ঘ শিখা উদ্বাহু নৃত্য করছে আকাশে, ক্রমে দৈর্ঘ্য বাড়ছে তার। অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা মনেই জাগল না মাসুদ রানার, ও ছুটছে স্রেফ উষ্ণতার আকর্ষণে। ওর মধ্যেই দেখে নিয়েছে, সরাসরি সামনে, ওরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে কিংডমের মূল র‍্যাঞ্চ হাউস। সামনে চওড়া বারান্দা, দরজা-জানালাওয়ালা নরওয়েইজিয়ান ধাঁচের সুন্দর একটা ঘর, পুরোটা লগের তৈরি। ওটার

দু'পাশে নিচু ছাদওয়ালা কয়েকটা ঘর—বার্ন। আগুন ওরই একটায় লেগেছে। চড় চড় শব্দে পুড়ছে লগের তৈরি বার্ন। আগুনের ফুল্‌কি আতসবাজির মত ভরে ফেলেছে আকাশের অনেকটা। পুরো ঘরটাই জ্বলছে মশালের মত।

কাছে আসতে কাঠের কড়-কড় মড়-মড় আর্তনাদ শুনতে পেল মাসুদ রানা। কঁকিয়ে উঠল ঘরটা মরণ যন্ত্রণায়, তারপর আস্ত ছাদ হুড়মুড় করে ধসে পড়ল। অপার্থিব, ভীতিকর এক আওয়াজের সাথে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো আগুন, ফুল্‌কি, কয়লা, ছাই ইত্যাদি। ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে গেল চারদিক।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, আগুন দেখছে বিস্ফারিত চোখে। মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোন শক্তি ওকে পথ দেখানোর জন্যেই বুঝি করেছে কাজটা, পথহারা মাসুদ রানাকে পথের দিশা দেয়ার জন্যে লাগিয়েছে আগুন। খানিক পরই হুঁশ হলো, আগুন লাগার কারণ কি হতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল। আগুনের তাপে তুষার গলা পানি পেরিয়ে সামনে এগোল রানা।

সোজা মেইন র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দায় এসে উঠল ও, এক নজর পিছনে তাকিয়ে বন্ধ দরজার হাতল ধরে ঘোরাল। খুলে গেল দরজা। আলো জ্বেলে ভেতরে ঢুকল রানা, লাগিয়ে দিল দরজা। ভীষণ ঠাণ্ডা ঘরটা। আলো ফেলে চারদিকে তাকাল ও। রুমটা বেশ বড়, সামনের দেয়ালে বড় এক ফায়ারপ্লেস—পাথরের তৈরি। ভেতরে আধপোড়া কিছু পাইন লগ আর একগাদা ছাই দেখা গেল। রুমের এক কোণে একটা টেবিলের ওপর বড় একটা লণ্ঠন পাওয়া গেল। এখনও খানিকটা তেল আছে ভেতরে। লাইটার জ্বেলে ওটা ধরাল মাসুদ রানা। স্পটলাইট পকেটে রেখে লণ্ঠন নিয়ে ঘুরে দেখতে লাগল ঘরটা।

ঘরের সিলিং, খুঁটি, ফার্নিচার ইত্যাদির ফিনিশিং দেখে সন্দেহ হলো হয়তো আলবেরি সাউলের নিজের হাতে তৈরি এসব। মজবুত ঠিকই,

তবে কাঁচা হাতের ছাপ সবকিছুতে। ফায়ারপ্লেসের পাশে বড় এক বিনে ধরানোর জন্যে সাইজ করে রাখা কিছু লগ আছে। তার কয়েকটা ভেতরে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধরে গেল ওগুলো, ক্রমে গরম হয়ে উঠতে লাগল ঘর।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। ঘড়ি দেখল, সোয়া দশটা। জেফ হার্টের কথা ভাবল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই শূন্য খাঁচা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে সে। কাজে মন দিল মাসুদ রানা। দ্রুত ফিরতে হবে। ওকে অনুপস্থিত দেখে যদি কিছু সন্দেহ করে বসে জেমস, যদি পিটারকে জানায়, সমস্যা হয়ে যেতে পারে। যে টেবিলে লণ্ঠনটা ছিল, সেটার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। একটা ডেস্ক এটা। দু'দিকে মোট ছয়টা ড্রয়ার। এটা অবশ্য হাতে তৈরি নয়, আমদানী করা।

সবগুলো ড্রয়ার চেক করল মাসুদ রানা। প্রতিটি একেবারে ঠাসা রয়েছে অজস্র চিঠি, বিল, রিসিপ্ট, অয়েল ম্যাগাজিন, নোটস, পাথরের স্যাম্পল, পাতা ফুরিয়ে যাওয়া চেক বই, কিছু দলিল, ছবি, পুরানো চাবি ইত্যাদি হাজারো হাবিজাবিতে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা, ঘাড়ের পিছনটা শির শির করে উঠল। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া পেল ও। ঘরের দরজা খুলেছে কেউ!

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। কে যেন ও পাশের একটা রুমের দরজা খুলে এ ঘরে এসে ঢুকল। ধীর পায়ে ফায়ার প্লেসের দিকে এগোচ্ছে লোকটা। হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যায় খুব পরিশ্রান্ত সে। হাঁটু সমান দীর্ঘ বাহু দেহের পাশে ঝুলছে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে। মানুষটা বিশালদেহী। আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তার কুঠারাকৃতির মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেল মাসুদ রানা। ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান! কোনদিকে খেয়াল নেই লোকটার। তার দশ-বারো হাতের মধ্যে আলো জ্বেলে কাজ করছে রানা, দেখেইনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

নিথর মানুষটার চেহারায় এমন কিছু রয়েছে, যা দেখে ভয়ের শীতল

একটা ধারা মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত নিচের দিকে ছুটে গেল মাসুদ রানার। সন্তর্পণে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ও, অস্ত্রসহ ডান হাত ডাফল কোটের পকেটে ভরে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারের শব্দে আঁতকে উঠল ম্যাক্স, বাঁদরের মত একটা লাফ দিয়ে ঘুরে তাকাল। রানাকে দেখামাত্র তীব্র আতঙ্কে চোখ কপালে উঠল লোকটার, হাঁ হয়ে গেল মুখ। তবে চিৎকার করল না সে।

এক পা এগোল মাসুদ রানা, আরেকবার সশব্দে আঁতকে উঠল ম্যাক্স, ঘুরে তীরবেগে ছুটল দরজার দিকে। এদিকে নজর ছিল বলে সামাল দিতে পারল না লোকটা শেষ পর্যন্ত, দড়াম করে আছড়ে পড়ল দরজার ওপর। মেঝেতে পড়েই হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল হাঁটুর ওপর, মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে অন্ধের মত দরজার গা হাতড়াতে লাগল, ল্যাচ্ খুঁজছে। তার কপালে জমে ওঠা ঘাম দেখতে পেল ও পরিষ্কার। কপাল-মুখ ঘামে ভিজে চপ্ চপ্ করছে ম্যাক্সের। ল্যাচ্ খুঁজে পাচ্ছে না সে, ঘুরে যে দেখে নেবে জিনিসটা কোথায়, তা-ও সাহসে কুলোচ্ছে না। দ্রুত হাতে দরজা খামচাচ্ছে কেবল। আতঙ্কিত লোকটার কুতকুতে দু'চোখের সাদা জমিন দেখে শিউরে উঠল মাসুদ রানা।

ওকে আরও কয়েক পা এগোতে দেখে দরজা খোলার চেষ্টা বাদ দিল ম্যাক্স, ধপ্ করে বসে পড়ল মেঝেতে। কাঁপছে থর থর করে, দু'পাটি দাঁত সশব্দে বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সাথে। মুখ দেখে মনে হলো এখনই কেঁদে উঠবে হাউ মাউ করে। কিন্তু কাঁদল না ম্যাক্স, তিন হাত পায়ে ভর দিয়ে দানবীয় এক কাঁকড়ার মত পিছিয়ে যেতে আরম্ভ করল। এক হাত দাঁড়ার মত সামনে তুলে রেখেছে সে, যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছে।

'আসবেন না!' হঠাৎ স্বর ফুটল ম্যাক্সের, ফ্যাঁসফেসে গলায় বলে উঠল সে, 'দোহাই! আমার কাছে আসবেন না! আমি··· আমি কোন ক্ষতি করিনি আপনার! কসম! শুধু···পিটারের কথামত কাগজটা পৌঁছে

দিয়েছি আপনাকে। প্লীজ। বিশ্বাস করুন, আপনার ক্ষতি করতে চাইনি আমি। যদি বিশ্বাস না হয়, পিটারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন! আমি জীবনে কারও ক্ষতি করিনি। চলে যান! দয়া করে...'

'এখানে কে পাঠিয়েছে তোমাকে, পিটার?' জিজ্ঞেস করল রানা বিস্মিত কণ্ঠে। বুঝে উঠতে পারছে না ম্যাক্সের এত ভয় পাওয়ার কারণ।

'জা, জা! পিটার পাঠিয়েছে। বলেছে এখানকার সবকিছু পুড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না আপনার আত্মা। আপনি...আপনি আমার বাবাকে হত্যা করেছেন, তাই... তাই...!'

এবার বুঝল রানা। লোকটা ওকে আলবেরি সাউলের প্রেতাত্মা ভেবে ভয় পেয়েছে। এক হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'ভয় নেই, ম্যাক্স। ওঠো। আমি আলবেরি সাউল নই। আমি মাসুদ রানা।'

চরম বিস্ময়ে আবার ভাষা হারিয়ে ফেলল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। চাউনিতে অবোধ শিশুর হতবিহ্বলতা। বাইরে আচমকা ঝড় শুরু হয়েছে, থেকে থেকে জোর ঝাঁকি খাচ্ছে ঘরটা। মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসল ম্যাক্স, মুখের ঘাম মুছে রানাকে দেখল। 'আপনি এখানে কেন?' ঘেউ ঘেউ করে উঠল লোকটা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুনরুদ্ধার করেছে সাহস। 'পিটার বলেছে আপনিও আলবেরি সাউলের মত বাজে মানুষ! কেন এসেছেন আপনি এখানে?'

শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'তাই বলেছে সে?'

'হ্যাঁ! বলেছে তো!'

'সে তোমাকে এখানকার সব পুড়িয়ে দিতে বলেছে?'

'হ্যাঁ!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক্স।

'ঘোড়ায় চড়ে এসেছ তুমি, না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ফিরবে কি করে এই ঝড়ের মধ্যে?'

উত্তর দিল না মানুষটা, কাঁধ ঝাঁকাল কেবল। দুশ্চিন্তায় পড়ল রানা, লোকটা একেবারেই গবেট, মাথায় কিচ্ছু নেই। হুকুম পেলে তা পালন করতে জানে কেবল অন্ধের মত, বিশেষ করে তা যদি হয় পিটারের। রানার বিরুদ্ধে একে কি বুঝিয়েছে সে কে জানে! ওর যা অবস্থা, তাতে এরকম পশুর সাথে এক ঘরে থাকাটা নিরাপদ নয়। ওকে যে চলে যেতে বলবে, এই আবহাওয়ায় তাও তো সম্ভব নয়। কি করা যায়? স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বশ করা যায় না একে? বন্ধুসুলভ আচরণ করলে কেমন হয়? 'তোমার শীত করছে, ম্যাক্স?' সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করল রানা।

কুতকুতে চোখে ওর চেহারায় কি যেন খুঁজল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'করছে।'

'আগুনের কাছে গিয়ে বোসো তাহলে। চা খাবে?'

'চা!'

'হ্যাঁ। চা খেলে গা গরম হয়ে যাবে তোমার, খাবে?'

কাজ হয়েছে। চেহারা থেকে রাগ উধাও হয়ে গেল ম্যাক্সের। 'জ্বা, খাব।'

'চলো তাহলে, কিচেনে যাওয়া যাক।' বাতিটা তুলে নিয়ে পা বাড়াল মাসুদ রানা। আগেই এক চক্কর দিয়ে নিয়েছে ও ঘরের মধ্যে, জেনে নিয়েছে কোথায় কোন রূম। এতক্ষণ যে টেবিলে কাজ করছিল, তার কয়েক হাত দূরে কিচেন। একটা বড় কেরোসিন স্টোভে রান্না করতেন সাউল, ট্যাঙ্ক প্রায় ভরা। কাপ পীরিচ সামনেই সাজানো আছে, চিনিও আছে, নেই কেবল চা। তবে কফি আছে। কেটলি ম্যাক্সের হাতে ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'একদম ঠেসে বরফ ভরে নিয়ে এসো এরমধ্যে।'

'জ্বা।'

'দাঁড়াও,' লোকটা চলে যাচ্ছে দেখে ডাকল ও। 'টর্চ নিয়ে যাও, অন্ধকারে যাওয়া ঠিক হবে না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রানাকে দেখল ম্যাক্স। কি বুঝল সে-ই জানে, বেঁকে উঠল তার কুড়াল মুখটা। হাসছে। 'দরকার নেই।'

ও চলে যেতে খুঁজে পেতে কিছু বিস্কিট, ক্যানড মাংস, পনির ইত্যাদি আবিষ্কার করল মাসুদ রানা। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে ওগুলোর সাথে গরম কফি দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিল ওরা। ওদিকে বাইরে ক্রমেই বাড়ছে ঝড়ের তেজ, কমার লক্ষণ নেই। গল্পে গল্পে বন্ধুত্ব করে ফেলল ও ম্যাক্সের সাথে। সঠিক পথই বেছে নিয়েছিল মাসুদ রানা, ওকে নিজের জীবনের কথা ইত্যাদি শোনাতে পেরে একেবারে গলে গেল দানব। এক সময় নিজেই আলবেরি সাউলের বেডরূম থেকে কয়েকটা কম্বল এনে ওর জন্যে বিছানা করে দিল ম্যাক্স আগুনের সামনে। 'আপনি ঘুমান,' বলল সে। 'আমি যাই। দেরি হলে পিটার খুব রেগে যাবে।'

'পাগল নাকি? এই ঝড়ের মধ্যে কোথায় যাবে?'

'কিন্তু না গেলে পিটার মারবে যে!'

অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। দুঃখও পেল। 'ও খুব মারে তোমাকে?'

আগুনের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল ম্যাক্স, 'হুঁম!' অন্যমনস্ক।

'ওকে তুমি বলবে, ঝড়ের জন্যে আসতে পারিনি। তাহলে দেখো মারবে না। এখন শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।' ঘড়ি দেখল ও, সাড়ে বারোটা বাজে। কে জানে জেফ হার্টের কি অবস্থা! উদ্বেগ বোধ করল রানা। কিন্তু এ অবস্থায় করার আছেই বা কি? ওর শিখিয়ে দেয়া বুদ্ধিটা পছন্দ হলো ম্যাক্সের, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে বিছানার এক কোণে। একটু পর তার মৃদু নাক ডাকার আওয়াজ শুনে আলো কমিয়ে দিল রানা, গা এলিয়ে দিল কম্বলের বিছানায়।

ঘুমানোর চেষ্টা করল, কিন্তু এল না ঘুম। এই আরেক উপসর্গ দেখা দিয়েছে ইদানীং। সময়মত ঘুম আসে না। খিদেও পায় না। সময় হলে যা

খায়, প্রায় জোর করেই খায়। স্বাদ পায় না কিছুতে। এপাশ-ওপাশ করতে থাকল রানা। খুব ক্লান্তি লাগছে, অথচ ঘুম আসে না। মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা-উদ্বেগ দূর করে আত্মসম্মোহনের প্রয়াস চালাল কতক্ষণ; তাতেও ফল হলো না। এক সময় বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল রানা। খুব শিগগিরি ওকে চিরদিনের জন্যে ঘুম পাড়ানোর আয়োজনে ব্যস্ত বোধহয় এখন নিদ্রাদেবী। তাই আজকাল একটু দূরে সরে থাকছে প্রায় সময়, একবারে চেপে বসার আগে ভাল করে সবকিছু দেখে নেয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

শেষবার যখন ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা, তখন তিনটে প্রায়। বাইরে একই রকম ফুঁসছে প্রকৃতি। বাতাসের একটানা আওয়াজ শুনতে শুনতে এক সময় তন্দ্রামত এসেছিল, হঠাৎ করে ছুটে গেল তা। শুনশান নীরবতা, বিন্দুমাত্র শব্দও নেই। কখন থেমে গেছে ঝড় কে জানে! পাশ ফিরে ম্যাক্সের দিকে তাকাল রানা। নেই ম্যাক্স। জায়গাটা খালি, তার গায়ের কম্বল পড়ে আছে দলা হয়ে। ঘড়ি দেখল ও—সাড়ে পাঁচটা।

'ম্যাক্স!' ডাকল মাসুদ রানা। আলো বাড়িয়ে টর্চ হাতে নিয়ে বিছানা ছাড়ল। তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এল। 'ম্যাক্স!'

সাড়া নেই। টর্চের আলোয় তুষারের ওপর ম্যাক্সের পায়ের ছাপ দেখতে পেল মাসুদ রানা, ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের এক বার্নের দিকে গেছে। এগোল ও কয়েক পা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়ার পায়ের গভীর ছাপ দেখতে পেয়েছে। ওই বার্নে ছিল ম্যাক্সের ঘোড়া, ওটা নিয়ে চলে গেছে সে কখন যেন।

আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। হালকা ধূসর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ছিন্নভিন্ন হয়ে। বাতাস প্রায় নেই বলা চলে। তাড়াতাড়ি কাজ সারার তাগিদ অনুভব করল রানা। বার্নের দিকে এগোল। বয় ব্লাডেনের ট্রাকের ড্যাশবোর্ড থেকে সার্ভের ফাইন্ডিংস্ রেকর্ড করা স্পূল খুঁজে বের

করতে সময় বেশি লাগল না। একটু পর ফিরতি পথ ধরল রানা। ম্যাক্সের ঘোড়ার পায়ের ছাপ সাহায্য করল ওকে পথ দেখিয়ে। প্রায় এক ঘণ্টা কসরতের পর হুয়েস্ট কেসিঙে পৌঁছল রানা আধমরা হয়ে। ফর্সা হয়ে গেছে তখন।

ভেতরে খাঁচা নেই দেখে নানান অশুভ চিন্তা উঁকি দিল মনে। হাতল ঘুরিয়ে ফোনের ক্রেড্‌ল তুলল মাসুদ রানা। সাড়া নেই। আবার হাতল ঘোরাল ও, কেউ জবাব দিল না। আতঙ্ক বোধ করল রানা। নিশ্চই জানাজানি হয়ে গেছে। জেফ হার্ট কোন বিপদে না পড়লেই হয়। পঞ্চম প্রচেষ্টায় লোকটার সাড়া পেল রানা। 'হ্যালো! হ্যালো! মিস্টার রানা! রানা বলছেন?'

'হ্যাঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে বলল ও।

'ওফ্! থ্যাঙ্ক গড! ঠিক আছেন তো আপনি?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

'অপেক্ষা করুন, খাঁচা পাঠাচ্ছি। জনি যাচ্ছে খাঁচার সাথে।'

'কে?'

'জনি কার্সটেয়ার্স।'

'ওরা টের পেয়েছে ব্যাপারটা? পিটার বা...'

'হ্যাঁ। এখানেই আছে ওরা,' দ্বিতীয় বাক্যটা প্রায় ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল জেফ হার্ট। 'রাখছি।'

ঠিক দশ মিনিট পর পৌঁছল খাঁচা। ভেতর থেকে নামল জনি। মুখ শুকনো, টকটকে লাল চোখ। কঠিন দৃষ্টিতে মাসুদ রানাকে দেখল সে কিছুক্ষণ, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ইউ ক্রেজি ফুল! আমাকে কেন বললেন না? আমিও আসতাম!'

উত্তর দিল না রানা। পরে শুনেছে, রাতেই গোল্ডেন কাফে গিয়েছিল জনি ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে, ভোরে তিনজনে মিলে কিংডমে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। কিন্তু দু'জনের একজনও নেই দেখে সন্দেহ হয়

তার, সোজা এসে হাজির হয় জায়গামত। ওর খোঁজে কিংডমে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল জনি, কিন্তু ঝড়ের জন্যে পারেনি। পুরো রাত মাসুদ রানার কথা ভেবে প্রচণ্ড উদ্বেগের ভেতর দিয়ে কেটেছে ওদের। এই দুর্দিনে এমন দু'জন বন্ধু জুটেছে বলে নীরবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছে কেবল রানা।

পায়ে জোর নেই। খাঁচায় ঢুকেই ধপ্ করে বসে পড়ল ও। কাম লাকির প্রান্তে পৌঁছে ধরে নামাল ওকে জনি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে রানার, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না কিছু। কে যেন সামনে এসে দাঁড়াল, চোখ কুঁচকে তাকাল ও। চিনতে পারল না লোকটাকে, অবশ্য পরক্ষণেই গলা শুনে চিনল। 'হয়েস্টে গার্ড বসাতে হবে দেখছি এখন থেকে,' ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'এরপরও আর কখনও...'

'শাট আপ, পিটার!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবড়ি লাগাল জনি কার্স্টেয়ার্স। 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না ওর অবস্থা?'

পরের ঘটনা তেমন একটা খেয়াল নেই মাসুদ রানার। শুধু মনে আছে, হোটেলের সামনে অপেক্ষমাণ অনেকের মধ্যে উদ্বিগ্ন জিন লুকাসের মুখটা দেখেছিল ও। তারপর ধরাধরি করে নিজের রুমে নিয়ে যাওয়া হলো আধ-অজ্ঞান মাসুদ রানাকে, অসংখ্য গরম পানি ভরা বোতল আর কয়েকটা কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো।

সন্ধের খানিক আগে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ মেলতেই খাটের মাথার কাছে শুকনো মুখে বসে থাকা জিনকে দেখতে পেল রানা। টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে জনি। 'এখন কেমন বোধ করছেন?' জানতে চাইল জিন। মুখ তুলে তাকাল জনি। হাসল।

'ভাল আছি।' উঠে বসল মাসুদ রানা। শরীরটা ঝরঝরে, তরতাজা লাগছে দেখে অবাক হলো। অনেক দিন পর এত ভাল লাগছে। খিদেও লেগেছে খুব।

'বাঁচালেন!' বলল জনি। 'কী যে দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলেন!'

'আপনি কখন এসেছেন?' জিনের দিকে ফিরল ও।

মেয়েটি কিছু বলার আগেই হাঁ-হাঁ করে উঠল জনি, 'কখন কি হে! ও তো সারাদিনই আপনার পাশে ছিল!'

'সরি, জিন,' বিড় বিড় করে বলল মাসুদ রানা।

'এতবড় ঝুঁকি নেয়ার কি প্রয়োজন ছিল?' বলল জিন। 'যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত আপনার? জনিকে নিয়ে যেতে পারতেন, আর কাউকে না পেলে আমি নিজেই না হয় যেতাম সঙ্গে।'

জবাব দিল না মাসুদ রানা। কি জবাব আছে এর? নীরবে কৃতজ্ঞতা জানাল ও এদের প্রতি।

'বয় ফিরেছে আজ,' হাসল মেয়েটি। 'এক আইরিশ ড্রিলিং কন্ট্রাক্টরকে জুটিয়ে নিয়ে এসেছে।'

'তাই নাকি?' খুশি হয়ে উঠল ও।

'হ্যাঁ,' বলল জনি। 'গ্যারি কিওগ লোকটার নাম। আপনার ঘুম ভাঙলেই খবর দিতে বলেছে বয়, দেখা করতে আসবে। আমি যাচ্ছি। ও হ্যাঁ,' পকেট থেকে পুরু একটা খাম বের করে রানাকে দিল সে। 'আজই এসেছে এটা, বুড়ো ম্যাক দিয়েছে আপনাকে পৌঁছে দিতে। আপনার অ্যাচেনসনও আসছে কাল। ফোন করেছিল দুপুরে। এই হচ্ছে আপনার নিউজ। না, আরও আছে! খেপে বোম হয়ে আছে পিটার ট্রিভেডিয়ান,' হাসল জনি।

'ওর হয়েস্ট ব্যবহার করেছি বলে?'

'হতে পারে।'

'আর জেমস?'

'জেমস? ও ঠিক আছে। বরং আপনার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন সে।'

খামটা দেখল মাসুদ রানা। মুখটা সীল করা আছে মোম দিয়ে, পোস্টমার্ক ক্যালগারির। চোখ তুলতেই জনি আর জিনকে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকতে দেখল রানা। চোখে প্রশ্ন। 'এ নিশ্চই অ্যাচেনসনের

পাঠানো নতুন এক সেট সেল উীড হবে,' বলল ও। 'দাম আরও পাঁচ-দশ হাজার বাড়িয়েছে হয়তো কিংডমের।'

'হেল্!' বলল জনি কার্সটেয়ার্স। 'আমি যাচ্ছি বয়কে খবর দিতে। জিন, তুমি বাসায় যেতে চাইলে আসতে পারো। পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'এখনই?' মৃদু আপত্তির সুরে বলল মেয়েটি।

'হ্যাঁ,' বলে উঠল রানা। 'যান, প্লীজ! বিশ্রাম নিন গিয়ে, অনেক কষ্ট করেছেন। আমি একদম সুস্থ আছি এখন।'

তবু খানিকটা দ্বিধায় ভুগল জিন লুকাস। তারপর উঠল। 'ঠিক আছে। চলি।'

'মেনি থ্যাঙ্কস। জনি! খুব খিদে পেয়েছে, পলিনকে বলে কিছু পাঠাবার ব্যবস্থা করে যাবেন দয়া করে?'

'নিশ্চই!' হাসল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড পর্যবেক্ষণ করল ওকে চোখ কুঁচকে। 'মনে হচ্ছে কাম লাকি এসে ভালই করেছিলেন। প্রথমবার জ্যাসপারে যেমন দেখেছিলাম আপনাকে, এখন তারচে' হাজার গুণ ভাল দেখাচ্ছে। জেফও তাই বলে গেল একটু আগে। কি খেতে চান, বলুন।'

'বড় দুটো স্টেক। আর দু'কাপ কফি।'

'অল রাইট, বলে যাচ্ছি আমি।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে নীরবে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওকে জিন। রানাও হাত নেড়ে জবাব দিল। মুখ দেখে বুঝল, অন্তত এখনই বিদায় নেয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না মেয়েটির। হাত ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, সাড়ে সাতটা বাজে। বাপরে! টানা বারো ঘন্টারও বেশি ঘুমিয়েছে ও! মনটা কেমন যেন অন্য রকম লাগছে এ মুহূর্তে, ভেতরে চাপা, খুশি খুশি একটা ভাব। ব্যাপার কি?

হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল মাসুদ রানা। এর একটু পরই ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল বয় ব্লাডেন। মহা উত্তেজিত। টগবগ করে ফুটছে

একেবারে। তার সঙ্গে যে লোকটা এল, ঝাড়া সাত ফুট লম্বা সে। বুকের ছাতি ছেচল্লিশের এক সুতোও কম হবে না অনুমান করল রানা। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মুখের ওপর নাকটা মাঝ বরাবর ভেঙে বসে আছে। সামনের বড় দুটো দাঁতের একটার কোণা ভাঙা। পরনের পোশাক ঢিলেঢালা। মানুষটা যে কঠিন চীজ, চেহারা, ভাব-ভঙ্গি দেখে তা বুঝতে মোটেই অসুবিধে হয় না। খুবই কঠিন চীজ। রানার মনে হলো সারা পৃথিবী জুড়ে টেনিস বলের মত ড্রপ্ খেয়ে বেড়ায় মানুষটা।

'মিস্টার রানা, এ হচ্ছে গ্যারি কিওগ।'

নিজের গরিলার মত প্রকাণ্ড হাতে রানার হাত লুফে নিয়ে ঝাঁকাতে লাগল কিওগ। মুখে বালকসুলভ হাসি। 'ওহ্! একে খুঁজতে গিয়ে জানটা বেরিয়ে গেছে আমার,' বলল বয়। 'ড্রিলিঙের ব্যাপারে কথাবার্তা সব বলেই এনেছি কিওগকে।'

মাথা দোলাল আইরিশ দানব। 'বয় খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছে। আমি জানি, ও আর যাই হোক, বোকা নয়। ও যখন বলছে কিংডমে তেল আছে, তখন নিশ্চই আছে।'

'কিন্তু ওখানকার মিনারাল রাইটস আমার নামে নয়,' বলল মাসুদ রানা। 'বয় জানায়নি আপনাকে?'

'সে কি!' বিস্মিত হয়ে তার দিকে ফিরল কিওগ।'

'কিন্তু...!' ব্লাডেনকেও বিস্মিত দেখাল। 'কিন্তু ওটা তো রজার ফেরগাস আপনার নামে লিখে দিয়ে গেছেন। ডকুমেন্ট পাননি এখনও?'

লাফিয়ে উঠল প্রায় রানা। 'কি বললেন?'

'হ্যাঁ। আপনি যেদিন ভদ্রলোকের সাথে দেখা করেছেন, তার পরদিনই উইনিককে বাড়িতে ডেকে নিয়ে সব ব্যবস্থা সেরে ফেলেছেন তিনি, আপনাকে হ্যান্ড ওভার করে গিয়েছেন কিংডমের মিনারাল রাইটস। কাগজপত্র যে আপনার নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, উইনিক তা নিজের মুখে বলেছে আমাকে।'

হতভম্বের মত বয় ব্লাডেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'সে কি! কই, আমি তো…!' আচমকা থেমে গেল ও। বিছানার ওপর পড়ে থাকা জনির দেয়া খামটার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। হুঁশ ফিরতে থাবা দিয়ে ওটা তুলে নিল রানা। ব্যস্ত, কাঁপা হাতে সীল ভেঙে বের করল ভেতরের কাগজপত্র। পরমুহূর্তে হেসে উঠল বোকার মত। 'আরে, তাই তো!'

অ্যাচেনসনের পাঠানো সেল ডীড নয় ওটা, ব্যাংক অভ কানাডার একটা চিঠি। দ্রুত পড়তে লাগল মাসুদ রানাঃ অন দ্যা ইন্সট্রাকশনস্ অভ আওয়ার ক্লায়েন্ট, মিস্টার রজার ফেরগাস, উই আর এনক্লোজিং ডকুমেন্টস রিলেটিং টু সার্টেন মিনারাল রাইটস মর্টগেজড…ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সাইন দ্যা এনক্লোজড রিসিপ্ট অ্যান্ড ফরওয়ার্ড ইট…

আনন্দে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল মাসুদ রানার। মনে মনে বিদেশী রজার ফেরগাসের উদ্দেশে আন্তরিক, গভীর শ্রদ্ধা জানাল জীবনের শেষ ইচ্ছেটা পূরণে ভদ্রলোক অপ্রত্যাশিত সহযোগিতা করে যাওয়ায়। ডকুমেন্টটা গ্যারি কিওগের হাত ঘুরে বয় ব্লাডেনের হাতে এল, পড়ে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল হাফ ইন্ডিয়ানের।

'এবার?' রানার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল আইরিশ। মুখে চওড়া হাসি। 'এগোতে চান?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই! তবে,' বলে ব্লাডেনের দিকে ফিরল ও। 'আপনার স্পূল নিয়ে এসেছি আমি। উইনিকের সাথে যোগাযোগ করে দেখুন আগে।'

'বয় বলেছে আপনি ড্রিলিঙের ব্যাপারে ফিফটি ফিফটি শেয়ার করতে রাজি হয়েছেন। কথাটা ঠিক, মিস্টার রানা?'

'ঠিক।'

চটাশ্ করে নিজের উরুতে থাবা মারল লোকটা। 'ভেরি গুড!'

আট

পরদিন একটু দেরিতে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। তৈরি হয়ে নিচে যাবে বলে বের হচ্ছিল, এই সময় ওকে বিস্মিত করে নাস্তার ট্রে হাতে রুমে ঢুকল জিন লুকাস। মিষ্টি হেসে বলল সে, 'কেমন বোধ করছেন আজ?'

'অনেক ভাল, ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি...'

'এত সকালে কি মনে করে তাই তো?'

'এবং ওগুলো টেনে আনতে গেলেন কেন?'

'পলিন নিয়ে আসছিল; ওর হাত থেকে নিয়ে নিলাম আমি। জরুরী কিছু কথা আছে আপনার সাথে।' ট্রে টেবিলে রাখল মেয়েটি। 'আগে খেয়ে নিন, তারপর বলছি।'

'এমন কি কথা...'

ট্রে ইঙ্গিত করল জিন। 'আগের কাজ আগে।'

দ্রুত খেল মাসুদ রানা। তারপর কফির কাপ তুলে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'জিন, শুরু করে দিন। আমি রেডি।'

'রানা,' হঠাৎ করে গম্ভীর, চিন্তিত হয়ে উঠল সে। 'শহরে প্রত্যেকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন আপনি। সবার মুখে এক কথা, আপনি কিংডমে ড্রিলিং শুরু করতে যাচ্ছেন।'

'তাতে কি?'

'না, মানে...' ইতস্তত করল জিন। 'আমি বলছিলাম পরিকল্পনাটা বাদ দিলে হত না? মানে...'

'কি বলছেন আপনি?' অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা 'বাদ দেব, কেন? আপনিও কি চাইছিলেন না আমি ড্রিল করি?'

আনমনে মাথা দোলাল জিন লুকাস। 'হ্যাঁ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর এগোনো ঠিক হবে না আপনার।'

'কারণ?'

'হেনরি ফেরগাস সম্পর্কে কোন ধারণাই আপনার নেই, রানা। লোকটা বাপের কোন গুণ পায়নি, ভীষণ স্বার্থপর। কানাঘুষা শুনে বুঝলাম: আপনি কিংডম বিক্রি না করলেও সে তার কাজ চালিয়ে যাবে। আমার ভয় হচ্ছে বড় রকম কোন ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছেন আপনি।'

'সে আমি ধরেই নিয়েছি।'

'হেনরি যা চাইবে, স্থানীয়রাও তাই চাইবে। এখানে প্রত্যেকের শত্রু হয়ে যাবেন আপনি। এরা যে কোন মূল্যে ঠেকাতে চেষ্টা করবে আপনাকে। সাধারণ মানুষের ইমোশন কি জিনিস, আমার মনে হয় তা আপনার অজানা নয়। এখানে আপনি আগন্তুক, সবার চোখে এখনই শত্রু হয়ে গেছেন আপনি। এরা সবাই এখন হুজুগে নাচছে, সামনে সত্যিকার কোন বাধা এলে, এবং তার পিছনে যদি হেনরি-পিটারের মত মানুষের উস্কানী থাকে, যে কোন মুহূর্তে...' থেমে গেল সে কথা শেষ না করে।

'খুব ঘাবড়ে গেছেন বোঝা যাচ্ছে!' মৃদু হাসল মাসুদ রানা।

কিন্তু মেয়েটির ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারল না ওর হাসি। বরং চেহারায় শঙ্কা ফুটল তার। 'যে কোন মুহূর্তে যে কোন 'দুর্ঘটনায়' পড়তে পারেন আপনি। তাতে আপনার মৃত্যুও হতে পারে। বিশ্বাস করুন, আমি জানি এদের প্রকৃতি। তাছাড়া, পরশু রাতে ওদের হয়েস্ট ব্যবহার করে চরম বোকামি করে ফেলেছেন আপনি। পিটারের মত ক্ষমতাশালী একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিয়ে মারাত্মক ভুল

করে বসেছেন, প্রত্যেকে এখন পিটারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।'

থামল জিন। নিচের ঠোঁট কামড়ে ভাবল কিছু। 'থাণ্ডার ক্রীক রোডে গেট বসানো হচ্ছে আজ, আর্মড গার্ড থাকবে গেটের পাহারায়, পিটারের হুকুম ছাড়া একটা পিঁপড়েও ঢুকতে পারবে না ভেতরে। কি করে যাবেন আপনি কিংডমে? ড্রিলিং রিগের মত বিশাল জিনিস কি করে তুলবেন ওখানে যদি পিটার অনুমতি না দেয়? ওই রোড, হয়েস্ট তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ধরা যাক, নানান প্রতিকূলতার পরও তুলতে সক্ষম হলেন আপনি রিগ, তারপর? হেনরি ফেরগাসের প্রচুর টাকা, মিস্টার রানা, প্রচুর ক্ষমতা। ওর সাথে টেক্কা দিয়ে কিছুই করতে পারবেন না আপনি।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?' মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

অস্থির হয়ে উঠল মেয়েটি। রাগের আভাস ফুটল সুন্দর দুই বাদামী চোখে। 'হেনরি ফেরগাস বাঁধের পিছনে এরমধ্যেই লাখ লাখ ডলার ঢেলেছে, ও টাকা প্রাণ থাকতে খোয়াতে রাজি হবে না সে, রানা! ও একজন ফিনান্সিয়ার, আর ওর অন্তরটা ছয় ইঞ্চি পুরু স্টীলের মত শক্ত আর ঠাণ্ডা। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন, প্লীজ! এখানে আপনি যতই অসুবিধেয় পড়ুন না কেন কারও সাহায্য পাবেন না বিপদের সময়। আপনার কথা কানেই ঢুকবে না কারও বেঘোরে মরবেন আপনি।'

কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। চেহারায় অনমনীয় একটা ভাব। 'কাজের বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে যা বললেন তাতে কোন চিন্তা নেই আমার। কিন্তু সত্যি বলুন তো, এত দূর এগিয়ে আমি পরিকল্পনা ত্যাগ করি, এ কি আপনার মনের কথা?'

'হ্যাঁ,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল জিন লুকাস। 'মনের কথা।'

'তাহলে আলবেরি সাউলের ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা নিয়ে প্রথম পরিচয়ের রাতে যে বেদনা প্রকাশ করেছেন আপনি, সে সব মিথ্যে?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো মেয়েটিকে। উদভ্রান্ত চোখে

রানাকে দেখল সে। 'হ্যাঁ, মিথ্যে! সব মিথ্যে!' পরক্ষণে গলা একেবারে খাদে নেমে গেল তার। 'কিংডম বিক্রি করে দিন, প্লীজ! চলে যান এখান থেকে।'

দীর্ঘ সময় ধরে ওকে দেখল মাসুদ রানা। মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'কেন, জিন? এত কিসের ভয় আপনার?'

'জানি না।' উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। কপাল কুঁচকে আছে চিন্তায়। বিড় বিড় করে আনমনে বলতে লাগল, বৃদ্ধ সাউলের মৃত্যুর পিছনের ঘটনা জানতে পেরে খুব চিন্তায় আছি। একই ঘটনা যদি আপনার বেলায়ও ঘটে, সামাল দিতে পারব না, জানি আমি। যে জন্যে চাই না আবার তা ঘটুক।' ঘুরে দাঁড়াল জিন। 'বলুন, রানা, বিক্রি করছেন কিংডম?'

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল ও। 'না।'

থমকে গেল জিন। আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। 'না?'

'আমি দুঃখিত, জিন। কিছুতেই বিক্রি করব না আমি ওটা।'

'ওহ্, গড!' জানালার ফ্রেমে কনুই রেখে হাতের ওপর মাথা রাখল মেয়েটি। চেহারা দেখে মনে হলো মুহূর্তে দশ বছর বেড়ে গেছে যেন বয়স। অনেকক্ষণ পর সোজা হলো সে। বিমর্ষ চোখে রানাকে দেখল। 'আপনার সিদ্ধান্ত বদলের তাহলে কোন সম্ভাবনাই নেই?'

'সরি, জিন। নেই। আলবেরি সাউলের স্বপ্ন কোনমতেই ব্যর্থ হতে দিতে পারব না আমি।'

'বেশ।' মন্থর পায়ে দরজার দিকে এগোল মেয়েটি। মাথা নিচু হয়ে আছে। দোরগোড়ায় পৌঁছে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থেমে দাঁড়াল, ঘুরে তাকাল। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেখল কিছুক্ষণ ওকে। 'গুড বাই, রানা!'

চলে গেল জিন লুকাস।

*

রুম থেকে বের হলো না রানা। সব উৎসব উবে গেছে। খারাপ হয়ে গেছে মন। বিছানায় শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে আর আকাশ দেখে কাটিয়ে দিল দুপুর পর্যন্ত। যার বিশেষ উৎসাহ আসল কাজে হাত দিতে সামনে এগিয়ে দিল ওকে, সেই জিন শেষ পর্যন্ত এমন পিছুটান দেবে, ভাবেনি মাসুদ রানা।

দুপুরে একদম একা লাঞ্চ করতে হলো ওকে। অন্যান্য দিনে আর কেউ না হোক, ম্যাক অন্তত বসত ওর সাথে, আজ সে-ও এল না। পলিনও না। গম্ভীর মুখে বৃদ্ধ চীনা পরিবেশন করল রানাকে। জিনের কথা ফলতে শুরু করেছে, খেতে খেতে ভাবল ও, নমুনা দেখা যাচ্ছে। তিনটের সময় ওর দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল পলিন। শুকনো মুখে বলল, 'দু'জন ভিজিটর এসেছে আপনার।'

'ওদের বসতে বলুন। আমি এখনই আসছি।'

পাঁচ মিনিট পর নামল ও। অ্যাচেনসনের সাথে অপরিচিত লোকটিকে দেখে বুঝল, নিশ্চয়ই হেনরি ফেরগাস। লোকটা রানার থেকে চার ইঞ্চি লম্বা। কাঁধ দুটো বেশি ঢালু। চেহারা সরু, থমথমে। কোনরকম ভাবের চিহ্নমাত্র নেই ওখানে। পরিচয় পর্ব শেষ হতে সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ল হেনরি ফেরগাস। 'কত পেলে কিংডম ছাড়বেন আপনি?'

গা জ্বলে গেল রানার। 'টাকার প্রশ্ন তো পরে, আগে আমি বিক্রি করব কি না জানতে চাইলেন না?'

'ওয়েল, এখন জানতে চাইছি।'

'করব না বিক্রি।' লক্ষ করল রানা, কথাটা শুনে হেনরির থেকে অ্যাচেনসনের প্রতিক্রিয়াই যেন বেশি হলো।

'তার মানে?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সলিসিটর।

'সোজা। কিংডম বিক্রি হবে না।'

'শুনলাম এক আইরিশ ড্রিলিং কন্ট্রাক্টর এসেছে এখানে!' বলল হেনরি। 'কি চায় সে, তাকে কি দরকার আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'যদি বুঝতে না পেরে থাকেন, কয়েকদিন অপেক্ষা করুন। তার কাজই বলবে কি চায় সে, তাকে কেন প্রয়োজন আমার।'

'তাই বুঝি?' টিট্‌কিরির ভঙ্গিতে হাসল অ্যাচেনসন। যদিও তার চোখ বলল অন্য কিছু। 'আপনি ভুলে যাননি বোধহয় যে কিংডমের মিনারাল রাইটস এঁর বাবার কাছে বন্ধক রাখা ছিল?'

'তাই কি ভোলা যায়?'

'রজার ফেরগাস মারা গেছেন, শুনেছেন নিশ্চই?'

'শুনেছি।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'ফলে আইনসিদ্ধ পথে তাঁর সমস্ত সহায়-সম্পদ এখন হেনরি ফেরগাসের, তাও নিশ্চই বোঝেন?'

'বুঝি। কিন্তু কিংডমের মিনারাল রাইটসের বিষয়টা আলাদা। মিস্টার হেনরির সহায়-সম্পদের মধ্যে পড়ার সুযোগ ওটা পায়নি, আগেই পিছলে চলে এসেছে আমার হাতে।'

'তার মানে?' ভুরু কোঁচকাল অ্যাচেনসন। হেনরিকে কিছুটা বিস্মিত দেখাল।

'আপনি আসলে কার হয়ে কাজ করছেন, অ্যাচেনসন?' বলল মাসুদ রানা। 'আমার, না হেনরি ফেরগাসের?'

'আপনাদের দু'জনেরই,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে। 'আমি যদি আপনার পক্ষে কাজ না করতাম, কিংডমের ক্রেতা কোনদিনই জুটত না। সে যাক, মিনারাল রাইটসের কথা কি বলছিলেন যেন?'

'আসার আগে ব্যাংক অভ কানাডার সাথে যোগাযোগ করার কথা ভাবেননি বোধহয় আপনারা?'

কপাল কুঁচকে উঠল হেনরির। 'বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল কি?'

এই অধিবেশনে প্রয়োজন হবে ভেবে ডকুমেন্টের সাথে আসা ব্যাংক অভ কানাডার ফরওয়ার্ডিং চিঠিটা রানা পকেটেই রেখেছিল, ওটা এগিয়ে দিল সে হেনরির দিকে। 'পড়ে দেখুন।'

নিল ওটা হেনরি। ধীরে ধীরে পুরোটা পড়ল। অথচ আশ্চর্য! মুখের একটা পেশীও নড়ল না লোকটার, পড়া শেষ হতে নির্বিকার চিত্তে অ্যাচেনসনের হাতে তুলে দিল সে চিঠিটা। পুরোটা পড়া ধৈর্যে কুলাল না সলিসিটরের, মোটামুটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করামাত্র বিগড়ে গেল চেহারা। 'এটা কি করে এল আপনার কাছে?' ক্রুদ্ধ গলায় জানতে চাইল সে। 'বৃদ্ধ ফেরগাসকে কোন প্যাঁচে ফেলে আদায় করেছেন এটা আপনি?' বলেই হেনরির দিকে ফিরল সে। কাগজটা দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারল। 'এই চিঠি চ্যালেঞ্জ করা উচিত আমাদের। নিশ্চই ফলস্...'

সশব্দে হেসে উঠল মাসুদ রানা। 'এতক্ষণে স্পষ্ট বোঝা গেল আমার সলিসিটরের সঠিক অবস্থান।' পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল, কঠোর কণ্ঠে বলল, 'অ্যাচেনসন, আলবেরি কিংডমের যাবতীয় করেসপন্ডেন্টস, সব ফাইল ইত্যাদি এক সপ্তার মধ্যে ফেরত চাই আমি। কিংডমের সলিসিটরের পদ থেকে এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করা হলো। যদি কোম্পানির কাছে কিছু পাওনা থাকে আপনার, লিখিত জানাবেন। মনে রাখবেন, সমস্ত কাগজপত্র চাই আমি। আলবেরি সাউলের হয়ে তাকে কোন কাজে কতখানি সহযোগিতা করেছেন আপনি অতীতে, কোন উপযুক্ত সহযোগিতা যথাসময়ে করেননি, সমস্ত কিছু আমি অন্য লইয়ার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখব। যদি সামান্যতম গাফিলতির প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায়, আমি আপনার লাইসেন্স বাতিল করাবার ব্যবস্থা করব। প্রমিজ। এবার আপনি বাইরে যান, আলোচনা আমরা দু'জনেই চালাতে পারব।'

চরম বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকল কিছু সময় অ্যাচেনসন। আর যাই হোক, এত হুমকি শুনতে হবে ভুলেও আশঙ্কা করেনি। মুখ খুললেও গলায় স্বর

ফুটল না তার, মতামতের আশায় হেনরির দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে, অ্যাচেনসন,' বলল হেনরি ফেরগাস। 'বাইরে অপেক্ষা করো তুমি। লেট'স টক।'

তবু দ্বিধা যায় না লোকটার। কয়েকবার চেষ্টা করল কিছু বলার, কিন্তু প্রতিবার ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত। আসন ছেড়ে উঠতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো তাকে নিজের সাথে। লোকটা বেরিয়ে যেতে নড়েচড়ে বসল হেনরি। 'মিস্টার রানা, সোজা কথা সোজাসুজি হয়ে যাওয়াই ভাল। এদিকে বড় মাইনিং প্রজেক্ট অপারেট করার মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নেই। সলোমন'স জাজমেন্টে সীসার খনি আছে। আগে ছিল, অনেক বছর আগে বড় এক ভূমিকম্পে বুজে গেছে সব। আমি সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি। সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে খনিতে। তা করতে গেলে পাওয়ার প্রজেক্টও চাই আমার, এবং সে জন্যে প্রথমে চাই ড্যাম। ড্যামের কাজ চলছে আপনি জানেন। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গত বছর রাস্তা ধসে না পড়লে...সে যাক। এখন দুটো পথ আছে আপনার সামনে। কিংডমের নতুন দাম ধার্য করেছি আমি ষাট হাজার ইউএস ডলার।

'আমি বিশেষ সাধাসাধি করতে যাব না আপনাকে। কারণ আপনি নিশ্চই জানেন, আমি যাতে বিনা বাধায় ড্যামের কাজ চালিয়ে যেতে পারি, সে জন্যে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে আগেই আইন পাস হয়েছে। অতএব, হয় আপনি এই মুহূর্তে আমার অফার অ্যাকসেপ্ট করবেন, নয়তো অরবিট্রেশনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। বলুন, কোনটা গ্রহণ করবেন আপনি?'

'অরবিট্রেশন।'

'অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন কিন্তু।'

'নিচ্ছি। কারণ তা না হলে কোন ভাল কাজ হয় না।'

ঝুঁকে এল হেনরি ফেরগাস। 'ভাল কাজ?'

'আপনার পাওয়ার প্রজেক্ট থেকে আমার অয়েল প্রজেক্ট অনেক অনেক মূল্যবান। আমি যদি ড্যামের কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রমাণ করতে পারি কিংডমে তেল আছে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টের আইন...'

'পারবেন না প্রমাণ করতে। কারণ তিন মাসের মধ্যে কিংডমকে লেক বানিয়ে ফেলব আমি।'

হাসল মাসুদ রানা। 'আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।' এর মধ্যেই তা প্রমাণ করব আমি।

'সে ক্ষেত্রে আপনাকে নতুন ড্রিলিং রিগ পাহাড়ে তুলতে হবে.' পলকের জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখা গেল হেনরি ফেরগাসকে। 'কি ভাবে তুলবেন? হয়েস্টের আশা বাদ দিয়ে আর কোন উপায় খুঁজে বের করতে হবে তাহলে। কামন, মাসুদ রানা, অহেতুক কোর্টে দৌড়াদৌড়ি...'

'আমি যাব না কোর্টে। আপনিও মনে হয় তেমন কিছু চাইবেন না, কারণ সেক্ষেত্রে স্বভাবতই বয় রাডেনের গতবারের সার্ভের রেজাল্টে পিটার যে ওস্তাদী করেছে, তা ফাঁস হয়ে যাবে।' লোকে বুঝে যাবে, আপনারই পরামর্শে কুকর্মটা করেছে সে।

'ভেবে দেখুন।' রাগল তো না-ই, বরং রানাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল হেনরি ফেরগাস। 'ষাট হাজার আপনার মত ইয়াং ম্যানের জন্যে অনেক টাকা। কয়েকদিন পর আবার যোগাযোগ করব আমি। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মনে রাখবেন, আলবেরি সাউলের যা রেকর্ড, ক্রিমিনাল কোর্টে দাঁড়াতেই পারবেন না আপনি।'

আসন ছাড়ল লোকটা। 'চলি। দেখা হবে আবার।'

দশ মিনিটও হয়নি রুমে ফিরেছে মাসুদ রানা, নক হলো দরজায়। পরমুহূর্তে ভেতরে ঢুকল মিস রুথ গ্যারেট। দ্রুত, ছোট ছোট পদক্ষেপে

ওর সামনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধা. চেহারা দেখে মনে হলো নির্ঘাত্‌ ভূতের তাড়া খেয়েছে।

'মিস গ্যারেট! কি ব্যাপার...'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের, মিস্টার রানা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মহিলা। 'জিন...জিন চলে গেছে!'

চমকে উঠল মাসুদ রানা। 'কি বললেন?'

'জিন চলে গেছে,' এগিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল বৃদ্ধা। 'কিছুতেই ঠেকাতে পারলাম না, আমাদের কথা শুনলই না। ওদিকে সারা কেঁদেকেটে অস্থির।'

'কোথায় গেছে জিন?' বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি ওর।

'বলে গেছে ভ্যানকুভার যাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক আগে ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানের লরিতে করে চলে গেল মেয়েটা,' বলতে বলতে কেঁদে উঠল মিস গ্যারেট।

'আপনি বসুন। খুলে বলুন। কিছুই তো বুঝলাম না।'

চেয়ারটায় বসল বৃদ্ধা, চোখ মুছল। 'আজ আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে কোন?'

'ঝগড়া?' অবাক হলো ও। 'না তো! ও বলেছে কিছু?'

'না। সকালে আপনার সাথে কি নাকি জরুরী কথা আছে বলে বেরিয়েছিল বাসা থেকে। এক ঘণ্টা পর ফিরল গম্ভীর মুখে, ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা,' ডুকরে কেঁদে উঠল মিস গ্যারেট। 'দুপুরে কিচ্ছু মুখে দেয়নি মেয়েটা। সারাদিন ঘরে বসে কেঁদেছে। সারা বলল নিশ্চই ঝগড়া বেধেছে আপনাদের মধ্যে। দুপুরের পর ঘণ্টাখানেকের জন্যে বেরিয়েছিল আবার জিন, এখন বুঝতে পারছি ম্যাক্সের সাথে কথা বলতেই এসেছিল। জিন ছিচকাঁদুনে ধরনের মেয়ে নয়, হঠাৎ কেন যে...'

'কেন যাচ্ছে কিছুই বলে যায়নি, জিন?'

মাথা দোলাল মিস গ্যারেট। 'না। তবে কাল সন্ধের পর যখন এখান থেকে বাসায় ফিরেছে, দেখে মনে হয়েছে হয়তো কোন বিপদ-আপদের আশঙ্কা করছে।' মুখ তুলে রানাকে দেখল খানিক বৃদ্ধা। 'ও আপনাকে... মনে হয় ভালবেসে ফেলেছিল। মনে হয় আপনার অমঙ্গল আশঙ্কা করছিল জিন।'

'কি করে বুঝলেন?' অন্যমনস্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

'বুড়ো হলেও আমি মেয়ে। বুঝি।' একটু চুপ করে কি যেন ভাবল সে। 'আমাদের এই বয়সটা বড় ভয়ঙ্কর। একাকীত্বের যন্ত্রণা যে কী ভীষণ যন্ত্রণা, আপনি বুঝবেন না, মিস্টার রানা। জিন আমাদের অনাত্মীয় হলেও মেয়ের মত ছিল। ঘরটা খাঁ-খাঁ করছে ও চলে যাওয়ায়। আর কোনদিন ফিরবে কি না কে জানে!' চোখ মুছল বৃদ্ধা।

'ঠিকানা রেখে গেছে, জিন?'

মাথা দোলাল মিস গ্যারেট। 'হ্যাঁ।' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ কি ভেবে। 'আপনি যাবেন ওকে আনতে?'

'না, মিস গ্যারেট। যে কাজে হাত দিয়েছি, তা শেষ না করে কোথাও যাব না আমি।'

'সারা তাহলে ঠিকই বলেছে,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলে উঠল বৃদ্ধা। 'ঠিকই ঝগড়া করেছেন আজ আপনারা। কিন্তু সেই রাগে যদি...'

'রাগ না,' বাধা দিল রানা। 'এটা কমন সেন্সের ব্যাপার। আমার মন বলছে জিন নিজেই একদিন ফিরে আসবে। ও আমাকে যা করতে অনুরোধ জানিয়েছিল, আমি তাই করতে যাচ্ছি, কাজেই বেশিদিন দূরে সরে থাকতে পারবে না জিন। অবশ্যই ফিরে আসবে ও।'

বৃদ্ধাকে আশ্বস্ত করে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল রানা। জানালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। কালো রঙের এক ফোর্ড জীপ দেখতে পেল ও, পিটারের বাঙ্কহাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে পিটার ট্রিভেডিয়ানকে কি যেন বলছে

হেনরি ফেরগাস। অ্যাচেনসনও আছে ওখানে। মিনিট পাঁচেক কথা বলল হেনরি একাই, তারপর চড়ে বসল জীপে। অ্যাচেনসনও উঠল। লেকের দিকে রওনা হয়ে গেল জীপ, ফিরে যাচ্ছে ওরা।

পিছনে পায়ের শব্দে পেয়ে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। বৃদ্ধ ম্যাক দাঁড়িয়েছে এসে দরজায়। চেহারা গম্ভীর। 'দুঃখিত, মিস্টার। আপনাকে আর থাকতে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এখনই চলে যেতে হবে এখান থেকে।'

রাস্তার দিকে ফিরল ও। সরাসরি এই রুমের দিকে তাকিয়ে আছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। রানার সাথে চোখাচোখি হতে কাঁধের ওপর বসানো চাঁদের মত গোল মুখে বাঁকা হাসি ফুটল তার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে পা বাড়াল সে।

ম্যাককে কিছু বলল না মাসুদ রানা। ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে যাবে কীথলি ক্রীকের শেষ বাস, ওটা মিস্ করলে চলবে না রানার।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

অনন্ত যাত্রা-২

এক

ক্যালগারি। দু'দিন পরের ঘটনা। অয়েল কনসালটেন্ট লুইস উইনিকের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা ও রয় ব্লাডেন। উইনিকের বয়স ষাটের মত। ছোটখাট মানুষ। মাথা ভরা টাক, সাদাটে বেড়াল চোখ। চেহারা বিষণ্ন ধরনের। আফসোস প্রকাশ করছে লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে। 'আমি খুবই দুঃখিত, মিস্টার মাসুদ রানা। বিলিভ মি, খুবই দুঃখিত। ফাইন্ডিংসের ওপর বেসিস করে ফ্যাক্টস্ বের করি আমি। তথ্য যদি সঠিক না থাকে, তাহলে ফল যা হওয়ার তাই হতে বাধ্য। এখানে আমার কোন দোষ নেই।' আনমনা হয়ে গেল মানুষটা। 'আমি ভাবতেই পারি না ওরা এমন একটা কাজ করল...'

'আপনি তাহলে কিংডমে তেল আছে আশা করছেন?' জানতে চাইল রানা।

'আপাতত এটুকু বলতে পারি, অ্যান্টিসিলিনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত হতে হলে কম করেও আরও গোটা দশ-বারো ইকো সাউন্ড স্টাডি করতে হবে আমাকে। একটা কথা মনে রাখবেন, অ্যান্টিসিলিন থাকলেই তেলও থাকবে, তেমন কোন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। আমরা বড়জোর আশা করতে পারি, দ্যাট'স অল।'

খুব একটা উজ্জীবিত হওয়ার মত নয় খবরটা, তবু গতবারের

ফিগারগুলোর ব্যাপারে বয় যে সন্দেহ পোষণ করেছিল, তা সঠিক প্রমাণ হওয়ায় কিছুটা উৎসাহ বোধ করল মাসুদ রানা। ওর সাথে কথাবার্তা মোটামুটি ঠিক করে আগেই নিজের কর্মস্থল, পীস রিভার ফিরে গিয়েছিল গ্যারি কিওগ। তাকে টেলিগ্রাম করে উইনিকের সতর্ক আশাবাদের খবর জানাল বয়। তারপর ড্রিলিং ক্রু, টেকনিশিয়ান সংগ্রহ করার উদ্দেশে এডমন্টন চলে গেল। কথা থাকল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাম লাকি পৌঁছবে সে, পনি ট্রেইল ধরে পৌঁছে যাবে কিংডমে। নতুন করে ইকো সাউন্ড রেকর্ড করার কাজে হাত লাগাবে।

মাসুদ রানা রয়ে গেল ক্যালগারি। গোছগাছ শেষ হলে খবর দেবে বয়, তখন উইনিককে নিয়ে কাম লাকি রওনা হবে ও। কাম লাকিতে কেউ এখন আশ্রয় দেবে না রানাকে, তাই সোজা কিংডম গিয়ে উঠবে। মানুষ হিসেব করে অন্তত দু'মাস চলার মত পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে আসবে বয় ব্লাডেন, অতএব চিন্তা নেই।

অ্যাচেনসনের অফিস থেকে আলবেরি কিংডমের যাবতীয় ফাইলপত্র আনিয়ে নিল রানা। রেখে দিল উইনিকের জিম্মায়। ড্রিলিং সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওর, উইনিক সাহায্য করল এ ব্যাপারে। রোজই একবার করে হোটেলে আসে লোকটা, খোঁজ-খবর নেয় মাসুদ রানার। কোন অপরাধ বোধ তাকে দিয়ে করায় এ কাজ, না রজার ফেরগাস রানাকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে বলে গেছেন বলেই করে, কে জানে! রোজই ওর জন্যে ড্রিলিং সম্পর্কিত বই-ম্যাগাজিন নিয়ে আসে। একদিন দু'দিন পর পর রানাকে পেট্রোলিয়াম ক্লাবে নিয়ে যায়। অয়েল ম্যানদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ওকে, একসাথে ডিনার করে। দুই সপ্তাহের মধ্যে ড্রিলিং ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আহরণ করে ফেলল মাসুদ রানা।

একই সাথে শরীরের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

দিনে দিনে নির্জীব হয়ে পড়ছে রানা। একদিন সকালে বিছানা থেকে নামার মত শক্তিও অবশিষ্ট রইল না। জানা তো ছিলই পরিণতি, তবে তা যে সময়ের আগেই এসে পড়বে, কে বুঝেছিল? একবার ভাবল রানা উইনিককে খবর দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিয়েছে সে চিন্তা। কি লাভ? কি করবে সে এসে? বরং শান্তিতে মরা বরবাদ করবে মাসুদ রানার।

বিকেলে দেখা করতে এসে ওর অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল কনসালটেন্ট, তক্ষুণি তলব করল নিজের হাউজ ফিজিশিয়ানকে। নিষেধ করেছিল রানা, জানিয়েছে তাকে ওর অসুখের কথা, কানে তোলেনি উইনিক। ডাক্তার এল, পরীক্ষা করে এক মুহূর্তও দেরি না করে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিল রানাকে। পাত্তা দেয়নি ও। নিশ্চিত জানে রানা, হাসপাতালে একবার ঢুকলে আর বের হতে পারবে না। রকির হিম, ছুরির মত তীক্ষ্ণধার বাতাস ওর জন্যে ভাল ছিল, এখন বুঝতে পারছে মাসুদ রানা। এরমধ্যে খবর পাঠিয়েছে বয় ব্লাডেন, লোকজন-রসদ ইত্যাদি নিয়ে কাম লাকি রওনা হয়ে যাচ্ছে সে দু'একদিনের মধ্যে।

সমতল ক্যালগারির বাতাসের তুলনায় রকির বাতাস অনেক অনেক উপকারী ছিল, ব্যাপারটা টের পাওয়ামাত্র ওখানে ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, মরতে হলে রকিতে গিয়েই মরবে মাসুদ রানা, এখানে নয়। তৈরি হতে কয়েকদিন লাগল, এক সকালে উইনিকের গাড়ি নিয়ে জ্যাসপারের উদ্দেশে যাত্রা করল রানা আর উইনিক।

সে-রাত জ্যাসপারে কাটাল ওরা। খবর পেয়ে জনি কার্সটেয়ার্স, জেফ হার্ট দেখা করতে এল। রানার অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল ওরা। 'রকির বাতাস আপনার জন্যে ভাল ছিল, মিস্টার রানা,' বলল জনি। 'আমি শিওর। আপনি ওখানেই থাকুন গিয়ে। একদিন

বলেছিলাম না, আগের থেকে অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে আপনাকে? তাড়াতাড়ি চলে যান।'

দুর্বল হাসি দিয়ে মাথা দোলাল ও। 'তাই যাচ্ছি।'

'কেউ কোনরকম ঝামেলা করলে শুধু একটা ফোন করবেন আমাকে।'

'করব।'

পরদিন কীথলি ক্রীকে যাত্রাবিরতি করল রানা-উইনিক। রাতটা কোনমতে কাটিয়ে পরেরদিন দুপুরের আগেই পৌঁছে গেল কাম লাকিতে। গত দু'দিন বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর, এদিকের রাস্তাঘাট ডুবে গেছে গোড়ালি সমান কাদায়। এরই মধ্যে পরিবর্তনটা টের পেতে শুরু করেছে মাসুদ রানা, অনেক ভাল বোধ হচ্ছে এখন ওর। প্রায় নিঃসাড় হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘোড়ার মত লাফ জুড়েছে, প্রচুর রক্ত পাম্প করছে এখন। দূর থেকে সলোমন'স জাজমেন্টের জোড়া চূড়ো চোখে পড়তে মনটা খুশি হয়ে উঠল, হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে এল মাসুদ রানার।

ট্রিভেডিয়ানের বাঙ্কহাউসের সামনে থামল না ওরা, সোজা গিয়ে ডানে বাঁক নিল, বনের ভেতর দিয়ে থান্ডার ক্রীকের দিকে চলল। রানা অবশ্য বলেছিল উইনিককে, পিটার রাস্তায় গেট বসিয়েছে। গার্ড আছে সেখানে। যেতে দেবে না ওদের। পাত্তা দেয়নি উইনিক। রজার ফেরগাসের সাথে বহু বছর কাজ করেছে সে, প্রায় বন্ধুর মত ছিল দু'জনে। তার ছেলের পার্টনার উইনিককে অন্তত বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ভুলটা ভাঙল তার।

ক্রীকের মাইলখানেক আগে এক হেভি টিম্বারের বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো উইনিককে। নতুন রাস্তা যেখানে পিটারের জমির প্রান্তে পুরানো রাস্তার সাথে যোগ হয়েছে, সেখানে

তৈরি করা হয়েছে গেটটা। তার ওপাশে কাঠের ছোট এক গার্ড হাউস। গেটের বাইরে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কঠোর চেহারার এক সশস্ত্র গার্ড। ওদের দু'জনকে দেখল সে। 'গেট-পাস আছে?'

'আমার নাম লুইস উইনিক,' জানালার কাঁচ নামিয়ে বলল কনসালটেন্ট। 'হেনরি ফেরগাসের বন্ধু আমি। হয়েস্ট ক্যাম্পে যাব।'

'ও নামে কাউকে চিনি না আমি, মিস্টার। পিটার ট্রিভেডিয়ানের চাকরি করি আমি। ক্যাম্পে যেতে হলে তার পাস আনতে হবে।'

রেগে উঠল উইনিক। 'ক্যাম্পের চার্জে কে আছে?'

'নাম তার বাটলার। কিন্তু সে আপনার কোন কাজে লাগবে না, মিস্টার, যদি গেট-পাস দেখাতে না পারেন। ফিরে যান কাম লাকি, পিটারের ট্রান্সপোর্ট অফিস...' থেমে গেল লোকটা পিছন থেকে এক দৈত্যাকার আমেরিকান ট্রাক আসতে দেখে। গেট আগলে দাঁড়িয়ে থাকা কারের উদ্দেশে হর্ন বাজাল ওটা। 'সাইডে যান!' বলে উঠল গার্ড ব্যস্ত কণ্ঠে। ট্রাক আসছে।'

একটু পর ওদের পাশ কাটিয়ে সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকটা গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল ক্রীকের দিকে। গেট বন্ধ করে চলে গেল গার্ড। 'ইচ্ছে করছে গেট ভেঙে ঢুকে যাই,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল উইনিক।

'লাভ নেই। চলুন, ফেরা যাক। পনি ট্রেইল দিয়েই উঠব আমরা।'

'দেখা যাক,' রেগেমেগে গাড়ি ঘোরাল কনসালটেন্ট। 'দেখি পিটার কি বলে।' ভ্যালির দিকে গাড়ি ছোটাল সে।

'কোন লাভ নেই দেখা করে,' বলল মাসুদ রানা। 'অনর্থক সময় নষ্ট হবে, তিক্ততা বাড়বে। পিটার পাস দেবে না।'

'নিশ্চই দেবে!'

'মনে হয় না।'

'চলুন, দেখাই যাক।'

ঝোড়ো গতিতে অল্প সময়ের মধ্যে কাম লাকি পৌঁছে গেল ওরা। বাঙ্কহাউসের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল উইনিক। 'আপনি অপেক্ষা করুন। আমি দেখা করে আসি পিটারের সাথে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'যান। কিন্তু মাথা গরম করবেন না।'

'তা করব না,' হেসে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।

সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকল ও। এদিক-ওদিক তাকাল, কেউ নেই রাস্তায়। একদম ফাঁকা। দশ মিনিট পর পিটারের অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল উইনিককে। ছোট পায়ে খুব দ্রুত হেঁটে আসছে, রাগে লাল হয়ে আছে মুখটা। 'ঠিকই বলেছিলেন!' গাড়িতে উঠে বসল সে, গায়ের জোরে আছড়ে বন্ধ করল দরজা। 'দিল না পাস ব্যাটা! ঘোড়ায় চেপেই যেতে হবে এখন।' রানার দিকে তাকাল উইনিক। 'পথ চেনেন আপনি?'

'না। তবে যেতে পারব আশা করি।'

'কি ভাবে?'

'স্থানীয় একজনের সাহায্যে।'

'স্থানীয় লোক সাহায্য করবে আপনাকে?' বিস্মিত হলো উইনিক।

'আশা তো করি। চলুন, এখানকার হোটেলে ঢুঁ মেরে আসি।' লোকটা স্টার্ট দিতে যাচ্ছে দেখে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'এইতো, বাঙ্কহাউসের পিছনেই ওটা।'

নেমে পড়ল ওরা। কাদা ঠেলে এগোল ম্যাক'স প্লেসের দিকে। 'এখানে আপনাকে সাহায্য করার মত মানুষ তাহলে আছে?' প্রশ্ন করল উইনিক।

‘একজন সম্ভবত আছে।’

‘কি নাম তার?’

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। ও নিজেই আসলে নিশ্চিত নয় লোকটির ব্যাপারে। যদি সে রাজি না হয়, কীথলি অথবা এমনকি সেই জ্যাসপার পর্যন্ত ফিরে যেতে হতে পারে রানাকে। ঘোড়া এবং গাইড, তার সাথে সম্ভব হলে জনিকে নিয়ে আসতে হবে। যদিও মনে বিশ্বাস আছে, সাহায্য ঠিকই পাবে ও এখানে।

‘এখন আমি শিওর, হেনরিই গত সার্ভের ফলাফলে গণ্ডগোল ঘটিয়েছে পিটার ট্রিভেডিয়ানকে দিয়ে,’ আনমনে বলে উঠল উইনিক।

‘কি করে শিওর হলেন?’

‘ক্যালগারি থেকে আসার আগেরদিন হেনরি আমাকে কাম লাকি আসতে বারণ করেছিল। আপনাকে সাহায্য করলে সে নিজে বা তার বন্ধুদের কেউ আমাকে আর কোন কাজ দেবে না বলেও শাসিয়েছে। এত কিছু করার কি প্রয়োজন ছিল ওর? আমি জানি ওর মাথায় দুনিয়ার প্যাঁচঘোঁচ পাক খায় সারাক্ষণ, তাই বলে আমার সাথেও এই আচরণ করবে ভাবিনি।’

‘কাজ দেবে না বলে হুমকি দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু ও-ভয়ে টলে না উইনিক। একবার যখন জানতে পেরেছি, যে-জন্যেই হোক ভুল ছিল আমার সার্ভে রিপোর্টে, তা শোধরাবার জন্যে কিংডম তো কিংডম, নরকে যেতে হলেও যাব আমি। যাবই।’

গোল্ডেন কাফে এসে পৌঁছল ওরা। দরজা ঠেলে প্রকাণ্ড বার রুমে ঢুকে পড়ল। বুড়ো ম্যাক ছাড়া কেউ নেই ভেতরে। মাসুদ রানাকে দেখে সতর্ক হাসি দিল বৃদ্ধ। ‘দুঃখিত, মিস্টার রানা। আপনাকে থাকতে দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।’

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' হাসল ও। 'থাকতে আসিনি আমরা। এসেছি গলা ভেজাতে, অবশ্য তাতেও যদি আপত্তি থাকে আপনার...'

'স্কচ চলবে?' তিক্ত কণ্ঠে বাধা দিল ম্যাক।

'শিওর।' পাশে দাঁড়ানো উইনিককে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ও।

চোখ কুঁচকে রীতিমত বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গি করল ম্যাক। 'নাম শুনেছি। আপনিই তাহলে অয়েল কনসালটেন্ট? তা এখানে কি মনে করে, মিস্টার উইনিক?'

'এঁকে নিয়ে কিংডমে যাওয়ার ইচ্ছে আমার,' বলল মাসুদ রানা। 'কিন্তু ক্রীক রোডে দেখলাম গার্ড বসানো হয়েছে।'

'আয়ি,' মাথা দোলাল লোকটা। 'হয়েস্ট ক্যাম্পেও আছে গার্ড। ও পথে কিংডম যেতে পারবেন না পিটারের পাস ছাড়া।'

'বুঝতে পেরেছি।'

মাথা দোলাল ম্যাক। 'সে অন্যায় কিছু করছে বলে ভাববেন না যেন। পুরো থান্ডার ক্রীক পিটারের সম্পত্তি, তাই...'

'কিংডমের পনি ট্রেইল কোথায় শুরু বলুন তো?' এক ঢোক হুইস্কি গিলল রানা।

'পনি ট্রেইল?' চোখ কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের। সরু সরু, গাঁট সর্বস্ব আঙুল দিয়ে থুতনি ডলল সে। 'যেখানে পিটার গেট বসিয়েছে, তার খানিকটা আগে ডানে একটা বাঁক আছে, ফর্ক লাইটনিং মাউন্টেনের পাশ দিয়ে। ওই পথ দিয়ে গেলে জাজমেন্টের উত্তর পীকের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন।' মাথা দোলাল লোকটা। 'খুবই কঠিন রাস্তা, আপনি যেতে পারবেন বলে মনে হয় না। অন্তত গাইড ছাড়া।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমিও তাই ভাবছি। ম্যাক্স কোথায়

আছে জানেন? এখানে আছে, না বাইরে কোথাও গেছে?'

'ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান? ও ওর ঘরেই আছে। কিন্তু ওকে বলে লাভ নেই। ম্যাক্স সাহায্য করবে না আপনাকে।'

'ওর বাসাটা কোথায়?'

মুহূর্তখানেক কি যেন ভাবল বৃদ্ধ। তারপর বাহু ধরে ওকে টেনে নিয়ে গেল একটা জানালার কাছে। পিটারের বাঙ্কহাউসের পিছনে, পাহাড়ের ঢালে ভাঙাচোরা এক কাঠের ঘর দেখাল আঙুল তুলে। ঘরটা মানুষ বাসের উপযোগী বলে মনে হলো না মাসুদ রানার। 'ওই ঘরে থাকে ম্যাক।'

পানীয় শেষ করে উঠে পড়ল ও। উইনিকের উদ্দেশে বলল, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমার ফিরতে বেশি সময় লাগবে না।'

দরজার সামনে ওর পথ রোধ করল বৃদ্ধ হোটেল মালিক। 'সাবধানে যাবেন, মিস্টার। ম্যাক্স আজব এক চীজ। ও কিসে খুশি হয়, কিসে রেগে যায়, বোঝা খুব মুশকিল।'

'ধন্যবাদ, ম্যাক। সাবধানে থাকব আমি।'

হোটেল থেকে বের হতেই পিটারকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমাণ এক ট্রাকে উঠে পড়ল সে, রওনা হয়ে গেল ট্রাক ক্রীক হেডের দিকে। মনে মনে হাসল রানা। ও আবার কাম লাকি এসেছে, অতএব ব্যস্ততা বেড়ে গেছে তার। নিশ্চই গার্ডদের আরও কিছু কঠিন কঠিন সবক শেখাতে যাচ্ছে এখন। ম্যাক্সের ঘরের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। পাথরের চিমনি দিয়ে হালকা ধোঁয়া বের হতে দেখা গেল। উৎরাই পেরিয়ে যখন ঘরটার বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছল রানা, তখন জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা।

নক্ করার আগে পিছনে তাকাল রানা। পিটারের বাঙ্কহাউস,

ম্যাকের হোটেল, লেক, সবকিছু ছবির মত লাগছে। প্রথম নকে কোন সাড়া মিলল না, ভেতরে কোথাও কোন আওয়াজও উঠল না যা শুনে বোঝা যায় ভেতরে কেউ আছে। দ্বিতীয় নকের পর ঘরটা মনে হলো দুলে উঠল খানিকটা, ভেতরে ভারী বুট জুতোর আওয়াজ উঠল। সশব্দে খুলে গেল দরজা। রানাকে দেখে বেকুব হয়ে গেল ম্যাক্স, আহাম্মকের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। ওর মধ্যেও পিটারের বাঙ্কহাউসের দিকে এক পলক তাকাতে ভুল হলো না দানবের।

'ভেবো না, ম্যাক্স,' বলল মাসুদ রানা। 'তোমার ভাই থান্ডার ক্রীক গেছে, অফিসে নেই। ভেতরে আসতে পারি আমি?'

'জা, আসুন।'

ও ঢুকতে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'কেন এসেছেন আপনি?'

স্বল্পবুদ্ধি দানবটার মেজাজ বোঝার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। দরজার কাছ থেকে সরেনি সে তখনও। চাউনি সরু করে দেখছে ওকে সামনে ঝুঁকে, দীর্ঘ বাহু বন মানুষের মত দেহের দুদিকে শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলছে। যে কোন মুহূর্তে খেপে উঠতে পারে ম্যাক্স, আশঙ্কা করল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওর ওপর। হঠাৎ হেসে উঠল সে রানার ধারণা মিথ্যে করে দিয়ে। 'চলুন,' বলল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'ভেতরে গিয়ে বসবেন।'

পাশের রুমে এল রানা লোকটাকে অনুসরণ করে। একটা খাট, দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল, এই আছে কেবল আসবাব বলতে। খাটের ওপর বিছানা এলোমেলো, নোংরা। পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে রুমের এক কোণে। 'বসুন,' বলল ম্যাক্স।

'ধন্যবাদ।' বসল মাসুদ রানা। পকেট থেকে সিগারেট বের

করে লোকটাকে দিল। খানিক দ্বিধা করে নিল সে। লাইটার জ্বেলে এগিয়ে ধরল রানা, ম্যাক্স ধরাতে নিজেও একটা জ্বালল। 'বেশ কিছুদিন পর দেখা, তাই না, ম্যাক্স?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন আছ তুমি?'

'ভাল। ধন্যবাদ।'

কিছু সময় নীরবে ধূমপান চলল। 'ম্যাক্স, একটা সমস্যায় পড়েছি। তোমার সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

চেহারা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল লোকটার। 'কি সাহায্য?'

'আমি কিংডম যেতে চাই। কিন্তু পনি ট্রেইল চিনি না। তুমি পৌঁছে দেবে আমাকে ওখানে?'

ওকে নীরবে দেখল খানিক লোকটা। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'পিটার চায় না আপনি ওখানে যান।'

'তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাসতে, ম্যাক্স?' নরম, কোমল গলায় প্রশ্ন করল মাসুদ রানা, যেন দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাথে কথা বলছে।

'জা, খু-উ-ব ভালবাসতাম। কিন্তু আমার সৎ মা পছন্দ করত না আমাকে, বাবার কাছে যেতে দিত না। রাতে আমাকে স্টেবলে থাকতে বাধ্য করত, ঘরেই ঢুকতে দিত না।'

'সে যাক, বাবাকে তো ভালবাসতে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চই!'

'তাহলে তোমার বাবার কথা ভেবে হলেও আমাকে কিংডমে নিয়ে যাওয়া উচিত তোমার, ম্যাক্স।'

'কেন?' মন্তব্যটা নিয়ে খানিক ভেবে প্রশ্ন করল সে।

'তোমার বাবা কিং সাউলকে খুব ভালবাসতেন, তুমি তো জানোই, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'সব সময় শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই, ম্যাক্স। কিং তোমার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী বলে তুমি যা জানো, তা ঠিক নয়। ওঁরা দু'জন পরস্পরকে খুবই ভালবাসতেন। মনে হয় এখনও বাসেন। কিঙের দোষ একটাই ছিল, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন কিংডমে তেল আছে। গত কয়েকদিনে আমিও প্রমাণ পেয়েছি তেল সত্যিই আছে ওখানে। তাই যেতেই হবে আমাকে।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা দোলাল লোকটা। 'কিন্তু পিটার খুব রেগে যাবে তাহলে।'

'তুমি জানো এতদিন আমি ক্যালগারি ছিলাম?'

মাথা দোলাল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান।

'খুব অসুস্থ ছিলাম আমি, প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম। তুমি জানো না ক্যান্সার হয়েছে আমার, বেশিদিন বাঁচব না আমি, সে জন্যেই তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছতে চাইছি। তোমার-আমার দু'জনের জন্যেই আমার কিংডমে পৌঁছানো খুব জরুরী, ম্যাক্স। মনে করো সত্যিই যদি তেল থেকে থাকে ওখানে, এবং তা আবিষ্কারের আগেই মৃত্যু হয় আমার, তাহলে কিং সাউলের আত্মার প্রতি চরম অবিচার করা হবে, এবং সে জন্যে তুমি দায়ী হবে। কারণ সার্ভে রিপোর্টটা তুমিই নিজ হাতে পৌঁছে দিয়েছিলে তাঁকে, এবং ওটা পড়ে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান তিনি। তাই না বুঝে হলেও তুমিই দায়ী কিং সাউলের মৃত্যুর জন্যে। সে দায় থেকে তোমার বাঁচার একটাই পথ আছে, সে হচ্ছে আমাকে কিংডম পৌঁছে দেয়া। যদি তুমি তা না করো, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিং সাউলের অতৃপ্ত আত্মা তাড়া করে ফিরবে তোমাকে।'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল লোকটা, কিন্তু সুযোগ দিল

না মাসুদ রানা। দ্রুত দরজার কাছে চলে এল, হাতল ধরে ঘুরে তাকাল। 'আমার সাথে এক অয়েল ম্যান আছে, সে-ও যাবে। দুটো ভাল ঘোড়া নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে থান্ডার ভ্যালি এন্ট্রান্সে এসো, আমরা তোমার অপেক্ষায় থাকব। আর পিটার টাউনে নেই, তোমার এখানে আসার পথে ক্রীক হেডের দিকে যেতে দেখেছি তাকে আমি। কোন ভয় নেই তোমার।'

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। গোল্ডেন কাফে ঢুকে উইনিককে অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করতে দেখল। নিচু কণ্ঠে বিষয়টা তাকে জানাল ও, বেরিয়ে পড়ল হোটেল ছেড়ে। আধ ঘণ্টা পর থান্ডার ক্রীক হেডের মাইলখানেক আগে ডানে একটা বাঁক দেখে গাড়ি ঘোরাল উইনিক, বড়সড়, ঘন এক ঝোপের আড়ালে পার্ক করল। ক্রীক রোড থেকে দেখা যায় না জায়গাটা। ওদের সামনে ছোটখাট এক পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে গেছে সরু এক ট্রেইল, এই পাহাড়ই সম্ভবত ফর্কড লাইটনিং মাউন্টেন।

ওরা পৌঁছার পর আরও আধ ঘণ্টা কাটল, দেখা নেই ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ানের। বোধহয় ব্যর্থ হয়েছে ওর চালাকি, ভাবতে শুরু করেছে মাসুদ রানা, এই সময় দূর থেকে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। একটু পর ঝোপের এপাশে চলে এল ম্যাক্স। সেদিনের সেই বিশাল সাদা ঘোড়াটার পিঠে চেপে আছে সে, আরও দুটো স্যাডল সেট করা ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে হাতে। রানা-উইনিককে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল লোকটা। 'চালাতে পারবেন তো?' উইনিককে প্রশ্ন করল ম্যাক্স।

'পারব। ধন্যবাদ।'

মাসুদ রানার দিকে নজর দিল সে। 'আপনার অভ্যেস নেই নিশ্চই?'

'অনেকদিন চড়িনি ঘোড়ায়,' বলল ও। 'তাছাড়া ওয়েস্টার্ন

স্যাডলে এই প্রথম।' গম্ভীর, প্রায় বালতির মত স্যাডলে নড়েচড়ে বসল রানা।

চিন্তিত চোখে ওকে দেখল ম্যাক্স। এমনিতে প্রায় শিশুর মতই নির্বোধ সে সব ব্যাপারে, আলাদা কেবল ঘোড়ার প্রশ্নে। কার মুখে যেন শুনেছে রানা, ম্যাক্সের মত ওস্তাদ রাইডার; বিশেষ করে পাহাড়ে চড়ার ক্ষেত্রে, এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই। 'ঠিক আছে, আপনি পিছনে থাকুন আমার। লাগাম ঢিলা রাখবেন, নিজেও গা ছেড়ে বসবেন, পুরো রিল্যাক্সড থাকবার চেষ্টা করবেন। কোনরকম অসুবিধে দেখলে ডাক দেবেন আমাকে। ওকে?'

'ওকে।'

'লেট'স গো,' বলেই অদ্ভুত এক লাফে নিজের স্যাডলে উঠে বসল ম্যাক্স, দুই গোড়ালি দিয়ে আঘাত করল ঘোড়ার পেটে।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন চেষ্টা করল না মাসুদ রানা, ঘোড়ার সাথে তাল বজায় রাখার প্রয়াস চালাল কেবল, ওতেই কাজ হলো। মাত্র পনেরো মিনিটে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে সক্ষম হলো ঘোড়ার লাফ ও দুলুনির সাথে। আধ ঘণ্টা চলার পর এক পাহাড়ী নদী পড়ল পথে। বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে নেমে পড়ল ঘোড়া, স্রোতের সাথে লড়াই করে অতিক্রম করল সেটা, তারপর আবার চলা। এবার ক্রমাগত চড়াই।

এতই দুর্গম পথ, দশ-পনেরো মিনিট পর পর বিশ্রাম না নিলে এগোনো অসম্ভব। কারও মুখে কথা নেই। কিছুক্ষণ চলা, তারপর বিশ্রাম, আবার চলা। প্রতিবার বিশ্রামের সময় লক্ষ করেছে মাসুদ রানা, উইনিক বেশ উদ্বেগের সাথে নজর রাখছে ওর ওপর। লোকটা বিজ্ঞানী, তাই ভেবে পাচ্ছে না, সেদিন যাকে সোজা গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে পড়তে বলেছিল ডাক্তার, সে কি রহস্যজনক উপায়ে এখনও দু'পায়ে খাড়া আছে! তারওপর এমন অসম্ভব রকম

চড়াই ভেঙে পাহাড়েও চড়ছে!

ওদিকে পথ চলার ক্লান্তি সত্ত্বেও মাসুদ রানাও লক্ষ করেছে, যতই ওপরে উঠছে, ততই যেন দেহে বল ফিরে আসছে ওর। ততই যেন সুস্থ-সবল মনে হচ্ছে নিজেকে। একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে চলেছে। বেশি বেশি রক্ত পাম্প করছে হৃৎপিণ্ড, সবচেয়ে বড় কথা, দম নিতে অসুবিধে প্রায় হচ্ছেই না।

দুপুরের একটু পর মাথার ওপরের গাছের ছাতা পিছনে ফেলে এল ওরা। অনেক নিচে, পিছনে পড়ে গেছে তখন থান্ডার ক্রীক। হয়েস্ট ক্যাম্পটাকে বাচ্চাদের খেলনা ঘরের মত লাগছে দেখতে। ওদের চারদিকে অসংখ্য বরফের চাদর মুড়ি দেয়া পাহাড় চূড়া, মাথাটা কেবল বেরিয়ে আছে চাদর ভেদ করে। বাতাসে ভেজা পাথর, পচা পাতা ইত্যাদির মিলিত গন্ধ। সামনে, আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সলোমন'স জাজমেন্টের যমজ পীক। আলবেরি কিংডমের প্রবেশদ্বারের দুই রক্ষী যেন ওরা।

যত ওপরে উঠছে তিন ঘোড়সওয়ার, ততই ক্রমশ বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে ও দুটো। এক সময় একটা অন্যটার সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে চূড়া একটাই বুঝি, মাসুদ রানা যেমন দেখেছিল প্রথমবার কাম লাকি আসার সময়। সূর্য ডুবতে ঘণ্টা খানেক বাকি আছে আর, এই সময় থামল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। ওদের কয়েকশো গজ নিচে, পায়ের কাছে বড় একটা গোল গামলার মত বিছিয়ে আছে কিংডম। বরফ তেমন নেই, চারদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ। চমৎকার এমারেল্ড সবুজ, তার মাঝে অসংখ্য রূপালী ফিতে—বরফ গলা পানি বয়ে যাচ্ছে সরু নালা বেয়ে।

মাসুদ রানার সামান্য ডানে রয়েছে আলবেরি সাউলের র‍্যাঞ্চ হাউস, ওদিকে নাক বরাবর সামনে হেনরি ফেরগাসের বাঁধের অসমাপ্ত অংশ। পাশাপাশি একজোড়া ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে তার

এপাশে, একটা চুড়োর আড়ালে। ওটা কিংডমের নিজস্ব জমি, এবং ট্রাক দুটো নিঃসন্দেহে বয় ব্লাডেনের। বার্ন থেকে বের করে এনেছে সে। অর্থাৎ কাজে লেগে পড়েছে লোকটা। কাজের মানুষ, ভেবে সন্তুষ্ট হলো ও।

পথশ্রমে চরম ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা, তবু ভাল লাগছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হুমকি নেই, ওষুধ খাওয়ার বাধ্য-বাধকতা নেই, ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলার জন্যে খবরদারি করার কেউ নেই, আছে কেবল নির্মল শান্তি।

'ম্যাক্স, এবার আমরা যেতে পারব,' বলল রানা। হাত বাড়াল হ্যান্ডশেক করার জন্যে। 'তুমি ফিরে যাও। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

নড়ল না মানুষটা। একভাবে তাকিয়ে আছে কিংডমের দিকে। পোড়া বার্নের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সেখানে নতুন ঘর তৈরি করেছে বয় ও তার সঙ্গীরা, তাই দেখছে। 'ওটা নতুন তৈরি করা হয়েছে!' ঘরটা দেখাল ম্যাক্স থুতনি তাক করে।

'হ্যাঁ,' বলল মাসুদ রানা।

মুখ তুলে জাজমেন্টের পীক দেখল লোকটা। কি যেন ভাবল। 'আমার বাবা আর কিং সাউল বোধহয় ওখানে আছে এক সাথে।' রানার দিকে ঘুরল সে। 'মৃত্যুর পর আমাদেরকেও ওখানে যেতে হবে?'

নীরবে মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ।'

'স্বর্গ অথবা নরকে?' হেসে উঠল ম্যাক্স ট্রিভেডিয়ান। 'পৃথিবী যেমন শয়তান, বদ মানুষের আখড়া, স্বর্গ-নরকও তাই। সব জায়গা যদি ওরাই দখল করে থাকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে কি করে? আমার মনে হয় ওখানেও শুধু পাহাড়ই আছে।'

'এগুলো কারও না কারও সৃষ্টি, ম্যাক্স।'

'জা।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে। 'কিং সাউলকে বলবেন, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি।'

'ঘোড়া দুটোর কি করব?'

'পরে যখন কাম লাকি আসবেন, নিয়ে আসবেন তখন। থাকুক ততদিন, কিংডমের ঘাস খেয়ে মোটাতাজা হোক।' ঘোড়া ছোটাল লোকটা, দেখতে দেখতে আড়ালে চলে গেল।

'আজব মানুষ!' বলে উঠল উইনিক। 'ওর শেষ কথাটার মানে কি? কিং সাউলকে কি বলতে বলে গেল আপনাকে?'

না শোনার ভান করল মাসুদ রানা। 'আসুন,' বলে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। এক ঘণ্টামত লেগে গেল ওদের কিংডম পৌঁছতে। সূর্যের অন্তিম আভায় চিক চিক করছে তখন চারদিক। বুক ভরে ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণধার বাতাস টেনে নিল মাসুদ রানা। বয়ের ট্রাক দুটো যেদিকে আছে, সেদিকে জোরাল এক 'কড়াক!' আওয়াজ উঠল, কেঁপে গেল রকি। বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে লোকটা, তার সাউন্ড ওয়েভ রেকর্ড করছে জিওফোনের সাহায্যে। মাসুদ রানার মনে হলো যেন ওর শুভ আগমন ঘোষণা করল বয় আওয়াজ করে। অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঠোক্কর খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে আওয়াজ। ওটা পুরো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঘটল দ্বিতীয় বিস্ফোরণ।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে। নিজেকে টেনে হিঁচড়ে স্যাডল থেকে নামাল মাসুদ রানা। মাটিতে পা রেখে টের পেল দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নেই, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। তবু, শারীরিক সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও অদ্ভুত এক ভাল লাগার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখল ওকে।

'কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন,' বলল উইনিক। 'অনেক ধকল গেছে।'

লোকটার সাহায্যে প্রচুর সময় ব্যয় করে র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে

ঢুকল মাসুদ রানা। ওর জন্যে আলবেরি সাউলের বেডরূমটা তৈরি করে রেখেছে বয় ব্লাডেন, সোজা এসে শুয়ে পড়ল রানা।

তারপর এক ঘুমে সকাল।

দুই

সকালে থালা-বাসনের শব্দে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে হাসছে কিংডম। উঠল ও। অবাক হয়ে গেল শরীর সম্পূর্ণ ঝরঝরে, সতেজ লাগছে দেখে। লিভিংরূমে চলে এল রানা। ফায়ার প্লেসকে ঘিরে আধখানা চাঁদের মত পাতা আছে কয়েকটা স্লীপিং ব্যাগ, ওতে বসেই নাস্তা করছে সবাই—মোট চারজন, উইনিকসহ।

ওকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল বয় ব্লাডেন, ছুটে এল উদ্ভাসিত মুখে। 'আপনি সুস্থ, মাসুদ রানা? ঘুম ঠিকমত হয়েছে তো রাতে?' উত্তরের আশায় বসে থাকল না সে। 'আজ প্রায় সারারাত কাজ করেছি আমরা, জানেন! লুইসও ছিল।' দাঁত বের করে রানার আপাদমস্তক দেখল হাফ ইন্ডিয়ান। 'কাল আপনারা পৌঁছার পর যে দুটো ফায়ার করেছিলাম, তা ছিল ক্রস-ট্র্যাভার্স, পারফেক্ট ফর্মেশন! জিজ্ঞেস করে দেখুন লুইসকে, ডোমের খোঁজ পেয়েছি আমরা।'

'শিওর?' উইনিকের দিকে ফিরল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। অন্তত- অ্যান্টিসিলিন পেয়েছি আমরা। তবে তেলের

ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, ইউ নো। এনি ওয়ে, একটু পরই বের হচ্ছি আমি, রক স্ট্রাটা চেক করে দেখতে হবে। তাতে হয়তো আশাব্যঞ্জক কিছু পাব।'

নিজের দুই সহচরের সাথে মাসুদ রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল বয় ব্লাডেন। দু'জনেই অল্পবয়সী। বিল ম্যানিয়ন ম্যাকগিল ভার্সিটির গ্রাজুয়েট। সবে পাস করেছে জিওফিজিক্স নিয়ে। অন্যজন, ডন লেগার্ট, এডমন্টনের ছেলে, ড্রিলার। এদের তিনজনকেই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে দেখল মাসুদ রানা। কাজের সময় সব ভুলে যায় এরা। দশ-বারোজনের পুরো এক সিসমোগ্রাফিক্যাল টীম একদিনে যা পারে, এরা মাত্র তিনজনেই তার জন্যে যথেষ্ট দেখে উইনিক পর্যন্ত বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো।

পরদিন র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে চেয়ারে বসে আছে রানা। রোদ পোহাচ্ছে। উইনিক বাদে অন্যরা চলে গেছে কাজে। একটুপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল উইনিক। পিঠে রাকস্যাক, আর কোমরের বেল্টে জিওলজিস্টদের বিশেষ হাতুড়ি ঝুলছে তার।

'অ্যান্টিসিলিনের ব্যাপারে তো নিশ্চিত হওয়া গেল, মিস্টার রানা,' বলল লোকটা। 'এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?'

'আপনি কি মনে করেন ড্রিলিঙের ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে এখানে?' চিন্তিত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'চেষ্টা করে হয়তো দেখা যেতে পারে,' সতর্ক মন্তব্য করল কনসালটেন্ট। 'তবে কাজে নামার আগে খুব চিন্তাভাবনা করে নেবেন। রজার ফেরগাসের মৃত্যুর সাথে সাথে হেনরি আমার ব্যাপারে পর্যন্ত চোখ উল্টে নিয়েছে, কথাটা ভুলবেন না। ওর অনেক টাকা, অনেক বড় আউটফিট ওর। অথচ এদিকে আপনি একা। বাঁধের কাজ যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে যদি দু'চারদিনের মধ্যে ড্রিলিঙের কাজে হাত দেন আপনি, তবুও প্রচণ্ড খাটুনি দিতে হবে।

সরাসরি নেক টু নেক প্রতিযোগিতায় নামতে হবে আপনাকে। যদি হেনরির কাজ শেষ হওয়ার আগে এখানে তেল আছে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে কিন্তু সব শেষ। টাকা-পয়সা, কিংডম, পরিশ্রম সব পানিতে যাবে আপনার। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, হেনরি হয়তো বাধা দেবে আপনার কাজে। লাখ লাখ ডলার বরবাদ হওয়ার ঝুঁকি ও নেবে না কিছুতেই। কেউই নেবে না। টাকা যে পানিতে পড়েনি, তা নিশ্চিত করতে যতদূর যেতে হয় যাবে হেনরি। কাজেই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন।'

'বুঝেছি।' নতুন কিছু বলেনি উইনিক, ভাবল মাসুদ রানা, জিন লুকাস যা যা বলেছে, এ-ও তাই বলল। নীরবে বসে থাকল ও, মাথার মধ্যে নানান চিন্তা।

'আমার কাজ প্রায় শেষ,' বলল উইনিক। 'আর সামান্য বাকি, দুপুরের আগেই হয়ে যাবে। ভাবছি কাল ফিরে যাব।'

'ঠিক আছে।'

রাতে গ্যারি কিওগকে চিঠি লিখতে বসল মাসুদ রানা। উইনিকের অ্যান্টিসিলিনের খোঁজ পাওয়ার খবর জানিয়ে বিশেষ এক নির্দেশ দিল লোকটাকে। নির্দেশটা এরকমঃ আগামী মঙ্গলবার রাত দুটোয়, থান্ডার ক্রীকের পনি ট্রেইলের প্রবেশ মুখে পৌঁছবেন। সময় হিসেব করে যাত্রা করবেন যাতে পথে কোথাও দাঁড়াতে না হয়, এবং ঠিক সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারেন। ওখানে আপনার অপেক্ষায় থাকব আমি।

পরদিন নাস্তার পর চলে গেল লুইস উইনিক। বয়ের আনা ঘোড়ার বহর থেকে একটা নিয়ে গেছে সে। মাসুদ রানাও ঘোড়ায় চড়ে এল তাকে বিদায় জানাতে। চিঠিটা আগেই দিয়েছে ও উইনিককে। কিংডমে আসতে-যেতে যে চুড়ো অতিক্রম করতে হয়, তার নাম স্যাডল। ওখানে পৌঁছে লোকটাকে বিদায় জানাল

রানা। উপকারের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল। একটু পর নেমে এসে বয়ের কাজ দেখতে গেল। ড্রিলিং ট্রাকের সাহায্যে নতুন এক শট হোল খনন করছে তখন সে। নিচের পাথরে বাড়ি খেয়ে অনবরত, নিয়মিত ছন্দে প্রতিধ্বনি তুলছে ড্রিল বিটের কট্ কট্ আওয়াজ।

ওদের থেকে অনেকটা দূরে, ওপরে, জাজমেন্ট ড্যাম দেখা যাচ্ছে। প্রচুর লোক বাঁধের গায়ে, সবাই ব্যস্ত। বাঁধের এপাশ দিয়ে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বয়ে চলেছে থান্ডার ক্রীক স্ট্রীম, যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে হেনরি ফেরগাস তৈরি করছে ওই ড্যাম।

'শুরু করে দিয়েছে ওরা,' কাজ থেকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলল বয় ব্লাডেন। 'খুব জোরেশোরে।'

পকেট থেকে বিনকিউলার বের করে চোখে লাগাল মাসুদ রানা। প্রথমে নজর দিল হয়েস্টের কংক্রিট হাউজিঙের ওপর। কেবল টার্মিন্যালের পাশের উঁচু এক পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পিটার ট্রিভেডিয়ানের ওপর চোখ পড়ল রানার সবার আগে। সে-ও দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখছে ওদের। তার পিছনে ল্যান্ড করল মালপত্র ঠাসা কেবল হয়েস্ট। সিমেন্ট আর লোহার রেইল বোঝাই দুটো ট্রাক নিয়ে এসেছে ওটা। ওদিকে বাঁধের গায়ে ব্যস্ত প্রচুর শ্রমিক। প্রকাণ্ড চার মিকসার মেশিন থেকে নরম মিকশ্চার নিয়ে এসে ঢালছে ড্যামের দুই দেয়ালের ফাঁকে।

নজর সরিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল মাসুদ রানা। বয় ব্লাডেন যেখানে কাজ করছে, তার কয়েকশো গজ নিচে, ডানদিকে, গর্তমত এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। জং ধরা বড় এক কগ হুইল এবং কাঠের তৈরি টাওয়ারের মত একটা কাঠামো দেখা গেল ওখানে। মান্ধাতা আমলের এক বয়লারের ধ্বংসস্তূপ আর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কিছু যন্ত্রপাতিও দেখা যাচ্ছে। চোখ কুঁচকে জিনিসগুলো দেখল মাসুদ রানা। 'ওগুলো কি ওখানে?'

'জানেন না?' বিস্মিত দেখাল বয়কে। 'ওটাই তো কিং সাউলের কূপ। সাউল নাম্বার ওয়ান।'

'আই সী! কতদূর খোঁড়া হয়েছিল?'

'চার হাজার ফুটের কিছু বেশি। খনন শেষ হওয়ার আগেই জেল হলো আপনার দাদার, পড়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেল সব।'

ড্রিলিং ট্রাকের কাছে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'অ্যান্টিসিলিনের সন্ধান কোন জায়গায় পেয়েছেন আপনারা?'

পাথরে পা ঠুকে হাসল বয়। 'এখানেই।'

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল দু'দিন। সোমবার লাঞ্চের পর মাসুদ রানা আর বয় রওনা হয়ে পড়ল গ্যারি কিওগের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে। নিজের দুই সহকারীকে দ্বিতীয় শট হোল খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছে হাফ ইন্ডিয়ান। রাতে এবং ভোরের দিকে বরফ পড়েছে আজ, কড়া রোদ পেয়ে গলছে তা এখন। অনেকগুলো সরু ধারায় ছুটে চলেছে পানি ক্রীক স্ট্রীমের দিকে। স্যাডলের দিকে যত উঠছে ওরা, ততই বাড়ছে বাতাসের বেগ।

বয় ব্লাডেন রয়েছে আগে, হাতে অতিরিক্ত একটা ঘোড়ার লাগাম ধরা আছে তার। কিওগের জন্যে নিয়ে যেতে হচ্ছে ওটাকে। স্যাডলে উঠতেই প্রচণ্ড বাতাস প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলল ওদের। বাতাসতাড়িত পাউডারের মত নরম তুষারে ঢাকা পড়ে গেল চোখমুখ—অন্ধকার দেখল রানা ও বয়। অগ্রযাত্রা প্রায় অসম্ভব করে তুলল বাতাস। ঘোড়ার ওপর পথ দেখে এগোবার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকল দু'জনেই।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে প্রচুর সময় লাগল, ততক্ষণে অনেক নিচে এসে পড়েছে ওরা। অনেক দূরে, নিচে, ড্যামের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। এখন আরও ছোট দেখা যাচ্ছে সব। কিংডমের চাইতে এখান থেকে বাঁধের দূরত্ব প্রায় দ্বিগুণ। থেকে থেকে পাহাড় কাঁপিয়ে

ছুটে যাচ্ছে পিটারের মালবাহী হেভি আমেরিকান ট্রাক, নিচের গাছপালার আড়ালে আড়ালে ছুটছে ওগুলো ক্রীক রোড ধরে, দেখতে পাচ্ছে না রানা।

একসময় ন্যাড়া পাহাড় ছেড়ে বনের ভেতর পড়ল ওরা। সহজ হয়ে উঠল চলা। গোড়ালি সমান উঁচু বরফের ওপর চমরি গরু, হরিণ ইত্যাদির পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে চলল মাসুদ রানা। আর কি কি জন্তু আছে এ অঞ্চলে, ভাবছে।

'ভাল্লুকও আছে প্রচুর,' যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে উঠল বয়। 'বিরাট একেকটা। এ সময় অবশ্য বাইরে আসে না ওরা। আসবে বরফ একেবারে গলে যাওয়ার পর, কম করেও এক মাস দেরি আছে তার।'

গড়িয়ে পশ্চিমে চলে গেল সূর্য, ডুব দিল এক সময়। সন্ধে উৎরে রাত নামল রকিতে। তবু শেষ নেই পথচলার। সাড়ে আটটার সময় ফর্কড লাইটনিং মাউন্টেনের পায়ের কাছে, যেখানে গাড়ি পার্ক করেছিল সেদিন উইনিক, সেখানে পৌঁছল ওরা। প্রচণ্ড ক্লান্তি আর খিদেয় মাসুদ রানার তখন মরণদশা। পড়ে থাকা একটা গাছের ওপর বসে সাথে আনা খাবার খেয়ে নিল দু'জনে। তারপর শুরু হলো প্রতীক্ষা। তখনও ঝোপের ওপাশের রাস্তা ধরে বিরতিহীন আসা-যাওয়া চলছে ট্রাকের, তাদের হেডলাইটের তীব্র আলোয় থেকে থেকে আলোকিত হয়ে উঠছে রানা-বয়ের অবস্থান, কিংডমের পনি ট্রেইল এন্ট্রান্স।

সঙ্গে আনা পুরু গ্রাউন্ডশীট মাটিতে বিছিয়ে বসল ওরা দু'জন। কম্বল দিয়ে কান মাথা ভাল করে ঢেকে সিগারেট ধরাল। এক সময় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। তিনটের দিকে জাগাল ওকে বয় ব্লাডেন। 'একটা গাড়ির আভাস পাচ্ছি। বোধহয় গ্যারি আসছে।'

গাছের মাথায় আলোর আভাস দেখল রানা। উঠে বসে

সিগারেট ধরাল। ঠিক পাঁচ মিনিট পর পৌঁছল গ্যারি কিওগ। রাস্তায় উঠে গিয়ে পথ দেখিয়ে তাকে ঝোপের কাছে নিয়ে এল বয় ব্লাডেন। 'ব্যাপার কি?' রানাকে দেখে প্রশ্ন করল দানবীয় আইরিশ। 'এত গোপন মীটিঙের আয়োজন কেন?'

উত্তর না দিয়ে পিছনের সীটে উঠে বসে খানিক হীটারের উত্তাপ অনুভব করল মাসুদ রানা। বয়ও ঢুকে পড়েছে ভেতরে। এত দীর্ঘ সময় খোলা আকাশের নিচে বসে থাকায় দেহের প্রতিটি কলকব্জা জমে বরবাদ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে ওদের। দীর্ঘ সময় পর মুখ খুলল মাসুদ রানা। প্রচুর সময় নিয়ে লোকটাকে, সেই সাথে বয়কেও জানাল নিজের পরিকল্পনার কথা। সব শুনে খুব বিস্মিত হলো কিওগ, বয় হলো কি না বোঝা গেল না, কারণ সে কোন প্রশ্ন করল না।

'কিন্তু ট্রিভেডিয়ানের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। ও যদি হয়েস্ট ব্যবহার করতে না দেয়, এতসব মালপত্র কিংডমে তুলব কি করে আমি?' বলল কিওগ।

'কয় ট্রাক মাল হবে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'তা ধরুন দুটো অয়েল ট্যাঙ্কার, দুই ট্রাক ফুল লোড পাইপ। তারপর রিগ, ড্র ওয়ার্কস, টুলস, স্পেয়ারসসহ সমস্ত কিছু মিলিয়ে কম করেও ছয় ট্রাক হবে।'

অর্থাৎ হয়েস্ট কেজের চার ট্রিপ প্রয়োজন হবে, ভাবল মাসুদ রানা। পুরো বোঝাই হলে একবারে দুটোর বেশি ট্রাক তোলা ঠিক হবে না ওতে। 'ওসব কিংডমে নেয়ার দায়িত্ব আমার,' দৃঢ় স্বরে বলল ও।

'যদি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন?'

'যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দেব। চলবে?'

একটু ভেবে মাথা দোলাল আইরিশ। 'চলবে।'

'এবার তাহলে ড্রিলিঙের ডিউরেশন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।'

'নিজ খরচে টানা তিন মাস কাজ চালিয়ে যেতে পারব আমি। বয় যে ডেপথের ধারণা আমাকে দিয়েছে, তাতে আমার অনুমান অয়েল হিট করতে আমাদের ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার ফুট পর্যন্ত খনন করতে হবে। সে জন্যে তিন মাস যথেষ্ট সময়। তবে...সেই ঝুঁকি নেয়ার আগে অ্যান্টিসিলিনের ব্যাপারে শিওর হতে হবে...'

দ্রুত বাধা দিল তাকে বয়। 'কেন, উইনিক বলেনি সে কথা?'

'হ্যাঁ, বলেছে। তবু, আমি নিজে দেখতে চাই গিয়ে।'

'নিশ্চই যাবেন,' বলল মাসুদ রানা। 'আপনার জন্যে ঘোড়া নিয়েই এসেছি আমরা।'

'গুড!'

গাড়ি আড়ালে এনে পার্ক করে ভোর চারটের দিকে কিংডম রওনা হলো ওরা। পৌঁছল দুপুরের আগে। বয়ের সার্ভে এবং তার প্র্যাকটিক্যাল নমুনা দেখে খুবই প্রভাবিত হলো গ্যারি কিওগ। এতই খুশি হলো, সম্ভব হলে তক্ষুণি বুঝি ফিরতি পথ ধরে। রাতটা কোনমতে কাটিয়ে খুব ভোরে রওনা হয়ে গেল সে। বয় গেল তার সাথে। রাত দশটার দিকে আস্ত এক হরিণ শিকার করে কিংডমে ফিরল বয়। নিজেই লেগে পড়ল ভূরিভোজের আয়োজন করতে। সেদিন অনেক রাতে ঘুমাতে গেল ওরা।

পরদিন ভোর থেকে দ্বিতীয় শট হোলের বাকি কাজ শেষ করতে লেগে পড়ল বয় ও তার দুই সঙ্গী। পর পর কয়েকদিন ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওদের। প্রায় অন্ধকার থাকতে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধের পর। ওদিকে মহাধুমসে চলছে পিটারের কাজ। লোকসংখ্যা এরমধ্যে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। শ্রমিকদের থাকার জন্যে ব্যারাক, ডাইনিং হল,

কুকহাউস, ল্যাট্রিন ইত্যাদি তৈরির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। ওসবের পিছনে খাটতে হচ্ছে বলে গত কয়েকদিন ধরে বাঁধের কাজ প্রায় বন্ধই রেখেছে পিটার। জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে। রাতে প্রচুর আলো জ্বলে ক্যাম্প সাইটে, আর্ক লাইটও জ্বলে। গ্রাম্য বাজারের মত আলোকিত হয়ে থাকে সাইট রাতের বেলা।

'ওদের কাজ শেষ হতে কতদিন লাগবে মনে হয় আপনার?' এক রাতে জানতে চাইল উৎকণ্ঠিত বয় ব্লাডেন। ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তায় পড়েছে সে মনে হলো।

'ঘাবড়াবেন না,' বলল মাসুদ রানা। 'এখনও অনেক দিনের ধাক্কা।'

'আমি ভেবে পাই না, মিস্টার রানা, কি করে কিওগের ট্রাক হয়েস্টের সাহায্যে পার করবেন আপনি। ওখানে পিটারের লোকসংখ্যা কম করেও একশো হবে। আর এদিকে আমরা মাত্র...' রানাকে হাসতে দেখে থেমে গেল বয়।

'ওরা পাঁচশো হলেও আমাদের কিছু আসবে যাবে না।'

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বয় ব্লাডেন। 'ওয়েল, মানুষ না হয় বুঝলাম কোন সমস্যা হবে না, কিন্তু ওই আর্ক লাইট?'

'ওগুলো? হয়েস্টে ট্রাক তোলার সময় ওই আলো আমাদের কাজে লাগবে।'

কাছে এসে রানার বাহু আঁকড়ে ধরল লোকটা। 'কী সব উল্টোপাল্টা বলছেন পাগলের মত!'

উত্তর দিল না ও। মুচকে হাসল কেবল।

'ফর গডস্ সেক, হাসবেন না। কি ভাবে কি করবেন খুলে বলুন।'

মাথা দোলাল রানা। 'এ সব যত কম লোকে জানবে, ততই ভাল।'

হতভম্বের মত খানিক বাঁধের গায়ে কাজে ব্যস্ত লোকগুলোকে দেখল বয়, তারপর ওর দিকে তাকাল আবার। 'এত মানুষ,' অন্যমনস্ক গলায় বলল সে। 'এত অর্গানাইজড এক টীম, কি করে...'

'সময় হোক, ডিজঅর্গানাইজ করে নেব ওদের।'

চোয়াল একটু যেন ঝুলে পড়ল বয়ের। চোখের তারায় অজানা একটা ভাব। 'তার মানে আপনি...নাহ্! অমন কাজ আপনি কিছুতেই...কিন্তু তাহলে আর কি পথ আছে! যদি আপনার ভেতরটা পড়তে পারতাম, মিস্টার রানা। একেক সময় মনে হয় আপনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। মনে হয়...মনে হয় আপনি যেন অন্য কোন গ্রহ থেকে এসেছেন।' মাথা দোলাল বয় আপনমনে। 'আপনাকে বুঝি না আমি।'

পরের কয়েকটা দিন বয়কে বেশ চুপচাপ দেখল মাসুদ রানা ওর সামনে কথা বলে না তেমন একটা। চাউনি দেখলে মনে হয় লোকটা বুঝি ভয় পেতে শুরু করেছে ওকে। বেশিরভাগ কানাডিয়ানের মত সে-ও আইনের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। মাসুদ রানা কিছু বেআইনী অপকর্ম করতে যাচ্ছে ভেবেই সম্ভবত ঘাবড়ে গেছে মানুষটা। অবশেষে একদিন শেষ হলো দ্বিতীয় শট হোলের কাজ, শব্দ-তরঙ্গ রেকর্ড করে ক্যালগারি রওনা হয়ে গেল বয় ব্লাডেন।

তার হাতে গ্যারি কিওগের জন্যে একটা চিঠি দিয়ে দিল মাসুদ রানা। তাতে কবে এবং কখন সমস্ত মালপত্র নিয়ে থান্ডার ক্রীক রোডের ঠিক কোন জায়গায় পৌঁছতে হবে তাকে, সে বিষয় স্পষ্ট করে লিখে দিল ও। জানিয়ে দিল, সেখানে রানা সাক্ষাৎ করবে তার সঙ্গে। ওটার সাথে একটা আন্ডারটেকিংও জুড়ে দিল, যাতে রানা যদি ব্যর্থ হয় কিওগের ট্রাক বহর কিংডমে নিয়ে যেতে, ফেরত

যেতে বাধ্য হয় সে সবসহ. তাহলে যাবতীয় পথ-খরচ ইত্যাদি রানা বহন করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া থাকল। একই সাথে বয় ব্লাডেনকেও একটা বণ্ড দিল, তাতে ফিফটি-ফিফটি শেয়ারের লিখিত স্বীকৃতি দেয়া হলো।

'ফিরতে দেরি করবেন না,' বলল রানা।

মাথা দুলিয়ে হাসল বয়। 'প্রশ্নই আসে না দেরি করার।'

'গোল্ডেন কাফে থেকে ফোন করে সেকেন্ড শট হোল পরীক্ষার রেজাল্ট জানিয়ে দেবেন ম্যাককে। আমি খোঁজ নেব।'

'শিওর।'

'আর টেলিফোন ইকুইপমেন্টের কথা ভুলবেন না।'

মাথা কাত করে ওকে দেখল বয়। হাসল। 'আপনার হয়েস্ট কানেকশনের সাথে ফোনের ব্যাপারটা জড়িত নিশ্চই?'

সরাসরি জবাব দিল না রানা। 'ওটা ছাড়া কিছু করা যাবে না।'

'চিন্তা করবেন না।'

স্যাডলে বসে লোকটার চলে যাওয়া দেখল মাসুদ রানা। সে অদৃশ্য হয়ে যেতে ঘোড়া ঘুরিয়ে কিংডম ফিরে চলল অলস গতিতে। কোন কাজ নেই এখন ওখানে, তাড়াতাড়ি গিয়ে লাভ কি? মিনিট দশেক পর চারদিক উদ্ভাসিত করে সূর্য উঠল। তার উত্তাপে কিছুক্ষণের মধ্যে গা গরম হয়ে উঠল রানার। হঠাৎ মনে পড়ল অবশেষে গ্রীষ্ম পৌঁছতে পেরেছে রকিতে। থেমে পড়ল ও, অনুভব করতে লাগল রোদের তেজ।

ঘুরে তাকাল বাঁধের দিকে। পিঁপড়ের মত ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাজ করছে শ্রমিকরা, চারটে প্রকাণ্ড মিকসার মেশিন বিরতিহীন ঘুরে চলেছে। যদি প্রতিযোগিতায় জিতে যায় হেনরি ফেরগাস, যদি বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায় কিংডম, দৃশ্যটা কেমন লাগবে কল্পনা করল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে হীল দিয়ে আঘাত করল ঘোড়ার

পেটে। র‍্যাঞ্চ হাউসে রাইফেল আছে দুটো, একটা আলবেরি সাউলের, অন্যটা বয় ব্লাডেনের। বিল ম্যানিয়ন আর ডন লেগার্ট সময় কাটানোর কিছু না পেয়ে ও দুটো নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেল পরদিন সকালে।

মাসুদ রানা শুয়ে-বসে বিশ্রাম নেয়। ঢাকার কথা, বিসিআইয়ের কথা ভাবলে কষ্ট লাগে, তাই ওসব ভাবতে চায় না। রোদে বসে বিনকিউলারে চোখ লাগিয়ে বাঁধের কাজ দেখতে লেগে যায় যখন সে সব মনে পড়ে। জোর করে নিজেকে অন্য কিছু ভাবতে বাধ্য করে। এখন পরিষ্কার টের পাচ্ছে ও, রোজ যেখানে একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ার কথা, সেখানে ঘটছে উল্টোটা। হারানো শক্তি বরং ফিরে আসছে ক্রমেই। আগের মত শ্বাস কষ্টে ভোগে না রানা যখন-তখন, খুব কম ঘটে ব্যাপারটা। কারণ কি? একেক সময়ে নিজেকেই প্রশ্ন করে, মনের মধ্যে কী যেন এক দূরাশা উঁকি দেয় মাঝেমধ্যে।

ওদিকে ড্রিলিঙের পুরো ইকুইপমেন্টসহ গ্যারি কিওগকে নির্দিষ্ট সময় রিসিভ করার এবং কিংডমে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ঘষে-মেজে চকচকে করে ফেলেছে মাসুদ রানা। জানে, যত কঠিনই মনে হোক, কাজটা ঠিকই করতে পারবে ও। এরচেয়ে হাজারগুণ কঠিন কাজ করেছে জীবনে বহুবার, এ তো সে তুলনায় কিছুই না।

তিন দিন পর বিলকে নিয়ে কাম লাকি এল মাসুদ রানা। লক্ষ করল, বেশ পরিবর্তন ঘটেছে শহরের। বেশ কিছু নতুন ঘরবাড়ি উঠেছে, পুরানো অনেকগুলো মেরামত করে রং চড়ানো হয়েছে গায়ে। গোল্ডেন কাফে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল।

'কি খবর?' সন্দিগ্ধ চোখে দেখল ওকে ম্যাক। 'কিংডম অসহ্য হয়ে উঠেছে নাকি?'

'না। কোন চিঠিপত্র এসেছে কি না জানতে এলাম।'

'হ্যাঁ, একটা টেলিগ্রাম আছে।' পকেট থেকে মুখ বন্ধ একটা খাম বের করে দিল বৃদ্ধ। 'গতকাল এসেছে।'

খাম ছিঁড়ে বার্তাটা বের করল মাসুদ রানা। বয় ব্লাডেনের বার্তা। ওটা এরকমঃ রেজাল্টস পারফেক্ট স্টপ হ্যাভ সীন জি স্টপ হি উইল অ্যাট হাউস অ্যাজ অ্যারেনজড্ স্টপ অ্যারাইভিং কাম লাকি টুইসডে। অর্থাৎ, আগামীকাল, ভাবল ও।

মুখ তুলল রানা। 'পিটার আছে অফিসে?'

'থাকতে পারে,' মাথা দোলাল ম্যাক। 'আজকাল অবশ্য ড্যামের কাছেই থাকে সে সারাদিন। ভাল কথা, মিস্টার রানা, জিন ফিরে এসেছে।'

'কে?'

'জিন লুকাস। কাল রাতে আপনার খোঁজ নিতে এসেছিল। জানতে চেয়েছে কি করছেন আপনি কিংডমে।'

'কি বললেন আপনি?'

এই প্রথম হাসল ম্যাক। 'বলেছি ওপরে গিয়ে দেখে আসতে।'

'ঠিক পরামর্শ দিয়েছেন,' বলে হাসি মুখে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। জিনের কথা মনে জাগতেই দিল না ও। সামনে কঠিন কাজ, কোন মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার সময় নয় এটা। অফিসেই পাওয়া গেল পিটারকে। মাসুদ রানাকে দেখে অবাক হলো সে, এবং মুখে এক টুকরো হাসিও ফুটাতে সক্ষম হলো শেষ পর্যন্ত।

'কি করতে পারি আপনার জন্যে, মিস্টার মাসুদ রানা? ব্লাডেনের ট্রাক নামিয়ে আনার ব্যাপারে...'

'না। আমি আরও কিছু ট্রাক ওপরে নিতে চাই,' রানাও হাসল পাল্টা।

'তার মানে?' চোখ কোঁচকাল পিটার। 'কি তুলতে চান, সাপ্লাই?'

'ড্রিলিং রিগ।'

'ড্রিলিং রিগ!' হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। 'ঠাট্টা করছেন আমার সাথে? কোন রিগফিগ যাবে না ওপরে।'

বিল ম্যানিয়নের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'শুনলে তো এঁর কথা, বিল? বাই দ্যা ওয়ে, পিটার, এ বিল ম্যানিয়ন। তা হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম ট্রাকপ্রতি অথবা টনপ্রতি একটা রেট কোট করে...'

'কোটেশন!' হা-হা করে হেসে উঠল পিটার ট্রিভেডিয়ান। 'দুঃখিত, মিস্টার রানা! ওটি হবার নয়।'

'আমি ইনসিস্ট করছি।'

'ইনসিস্ট! আর হাসাবেন না, প্লীজ! এখন আসুন আপনি, আমি খুব ব্যস্ত আছি। সী ইউ!'

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ফিরে এল গোল্ডেন কাফে। 'আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি?' প্রশ্ন করল ও হোটেল মালিককে।

'শিওর! প্রাইভেট কিছু?' অফিস ত্যাগের উদ্যোগ নিল বৃদ্ধ।

'না, তেমন কিছু নয়। থাকুন আপনি।' অপারেটরকে ক্যালগারি ট্রিবিউন পত্রিকার নম্বর দিল মাসুদ রানা, পত্রিকার সম্পাদককে ওর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে অনুরোধ করল গোল্ডেন কাফের নম্বরে। আধ ঘণ্টা পর সাড়া দিল সম্পাদক। 'আলবেরি কিংডমের সার্ভের ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়েছে আপনাকে উইনিক?' জানতে চাইল রানা।

'কে বলছেন আপনি?'

'মাসুদ রানা। কিংডমের উত্তরাধিকারী।'

'গ্ল্যাড টু মীট ইউ! হ্যাঁ, দিয়েছে। বয়ও এসেছিল কয়েকদিন আগে, ওর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনেছি। ছেপেও দিয়েছি আমরা সে সব।'

'অনেক ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে নতুন আরেকটা খবর আছে।'

'বলুন, শুনছি আমি।'

হয়েস্ট ব্যবহার করতে দেয়ার ব্যাপারে পিটারের তীব্র আপত্তির কথা সম্পাদককে জানাল মাসুদ রানা। 'আপনি বোধহয় জানেন, ওই রাস্তা ব্রিটিশ সরকার তৈরি করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেটাকে সামান্য মেরামত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে পিটার। গেট বসিয়েছে পথে, সশস্ত্র গার্ডও বসিয়েছে গেটের পাহারায়। পাবলিক প্রপার্টি হওয়া সত্ত্বেও ওই পথে কাউকে আসা-যাওয়া করতে দিচ্ছে না সে।'

'আই সী! ঠিক আছে, আজই তাহলে খবরটা ছেপে দিচ্ছি আমি। দেশের স্বার্থহানি করার অধিকার কারও নেই। আপনি তাহলে কিংডমে নতুন কূপ খনন করতে চান?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ় স্বরে বলল মাসুদ রানা। 'চাই।'

'ওয়েল, এগিয়ে যান,' হাসল সম্পাদক। 'আমি আছি আপনার পিছনে। যখন যে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে, জানাবেন আমাকে। ওকে?'

'ওকে, থ্যাঙ্কস।'

'গুড লাক।'

রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা। এতক্ষণ একদৃষ্টে ওকে দেখছিল ম্যাক, এবার মুখ খুলল সে। 'সত্যিই তাহলে ড্রিলিং শুরু করতে যাচ্ছেন আপনি কিংডমে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ও। 'জেমস সম্ভবত আমাকে হয়েস্টের ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবে না, তাই না?'

'মনে হয় না।'

'আমিও তা ভেবেছি।' উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'ওয়েল! থ্যাঙ্কস এনিওয়ে!'

'জিন যদি আবার আসে আপনার খোঁজে, কি বলব ওকে?'

খানিক ইতস্তত করে বলল রানা, 'বলবেন, কিংডমে জেনারেল কুকের একটা পদ খালি আছে। ও চাইলে যে কোনদিন এসে জয়েন করতে পারে।'

'পদটা আগেও ওরই ছিল,' হেসে মাথা দোলাল ম্যাক। 'বলব।'

টেলিফোনের বিল শোধ করে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। 'কালই তো আসছে বয়,' বাইরে এসে বলল বিল। 'এখানেই কেন অপেক্ষা করি না আমরা ওর জন্যে?'

'অপেক্ষা করব ঠিকই, তবে এখানে নয়। সামনে চলো, উপযুক্ত জায়গা আছে আমাদের মীটিঙের জন্যে। আজ রাতটা ওখানে কাটাব আমরা।'

শহর ছেড়ে থান্ডার ক্রীক উঠে এল ওরা। রাস্তার পাশ ঘেঁষে এগোতে থাকল। ওদের পাশ কাটিয়ে সাঁ-সাঁ করে ট্রাক আসছে-যাচ্ছে। ফর্কড লাইটনিং পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টানল মাসুদ রানা। 'এই সেই জায়গা।' নেমে পড়ল ও স্যাডল থেকে। ঝোপের আড়ালে নিয়ে ঘোড়া বাঁধল। ওর দেখাদেখি বিলও একই কাজ করল। সূর্য তখন বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে।

সঙ্গে আনা ক্যানড ফুড দিয়ে লাঞ্চ করল ওরা; তারপর গ্রাউন্ড শীট বিছিয়ে ঘুম দিল। সন্ধের একটু আগে উঠল ওরা। তৈরি হয়ে ঘোড়ায় চড়ল, তারপর বিলকে পিছনে আসতে বলে আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্রীক রোডে উঠল মাসুদ রানা। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল পিটারের বসানো গেটের দিকে। গেটের সামান্য দূরে থাকতে বনের ভেতর ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। ওর পিছনে লেজের মত লেগে আছে বিল ম্যানিয়ন।

খানিকটা পথ ঘুরে দূর দিয়ে গার্ড হাউসের পাশ কাটাল মাসুদ রানা, ওটাকে আধ মাইল পিছনে ফেলে এসে আবার পাকা রাস্তায়

উঠল। এগোতে শুরু করল ক্রীক হেডের দিকে। এর মধ্যে সূর্য ডুব দিয়েছে, অন্ধকার গ্রাস করে নিয়েছে সবকিছু। ঘন ঘন চোখ তুলে রানাকে পর্যবেক্ষণ করছে বিল, বুঝে উঠতে পারছে না কি করার ইচ্ছে ওর। কিন্তু কোন প্রশ্ন করে মাসুদ রানার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাতেও রাজি নয় সে। ধৈর্য ধরে কেবলই অনুসরণ করে চলেছে ওকে।

গার্ড হাউস ছাড়িয়ে এক মাইল এগিয়ে থেমে পড়ল মাসুদ রানা। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে। হয়েস্ট কেসিঙের মাইল দুয়েক আগে, পথের ঠিক মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট এক পাহাড়। ফলে এখান থেকে ডানে বেঁকে গেছে পথ। রানার অনুমান, কম করেও এক মাইল গিয়ে তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিয়ে ফিরে এসেছে ওটা। পাহাড়টার ও প্রান্তের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে, তাও অন্তত আধমাইল দূরে হবে। বেশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে পথটা। ওটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এরকমই দেখতে আরেকটা পাহাড়। তার অনেকটাই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে পিটার রাস্তা মেরামতের সময়।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে পরের পাহাড়ের দিকে এগোল মাসুদ রানা। কিছুদূর যাওয়ার পর ক্রীক হেডের দিক থেকে একটা ট্রাক আসছে দেখে দ্রুত রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল ওরা, আশ্রয় নিল বনের ভেতর। তারপর আবার ফিরে এল রাস্তায়, ধীরেসুস্থে উঠতে থাকল ওপর দিকে। লক্ষ রেখেছে মাসুদ রানা, হয়েস্ট ক্যাম্পের টেলিফোন লাইনটা এদিক দিয়েই গেছে। রাস্তাঘেঁষা গাছের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এগিয়ে গেছে ওটা। আগে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল কেবল দুই হয়েস্ট ক্যাম্পের মধ্যে। এখন লাইনে আরও দুটো ফোন বেড়েছে, প্রথম দুটোর সাথে গার্ড পোস্ট এবং পিটারের অফিসের ফোন যুক্ত হয়েছে কিছুদিন আগে। মাসুদ রানার

বেআইনী হয়েস্ট সফরের পর।

জায়গামত পৌঁছে থামল রানা ও বিল। রাকস্যাক থেকে টর্চলাইট বের করে ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ের গায়ে কী যেন খুঁজতে লাগল মাসুদ রানা। 'বিশেষ কিছু খুঁজছেন আপনি?' এবার আর প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না বিল ম্যানিয়ন।

'গর্ত খুঁজছি।' কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাহাড়ের পিছনদিকে, রাস্তা থেকে পনেরো-বিশ গজ তফাতে তিন ফুট দূরত্বে পর পর দুটো গর্ত পাওয়া গেল। জায়গাটা ওভারহ্যাঙের মত ঝুলে আছে সামনের দিকে। খুব পছন্দ হলো মাসুদ রানার। গাছের ডাল কেটে ভেতরে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করল ও, দুটোই প্রায় আট ফুটের মত গভীর। সন্তুষ্ট মনে রাকস্যাক খুলে বসে পড়ল রানা, লেগে গেল কাজে। বয়ের মজুত থেকে নিয়ে আসা চারটে চার্জ বের করল ভেতর থেকে, এক সাথে দুটো করে বাঁধল। তারপর গর্তের দুই ফুট করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওগুলো। ফিউজের তার দুই ইঞ্চি মত বাইরে রেখে গর্তের মুখ বুজে দিল কাদা-মাটি দিয়ে। দুটো সরু গাছের ডাল দিয়ে গর্ত দুটো চিহ্নিত করে রাখল মাসুদ রানা। 'এবার চলো,' ক্রীকের ঠাণ্ডা পানিতে হাত ধুয়ে নিল ও। 'একটু সামনে যাওয়া যাক।'

ওখান থেকে পাঁচ-ছয়শো গজ দূরে গিয়ে একটা সেতুর সামনে থামল আবার রানা। আরও একজোড়া চার্জ সেট করল ওটার নিচের লগ সাপোর্টিঙের সাথে। এ দুটোর ডেটোনেটরের তার বেশ কিছুটা লম্বা রাখল। তারের প্রান্ত সেতুর গজ পাঁচেক তফাতে, রাস্তার পাশের এক বড় বোল্ডারের আড়ালে টেনে নিয়ে গেল, ছোট একটা পাথরের সাহায্যে চাপা দিয়ে রাখল। ওটা যাতে আর কারও চোখে না পড়ে, সেদিকেও নজর রেখেছে মাসুদ রানা।

ছোট ছোট ডাল, নুড়ি ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিল ও তারটা। 'অনেক হয়েছে,' বিলের দিকে তাকিয়ে হাসল মাসুদ রানা। 'চলো,

ফিরে যাই।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফর্কড লাইটনিং মাউন্টেনের দিকে চলল ওরা। ক্লান্তি বোধ করছে মাসুদ রানা, তারমধ্যেও মনটা খুশি খুশি লাগছে। এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালই এগিয়েছে কাজ, এখন আসলটুকু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে হয়। জায়গামত পৌঁছে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা খোলা আকাশের নিচে।

তিন

পরদিন একটু দেরিতে উঠে ধীরেসুস্থে নাস্তা খেল রানা ও বিল। মন খুশি মাসুদ রানার আকাশে মেঘ দেখে। গাঢ় রঙের মেঘ ঢেকে রেখেছে সূর্য, দু'একদিনের মধ্যে ওটা মুখ দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। ভালই হলো, ভাবল রানা, ও যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে আবহাওয়া খারাপ হলে একেবারে সোনায় সোহাগা হবে।

দুপুরের সামান্য পর ওদের হাইড আউটে পৌঁছল বয় ব্লাডেন। ক্যালগারি ট্রিবিউনের কয়েকটা কপি নিয়ে এসেছে সে, তাতে রিংডমের সার্ভের সত্যিকার রিপোর্ট প্রথম পাতায় খুব গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়েছে। এক পলক নজর বুলিয়ে পত্রিকা রেখে গ্যারি কিওগের খবর জানতে চাইল রানা।

'লটবহর নিয়ে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউসে এসে অপেক্ষা করছে সে,' বলল ব্লাডেন। 'আপনার ডাক পেলেই রওনা হবে।'

আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'রাতে ওয়েদার কেমন

হবে মনে করেন?'

'বৃষ্টি হতে পারে,' মেঘের ওপর চোখ রেখে বলল লোকটা। 'তুষারও পড়তে পারে। বাতাস পুবদিক থেকে বইছে।'

'তুষার?' খুশি হয়ে উঠল ও। বৃষ্টির চাইতে তুষার অনেক ভাল হবে রানার কাজের জন্যে। 'গুড! টেলিফোন কই?'

'আছে।'

'একশো পঞ্চাশ মাইল হাউস থেকে এখানে পৌছতে কয় ঘণ্টা সময় লাগতে পারে গ্যারি কিওগের?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'ছয়-সাত ঘণ্টা।' চিন্তিত মনে আবার আকাশ দেখল বয়। 'হেভি স্নো হলে মুশকিল। গ্যারির কয়েকটা ট্রাক ওজনের কারণে বসে যেতে পারে রাস্তায়।'

'বসে যাওয়া চলবে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'আজই পার করতে হবে ওগুলো। টেলিফোন সেটটা বের করুন।'

নিজের স্যাডল ব্যাগ থেকে একইরকম হাতলওয়ালা একটা সেট বের করল বয় ব্লাডেন, রাখল ওটা রানার গ্রাউন্ড শীটের ওপর। সন্দেহের চোখে দেখল সে রানাকে। 'এখন কি করবেন ফোন দিয়ে?'

সেটটা বগলে নিয়ে উঠে পড়ল রানা। 'কথা বলব গ্যারির সাথে। আসুন।'

আড়াল থেকে বের হওয়ার আগে কিছু সময় কান খাড়া করে ট্রাক বা অন্য কোন যানবাহনের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। না, নেই কোন আওয়াজ। নিশ্চিন্তমনে ক্রীক রোডে এসে উঠল ও, পিছন পিছন এল বয় এবং বিল। বিস্ময়ের সাথে রানার কার্যকলাপ লক্ষ করছে। ও তখন মুখ তুলে পিটারের টেলিফোন লাইন খুঁজছে। ওটার দেখা পেতে তেমন সময় লাগল না। ওদিকের মত এখানেও রাস্তার কিনারাঘেঁষা গাছের গা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হয়েস্ট

ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে লাইনটা। মাত্র কয়েক হাত ওপর দিয়ে।

সেটটা বয়ের হাতে দিয়ে প্রথম সুবিধেজনক গাছটায় উঠে পড়ল রানা তরতর করে। একটা আড়াআড়ি ডালের ওপর বসে হাত বাড়াল নিচে। 'দিন ওটা। দু'দিকে নজর রাখুন আপনি আর বিল।'

দ্রুত হাতে লাইন ট্যাপিং সম্পন্ন করল মাসুদ রানা। রিসিভার কানে লাগিয়ে হাতল ঘোরাতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পিটারের গলা শোনা গেল। মিনিট পাঁচেক কথা বলল সে কীথলি ক্রীকের সাথে। লাইন ডেড হয়ে যাওয়ামাত্র রিং করল মাসুদ রানা, এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করল গ্যারি কিওগের নাম্বারে। লোকটার সাড়া পেতে জিজ্ঞেস করল কখন রওনা হতে পারে সে।

'যখনই আপনি বলবেন,' জবাব দিল আইরিশ। 'আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কেবল এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া বাকি।'

'গুড!' হাসল মাসুদ রানা। 'আজ রাত সাড়ে এগারোটায় পৌঁছতে পারবেন ক্রীক এন্ট্রান্সে?'

'পথে যদি কোন অসুবিধে না হয়, চেষ্টা করলে আরও আগেই পারব।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক সাড়ে এগারোটায় জায়গামত পৌঁছলেই চলবে। টাইমিংটা খুবই জরুরী। আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে এখন?'

'দুটো ত্রিশ।'

'ওকে।' নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিল রানা গ্যারির সাথে। 'এবার মন দিয়ে শুনুন আমার কথা।'

'বলুন।'

'সাড়ে এগারোটায় ক্রীক এন্ট্রান্সে পৌঁছতে হবে আপনাকে, অতএব সময় হিসেব করে রওনা হবেন, ঘড়িতে নজর রেখে

এগোবেন সারা পথ। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'ট্রাক কয়টা আপনার?'

'ছয়টা।'

'ওকে। এক লাইনে, কাছাকাছি থাকতে বলবেন চালকদের। যদি পথে ড্যামের সাপ্লাই বহনকারী কোন ট্রাক পড়ে, ভুলেও তার সাথে যোগ দেবেন না। ক্রীক এন্ট্রান্সে যখন পৌঁছবেন, কেবল লিডিং ট্রাক ছাড়া আর সবগুলোর সমস্ত লাইট নিভিয়ে দিতে হবে। লিডিং ট্রাকের পার্কিং লাইট জ্বলবে শুধু। ওকে?'

গম্ভীর কণ্ঠে গ্যারি বলল, 'তারপর?'

'জায়গামত পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। যদি পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের কারও দেখা না পান, গাড়ি ঘুরিয়ে হাইড্রলিক ফিরে যাবেন। সেক্ষেত্রে কাল আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।'

'ঠিক আছে,' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল লোকটা।

'আজ রাতেই দেখা হবে আশা করছি। রাখলাম তাহলে।'

'এক মিনিট, মিস্টার রানা। আসলে আপনি কিভাবে কি...'

'এখন এত কিছু ব্যাখ্যা করার সময় নেই,' বাধা দিল মাসুদ রানা। 'সী ইউ অ্যাট ইলেভেন থার্টি, গুড বাই।' লাইন কেটে দিল ও, একটানে খুলে ফেলল লাইনের সাথে পেঁচানো সেটের তার। ওটা নিচে অপেক্ষমাণ বয়ের হাতে দিয়ে দ্রুত নেমে এল রানা। খেয়াল করল, অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে লোক দুটো। 'এই টেকনিক আপনি কোথায় শিখেছেন, মিস্টার রানা?' প্রশ্ন করল বয় ব্লাডেন, চেহারায় গভীর সন্দেহ তার।

'এক বন্ধুর কাছে,' অম্লানবদনে বলল ও।

হাইড আউটে ফিরে এল ওরা। বিলের মন বোঝা যাচ্ছে না,

তবে বয় বেশ গম্ভীর। ঘন ঘন আড়চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে সে। প্রতীক্ষা করতে কখনোই ভাল লাগে না মাসুদ রানার, আজও লাগল না। অস্থিরচিত্তে ক্যালগারি ট্রিবিউনের পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও সময় কাটানোর জন্যে। বারবার নাড়াচাড়া করে সন্ধের আগেই কাগজগুলোকে প্রায় ন্যাকড়া বানিয়ে ফেলল রানা।

অবশেষে রাত নামল রকিতে। আটটার দিকে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল ওরা। তারপর গোছগাছ সেরে আবার সেই অপেক্ষা। এরমধ্যে বয় কয়েকবারই মাসুদ রানার মুখ খোলাবার চেষ্টা করেছে, জানতে চেয়েছে ওর পরিকল্পনা, কিন্তু প্রতিবারই সযত্নে সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে রানা। রাত দশটা থেকে ঘন ঘন ঘড়িতে আর আকাশে চোখ বোলানো শুরু হলো ওর। নির্ধারিত সময় যত এগিয়ে আসছে, তত বাড়ছে টেনশন। নার্ভাস বোধ করতে শুরু করেছে রানা। 'কই, আপনার স্নোর কি হলো?'

মুখ তুলল বয় ব্লাডেন। এখনও আগের মতই গাঢ় আছে আকাশের রং। তারা নেই একটাও। 'হয়ে যাবে শুরু।'

'কখন?' কিছু একটা পড়ল মাসুদ রানার কানের ওপর। ঠাণ্ডা, এবং পালকের মত ওজনহীন। পরমুহূর্তে আরেকটা। আরও একটা।

'যে কোন মুহূর্তে।'

'শুরু হয়েছে!' কণ্ঠের উল্লাস চাপা থাকল না রানার। ওপরমুখো করে টর্চের সুইচ টিপল ও। প্রায় ঝপ্-ঝপ্ করে, তবে বৃষ্টির চাইতে অনেক ধীরগতিতে নেমে আসছে তুষার কণা। খোলা আকাশ যতটুকু চোখে পড়ে, সর্বত্র সাদা আর সাদা দেখল ওরা। ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা—দশটা পঁয়তাল্লিশ। 'বিল!' ডাকল ও।

'বলুন।'

'ঘোড়া নিয়ে রাস্তার সাইড দিয়ে এগিয়ে যাও গার্ড পোস্টের দিকে। রাস্তার ওপর দিয়ে যেয়ো না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে

ফেলতে পারে গার্ড। পোস্ট থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়া বেঁধে রেখে পোস্টের যতটা সম্ভব কাছে গিয়ে বসবে, যাতে লোকটাকে দেখতে পাও তুমি পরিষ্কার। সাবধানে! তোমাকে যেন দেখে না ফেলে সে।'

'দেখবে না। তারপর?'

'ঠিক সোয়া এগারোটায় একটা ফোন কল পাবে গার্ড, এবং সম্ভবত ফোন রেখেই সন্ধের সময় যে পাহাড়ের কাছে গিয়েছিলাম আমরা, সেদিকে হাঁটতে আরম্ভ করবে। যদি তাই করে সে, দশ মিনিট অপেক্ষা করবে তুমি, তারপর উঠে গিয়ে পুরো খুলে দেবে গেট, পাথর দিয়ে ঠেকিয়ে দেবে পাল্লা যাতে আপনাআপনি বন্ধ না হয়ে যায়।'

'কিন্তু যদি না যায় লোকটা?' বলল বিল।

'সে ক্ষেত্রেও ঠিক দশ মিনিটের মাথায় এদিকে রওনা হবে তুমি। যত দ্রুত সম্ভব এসে খবরটা জানাবে আমাদের।'

'যদি এখানে না পাই আপনাদের?'

'রাতটা এখানেই কাটিয়ে ভোরে ট্রেইল ধরে কিংডম চলে যাবে। ওখানে দেখা হবে আমাদের।'

'আর গার্ড যদি ফোন পেয়ে যেদিকে যাওয়ার কথা সেদিকে যায়?'

'তাহলে গেটে অপেক্ষা করবে। ওখানেই দেখা হবে। বুঝতে পেরেছ সব?'

কি কি করতে হবে, রানাকে শোনাল বিল ম্যানিয়ন। 'এই তো?'

'হ্যাঁ, গুড! রওনা হয়ে যাও। গুড লাক।'

যুবক অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে ঘুরে মাসুদ রানার দিকে তাকাল বয় ব্লাডেন। 'এরপর কি? আমরা কি করব?'

'আমরা অপেক্ষা করব।' ঘড়ি দেখল ও, এখনও পাঁচ মিনিট

বাকি এগারোটা বাজতে। 'ধুর!'

'আমার জন্যে কোন ইনস্ট্রাকশন নেই?'

'না।' অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখল রানা, বড় বড়, প্রায় জ্বলজ্বলে চোখে ওকে দেখছে মানুষটা। 'নেই।'

'কিন্তু ইনস্ট্রাকশন ছাড়া এ ধরনের কিছু...'

'কি ধরনের কিছু?' বাধা দিল মাসুদ রানা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো বয় সম্ভবত ওকে মুখ খোলাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু না, পরক্ষণে ভুল ভাঙল ওর।

'ঠিক আছে,' বলল লোকটা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে। 'শুধু বলুন, রক্তারক্তি কিছু ঘটাবেন না আপনি!'

অবাক হলো মাসুদ রানা। 'হঠাৎ এরকম সন্দেহ জাগল কেন মনে?'

'কারণ...' থেমে গেল দ্বিধাগ্রস্ত বয় ব্লাডেন।

'বলুন, কি কারণ?'

'কারণ আপনার সাথে পিস্তল আছে, আমি দেখেছি।'

কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখল রানা বিস্মিত দৃষ্টিতে, তারপর হেসে উঠল। 'এই কথা? বয়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে ওটা সব সময় আমার সাথেই থাকে। বহু বছর ধরে। কাজেই ওটার ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই।'

'আপনি আসলে কে, মিস্টার রানা? আপনার পেশা কি? কি করতেন কাম লাকি আসার আগে? এখন আপনি যে সব করছেন, সবাইকে দিয়ে করাচ্ছেন, তা অনেকটা মিলিটারি অপারেশনের মত। এসব...'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এক সময় আর্মিতে ছিলাম আমি। মেজর ছিলাম। কিন্তু সেজন্যে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। রক্তারক্তি তো অনেক পরের কথা; আমি যা করছি, তাতে কারও

গায়ে একটা টোকাও লাগবে না, বিলিভ মি!'

'সত্যি বলছেন?'

'একদম সত্যি। সাথেই তো আছেন, একটু অপেক্ষা করুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। তবু যদি সন্দেহ দূর না হয়, বলুন। ওটা আপনাকে দিয়ে দেব,' হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত হলো ও।

'না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি রানার হাত চেপে ধরল বয়। 'তার প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করেছি আমি।'

'গুড।' হাতঘড়ি দেখল ও। এগারোটা। 'চলুন। সময় হয়েছে।'

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আজ পিটারের ট্রাকের আনাগোনা বেশ কম। তাই নিশ্চিন্তে রাস্তার সাথেই ঘোড়া বাঁধল। মিনিট দশেক পর মাথার ওপরের গাছপালা আলোকিত হয়ে উঠল মনে হলো ওদের। একটু একটু করে বাড়ছে আলো। কাম লাকির দিক থেকে ক্রমে এদিকেই আসছে যেন তার উৎস। আলোয় যতদূর দেখা যায়, ঘন তুষারের মেঘ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। 'এসে পড়েছে গ্যারি!' চাপা গলায় বলল মাসুদ রানা।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। একটু একটু করে বাড়ছে আলো, সেই সাথে তার ব্যাপ্তিও বাড়ছে। গাড়ির ঝাঁকির সাথে আলোটাও ওপর-নিচে দুলছে। অনেকক্ষণ পর একটা ট্রাকের ওপর চোখ পড়ল ওদের, শেষ বাঁকটা ঘুরে মাঝারি গতিতে এদিকেই আসছে। বেশ দূরে রয়েছে অবশ্য এখনও। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ওরা।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, সময় হয়েছে। হাতে ধরা রাকস্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুত একটা কচি ফার গাছের দিকে এগোল। 'আমি কাজ সেরে আসছি,' বলল ও। 'আপনি এখানে থাকুন।'

গাছে চড়ে বসল রানা। দু'মিনিটের মধ্যে লাইনের সাথে টেলিফোন ক্লিপিং করে তৈরি হয়ে নিল। তারপর চোখ রাখল ঘড়িতে। গাড়িটা তখনও যথেষ্ট দূরে। ঠিক সোয়া এগারোটায়, ক্লিপিঙের ওপাশের, কাম লাকির দিকে গেছে যে দু'লাইন, সেগুলো প্লায়ার্স দিয়ে কেটে দিল মাসুদ রানা। তারপর রিসিভার কানে লাগিয়ে হাতল ঘোরাল টেলিফোনের। প্রথমবার সাড়া দিল না কেউ। আবার হাতল ঘোরাল ও। এবার জবাব দিল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

'ভ্যালি গার্ড!'

মাউথপীস মুখের সামান্য দূরে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল রানা, 'ট্রিভেডিয়ান বলছি! এইমাত্র খবর পেলাম...'

আরেকটা কণ্ঠ বাধা দিল ওকে। 'বাটলার বলছি হয়েস্ট ক্যাম্প থেকে। কে বলছেন?'

'ফোন রাখো, বাটলার!' খেঁকিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'আমি ভ্যালি গার্ডের সাথে কথা বলছি। ভ্যালি গার্ড?'

'বলুন, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান!'

'শোনো, আমি খবর পেয়েছি তোমার পোস্ট থেকে মাইল দুয়েক দূরে, ওপরে কোথাও পাথর ধসে রাস্তা বন্ধ...'

'অ্যাঁ? কোথায়?'

'পথের ওপর যে পাহাড়টা আছে ছোট, তার ওপাশে, মাইলখানেক পরে। এখনই চলে যাও তুমি, দেখে এসে জানাও আমাকে ব্যাপারটা কি।'

'আমি যাব গেট ফেলে?' বিস্মিত হলো গার্ড। 'তারচে' ওপরের ক্যাম্পে ফোন করে একটা গাড়ি পাঠালে ভাল হত না?'

'পাগল নাকি! এই স্নোর মধ্যে গাড়ি পাঠাব আমি কোথায় কি ঘটেছে তা ঠিকমত না জেনে? তুমি যাও!' খ্যাক করে উঠল মাসুদ

রানা। 'তোমার পোস্ট থেকে ও জায়গা অনেক কাছে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে শর্ট কাট্ রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি যাও, দেখে এসে জানাও আমাকে কি ঘটেছে।'

'কিন্তু, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান...'

'শাটাপ্!' বিকট এক হুঙ্কার ছাড়ল রানা। 'একটা কথাও আর শুনতে চাই না আমি, এক্ষুণি বেরোও! যাও!' দড়াম করে রিসিভার রেখে দিল ও।

'হয়েছে কাজ আপনার?' নিচ থেকে বলে উঠল বয় ব্লাডেন।

'না। আর দু'মিনিট,' বলে আবার রিসিভার তুলল ও। কানে লাগাল। লাইন ডেড। রিং ব্যাক যখন করেনি ভ্যালি গার্ড, তখন ধরে নেয়া যেতে পারে রওনা হয়ে গেছে সে। ঠিক দু'মিনিট অপেক্ষার পর ফোন নিয়ে নেমে এল মাসুদ রানা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডেডই ছিল লাইন। মাটিতে এসে সেটের তার গুছিয়ে ওটা রাকস্যাকে ভরল রানা।

'চলে গেছে গার্ড?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল বয়।

'মনে তো হয়,' ঘড়ি দেখল ও। এগারোটা তেইশ। 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি বিল না আসে, তাহলে বোঝা যাবে কাজ হয়েছে।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। গাঢ় অন্ধকার, অগ্রসরমান গাড়ি ঘুরে গেছে অন্যদিকে, ফলে আলো এদিকে সরাসরি আসছে না এখন, তবে আওয়াজ পাচ্ছে ওরা এঞ্জিনের, খুব অস্পষ্ট। বেশ কয়েকটা হেভি এঞ্জিন। তুষার পতনের হালকা শব্দও শোনা যাচ্ছে। মৃদু বাতাসে সর সর করে দোল খাচ্ছে গাছের পাতা। গ্যারিই তো? ভাবল মাসুদ রানা। একটু একটু করে বাড়ছে এঞ্জিনের আওয়াজ। হঠাৎ করেই আবার আলোকিত হয়ে উঠল সামনের অনেকটা জায়গা, এ মুখো হয়েছে হেডলাইট। যদিও তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

না কিছুই, তুষারের গাঢ় পর্দা খানিকটা হালকা সাদা রং পেয়েছে কেবল, এই যা।

এক সময় চড় চড় আওয়াজ তুলে আচমকা পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে এল অতিকায় এক কাঠামো—একটা ডিজেল ট্রাক। ঘড়িতে চোখ বোলাল মাসুদ রানা, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা। চমৎকার! ওদের ঠিক সামনে এসে থেমে পড়ল ট্রাক। ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ আওয়াজ করছে ওটার পরিশ্রান্ত হৃৎপিণ্ড।

'গ্যারি?' ডেকে উঠল বয় ব্লাডেন।

'হ্যাঁ।' ক্যাব থেকে কচ্ছপের মত কল্লা বের করল আইরিশ দানব। 'হ্যালো, মিস্টার রানা! এবার কি?'

'পিছনে আছে বাকি সব ট্রাক?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'আছে।'

ইশারায় বয়কে গ্যারির দিকের ফুটবোর্ডে উঠে পড়তে বলল ও। 'শেষবার কখন চেক করেছেন?'

'মাইল পাঁচেক আগে। এখন কি করতে হবে বলুন।'

'আগে বাড়তে হবে।'

ওর নির্দেশ শুনে গীয়ার এনগেজ করতে যাচ্ছিল ড্রাইভার, কিন্তু বাধা দিল গ্যারি কিওগ। 'তার আগে আপনার পুরো প্ল্যান জানতে হবে আমাকে। কোনও সমস্যায় পড়ব কি না, বুঝে নিতে হবে।'

'এগোতে থাকুন। হয়েস্ট ক্যাম্পে পৌঁছে জানাব।'

'দুঃখিত। ছয়টা গাড়ি বোঝাই মালপত্র এবং আমারসহ সাতটা প্রাণের দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। আমাকে জানতেই হবে কি করতে যাচ্ছেন আপনি।'

'দেখুন,' খেপে উঠল মাসুদ রানা। 'অহেতুক তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। এক মুহূর্তও অনেক মূল্যবান এখন। যত দেরি করবেন...!' থেমে দম নিল ও। 'গার্ড নেই এখন গেটে, জলদি

চলুন। প্রতিটি সেকেন্ড হিসেব করে পরিকল্পনা করেছি আমি, সামান্য এদিক ওদিক হলে বিপদ হয়ে যাবে। একবার যদি হাতছাড়া হয় এ সুযোগ, আর কোনদিন পাব না। আপনার এত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

তবু দ্বিধান্বিত মনে হলো লোকটাকে। অবশ্য রানার কণ্ঠের জরুরী আবেদন অনুভব করতে পেরেছে। মাথা দোলাল ড্রাইভারের উদ্দেশে, গীয়ার দিল সে। বয়কে ড্রাইভারের দিকের রানিং বোর্ডে উঠতে বলে মাসুদ রানা উঠল গ্যারির দিকেরটায়।

'সাইডলাইট জ্বেলে এগোনো সম্ভব?' ঝুঁকে ড্রাইভারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ও। জবাব না দিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকার চেপে ধরল ওদের চারদিক থেকে। হলদেটে, নিষ্প্রভ সাইডল্যাম্প জ্বলা না জ্বলা দুই-ই সমান। চট্ করে আবার অন করে দিল সে হেডলাইট। 'অসম্ভব! অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, জ্বলুক আলো। আস্তে আস্তে চলুন।' পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। নির্দেশের জন্যে বসে থাকেনি পিছনের পাঁচ ড্রাইভার, লীডিং ট্রাককে লাইট জ্বেলে এগোতে দেখে তারাও অন করে দিয়েছে হেডলাইট। ঘড়ি দেখল রানা—এগারোটা চল্লিশ। জোর পায়ে হাঁটলে এতক্ষণে পাহাড়টার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা গার্ডের। শুয়োপোকার মত গুড়ি মেরে এগিয়ে চলল ট্রাক বহর। রানিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা, নীরবে প্রার্থনা করছে ব্যাটা যেন আলসেমি না করে এ মুহূর্তে, একটু যেন জোরে পা চালায়। নইলে পথের মাঝে দেখা হয়ে গেলে বিপদ। এত আয়োজন সব ভেস্তে যাবে।

পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের রাস্তা অতিক্রম করতে পুরো দশ মিনিট ব্যয় হলো ওদের। একটু দূরে যখন ধীরে ধীরে চোখের

সামনে রূপ নিতে শুরু করেছে পাহাড়টা, তখনই দেখা গেল বিল ম্যানিয়নকে, পথের পাশে ঘোড়ার পিঠে বসা সে। কাঁধে, মাথায় বরফ জমে চেহারা হয়েছে ভূতের মত। বলতে হলো না, ড্রাইভার নিজে থেকেই দাঁড় করিয়ে ফেলল ট্রাক।

'বিল!' হাঁক ছাড়ল মাসুদ রানা।

'ইয়েস, মিস্টার রানা,' হাসল যুবক। এগিয়ে এল সামনে।

'গার্ড কোথায়?'

হাত তুলে পিছনের পাহাড় দেখাল বিল, 'সে তো কখন চলে গেছে ওপাশে। আমি আপনাদের দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আর চিন্তা নেই। ঠিক আছে সব, সো ফার। তুমি ফিরে যাও হাইড আউটে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোরে আমার আর বয়ের ঘোড়া নিয়ে ট্রেইল ধরে ফিরে এসো কিংডম, ওকে?'

'ওকে, বস্।'

'যাওয়ার পথে গেটটা বন্ধ করে রেখে যাওয়ার কথা ভুলো না যেন।'

হাসল বিল। 'তাই কি ভোলা যায়?' ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারল যুবক। 'গুড নাইট অ্যান্ড গুড লাক!' দ্রুত মিলিয়ে গেল সে অন্ধকারে।

'চলুন!' ড্রাইভারকে বলল মাসুদ রানা।

গড়াতে শুরু করল চাকা। সামান্য এগিয়ে পাহাড় বাঁয়ে রেখে ডানে ঘুরল দৈত্যাকার ট্রাক। সামনের হেয়ারপিন বেন্ড ঘোরার সময় এর চাকা রাস্তা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটায় কি না ভেবে খানিক দুশ্চিন্তায় ভুগল ও। ট্রিভেডিয়ানের ট্রাকের চাইতে এগুলোকে বড় মনে হয়েছে ওর দেখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না, নিরাপদেই বাঁক অতিক্রম করে এল প্রতিটা ট্রাক।

আবছাভাবে মাথার ওপর ঝুলে থাকা ওভারহ্যাঙটার দিকে তাকাল রানা এক পলক। মুচকে হাসল কি ভেবে।

'এবার শুনুন, গ্যারি,' জরুরী কণ্ঠে বলল ও। 'এখান থেকে সোজা ছয়-সাতশো গজ সামনে, হাতের ডানে বনের গাছপালা বেশ পাতলা, আর্থ ফ্লোর শক্ত মাটির, কোথাও কোন গর্ত বা খাদ নেই, একদম সমতল। এরকম বিশটা ট্রাক দাঁড়াতে পারবে ওখানে।'

হতভম্ব দেখাল আইরিশকে। 'সেখানে কি?'

'জায়গামত পৌঁছে রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়বেন ট্রাক নিয়ে। বনের একটু ভেতর দিকে গিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে পার্ক করবেন গাড়িগুলো। প্রত্যেকটার আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করবেন ওখানে। নো লাইটস, নো স্মোকিং। জোরে কথাও যেন কেউ না বলে। শেষ ট্রাকটা আমি ঠেকাচ্ছি, ওটা নিয়ে একটু পরে আপনাদের সাথে যোগ দেব আমি।'

'যাচ্ছেন কোথায়?' হাসল গ্যারি। 'আরেকটা ফোন করতে হবে?'

'হ্যাঁ।' লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল মাসুদ রানা। 'এগোতে থাকুন!' বলে ছুটল উল্টোদিকে। খানিক পর পর চারটে ট্রাক পাশ কাটিয়ে যেতে দিল ও, হাত তুলে দাঁড়াতে ইশারা করল শেষেরটিকে। এটা অয়েল ট্যাঙ্কার।

'কি হয়েছে?' বলল ড্রাইভার। 'কে আপনি?'

'আমি মাসুদ রানা।'

'ও। থামালেন কেন?'

হাত তুলে রাস্তার পাশে ঝুলন্ত টেলিফোনের তার নির্দেশ করল রানা। 'ওটার যত কাছে সম্ভব পার্ক করুন গাড়ি। জরুরী একটা কাজ সেরে কয়েক মিনিট পর যাব আমরা।'

'ওকে।' গাড়ি পথের একেবারে কিনারায় নিয়ে দাঁড় করাল

ড্রাইভার, বন্ধ করে দিল এঞ্জিন। 'এবার?'

রাকস্যাক খুলে ভেতর থেকে ডিনামাইট ফাটানোর জন্যে ব্যাটারিচালিত, বাক্সের মত দেখতে একটা ডেটোনেটিং প্লাঞ্জার বের করল ও ব্যস্ত হাতে। সাথে এক কয়েল তার। ওটা বাঁ কাঁধে ঝোলাল, প্লাঞ্জারটা অন্য হাতে নিয়ে রাকস্যাক তুলে রাখল ট্রাকের সীটে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।' লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটল রানা পিছনদিকে, ওভারহ্যাঙের উদ্দেশে। কম করেও তিন-সাড়ে তিনশো গজ পিছনে পড়ে গেছে তখন ওটা।

রাস্তায় পুরু হয়ে জমে আছে তুষার, মাসুদ রানার ছুটন্ত আওয়াজ সম্পূর্ণটাই শুষে নিল তারা। টর্চের আলো কোন কাজেই আসছে না, বাতাসে পাক খেতে খেতে নেমে আসা লক্ষ কোটি তুষার কণা আড়াল করে রেখেছে পুরো পৃথিবী। অন্ধের মত ছুটল ও স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করে। অবশেষে ওভারহ্যাঙের তলায় পৌঁছল মাসুদ রানা। পরিশ্রমের ফলে হাঁপাচ্ছে ও হাপরের মত, বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

শট হোল দুটো প্রায় অনায়াসেই পাওয়া গেল ভেতরে গুঁজে রাখা ডালের জন্যে। ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা তারের সাথে কয়েল জুড়ে তার অন্য প্রান্ত প্লাঞ্জারের ব্যাটারি ওয়্যারের সাথে যুক্ত করতেও সময় বেশ অল্পই ব্যয় হলো। কাজ শেষ করে বাক্সটা নিয়ে যতদূর সম্ভব পিছিয়ে এল রানা। চার্জের তারের সাথে কয়েলের তার ঠিকমত পেঁচানো হয়েছে কিনা, ব্যাটারি ওয়্যারের সাথে তারের সংযোগ ঠিক হয়েছে কি না ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর তালুর গোড়া দিয়ে প্লাঞ্জারের বেরিয়ে থাকা লিভারটা চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল ভেতরে।

সাদা পর্দাটা ছিন্ন ভিন্ন করে বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলসে উঠল

জোরাল, নীলচে এক তীব্র আলো। পরক্ষণে আকাশ ফাটানো ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দে আর ধাক্কায় কেঁপে উঠল গোটা রকি। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল আওয়াজটা শত গুণ শক্তিশালী হয়ে, ওদিকে হাজার হাজার টন পাথরসহ প্রায় আস্ত ওভারহ্যাঙ পলকের জন্যে শূন্যে লাফিয়ে উঠেই ছিঁড়েখুঁড়ে আছড়ে পড়ল রাস্তার ওপর। রাস্তার সাথে পাথরের প্রচণ্ড সংঘর্ষে কেঁপে উঠল ধরণী। থর-থর করে কেঁপে উঠল মাসুদ রানা, পড়ে যাচ্ছিল, চট্ করে বসে পড়ল এক হাঁটু গেড়ে। একেবারে কাছেই ধপ্ করে আছড়ে পড়ল এক খণ্ড পাথর, দু'তিনটে ড্রপ্ খেয়ে রানার দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অজান্তেই একটা ঢোক গিলল রানা ওর মাথার দ্বিগুণ আকারের খণ্ডটা দেখে।

একটু অপেক্ষা করে ফলাফল দেখার জন্যে এগোল মাসুদ রানা। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো প্রায় পুরো ওভারহ্যাঙই খসে পড়েছে দেখে। ব্লক হয়ে গেছে পুরো রাস্তা। প্লাঞ্জারের কাছে ফিরে এল ও খুশি মনে, আস্তে আস্তে টেনে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া তার মুক্ত করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কয়েল তৈরি করল। তারপর ওটা আর প্লাঞ্জার নিয়ে ট্রাকের দিকে এগোল। পথের ওপর কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল ড্রাইভার, ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফর ক্রিসসেকস্, ম্যান! কিসের শব্দ হলো? নিউক্লিয়ার বোমা ফাটল নাকি?'

'পিছনের রাস্তা ব্লক করে দিয়েছি।' হাতের জিনিসপত্র রাকস্যাকে ভরে ফেলল রানা, টেলিফোন সেটটা নিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল ট্যাঙ্কারের পিচ্ছিল ট্যাঙ্কের ওপর। খুব সাবধানে পা ফেলে যতটা সম্ভব কিনারায় এসে বসল। নিচ থেকে হাঁ করে ওর কাণ্ড দেখছে ড্রাইভার।

দ্রুত ক্লিপিং সেরে রিং করল মাসুদ রানা। জবাব নেই। হাতল

ঘোরাতে ঘোরাতে হাত ব্যথা হয়ে গেল, তবু সাড়া দিচ্ছে না হয়েস্ট ক্যাম্প। প্রায় হতাশ হয়ে পড়ল ও, বিকল্প আর কি করা যায় ভাবতে শুরু করতে যাচ্ছিল, এই সময় ক্লিক শব্দ উঠল লাইনে, নিঃশব্দে স্বস্তির দম ছাড়ল রানা।

'বাটলার, হয়েস্ট ক্যাম্প!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক হেঁড়ে কণ্ঠ। 'কোথায় কি ঘটল? অনেকক্ষণ থেকে...'

'বাটলার!' মাউথপীস একটু দূরে রেখে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল রানা। 'শোনো, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ওভারহ্যাঙে।'

'আরেকটু জোরে বলুন, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান! কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না! কখন থেকে চেষ্টা করছি আপনাকে...'

'জাস্ট শাটাপ, ইউ ইডিয়ট! যা বলছি শোনো!'

'বলুন, শুনছি। আরেকটু জোরে, প্লীজ!'

'তোমরা কতজন আছ ক্যাম্পে?'

'সব মিলিয়ে?'

'হ্যাঁ,' খ্যাঁক করে উঠল মাসুদ রানা। 'কেরানি বাবুর্চি সব মিলিয়ে!'

'পঞ্চান্নজন, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান।'

'গাড়ি আছে কয়টা?'

'গাড়ি? চারটা, না, পাঁচটা।'

'অল রাইট। সবাইকে নিয়ে ওভারহ্যাঙের দিকে রওনা হও এই মুহূর্তে। সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে আসবে। পুরো রোড ব্লক হয়ে গেছে, যে ভাবে পারো, সকালের আগে সাফ করে ফেলতে হবে রাস্তা।'

'কোথায়? কোন রাস্তা?'

'ইউ ড্যাম ফুল!' দাঁতে দাঁত চাপল মাসুদ রানা। 'ওভারহ্যাঙ ওভারহ্যাঙ! ওভারহ্যাঙে চলে এসো সবাইকে নিয়ে। পুরো ওভারহ্যাঙ ধসে পড়েছে রাস্তার ওপর।'

'ও! একটু আগে যে এক্সপ্লোশন...'

'হ্যাঁ, ওখানেই ঘটেছে এক্সপ্লোশনটা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ো। একটা লোকও যেন কোন অজুহাতে থেকে না যায় ক্যাম্পে, খেয়াল রেখো। সবাইকে প্রয়োজন ওখানে। সকালের মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার চাই আমি।'

'আমিও যাব?'

'অবশ্যই! যাবে না তো কি আণ্ডা পাড়বে ক্যাম্পে বসে? তোমরা তোমাদের সাইড পরিষ্কার করবে, আমি লোকজন নিয়ে এদিকটা পরিষ্কার করব, ক্লীয়ার?'

'ইয়েস, মিস্টার ট্রিভেডিয়ান।'

'সরঞ্জাম যা আছে সব নিয়ে আসতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'যাও, ডাকো ওদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। পাঁচটা ট্রাকই নিয়ে আসতে হবে।'

'জ্বি, বুঝেছি।'

'মুভ ইট, কুইক!'

রিসিভার রেখে কপালের ঘাম মুছল মাসুদ রানা। ক্লিপিং ডিসকানেক্ট করার আগে খানিক অপেক্ষা করল, যদি কিছু সন্দেহ করে রিংব্যাক করে বাটলার। কিন্তু করল না। তার খুলে নেমে এল ও। 'চলুন, গ্যারির দলে যোগ দেয়া যাক।'

দশ মিনিট পর বনের ভেতর অন্য পাঁচ ট্রাকের সাথে যোগ দিল ওদের ট্যাঙ্কার। 'কিসের আওয়াজ হলো ওটা?' রানাকে ক্যাব থেকে নামতে দেখে গ্যারি কিওগও নামল। 'করছেন কি আপনি, বলুন তো?' বয় ব্লাডেনও এসে যোগ দিল ওদের সাথে।

'সিগারেট আছে?' কর্কশ কণ্ঠে বলল ও।

আস্ত প্যাকেটটাই বাড়িয়ে দিল আইরিশ। 'এখন কি করব

আমরা?'

'হয়েস্ট ক্যাম্প থেকে পাঁচটা ট্রাক আসছে, ওরা আমাদের ক্রস করলে ক্যাম্পের দিকে রওনা হব আমরা।' একটা সিগারেট নিয়ে প্যাকেট ফিরিয়ে দিল ও।

'তারপর? নিশ্চই হয়েস্ট ক্যাম্পও ওড়াতে হবে?'

'না। ওটা ওড়াবার প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু যদি ওরা টের পেয়ে পিছু নেয় আমাদের?' বলল বয়।

সিগারেটে কষে টান দিল মাসুদ রানা। 'পারবে না।'

'গড!' কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে অস্ফুটে বলল গ্যারি কিওগ। 'কিসের পাল্লায় পড়েছি, ঈশ্বরই জানেন।'

'ক্যাবে বসে যতক্ষণ পারা যায় বিশ্রাম নেয়া উচিত,' বলল ও। 'সামনে অনেক কাজ, সারারাত লেগে যাবে শেষ করতে।'

গ্যারি বা বয় কোন মন্তব্য করল না। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল, ক্যাবে উঠে বন্ধ করে দিল দরজা। তার আগে রানাকে উদ্দেশ করে বয় বলল, 'আপনি আসছেন, না দাঁড়িয়ে থাকবেন খোলা জায়গায়?'

'এখানেই ঠিক আছি আমি।'

এক ঘণ্টা পর প্রথম ট্রাকটার সাড়া পাওয়া গেল। ওভারহ্যাঙের দিকে যাচ্ছে ওটা পিছনের ক্যারিয়ার বোঝাই মানুষ নিয়ে। আবছা পর্দা ঠেলে হঠাৎ করে উদয় হলো ওটা, তেমনি আবার হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল। ঘন তুষারের পর্দা গিলে খেয়ে ফেলল যেন ওদের। তার পাঁচ মিনিট পর এল দ্বিতীয়টা। পনেরো মিনিটের মধ্যে বাকি তিন ট্রাকও চলে গেল ওদের সামনে দিয়ে।

আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল মাসুদ রানা, তারপর এসে উঠল গ্যারির লীডিং ট্রাকের রানিং বোর্ডে। 'চলুন এবার।'

সার বেঁধে ধীরগতিতে বন ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল ট্রাকগুলো,

মাঝারি গতিতে এগোল ক্যাম্পের দিকে। চার্জ ফিট করা সেতু পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামাতে বলে 'দশ মিনিটের মধ্যে আসছি,' বলে নেমে গেল রানা। ছয় মিনিটের মাথায় পিছনদিকে রাইফেলের সিঙ্গল শটের মত তীক্ষ্ণ এক আওয়াজ উঠল। গ্যারি আর বয় নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কেবল। রানা ফিরে আসতে আবার গড়াতে শুরু করল ট্রাক বহর। সবাই চুপ, রা নেই কারও মুখে। গ্যারি বা বয়, কেউ জানতেও চাইল না এবার কোথায় গিয়েছিল ও, বা শব্দটা কিসের ছিল।

প্রায় খাড়া, পিচ্ছিল পথ বেয়ে জনশূন্য ক্যাম্পে পৌঁছতে পুরো দেড় ঘণ্টা লাগল ওদের। ভোর চারটায় ষষ্ঠ ট্রাক নিয়ে রওনা হলো কেজ প্রতিটি মুহূর্ত প্রচণ্ড টেনশনে কেটেছে মাসুদ রানার, এর মধ্যে সম্ভবত কয়েক হাজারবার ঘড়ি দেখেছে ও। যে সেতু রানা উড়িয়ে দিয়ে এসেছে, সেটা বড়জোর বারো ফুট চওড়া। ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টার মধ্যে ওটা মেরামত করে ফেলতে পারে বাটলার, উঠে আসতে পারে ক্যাম্পে, সেটাই ওর ভয়। যদি কোন সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়ে থাকে ওরা, সেটা নেয়ার জন্যে ফিরে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়, ভাঙা সেতু দেখে নিশ্চই সন্দেহ হবে ওদের। গাড়ি নিয়ে না হোক, হেঁটে এলেও যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পে এসে হাজির হতে পারে পাঁচ-দশজনের একটা গ্রুপ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যে প্রমাণ হলো রানার আশঙ্কা। কেউ এল না। চারটা পঞ্চাশে শেষ ট্রাক নিয়ে হয়েস্টে উঠল ও আর গ্যারি কিওগ। ওটা রওনা হয়ে যেতে কি ভেবে হাসল আইরিশ, 'এখন যদি আসে ওদের কেউ, পথের মাঝে ঝুলিয়ে রেখে দেয় আমাদের, কেমন হয়?'

'শাট্ আপ্!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবড়ি লাগাল রানা।

কিন্তু রাগল না গ্যারি, বরং হাসি আরও চওড়া হলো তার। হাত

বাড়িয়ে ওর কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বলল, 'আপনার মত হাড় বজ্জাত জীবনে খুব কমই দেখেছি আমি, মাসুদ রানা।'

ওপারে পৌঁছে কাঁপতে কাঁপতে খাঁচা থেকে নেমে এল রানা। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, মাথা ঘুরছে ভীষণ। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেছে সব। 'ওয়েলকাম টু কিংডম, গ্যারি!' বয় ব্লাডেনের তরল কণ্ঠ শুনতে পেল মাসুদ রানা। 'পিটার এবার প্রমাণ করুক আমরা ওর হয়েস্ট ব্যবহার করেছি।'

হঠাৎ দেহের শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল রানা জ্ঞান হারিয়ে।

চার

দীর্ঘ দশ ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। চোখ মেলতেই মাথার কাছে জিন লুকাসকে দেখল ও। 'হ্যালো, রানা!' পানসে হাসি দিল সে। 'কেমন বোধ করছ এখন?'

'ভাল। তুমি কখন এলে?'

'দুপুরে। শুনলাম এখানে জেনারেল কুকের পদ খালি আছে, তাই...'

'আছে।' এক ভাবে জিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। চেহারা বেশ শুকনো লাগছে মেয়েটির। ভেতরে কেমন এক ভাল লাগার অনুভূতি জাগল রানার। নিজেকে সংবরণ করার চেষ্টা করল ও। 'আসলে কেন এসেছ তুমি?'

চোখ নামিয়ে নিল জিন। 'জানি না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি শুয়ে থাকো। আমি সুপ নিয়ে আসছি তোমার জন্যে।'

'ওরা কোথায়, গ্যারি-বয়?'

'বাইরে। রিগ সেট করছে, হয়ে গেছে প্রায়।'

আগুনের মত গরম সুপ পেটে পড়তে দেহে শক্তি ফিরে পেল মাসুদ রানা। কোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে এল ও র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে। যেখানে দ্বিতীয় শট হোল খুঁড়েছিল বয়, সেখানেই তৈরি করা হয়েছে স্টীল প্লেটের বড় এক প্ল্যাটফর্ম। তার মাঝখানে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারির রিগ। প্ল্যাটফর্মের সাথে ওটার বাঁধন টাইট করার কাজে ব্যস্ত তখন সে আর বয়। রানাকে দেখে কাজ ফেলে এগিয়ে এল বয়। 'হ্যালো, মিস্টার রানা!' হাসল হাফ ইন্ডিয়ান। কপালের ঘাম মুছল। 'হঠাৎ জিন এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। ওর হাতে আপনার ভার তুলে দিয়ে এদিকে কিছু বেশি সময় দেয়া গেল।'

'ভাল করেছেন। কাজ শেষ?'

'না না। এখনও অনেক কিছু বাকি আছে,' বলল গ্যারি কিওগ। প্রকাণ্ড মুখে অনাবিল হাসি তার। 'র‍্যাট হাউজিং আর ট্রাভেলিং ব্লক সেট হলেই শেষ। ওগুলোই আসল কাজ। কম করেও আরও দু'দিন লাগবে।'

উঁচু রিগটা দেখল মাসুদ রানা। তার নিচে, প্ল্যাটফর্মের পাশে ঢিপি করে রাখা আছে অসংখ্য লোহার পাইপ। ও জানে, অনেকটা টিউবওয়েল বসানোর মতই কাজ এটা। রিগ মাটি খুঁড়বে আর একটার সাথে আরেকটা পাইপ জুড়ে সেই গর্তে ঢোকাতে হবে পাইপ, যতদূর যায়। ফললাভ না হওয়া, অথবা প্রজেক্ট পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

মাইলখানেক দূরের বাঁধের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। কড়া

রোদের আলোয় দ্রুত গলছে বরফ, জোর স্রোত চলছে ক্রীকের পানিতে। অন্যান্য দিনের মত আজও একদম স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে ওখানে, কারও নজরই নেই কিংডমের দিকে। ওদিকে হয়েস্ট কেজও নিয়মিত এ মাথা ও মাথা করছে পেট ভর্তি সিমেন্ট নিয়ে। মিকসার মেশিন সদাব্যস্ত নিজের কাজে। সবকিছু এতই স্বাভাবিক যে অস্বস্তি লেগে উঠল মাসুদ রানার। 'পিটার এসেছিল?'

'নাহ্!' বাঁধের দিকে তাকিয়ে কাঁধ শ্রাগ করল গ্যারি। 'ভেবেছিলাম আর কিছু না হোক, অন্তত ঝগড়া করার জন্যে হলেও একবার অন্তত আসবে ব্যাটা। এল না।'

'রিগের কাছে গার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা।

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল বয় ব্লাডেন। 'রাতে আমি নিজে থাকব এখানে। রাইফেল নিয়ে লেফট-রাইট করব।'

'খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমার মন বলছে ও আসবে। এতবড় ক্ষতি সহজে মেনে নেয়ার মানুষ নয় পিটার। হয়তো আজই আসত সে, হেনরি ফেরগাসের নির্দেশে মত পাল্টেছে। নিঃসন্দেহে কিছু একটা মতলব আছে ওর।'

খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসল গ্যারি। 'অথবা হয়তো যথেষ্ট হয়েছে ভেবে ক্ষ্যান্তই দিয়েছে, কে জানে! মেনে নিয়েছে ক্ষতিটা। ঝগড়া করতে এসে নতুন ক্ষতির শিকার হতে চায় না।'

'উঁহুঁ! আসবেই পিটার, অথবা কাউকে না কাউকে পাঠাবেই আজ না হোক কাল। কাল না হোক পরশু।'

'আসুক!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বয়। 'আমি আছি। কোন চিন্তা করবেন না।'

দু'দিনে তো নয়ই, চারদিনেও শেষ হলো না ওদের কাজ। পঞ্চম দিন দুপুরের পর জানান দিল গ্যারি, কাজ কমপ্লিট। সেদিন

আর ড্রিলিঙের কাজে হাত দিল না ওরা, গল্প-গুজব আর জিনের রান্না করা তাজা, কচি হরিণের রোস্ট, হুইস্কি ইত্যাদি খেয়ে কাটিয়ে দিল। মাসুদ রানা সাথে থেকেও যোগ দিতে পারল না ওদের আনন্দে। কেবলই পিটার ট্রিভেডিয়ানের কথা ভেবেছে ও। প্রতিদিনই ভোরে ঘুম থেকে জেগে ভেবেছে, আজ নিশ্চয়ই আসবে সে সেদিনের ঘটনার ব্যাখ্যা দাবি করতে। চেঁচামেচি করে মাথায় তুলবে কিংডম। কিন্তু কিসের কি! প্রায় সারাদিনই বাঁধের কাজ দেখে কাটিয়েছে পিটার এ ক'দিন, ভুলেও একবার তাকায়নি পর্যন্ত এদিকে।

পরদিন সকালে দ্রুত নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। ড্রিলিং শুরু হবে এখনই। মাসুদ রানা ও জিন লুকাস এসে উঠল প্ল্যাটফর্মে। ওপর থেকে নেমে এল ড্রিল বিট্ সেট করা ব্লক, একটু একটু করে সেঁধিয়ে গেল দ্বিতীয় শট হোলের ভেতর। এঞ্জিনম্যানের উদ্দেশে হাত ইশারা করল গ্যারি কিওগ, গুরুগম্ভীর হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল ডিজেলচালিত বড়সড় ড্র এঞ্জিন। পায়ের তলার প্ল্যাটফর্ম ওটার সাথে তাল মিলিয়ে কাঁপতে শুরু করল থর থর করে। তার সাথে কাঁপছে রানা-জিন। কাজ শুরু হয়ে গেছে সাউল নাম্বার টু-র।

খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু হতে পারল না মাসুদ রানা। চিন্তিত মনে দাঁড়িয়ে থাকল প্ল্যাটফর্মে। ড্যামের মিকসার মেশিনগুলোর আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে রিগের ড্রিল বিটের পাথরের সাথে ঘর্ষণের আওয়াজের তলে। অনর্থক দুটো আওয়াজকে আলাদা করার অপচেষ্টায় লাগল ও। অন্যমনস্ক। নিজেকে শান্ত সাগরের মাঝে ভাসমান জাহাজের ক্যাপ্টেন মনে হচ্ছে রানার, যে নিশ্চিত ভাবে জানে প্রচণ্ড এক সাইক্লোন তৈরি হচ্ছে সামনে কোথাও, যে-কোন মুহূর্তে আছড়ে পড়বে এসে জাহাজের ওপর।

পিটার ট্রিভেডিয়ান নাম সে সাইক্লোনের। প্রশ্ন হচ্ছে মাসুদ রানা

কি পারবে তাকে সময়মত বাধা দিতে? ওদের অপূরণীয় কোন ক্ষতি সে করে ফেলার আগেই? নিচের দিকে নজর দিল ও, ড্রিল ব্লকের ঘূর্ণন দেখতে লাগল। প্ল্যাটফর্মের নিচে প্রকাণ্ড এক চালুনি অনবরত দুলছে, নিচ থেকে উঠে আসা মাটি ও পাথর কুচি আলাদা করছে ওটা। এঞ্জিনের ভেতরের দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেগুলো। 'কাজ কি হারে এগুচ্ছে?' ড্রিলারের পাশে দাঁড়ানো বিল ম্যানিয়নের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল রানা।

'ঘণ্টায় আট ফুট।'

অর্থাৎ দিনে দুইশো ফুট, দ্রুত হিসেব কষল ও মনে মনে। 'তার মানে পঁচিশ দিন থেকে এক মাসের মধ্যে অ্যান্টিসিলিনের লেয়ারে পৌঁছব আমরা?'

'যদি ড্রিলিং রেট এই হারে চলে।'

চার জন করে দুটো দল বানিয়ে নিয়েছে গ্যারি কিওগ, রোজ দশ ঘণ্টা করে মোট বিশ ঘণ্টা টানা কাজ করে দল দুটো। রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত বন্ধ থাকে মেশিন। এই সময়টা রানা ও বয় পালা করে মেশিন পাহারা দেয়। আরও এক পাহারাদার আছে ওদের সাথে, সে হচ্ছে জিন লুকাসের বিশাল এক বাদামী লোমের কুকুর—মোজেস। আসার সময় নিয়ে এসেছে সে ওটাকে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এক নিয়মিত রুটিনে বাঁধা পড়ে গেল ওদের জীবন। আজ-কাল-পরশুতে কোন তফাৎ নেই, প্রতিদিনই এক ভাবে কাটে; আবহাওয়া অসহনীয় হয়ে উঠলে অবশ্য এদিক-ওদিক হয় কিছুটা। জুন গড়িয়ে গড়িয়ে জুলাইতে গিয়ে ঠেকল, প্রতিদিন গর্তের গভীরতা মোটামুটি দুইশো ফুট বাড়ে, সেই হারে ভেতরেরগুলোর সাথে যোগ হয় নতুন নতুন পাইপ। দিনের উত্তাপ ক্রমে বাড়তে থাকে, কমে আসতে থাকে রাতের ঠাণ্ডা—শীতকালের প্রায় নিয়মিত তুষার ঝড় অনিয়মিত হয়ে পড়ল।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করেছে রানা, যেদিনই স্বাভাবিক নিয়মে ভোরে সূর্য ওঠে, বৃষ্টি সেদিন হবেই। সূর্য ওঠার প্রায় সাথে সাথে পাহাড়ের মাথায় মেঘের আনাগোনা এবং জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, এবং দুপুর নাগাদ শুরু হয় বৃষ্টি। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে বজ্রপাত—শ শ কামান গর্জনের মত আওয়াজ একেকটার। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার, একের পর এক বিরতিহীন চলতেই থাকে বজ্রপাত। পরপর কয়েকদিন বৃষ্টির ছোঁয়া পেতেই মাথা তুলল আলফালফা, লুপিন, টাইগার লিলি ইত্যাদির সুপ্ত বীজ, কার্পেটের মত ছেয়ে ফেলল তারা কিংডমের মাটি।

না, আসেনি মানুষটা। ভুলেও এ মুখো হয়নি পিটার ট্রিভেডিয়ান। এখন দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা চলছে বাঁধের কাজ, রাতের অল্প কয়েক ঘণ্টা বাদে প্রায় পুরোটা সময়ই সাইটে কাটায় সে। এক রাতে রানা আর রয় দেখতে গেল কোথায় কিংডমের সীমানার শেষ ও ট্রিভেডিয়ান সম্পত্তির শুরু। দেখা গেল মোটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে কিংডমের বাঁধের দিকের পুরো অংশ ওদের অজান্তে কখন যেন আলাদা করে ফেলা হয়েছে। বাঁধে আলো এবং গার্ডের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে—প্রত্যেক গার্ডের কাঁধে একটা করে আমেরিকান শট গান, হাতে দীর্ঘ শেকলের মাথায় বাঁধা ভয়ঙ্করদর্শন একেকটা হাউন্ড।

কিংডমকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে, আর সব ছাপিয়ে এই এক দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখল মাসুদ রানাকে। প্রতিদিন ড্রিল বিট পাহাড়ের দুশো ফুট করে গভীরে নেমে যাচ্ছে, অ্যান্টিসিলিন ডোমের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা একটু একটু করে, সে জন্যে খুশি হওয়ার কথা, সেখানে ওই এক দুর্ভাবনা মাটি করে দিয়েছে সব। ফাঁদে পড়া জন্তুর মত মনে হচ্ছে রানার নিজেকে। এ নিয়ে অন্যদের মধ্যেও কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে, লক্ষ করেছে ও। রয় ব্লাডেন ফাঁস

করে দিয়েছে বিষয়টা।

অবশ্য নিজের কথা মোটেই ভাবছে না ও। কারণ তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই, রানা জানে ওর পরিণতি। গ্রোভারের বেঁধে দেয়া সময় প্রায় শেষ, আর তো মাত্র ক'দিন। ও ভাবছে আর সবার কথা, এবং তা করতে গিয়ে নিজেকেও ওদেরই একজন ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে রানা কখন যেন। ফলে প্রতি মুহূর্ত এক অজানা আশঙ্কায় কাটছে। মনে হচ্ছে ও যেন কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আছে। সময় নিচ্ছে আস্‌লে পিটার ট্রিভেডিয়ান, পুরোপুরি অপ্রস্তুত করে নিতে চাইছে ওদের মানসিকভাবে। কিছু ঘটছে না। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করে নিজেরা হয়রান হচ্ছে ভেবে যেই সতর্কতায় সামান্য ঢিল দেবে ওরা, অমনি আঘাত হানবে পিটার।

জিন লুকাসও ইদানীং আরেক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানার। কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে খেই হারিয়ে ফেলে সে প্রায় সময়, কী এক চিন্তায় ডুবে যায়। কাজ ফেলে কখনও কখনও বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে, বহুবার লক্ষ করেছে ও। আড়ালে কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে একভাবে তাকিয়ে থাকে বাঁধের দিকে, আনমনে দাঁত দিয়ে নখ কাটে, বিড় বিড় করে বকে কী সব। মাসুদ রানার থেকে অনেক ভাল চেনে ও হেনরি আর পিটারকে, কাজেই তার দুশ্চিন্তা ওকেও স্পর্শ করে। অন্য সময় হয়তো এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না রানা, কিন্তু এখন ঘামায়। ঘামাতে হয়।

কারণ এই রানায় আর সেই রানায় হাজার মাইলের ব্যবধান। যে সব বিপদ আর আশঙ্কাকে একদিন ও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পেরেছে, সে-সব আজ ওর কাছে পাহাড় সমান একেক সমস্যা, যে পাহাড় ডিঙোবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই মাসুদ রানার। জানে, সময়মত সামাল দিতে পারবে না ও, হয়তো। তাই অল্পেতেই দুশ্চিন্তা হয়, ভয় জাগে মনে সঙ্গীদের কথা ভেবে।

যা আশঙ্কা করছিল রানা, শেষ পর্যন্ত ঘটেই গেল তা একরাতে। সে ছিল জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের এক রাত। সেদিনই সকালে কোর স্যাম্পল নিয়ে উইনিকের সাথে দেখা করার জন্যে ক্যালগারি রওনা হয়ে গেছে বয় ব্লাডেন। মাঝরাতে রিগ বন্ধ হওয়ার পর যখন গার্ড দিতে বের হলো ও, প্রচণ্ড বাতাস বইছে তখন। সাথে কখনও বৃষ্টি, কখনও তুষারপাত। দুরন্ত পুবাল বাতাস অসম্ভবরকম ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডার কামড় ঠেকানোর জন্যে যত কিছু গায়ে দেয়া সম্ভব, দিয়ে তৈরি হয়েই এসেছে মাসুদ রানা, তারপরও নিজেকে মনে হচ্ছে উলঙ্গ। মোজেসও রয়েছে ওর সাথে।

থেকে থেকে বাতাসের উন্মত্ত গর্জন ছাড়া চারদিকে সব নীরব-নিথর। অন্ধকারে দেখা যায় না কিছুই। যতক্ষণ কাজ চলে, রিগের আলো জ্বলে, চারদিক মোটামুটি দেখা যায়। এখন সে সুযোগ নেই। বাতাস ঠেলে মোজেসকে নিয়ে রিগের প্ল্যাটফর্মে এসে উঠল মাসুদ রানা। অনেক কষ্টে একটা সিগারেট ধরিয়ে ড্যামের দিকে তাকাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না এই বরফ আর বৃষ্টির জ্বালায়, একটা আলোও চোখে পড়ছে না। ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে মিকসার মেশিনগুলোও নেই আজ। ওয়েদারের জন্যে কাজ বন্ধ রেখেছে আজ পিটার ট্রিভেডিয়ান। অথবা হয়তো বাতাস উল্টোদিক থেকে বইছে বলে এতদূর আসছে না আওয়াজ।

সিগারেট শেষ করে নামল রানা প্ল্যাটফর্ম থেকে, রুটিন চক্কর দিয়ে এল একটা। ট্রাকগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল ও। সাথেই রয়েছে মোজেস, কেন যেন বেশ উত্তেজিত সে। হয়তো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা অন্য কোন কারণে হবে, খেয়াল করল না মাসুদ রানা। ট্রাক পরিদর্শন সেরে পুরো ড্রিলিং এলাকা এক চক্কর দিয়ে এল ও। এর মধ্যে বাতাসের বেগ আরও খানিকটা বেড়েছে। তার সাথে ক্রমাগত লড়াই করতে করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা।

রিগ প্ল্যাটফর্মের কাছেই ক্রুদের বিশ্রামের জন্যে নিচু একটা কাঠের ঘর তৈরি করা হয়েছিল, ওটার মধ্যে ঢুকে পড়ল ও। ইচ্ছে মিনিটদশেক জিরিয়ে আবার বের হবে। মোজেসকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, আবার সিগারেট ধরাল। একটা-দুটো টান দিচ্ছে আর দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে চারদিক।

খুব ধীর পায়ে এগোচ্ছে রাত। একটু জিরিয়ে নিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল মাসুদ রানা। তুষারপাতের বেগ কমেছে দেখে বের হওয়ার জন্যে উঠল, আচমকা গা ঘেঁষে বুলেটের বেগে বেরিয়ে গেল মোজেস। ব্যস্ত হয়ে রানাও পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে একেবারে কানের কাছেই বিকট এক 'হুপ্!' আওয়াজ শুনে আঁতকে উঠল। ওর চোখের সামনে আগুনে কমলা রঙের বিশাল এক কুণ্ডলী লাফ দিয়ে আকাশে উঠল। ব্যাপারটা এতই কাছে ঘটল, রানার মনে হলো ওর ভুরু, পলক সব পুড়ে গেল বুঝি এক লহমায়।

থতমত খাওয়া ভাবটা পুরো সামলে উঠতে পারল না মাসুদ রানা, তার আগেই পর পর আরও দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল রিগের পুরো কাঠামো, জ্বলন্ত তেল ছিটকে লাফিয়ে উঠল আকাশে। এক লাফে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, বরফের ওপর এখানে ওখানে ছিটকে পড়া তেল জ্বলছে খুদে মশালের মত। তার আলোয় কাপড়-চোপড়ে মোড়া বেঢপ এক আকৃতি দেখতে পেল ও, তীরবেগে দৌড়ে যাচ্ছে ওটা ড্যামের দিকে, মোজেসও ছুটছে ওটার পিছন পিছন।

ওয়ালথার বের করে সর্বশক্তিতে দৌড় দিল মাসুদ রানা। কিন্তু কয়েক পা যেতে যেতেই খেয়াল করল, মানুষটাকে আর চোখে পড়ছে না। তুষারের পর্দা আড়াল করে ফেলেছে তাকে। তবু থামল না ও, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে টলতে টলতে এগোল। হঠাৎ অন্ধকারে কোথাও 'ঘাউ' করে হাঁক ছাড়তে শুনল ও মোজেসকে, পরমুহূর্তে

চাপা একটা 'কড়াক্!' এবং কুকুরটার যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসুদ রানা। পিস্তল তুলল গুলির আওয়াজ লক্ষ্য করে। নল সামান্য ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে একের পর এক গুলি করে চলল ও অন্ধ আক্রোশে। হুঁশ ফিরল রানার শূন্য চেম্বারে হ্যামারের বাড়ি খাওয়ার 'খট্' শব্দে। গুলি শেষ। বেকুবের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল মাসুদ রানা। ততক্ষণে প্রায় নিভে গেছে আগুন। আবছা যেটুকু আভাস ছিল তখনও, সে আলোয় দুটো কঙ্কাল দেখতে পেল ও কেবল। দুটো অয়েল ট্যাঙ্কারের কঙ্কাল। সব পুড়ে শেষ। যেন রানাকে দেখার সুযোগ দেয়ার জন্যেই ওরা নিজেদের অস্তিত্বের আভাসটুকু টিকিয়ে রেখেছিল নিভু নিভু আগুনের সাহায্যে, দেখা হতেই নিভে গেল দপ্ করে, গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল কিংডমকে'।

পাগলের মত অন্য ট্রাকগুলোর অবস্থা দেখার জন্যে ছুটল মাসুদ রানা। প্রচণ্ড হতাশা আর উত্তেজনায় মাথা ঘুরতে শুরু করেছে তখন। পড়িমরি করে বাকি ট্রাকগুলো চেক করল ও দৌড়ের ওপর। কিছুটা স্বস্তি পেল ওগুলো অক্ষত আছে দেখে। দম ফিরে পেতে আলো জ্বেলে ছুটল রানা মোজেসের খোঁজে। আশ্চর্য হয়ে গেল, এত কাণ্ড ঘটে গেছে বাইরে, ওরা দুটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ টেরই পায়নি ভেবে। দু'মিনিট পর কুকুরটার দেখা পেল রানা, সামনের এক পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ওটা।

তাড়াতাড়ি এগোল রানা, হাঁটু গেড়ে বসে এক হাতে গলা পেঁচিয়ে ধরল মোজেসের, অন্য হাতে ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগল ক্ষতটা। পাওয়া গেল। ডান কাঁধের হাড়ের জয়েন্টে আটকে আছে বুলেটটা। ক্ষতস্থানে ওর হাত পড়তে কুঁকড়ে গেল মোজেস। গলা দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে আসছে। ওটাকে কোলে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল মাসুদ রানা। জিনকে জাগাল প্রথমে। ঘটনা

যত সংক্ষেপে সম্ভব, জানাল। মেয়েটির চোখে চোখে তাকাতে সাহস হলো না। মোজেসকে তার হাতে তুলে দিয়ে গ্যারিকে ডাকতে চলল ও

মুশকিলে পড়ল রানা তাকে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। কিছুই বুঝল না লোকটা। হড়বড় করে যা মুখে এল বলে গেল ও, তারপর বাইরে নিয়ে এসে দেখাল ট্যাঙ্কার দুটো। হতভম্বের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকল মানুষটা। 'কি ঘটেছিল?' ঝোড়ো বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল গ্যারি।

আরেকবার ব্যাখ্যা করল মাসুদ রানা। এবার মোটামুটি গুছিয়ে বলতে সক্ষম হলো। আইরিশও বুঝল। মুখ ঘুরিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ধ্বংসস্তূপ দুটোর দিকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ওয়েল, আশা করা যায় ইনশিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারব।'

ক্রুদের রেস্টরুমে এসে সিগারেট ধরাল ওরা। 'কিন্তু আরও মারাত্মক হতে পারত ব্যাপারটা,' বলল গ্যারি। হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল। 'আস্ত রিগটাই শেষ হয়ে যেতে পারত। চার হাজার দুইশো ফুট গভীরে আছি আমরা এখন। আর...ভাগ্য ভাল যে কালই রিগ ট্যাঙ্কে তেল ভরা হয়েছিল, দুইশো গ্যালনের মত তেল আছে আমাদের হাতে। না হলে তো...'

'কতদিন চলা যাবে ওই তেলে?' কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বের হলো মাসুদ রানার গলা দিয়ে। তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মন, নিজের ওপর চরম বিরক্ত। ভুলতে পারছে না রানা যে ওর ঢিলেমির জন্যেই ঘটেছে কাণ্ডটা। ওকে ঠেকানোর জন্যে পিটার যদি আসে, প্রথমেই যে তেলের ওপর আক্রমণ করবে সে, এই সহজ কথাটা কেন একবার ভাবল না ও? 'কত ফুট যাওয়া যাবে?'

'তিনশো ফুট বড়জোর।'

'আর কত গ্যালন প্রয়োজন হবে?'

'ভাগ্য যদি ভাল হয়, সাতশো থেকে এক হাজার গ্যালন।' রানার দিকে তাকাল গ্যারি। 'কি করে আনা যায় তেল, ভাবছি।'

'ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আনতে হবে, পনি ট্রেইল দিয়ে,' অন্যমনস্ক, বিরক্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'আর উপায় কি?'

'হুঁম্‌ম্‌! এক ঘোড়ায় বিশ গ্যালন করে যদি আনা যায়, তাও পঞ্চাশটা ঘোড়া প্রয়োজন হবে। কোথায় পাওয়া যাবে এত ঘোড়া? খরচও কম না, প্রায় এক হাজার ডলার লেগে যাবে।'

কিছু বলল না ও। ভাবছে। যদিও মাথা পরিষ্কার নয়, শক্তিতেও কুলোচ্ছে না আর। ইচ্ছে করছে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। চারটায় ডে শিফটের ক্রুরা বেরিয়ে এল। পোড়া ট্রাক দেখে থমকে দাঁড়াল তারা, আহাম্মকের মত একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। নিচু, উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল।

'বসে আছ কি জন্যে তোমরা?' খেঁকিয়ে উঠল গ্যারি লোকগুলোর উদ্দেশে। 'শুরু করে দাও কাজ।'

তাকে ওখানে রেখে একা র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এল মাসুদ রানা। মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা লাগছে, কোন কাজ করছে না মস্তিষ্ক। লিভিংরূমে জিনকে বসা দেখে জিজ্ঞেস করল, 'মোজেস কেমন আছে এখন?'

'সুস্থ আছে।' উঠে গিয়ে কিচেন থেকে এক কাপ ফুটন্ত চা নিয়ে এল জিন। 'খেয়ে নাও এটা।'

'গুলি ভেতরে ঢুকেছে?'

'না, কাঁধের হাড়ে লেগেছিল। বের করে ফেলেছি। খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।' জিন বেরিয়ে যাওয়ার এক মিনিটের মধ্যে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। পাঁচ মিনিট পর লবণ দেয়া হরিণের মাংস,

ফ্রাইড পটেটো আর এক কাপ কফি নিয়ে এসে ওর ঘুম ভাঙাল মেয়েটি। এক ফর্ক মাংস মুখে পুরেছে রানা, এই সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনে এসে বসল মোজেস। ওর হাত চেটে দিল।

'দুঃখিত,' ওটার মাথায় হাত বোলাল রানা। 'ধরতে পারলাম না হারামজাদাকে।' দু'টুকরো মাংস তুলে দিল মোজেসের মুখে। মৃদু ফোঁপানি শুনে চোখ তুলল ও। কাঁদছে জিন। চোখাচোখি হতে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিল সে, কিচেনের দিকে চলে গেল। খিদে উধাও হয়ে গেল রানার, প্লেট মোজেসকে দিয়ে দিল। কফির কাপ নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাতাস পড়ে গেছে, তুষারপাতও বন্ধ। আলো হয়ে গেছে চারদিক। রিগের আওয়াজ শুনল রানা কিছুক্ষণ। তারপর কফি শেষ করে বার্নের দিকে পা বাড়াল। পিছন থেকে ডেকে উঠল জিন। 'কোথায় চললে?'

'কাম লাকি।'

'কেন?'

'জনির সাথে কথা বলতে। দেখি, তেলের ব্যবস্থা করা যায় কি না ওকে দিয়ে।'

'একা যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

কি যেন ভাবল মেয়েটি। ঘুরে চলে গেল নিজের রুমে। বার্নে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বের হতে যাচ্ছে রানা, এই সময়ে সে-ও হাজির। বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। চোখ কোঁচকাল রানা। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

উত্তর না দিয়ে নিজের পিন্টোর পিঠে স্যাডল বাঁধাছাঁদার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জিন। ওটা সেরে ফিরল রানার দিকে। 'কাম লাকি!'

'কেন?'

'তুমি একা যেতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু মোজেসের...'

'ও ঠিকই থাকবে।'

মেয়েটির চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখে থেমে গেল মাসুদ রানা, তর্ক করার সাহস হলো না। 'বেশ।'

পথে দু'বার থামতে হলো ওকে জিনের নির্দেশে। দশ মিনিট করে বিশ্রাম, বিস্কিট আর পনির, সাথে ফ্লাস্কে আনা গরম কফি খেতে হলো। মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো মাসুদ রানা। মেয়েটি সঙ্গে এসে, এবং বুদ্ধি করে পেটে দেয়ার মত কিছু নিয়ে আসায় কত উপকার হয়েছে, তা রানাই জানে। খিদে না থাকায় রাতে প্রায় কিছুই খায়নি ও, সকালেও একই অবস্থা। বিস্কিট আর গরম কফি যেন নতুন জীবন দিল ওকে।

'কাম লাকি গিয়ে কি করতে চাইছ তুমি, রানা?'

'জনিকে টেলিফোন করব।'

'কোত্থেকে করবে?'

অবাক হলো মাসুদ রানা। 'কেন? ম্যাকের হোটেল থেকে! ফোন সবসময়...' জিনকে আনমনে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল ও। 'কি?'

'ক্রীক রোডের কি অবস্থা করেছ তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেলে? ওখানে যদি লোকজন তোমাকে দেখে, কি অবস্থা করবে ভেবে দেখেছ?'

'পিটারের কথা বলছ?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। প্যাকেট বাড়িয়ে ধরতে মাথা নাড়ল জিন লুকাস।

'না। যাদের তুমি সেদিন বোকা বানিয়েছ, তাদের কথা বলছি। ওরা যদি কেউ দেখে ফেলে তোমাকে,' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল জিন। 'এই জন্যেই তোমার সাথে এসেছি আমি।'

বিরক্ত কণ্ঠে বলল ও, 'ওরা যদি মারধর করে আমাকে, তুমি

ঠেকাবে?'

রানার মনের কথা বুঝে সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল মেয়েটি। 'তারচে' বরং এক কাজ করো, কীথলি ক্রীক চলো, ওখান থেকে ফোন কোরো। শর্ট কাট পথ চিনি আমি।'

'পরামর্শ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। ইচ্ছে হলে কিংডম ফিরে যেতে পারো তুমি। আমি ম্যাকের ওখান থেকেই ফোন করব।'

আর কথা বাড়াল না জিন লুকাস। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। দুপুরের একটু পর পৌঁছল কাম লাকি। দূর থেকে ট্রিভেডিয়ানের অফিসের দরজা পুরো খোলা দেখল মাসুদ রানা। যেন সে জানত ও আসবে, কখন আসে, তাই দেখার জন্যে দরজা খুলে বসে আছে। কাছে আসতে ভেতর থেকে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে দেখল রানা পিটারকে। সাদা নাইলন শার্ট পরে আছে লোকটা, ফলে চামড়ার রং ফুটে আছে তার পরিষ্কার। মেহগনি কাঠের রং। অফিসের পাশ কাটাবার সময় রানার মনে হলো ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে লোকটা।

শহরে ঘরবাড়ির সংখ্যা এর মধ্যে আরও কিছু বেড়েছে, কিন্তু রাস্তায় মানুষ চোখে পড়ল না একজনও। সবাই ব্যস্ত বাঁধের কাজে। হোটেল রেইলে ঘোড়া বেঁধে পিছনদিক দিয়ে কিচেনে এসে ঢুকল রানা ও জিন। ওদের দেখে চোখ কপালে উঠল পলিনের। ওদিকে খাচ্ছিল জেমস ম্যাকক্লিলান, রানাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল।

'অনেকদিন থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি আমি, মাসুদ রানা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। রাগে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। পলিন এগিয়ে এসে পথরোধ করল স্বামীর।

একটাই অস্ত্র ছিল রানার, ছুঁড়ল ও সেটা সাপের মুখে ধুলো পড়া দেয়ার মত। 'কাল রাতে আমার ফুয়েল ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়েছে কে,

জেমস? তুমি, না ট্রিভেডিয়ান? নাকি দু'জনেই?'

মাসুদ রানার থমথমে চেহারা আর প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল সে। মুখের রং বদলে গেল। 'তার মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'কোন নতুন প্যাঁচ...'

'তোমার সাথে কোন প্যাঁচ কষতে আসিনি আমি, জেমস। কেবল জানতে এসেছি গতরাতে তুমিও ছিলে কি না পিটারের সাথে।

'পিটারের সাথে কোথায়?' অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল সে। পাশ থেকে দু'হাতে তার বাহু আঁকড়ে ধরে রেখেছে পলিন। তাকেও বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। চেহারা ফ্যাকাসে।

'রাতে দুই হাজার গ্যালন তেলসহ দুটো ট্যাঙ্কার পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমার। গুলিও ছোঁড়া হয়েছে। তোমাদের ভাগ্য ভাল, কুকুরের গায়ে লেগেছে গুলি।' অফিসের উদ্দেশে পা বাড়াল মাসুদ রানা। 'তোমাদের টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল জেমস। 'কোথায়, পুলিসে? পিটারও তাহলে রিপোর্ট করবে সে রাতে...'

'পুলিসে ফোন করতে যাচ্ছি না আমি, ফুয়েলের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।'

আর কিছু বলল না জেমস, মাসুদ রানাও দাঁড়াল না। অফিসে ঢুকে পড়ল। কেউ নেই অফিসে। রিসিভার তুলে জেফ হার্টের নাম্বার অপারেটরকে জানিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। দু'মিনিট পার হওয়ার আগেই ঢুলতে শুরু করল, ঘুম পাচ্ছে খুব। জোর করে চোখ খোলা রাখার কসরৎ চালিয়ে যেতে থাকল মাসুদ রানা। আধ ঘণ্টা পর এল কল। ওর গলা শুনে আলাপ জুড়ে দিয়েছিল জেফ হার্ট, থামিয়ে দিল রানা। ওর ফোন করার কারণ বলল। জবাবে সে জানাল, জনি কার্সটেয়ার্সের সাথে কথা বলে সন্ধের দিকে কল ব্যাক

করবে সে।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিচেনে এল মাসুদ রানা। পলিন ছাড়া কেউ নেই তখন সেখানে। জেমস চলে গেছে বাঁধে, জিন গেছে রুথ আর সারার সাথে দেখা করতে। একটা চেয়ার স্টোভের সামনে নিয়ে এসে বসল মাসুদ রানা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল উষ্ণ পরিবেশে। বড় এক প্লেটে স্টেক, ওমলেট আর এক কাপ গরম কফি নিয়ে এল পলিন। 'এত কষ্ট কেন করতে গেলেন?' ওমলেটের গন্ধে পেটের খিদে নড়েচড়ে উঠল রানার।

'কোন কষ্ট হয়নি আমার। খেয়ে নিন।' ওর পাশে বসল মেয়েটি, সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে থাকল। 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'সত্যি ক্লান্ত আমি,' বলল রানা। 'প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হলো ঘুমাতে পারিনি।'

মাথা দোলাল পলিন। 'জিনের মুখে শুনেছি গতরাতের ঘটনা। আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। কিন্তু এখানে থাকা আর ঠিক হবে না আপনার।'

'কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত থাকতেই হবে আমাকে। একটা টেলিফোন আসবে।'

'না না, আপনি বুঝতে পারছেন না! বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'কিন্তু...'

'প্লীজ, মিস্টার রানা!'

মুখ তুলে পলিনকে দেখল ও। চেহারা দেখে বুঝল ভয় পেয়েছে মেয়েটি। সেই মুহূর্তে পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জিন, চেহারায় শঙ্কা তার। 'রানা, জলদি চলো! ওঠো!'

'কেন?'

'বাঙ্কহাউস থেকে কিছু লোক আসছে এদিকে, দেখে এসেছি

আমি। মনে হয় পিটার পাঠিয়েছে ওদের।'

'কিন্তু সন্ধেয় ফোন আসবে জনির। ওর সাথে কথা বলা জরুরী।'

'বুঝেছি। কিন্তু লোকগুলোর মতলব সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার। আর···তুমি পুরো সুস্থ না, এতজনকে একা সামাল দিতে পারবে না তুমি।' থেমে রানার মনের কথা বোঝার চেষ্টা করল জিন লুকাস। 'জিমিকে যে অস্ত্রে ঘায়েল করেছ, এদের বেলায় তা কোন কাজে আসবে না।'

'আপনি চলে যান,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল পলিন। 'আপনার কল আমি রিসিভ কর ব। মিস গ্যারেটের বাসায় গিয়ে জানিয়ে আসব খবর।'

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। নিজেকে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। এ অবস্থায় একদল ক্ষিপ্ত, অশিক্ষিত রোড লেবারের মুখোমুখি হতে যাওয়া সত্যিই চরম বোকামি হবে।

'চলে যান,' আবার বলল ব্যস্ত সমস্ত পলিন। 'আমি রিসিভ করব ফোন।'

'ধন্যবাদ, পলিন,' বলল জিন লুকাস। 'খুব ভাল হয় তাহলে।'

পালা করে ওর জন্যে উদ্বিগ্ন মেয়ে দুটিকে দেখল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে।' জনিকে কি কি বলতে হবে, দ্রুত শিখিয়ে দিল ও পলিনকে। 'সব ঠিক থাকলে কাল কখন কোথায় জনির সাথে দেখা করতে হবে আমাকে, জেনে নেবেন।'

'ঠিক আছে, কোন চিন্তা করবেন না।'

'এসো,' রানার বাহু ধরে টান দিল জিন লুকাস।

হোটেলের সামনে এসে যার যার ঘোড়ায় উঠল ওরা। আগেই দেখেছে ডজনখানেক চোয়াড়ে চেহারার শ্রমিক হন্ হন্ করে হেঁটে

আসছে। খেয়াল না করার ভান করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রানা ও জিন। ধীর গতিতে এগোল সামনে, দলটার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে ওদের। সামনের দিকে ছোটখাট, তাগড়া এক শ্রমিক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানার দিকে আঙুল তুলে। 'ওই সেই বাস্টার্ড!' বলেই দৌড়ে আসতে শুরু করল লোকটা। 'ওই তো সেই কুত্তার বাচ্চা!'

আরও কয়েকজন ছুটল তার পিছন পিছন, বাকিরা দৌড় দেয় দেয় অবস্থা। 'রানা,' চাপা কণ্ঠে বলল জিন লুকাস। 'থামবে না, প্লীজ! এগোতে থাকো।'

পাশাপাশি ঢুকে পড়ল ওরা লোকগুলোর মধ্যে, দু'পাশে ভাগ হয়ে সরে গেল তারা। ঝামেলা বোধহয় এড়ানো গেছে ভেবে আশ্বস্ত হতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় চার অক্ষরের একটা নোংরা, অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করল সেই লোক। ওর উদ্দেশে নয়, জিনের দিকে তাকিয়ে। লজ্জায় কান-গাল লাল হয়ে উঠল মেয়েটির পলকের জন্যে। নিজের ভেতরে কিছু একটা ঘটে গেল বিদ্যুৎপ্রবাহের মত, টের পেল মাসুদ রানা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা মাথায় আসার আগেই আচমকা লোকটার দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল ও। লাগাম টেনে থামাল ওটাকে। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে।

'রানা, চলে এসো!' পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল জিন।

হা-হা করে হেসে উঠল লোকগুলো। সেই লোকই আবার বলে উঠল, 'একা আর কত ভোগ করবে ওকে?' ইশারায় জিনকে দেখাল সে রানাকে। 'মাঝেমধ্যে আমাদের কাছে ওকে পাঠালে ক্ষতি কি, এক রাত পর পর?' বলে বাহ্‌বা কুড়োবার জন্যে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে একবার। 'আমাদের কাজ ওর ভালই লাগবে হে!'

এত জোরে ঘোড়ার পাঁজরে গুঁতো মারল রানা যে ব্যথায় লাফিয়ে উঠল ওটা, অন্ধের মত ঝাঁপ দিল সামনে। নাকেমুখে ওটার

লোহার নাল পরানো পায়ের জোর এক লাথি খেয়ে ককিয়ে উঠল লোকটা, কম করেও দশ হাত উড়ে গেল। কুণ্ডলী পাকিয়ে 'ঘ্যাক্' করে আছড়ে পড়ল পথের ওপর। ওই অবস্থায়ই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। পেটে রানার হাঁটুর গুঁতো খেয়ে কাৎরে উঠল লোকটা, বুকের বাতাস 'হুঁশ্' করে বেরিয়ে গেল সব। পরমুহূর্তে কয়েক জোড়া হাত ধরে ফেলল মাসুদ রানাকে, একজন মুঠো করে ধরল ওর চুল, হ্যাঁচকা টানে পিছনে সরিয়ে নিয়ে চিত করে ফেলে দিল। ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকল ও। ছয় সাতজন শ্রমিক ঘিরে আছে ওকে। সবাই উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত। চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে সবার।

আচমকা গুলির তীক্ষ্ণ শব্দে কেঁপে উঠল গোটা উপত্যকা। রানার মাথার কয়েক হাত তফাতে ধুলো উড়িয়ে মাটিতে বিদ্ধ হলো বুলেটটা। ভীষণভাবে চমকে গেল লোকগুলো, রানা পর্যন্ত। ওকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল সবাই। উঠে বসল হতভম্ব মাসুদ রানা, ব্যাপার বোঝার জন্যে এদিক ওদিক তাকাল। জিনের হাতে ওরই ওয়ালথারটা দেখতে পেয়ে অবাক হলো।

লোকগুলোও দেখেছে জিনিসটা, ফ্যাকাসে চেহারায় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জিনকে দেখছে তারা চরম বিস্ময়ের সাথে। সবার মধ্যে অনিশ্চিত ভাব, দৌড় দেবে কি না ভাবছে। প্রথমজন মাটির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি তখনও, হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে মুখ চেপে ধরে আছে, আঙুলের ফাঁক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ঘোড়ার লাথি খেয়ে সামনের দুটো দাঁত হারিয়েছে বেচারা।

'ইউ অল রাইট, রানা?' বলল জিন নির্বিকার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ।' উঠে কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল ও।

'ওঠো ঘোড়ায়।' ওয়ালথারের নল লোকগুলোর দিকে ঘোরাল জিন লুকাস। 'যাও! ট্রিভেডিয়ানকে বলবে, আজ ওকে মাফ করে দিলাম আমি। কিন্তু এরপর যদি আর কোন নোংরা খেলা সে খেলতে চায়, আমি নিজ হাতে খুন করব ওকে।'

নীরবে রওনা হয়ে গেল ওরা। বড় রাস্তায় উঠে ট্রিভেডিয়ানের অফিসের দিকে তাকাল মাসুদ রানা, দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ পর খেয়াল হলো, জিনকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ওর। কিন্তু মুখ খোলার সময় পেল না, তার আগেই বলে উঠল মেয়েটি, 'তোমাকে বোধহয় ধন্যবাদ জানানো উচিত আমার,' হাসল সে।

'আমিও একই কথা ভাবছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু "হয়তো" কেন?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না সেক্ষেত্রে তোমাকে অনুপ্রাণিত করা হবে কি না। যা দেখালে এইমাত্র! আবার কখন কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে তুমি, কে জানে!'

'কিন্তু তুমি আমার পিস্তল পেলে কোথায়?'

'তোমার স্যাডলব্যাগে। অনেক আগেই সরিয়েছি আমি ওটা।'

'কেন জানতে পারি?'

'সত্যি কথা শুনতে চাও?'

'অবশ্যই!'

'রাগবে না কথা দিচ্ছ?' মুচকে হাসল জিন।

ভুরু কোঁচকাল মাসুদ রানা। মুখে অনিশ্চিত হাসি। 'দিচ্ছি।'

'ইদানীং তোমার টেম্পারের ওপর ভরসা রাখতে পারছি না আমি, তাই। খুব তিরিক্ষি হয়ে গেছে তোমার মেজাজ।' একটু চুপ করে থাকল জিন। 'এত লোক দেখেও কি সরে আসা উচিত ছিল না তোমার? রাস্তায় পাগলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করেই থাকে, কি হয় তাতে? কেন এমন একটা কাণ্ড ঘটালে বলো তো?' শেষ প্রশ্নটা

অনুচ্চ, মোলায়েম কণ্ঠে করল জিন।

কিছু সময় নীরব রইল মাসুদ রানা। ভাবল। 'বলতে পারি, যদি তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

দুই ভুরুর মাঝে হালকা ভাঁজ পড়ল মেয়েটির। 'কি প্রশ্ন?'

'তুমি কেন হঠাৎ কিংডম গিয়ে হাজির হলে?'

চুপ করে থাকল জিন লুকাস।

পাঁচ

সাদরে, তবে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনাকর ব্যস্ততার সাথে রানা ও জিনকে অভ্যর্থনা জানাল দুই মিস। কারণ ওরা পৌঁছার আগেই হোটেলের সামনে কি ঘটেছে, সে খবর পেয়ে গেছে তারা। দরজা বন্ধ করার পরও সংশয় কাটে না সারা গ্যারেটের, ঘুরে ফিরে বারবার চোখ বোলাচ্ছে সে দরজার বোল্টে। ওটা ঠিকমত লাগানো হয়েছে কি না পরখ করে দেখছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ট্রিভেডিয়ানের লোক বুঝি বাইরে অপেক্ষা করছে রানার জন্যে, দরজা খোলা পেলেই ঢুকে পড়বে ভেতরে।

সন্ধের একটু পর খবর নিয়ে এল পলিন। জনি জানিয়েছে, আগামীকাল বিকেলে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউসে রানার সাথে সাক্ষাৎ করবে সে। যদি কাল পৌঁছতে না পারে, পরশু সকালে অবশ্যই থাকবে সে। আরও বলেছে জনি, বয় ব্লাডেনের ক্যালগারি সফর সফল হয়েছে। সাথে নতুন আরেকটা খবর দিল পলিন, কে

এক আগন্তুক এসেছে গোল্ডেন কাফে। কিংডমে কি চলছে জানার জন্যে বুড়ো ম্যাককে খুব করে ধরে বসেছে লোকটা। দেখে এসেছে সে।

সারা গ্যারেটের রুমে মাসুদ রানার রাত কাটানোর বন্দোবস্ত হলো। সে চলে গেল বোনের ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে কাটাল রানা, আসছে না ঘুম। বারবার গতরাতের ঘটনা মনে পড়ছে। অবশেষে যখন দু'চোখ লেগে এল, রুমের দরজা খোলার মৃদু শব্দ কানে এল ওর। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় ছোটখাট কেউ এসে দাঁড়াল রানার খাটের পাশে। নিচু কণ্ঠে বলল, 'আপনি জেগে আছেন?'

'কে?'

'আমি, সারা।'

'কি হয়েছে?' উঠে বসল বিস্মিত মাসুদ রানা।

'আপনার লাইটারটা দিন, মোমবাতি ধরাব। আলো জ্বালানো যাবে না।'

বিস্ময় আরও বাড়ল ওর। বিদ্যুৎ থাকতেও আলো জ্বালানো যাবে না কেন? সময় নষ্ট না করে বালিশের পাশে রাখা লাইটার তুলে বোতাম টিপল রানা। বাতি জ্বেলে রানার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক হাসি দিল সারা গ্যারেট। 'উঠুন, একটা জিনিস দেখাব আপনাকে।'

মোহাবিষ্টের মত উঠল মাসুদ রানা, বৃদ্ধাকে অনুসরণ করে রুমের এক কোণের প্রকাণ্ড এক চামড়া মোড়া ট্রাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিক্টোরিয়ান আমলের জিনিস ওটা। চাবির ঝুন ঝুন আওয়াজ উঠল। তালা খুলে ট্রাঙ্কের ডালা তুলল বৃদ্ধা, ভেতরে ঠাসা কাপড় চোপড় দেখতে পেল রানা।

'কাপড়গুলো বের করবেন, দয়া করে?'

বিনা বাক্য ব্যয়ে তাই করল ও। আগের দিনের দামী দামী সাটিন আর সিল্কের ড্রেসের ঢিপি বানাল মেঝের ওপর। ট্রাঙ্ক খালি করে সোজা হলো মাসুদ রানা। ওকে সরে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে বুড়ি গিয়ে দাঁড়াল ওটার গা ঘেঁষে, ভেতরে প্রায় উপুড় হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন করল। 'ক্লিক্' করে চাপা আওয়াজ উঠল একটা। তলার একটা অংশ সরে গেল এক দিকে। ফলস্ বটম। ওর ভেতর কয়েকটা টিনের বাক্স দেখা গেল। ওখান থেকে একটা বের করল মিস সারা।

ওটা মেঝেতে রেখে বাতিটা রানার হাতে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। 'আপনিও বসুন।' বাক্সটার ঢাকনা খুলল সে। বেশ কয়েক সেট বহুমূল্য অলঙ্কার দেখা গেল ওর মধ্যে। একটা পান্না বসানো ব্রোচ বের করে তুলে ধরল মিস গ্যারেট, মোমের আলোয় পান্না আর বৃদ্ধার চোখের রং একইরকম লাগল মাসুদ রানার, একই রকম জ্বল জ্বল করে উঠল দুটো। 'আগে কাউকে এগুলো দেখাইনি আমি,' বলল সে নিচু কণ্ঠে।

বৃদ্ধাকে দেখল মাসুদ রানা। 'আমাকে কেন দেখালেন?'

উত্তর না দিয়ে জিনিসটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধা, মুখে রহস্যময় হাসি। 'খুব চমৎকার জিনিস, কি বলেন?'

'কেন দেখালেন আমাকে বললেন না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সারা গ্যারেট, রেখে দিল ওটা বাক্সে। ডালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল ওটা কোলে নিয়ে। ঝুঁকে বন্ধ করে দিল ট্রাঙ্কের ফলস্ বটম। 'কাপড়গুলো ভেতরে রাখবেন দয়া করে?'

রানার কাজ শেষ হতে ট্রাঙ্ক বন্ধ করে তালা মেরে দিল বৃদ্ধা। খাটের কিনারায় পা ঝুলিয়ে মুখোমুখি বসল দু'জন। মহিলাকে অন্যমনস্ক লাগছে, কি যেন ভাবছে। 'এগুলো সব আমার, আমার বাবার দেয়া। আরও ছিল। বিক্রি করে দিয়েছি। ইউ নো, আমাদের

কোন ইনকাম সোর্স নেই। টাকা ফুরিয়ে গেলে একটা করে বিক্রি করি, কয়েক মাস চলে যায় টেনেটুনে।' চোখ মুছল সারা গ্যারেট।

'আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর মোটেই আস্থা ছিল না বাবার, তাই আমাদের দুই বোনের জন্যে এগুলো গড়িয়ে রেখে গেছেন। আমার ছোট বোন নিজের সব অলঙ্কার দিয়ে দিয়েছিল ওর বয় ফ্রেন্ডকে, ব্যবসা করার জন্যে।'

'তারপর?'

'তারপর? ব্যবসা করতে চলে গেল ছেলেটা ভ্যানকুভার, আর ফিরে এল না। পালিয়ে গেল সব নিয়ে।'

'এসব কেন বলছেন আমাকে?'

কিছু সময় রানাকে দেখল বৃদ্ধা। মধুর হাসি হাসল। 'কারণ তোমাকে আমি পছন্দ করি, ইয়াং ম্যান। ভাল লাগে তোমাকে। আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি, জীবন আর বেশি বাকি নেই। এগুলোর তেমন প্রয়োজন নেই। আর জিন বলেছে আমাকে কিংডমের দুর্ঘটনার কথা। আমার ইচ্ছে এগুলো তুমি নিয়ে...'

'কিন্তু মিস গ্যারেট, তা সম্ভব নয়।'

চোখ কোঁচকাল বৃদ্ধা। 'ডোন্ট বি সিলি। আমি জানি এ মুহূর্তে তোমার টাকা প্রয়োজন। আমি চাই এগুলো তোমার কাজে লাগুক, তুমি সফল হও।'

'শুভেচ্ছা প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ, মিস গ্যারেট। কিন্তু টাকা আমার আছে, এসব শুধু শুধু কেন...'

'কেউ শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে অন্তর থেকে সাহায্য করতে চাইলে ফিরিয়ে দিতে নেই, রানা। তাছাড়া একেবারে এমনি এমনি নিতে যদি বাধে, মনে করো না তোমার তেল কোম্পানির শেয়ার কিনছি আমি এ দিয়ে!'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'নাও, ধরো!' বাক্সটা ওর হাতে গুঁজে দিল বৃদ্ধা। 'আমি যাই, রুথকে এসব জানতে দিতে চাই না। গুড নাইট।'

ছোট ছোট পায়ে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধা। স্থাণুর মত বসে থাকল রানা। কেন যেন চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। স্নেহ-ভালবাসার কাঙাল মাসুদ রানার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় স্মৃতির ছোট্ট ভাণ্ডারে এইমাত্র আরেকটা মধুর স্মৃতি যোগ হলো। হয়তো সর্বশেষ স্মরণীয় স্মৃতি। ঋণী করে রেখে গেল ওকে প্রায় অজানা-অচেনা এক বৃদ্ধা, কি দিয়ে এ ঋণ শোধ করবে রানা? টাকা দিয়ে? সব ঋণ কি টাকা দিয়ে শোধ হয়?

বাকি রাত মোটেই ঘুম হলো না মাসুদ রানার। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ল ও, সবাই তখন ঘুমে। সলোমন'স জাজমেন্টের চুড়োয় সবে সামান্য আলোর আভাস ফুটি ফুটি করছে। বাঁধের সিমেন্ট বয়ে আনা এক ট্রাক ফিরতি পথে হাইড্রলিক পর্যন্ত লিফট দিল ওকে, সেখান থেকে একটা টিম্বার ওয়াগনে চেপে একশো পঞ্চাশ মাইল হাউসে পৌঁছল রানা।

এক দঙ্গল আমেরিকান ফ্রী-ল্যান্স সাংবাদিক পরিবেষ্টিত জনি কার্সটেয়ার্স হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা জানাল ওকে, পরিচয় করিয়ে দিল সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে। জানা গেল জনির আমন্ত্রণে এসেছে তারা সবাই, কিংডমের সম্ভাবনা-সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট লেখার জন্যে ওখানে যেতে আগ্রহী তারা। খুশি হলো রানা কৃতজ্ঞ হলো জনির প্রতি। কিংডম ফিরতে অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়ে গেল মাসুদ রানার।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল ঘোড়া ভাড়ায় পাওয়া কোন সমস্যা নয় এ অঞ্চলে, প্রচুর আছে ঘোড়া। অভাব প্যাকিং গীয়ারের, গীয়ারসহ ঘোড়া খুব কম পাওয়া যায়। সাংবাদিকরাও নেমে পড়ল মাসুদ রানাকে সাহায্য করার কাজে। এক সপ্তাহ ব্যয় করে জোগাড়

হলো মাত্র ছাব্বিশটা ঘোড়া। এক কন্টেইনার ট্রাকে পাঁচশো গ্যালন ফুয়েল, আরেক ট্রাকে ঘোড়াগুলো রওনা করিয়ে দেয়া হলো কাম লাকির পথে। পিছন পিছন এক মাইক্রোবাসে চলল রানা-জনি ও সাংবাদিকের দল। সেদিন জুনের চোদ্দ তারিখ।

ভীষণ বাজে আবহাওয়ার মধ্যে ওই তেল কিংডমে পৌঁছাতে জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো সবার। ঘন ধোঁয়ার মত তুষারের জ্বালায় সামনে চার হাতও দেখা যায় না, তারওপর যেমন বাতাস, তেমনি মুহুর্মুহু বজ্রপাত। প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর বোঝা নামিয়ে এক ঘণ্টা করে বিশ্রাম দিতে হলো পথে ঘোড়াগুলোকে। পথ প্রদর্শক জনি, আর বিপুল উৎসাহী সাংবাদিকরা সাথে না থাকলে বহু আগেই পিছিয়ে যেতে হত মাসুদ রানাকে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, চোখ নয়, সঠিক ট্রেইল ধরে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সারাপথ নাক ব্যবহার করেছে জনি। গন্ধ শুঁকে শুঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে সে ওদের কিংডমে। নইলে ওই আবহাওয়ায় চোখে দেখে এগোনো ওই পথে শুধু অসম্ভবই ছিল না, তার চেয়ে বড় কিছু যদি থেকে থাকে, তাই ছিল।

তেমনি সাংবাদিকরাও। সবকিছুতেই তাদের সীমাহীন উৎসাহ। কুছ পরোয়া নেই ভাব। পথ যত দুর্গম হয়, ততই যেন বাড়ে তাদের আনন্দ। জীবনে এই প্রথম 'সত্যিকার এক আউট ডোর অ্যাডভেঞ্চারে' অংশ নিতে পেরে মহাখুশি।

অবশেষে যখন কিংডম পৌঁছল ওরা, টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে সবার মধ্যে। প্রত্যেকে হতাশ, হাল ছেড়েই দিয়েছে। তেলের অভাবে তিন দিন থেকে বন্ধ রিগ। জিনের মুখে শুনল মাসুদ রানা আজই শেষ দিন ধরে রেখেছিল গ্যারি কিওগ। আজকের মধ্যে ও না এলে কাল সকালে পিটার ট্রিভেডিয়ানের সাথে নিজের যাবতীয় কিছু নামিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কথা বলতে যাবে ঠিক

করেছিল সে।

রিগ সচল হলো আবার। গ্যারি এবং তার ক্রুরা সবাই হতাশা কাটিয়ে চতুর্গুণ উৎসাহে লেগে পড়ল যার যার কাজে। পরদিনই আবার তেলের জোগাড়ে গেল রানা-জনি, চারদিন পর ফিরল আরও পাঁচশো গ্যালন নিয়ে। রিগ বন্ধ হয়েছিল চার হাজার ছয়শো ফুট গভীরে পৌঁছে। ওখানে পাওয়া গেল নরম পাথরের লেয়ার, ফলে খননের গতি বেড়ে গেল। প্রতি ঘণ্টায় আট ফুটের জায়গায় বারো ফুট করে নেমে চলেছে রিগ। রানা তেল নিয়ে ফিরতে হাসি মুখে হিসেবটা জানাল গ্যারি, পাঁচ হাজার ফুটে পৌঁছে গেছে সে।

পরদিন ফিরল বয় ব্লাডেন। ক্যালগারি ট্রিবিউনের এক সাংবাদিক আছে তার সাথে। সে জানাল, তার সর্বশেষ পাথরের স্যাম্পল পরীক্ষা করে উইনিক রায় দিয়েছে, মোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট গভীরে অ্যান্টিসিলিনে হিট করতে যাচ্ছে ওরা।

শুরু হলো অস্থির প্রতীক্ষার পালা। যত দিন যায়, তত বাড়তে লাগল অস্থিরতা। টান টান হয়ে উঠতে থাকল সবার স্নায়ু। প্রতিবার শিফট বদলের সময় ক্রুরা একদল অন্যদলের কাছে জানতে চায়, কোন সুখবর আছে কি না। নেই। ক্রমে শেষ হয়ে এল জুন, ততদিনে অস্থিরতা গায়েব হয়ে গেছে সবার। উদ্বেগ দখল করেছে সে স্থান। এখন আর প্রশ্ন করে না ওরা, একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝে নেয় জবাব।

এই অনিশ্চিত অপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠল মাসুদ রানার। সবার গোমড়া, চিন্তিত মুখ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও। ওদিকে রিগের খনন ক্ষমতা কমে গেছে, ফের শক্ত পাথর পড়েছে পথে। আগের আট ফুট গতিও নেই এখন, কমে গেছে। অস্থির হয়ে পড়েছে মাসুদ রানা, গ্যারি-বয় সবাই হতাশ, যদিও মুখে তার প্রকাশ নেই। চাবি দেয়া পুতুলের মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। তেলের

মজুত ফুরিয়ে আসছে। ওদিকে ড্যামের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। দিশে পাচ্ছে না রানা কি করবে।

আগস্ট মাস শুরু হলো। বাঁধের কাজ আর সামান্য বাকি। এঞ্জিনিয়াররা স্লুইস গেট আর পেন সেটিঙে ব্যস্ত। এখান থেকে দেখা যায় না, তবে স্যাডলে উঠলে চোখে পড়ে, বাঁধের দেয়ালের ওপাশে হেনরি ফেরগাসের পাওয়ার স্টেশনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে ড্যামের শ্রমিকদের অনেকের সাথে নিজেদের গরজেই সম্পর্ক গড়ে তুলেছে কিওগের ক্রুদের কেউ কেউ, ওদের দিয়ে সিগারেট ইত্যাদি কিনিয়ে আনে কাম লাকি থেকে। তাদের মুখে শুনেছে এরা, বিশ আগস্ট বাঁধের কাজ শেষ করার শেষ দিন। তারপর পানি জমা করার জন্যে বন্ধ করে দেয়া হবে সমস্ত স্লুইস গেট। ওই পানির সাহায্যে শীতের শুরুতে পাওয়ার প্রজেক্টের পাইলট প্ল্যান্ট চালু করবে লারসেন মাইনিং কোম্পানি।

মাসের প্রথম দিকেই কাজে ঢিল দিল গ্যারি কিওগ। স্বেচ্ছায় নয়, হতাশ হয়ে। প্রায় দু'মাস হয়ে গেছে কিংডম এসেছে সে, কাজ করে যাচ্ছে একনাগাড়ে, এখনও তেলের খোঁজ নেই, হতাশ হওয়ারই কথা। গ্যারি, বয় বা ক্রুদের কেউই কথা বলে না আজকাল, দিন-রাত মুখ বুজে কাজ করে যায়। ড্রিলিঙের সময় চালুনিতে কাদার সাথে যে পাথর ওঠে, তার চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই, অ্যান্টিসিলিনের তো পাত্তাই নেই।

খুব সম্ভব অন্যমনস্কতার কারণেই ক্রুদের একজন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল একদিন। এঞ্জিনের ড্র ওয়ার্কের হুইলে লেগে এক আঙুল ছেঁচে গেল তার। ভাগ্য ভাল যে গোটা হাতটাই আক্রান্ত হয়নি, সেরেছিল তাহলে। এই দিন জনি ফিরে গেল সাংবাদিকদের নিয়ে।

পাঁচ আগস্ট সকালে নতুন পাইপ জোড়া হলো রিগের ড্র পাইপিঙের সাথে। সবার ধারণা এটাই শেষ, এরপর আর প্রয়োজন হবে না। হয়তো। পাঁচ হাজার চারশো নব্বই ফুট গভীরে এখন

রিগের বিট্। শেষ পাইপ জোড়া হতে স্টার্ট নিল এঞ্জিন, শুরু হলো কাজ। ক্রুরা সবাই ঘিরে ধরল রিগ, প্রত্যাশায় অধীর। মাসুদ রানা, জিন লুকাস দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। টার্নটেবিলের ভেতর দিয়ে গ্রীফ স্টেমের এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে তলিয়ে যাওয়া দেখছে নীরবে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে পড়ল রানা, ঘটল না নতুন কিছু।

দুপুর দুটোয় সেট করা হলো নতুন আরেকটা পাইপ। তারপর আরও একটা। গভীরতা পৌঁছেছে তখন পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ ফুটে। ধৈর্য-হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। গ্যারিকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। 'যদি উইনিকের ধারণা সঠিক না হয়,' বলল ও। 'যদি আরও গভীরে নামার প্রয়োজন দেখা দেয়, কতদূর নামতে পারবেন আপনি?'

'বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল লোকটা। 'ক্রুরা সবাই চরম হতাশ এবং ক্লান্ত।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এই পর্যায়ে হাল ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হবে? তারচে' বরং আরও দু'হাজার ফুট মার্জিন ধরে নতুন করে শুরু করুন।'

'দুই হা-জা-র!' এমনভাবে ওর দিকে তাকাল গ্যারি, যেন পাগলের প্রলাপ শুনে যার-পর-নাই অবাক হয়েছে। 'বলেন কি! তার মানে আরও দুই সপ্তার ধাক্কা, ততদিনে ড্যামের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া, তেল কই?'

'সে জোগাড় করব আমি।'

চাউনি সরু করে রানাকে দেখল আইরিশ। 'অন্য কোন মতলব আছে মনে হয়? বিষয়টা কি?'

'মতলব-ফতলব কিছু নেই। ভেবে দেখুন, দু'মাস ধরে কি অমানুষিক পরিশ্রম করছেন আপনারা সবাই, আর দেড়-দুই সপ্তায়

কী-ই বা আসবে-যাবে? কে বলতে পারে এর মধ্যে অ্যান্টিসিলিনে হিট করব না আমরা?'

'যদি তা না হয়? বিশ তারিখের পর কিংডম তলিয়ে যাবে ড্যামের পানিতে। টাকা পয়সা যা যাওয়ার গেছে, বাকি সব ইকুইপমেন্টসও খোয়াতে হবে। গড ক্রাইস্ট, ম্যান...' থেমে গেল সে ক্লিফ লিন্ডি নামে এক ড্রিলারকে ছুটে আসতে দেখে। 'কি ব্যাপার?'

'গ্র্যানিটের মত শক্ত পাথরে ঠেকে গেছে বিট। আর এগোতে পারছি না। একটা বিট গেছে এরমধ্যে।' থেমে দম নিল ড্রিলার। 'ফর গডস্ সেক, গ্যারি! একেবারে ফকির হওয়ার আগে চলো কেটে পড়ি এখান থেকে।'

'গত এক ঘন্টায় কত ফুট ড্রিল করেছ?'

'মাত্র দুই ফুট। ওরা সবাই জানতে চাইছে ড্রিলিং বন্ধ করবে কি না।'

কিছু বলল না গ্যারি। তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওর আর কিছু বলার আছে কি না জানতে চায়। কিন্তু বলল না ও কিছু। গাল ডলতে ডলতে অবশেষে গ্যারিই বলে উঠল অন্যমনস্ক কণ্ঠে, 'এদিকে এরকম শক্ত সিল প্রায়ই পাওয়া যায়, লিন্ডি। একশো কি বড়জোর দুশো ফুট গভীর হয়। ভাবছি...'

'এটা ভেদ করতে কম করেও চারদিন লাগবে,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ড্রিলার। 'তারপর? সিলের নিচে কি আছে জানো তুমি?'

'হুঁম! আচ্ছা, চলো। দেখি আমি কি অবস্থা।' পা বাড়াবার আগে রানার দিকে তাকাল গ্যারি। 'যাবেন আপনি?'

'না,' মাথা দোলাল ও। চলে গেল লোকটা লিন্ডির পিছন পিছন। নীরবে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখল মাসুদ রানা। ব্যর্থতার গ্লানি, রাগ-ক্ষোভ বুকের মধ্যে এলোপাতাড়ি এক ঝড়ের সৃষ্টি করেছে।

কাঁধে কারও হাতের স্পর্শ পেয়ে ঘুরে তাকাল ও। জিন লুকাস এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

'আমি খুব দুঃখিত, রানা,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

মাথা দোলাল কেবল ও।

'রানা, বয় চলে গেছে।'

ঘুরে তাকল মাসুদ রানা। চোখে বিস্ময়। 'মানে?'

'সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল, তাই...'

'তাই পালিয়ে গেল?' তিক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'কাপুরুষ! দ্যাট'স দি ইন্ডিয়ান ইন হিম, এখন বুঝতে পারছি আমি। সত্যি কথাটা এসে যদি জানাত ও আমাকে, কি হতো?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, রানা।'

'ঠিকই বুঝতে পারছি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'একদিন অনেক লম্বা সার্টিফিকেট দিয়েছিলে এই হাফ ব্রীড ইন্ডিয়ানকে।'

'বয় খুব আশাবাদী ছিল, রানা। অনেক কষ্ট নিয়ে গেছে ও।'

'তুমিই বা আর বসে আছ কেন তাহলে? যাও না, ওর আহত অন্তর মালিশ করে দাও গিয়ে।'

মুহূর্তের জন্যে গালে রক্তিম আভা ফুটল জিনের। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও শেষ পর্যন্ত থেমে গেল সে। 'আমি কফি নিয়ে আসছি তোমার জন্যে।'

ওর ধীর পায়ের হেঁটে যাওয়া দেখে তীব্র অনুশোচনা জাগল রানার মনে। কেন এমন বাজে ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটা বলল ও মেয়েটিকে? কেন শুধু শুধু কষ্ট দিল জিনকে? ছি ছি! এত নোংরা কথা কি করে বের হলো রানার মুখ থেকে? পায়ে পায়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে ঢুকল ও, বসে পড়ল একটা ইজি চেয়ারে। দু'হাতে চুল মুঠো করে ধরে বসে থাকল। একটু পর ফিরে এল জিন কফি নিয়ে।

'আমি···আমি খুব দুঃখিত, জিন। ওভাবে বলা ঠিক হয়নি আমার।'

রানার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল সে। 'আমি কিছু মনে করিনি।' আঙুল ভরে দিল ওর চুলের মধ্যে। হাতটা শক্ত করে ধরে বসল মাসুদ রানা, নিজের দিকে আকর্ষণ করল তাকে। চেয়ারের হাতলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর কোলের মধ্যে এসে পড়ল জিন। ওর গলার নরম ত্বকে মুখ গুঁজল মাসুদ রানা। জিন দু'হাতে ওখানেই আঁকড়ে ধরে রাখল রানার মাথা। আচ্ছন্নের মত বসে থাকল রানা একভাবে, জিনের দেহের মিষ্টি সুবাস এ মুহূর্তে সব ভুলিয়ে দিয়েছে ওকে।

মুখ তুলল মাসুদ রানা। চুমু খেল জিনের নরম ঠোঁটে।

পরদিন সকালে র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় উদয় হলো ট্রিভেডিয়ান। ওরা সবে নাস্তা খেতে বসেছে তখন। লোকটাকে দেখামাত্র চেহারা কঠোর হয়ে উঠল সবার। অবস্থা টের পেয়ে ভেতরে দু'কদমের বেশি এগোল না সে। রানার চোখে চোখ রেখে বলল, 'একটা মেসেজ আছে আপনার । জরুরী হতে পারে ভেবে নিজেই নিয়ে এলাম আমি।'

উঠে এসে মেসেজটা নিল মাসুদ রানা। একটা টেলিগ্রাম, পাঠিয়েছে আলবেরি কিংডমের বর্তমান লইয়ার। ওটার বক্তব্যের সারমর্ম এরকমঃ কিংডমে তেলকূপ খনন করার নামে মাসুদ রানা প্রতারণার মাধ্যমে কিংডমের বন্ধক রাখা মিনেরাল রাইটস নিজের নামে করিয়ে নিয়েছে, এবং একই কারণে অহেতুক কালক্ষেপণ করে বাঁধের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে, ইত্যাদি অভিযোগ এনে হেনরি ফেরগাস সিভিল কোর্টে কেস করতে যাচ্ছে। অতএব এখনই মাসুদ রানার ক্যালগারি যাওয়া প্রয়োজন পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে।

মুখ তুলল ও। পিটারের চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ দেখল। 'আপনি যদি চান,' বলল সে। 'উত্তরটা আমার হাতে দিতে পারেন।'

'কি ওটা?' জিন এসে দাঁড়াল সামনে। কাগজটা ওর হাতে তুলে দিল রানা। পড়ল জিন। ওর কাছ থেকে নিল গ্যারি। 'হুঁম!' পড়ে মাথা দোলাল আইরিশ। 'বেশ কষেই বেঁধেছে ওরা আপনাকে।'

'মোটেই না,' পিটারের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল মাসুদ রানা। 'এর একটা অভিযোগও ধোপে টিকবে না।'

'টিকবে কি টিকবে না সে তো পরের কথা। কিন্তু মামলা শুরু হলে কাজ বন্ধ রাখতে হবে। ওফ্, মরে গেছি!'

'ফেরগাসও একটা মেসেজ দিয়েছে আপনাকে, মিস্টার রানা,' বলল ট্রিভেডিয়ান। 'পরামর্শ দিয়েছে বিষয়টা কোর্টের বাইরে মীমাংসা করতে। প্রথমবার যে দর অফার করেছিল সে, পঞ্চাশ হাজার ডলারের, তাই দিতে রাজি সে।'

চুপ করে থাকল ও। দশ হাজার কমেছে। লোকটা কিসের ওপর নির্ভর করে... গ্যারির চিৎকারে ধ্যান ভাঙল ওর।

'প্রতিটা দুই হাজার!' বলে উঠল সে। 'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার?'

ট্রিভেডিয়ানকে হাসতে দেখল মাসুদ রানা। 'যদি ট্রাকগুলো জীবনে কোনদিন পথে নামাতে চাও,' বলল সে গ্যারিকে। 'তাহলে ওর নিচে হবে না।'

বিশাল দু'হাত আপনাআপনি মুঠো পাকিয়ে গেল গ্যারির। আগুন ঝরা চোখে পিটারকে দেখছে সে। ভয় হলো ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে লোকটার ওপর। 'তুমি খুব ভালই জানো অত টাকা দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই, পিটার।' এক পা এগোল সে। 'এবার দয়া করে তামাশা রাখো, কত হলে...'

'তাকে কথা শেষ করার সময়টাও দিল না ট্রিভেডিয়ান, বেরিয়ে

গেল ঘর ছেড়ে। জানালা দিয়ে দেখল রানা, বাইরে তিন সঙ্গী অপেক্ষা করছে লোকটার। ছুটে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল গ্যারি। হয়তো আরও এগোত, কিন্তু থেমে গেল অপেক্ষমাণ তিনজনকে দেখে। 'ফর গড'স সেক, পিটার, কিছু একটা বলে যাও!'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। মুখে করুণার হাসি। 'বলেইছি তো! আমার রাস্তার যে ক্ষতি করেছ তোমরা, এইভাবেই তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে আমাকে, বুঝলে?'

'কিন্তু আমি ওই ব্যাপারে জড়িত ছিলাম না।'

'তাই? তাহলে ওই ঘটনার সময়ে তোমার গাড়িগুলো ক্রীক রোডে এল কি করে বলো দেখি! আমার লোক যখন রাস্তা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, তখন তোমার ট্রাক আমার হ য়স্টে উঠল কি করে? নাকি এসব মিথ্যে?' ঘাড়হীন গোল মাথাটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দোলাল ট্রিভেডিয়ান। 'যদি বলতে চাও এর কোনটাই সত্যি নয়, পনি ট্রেইল দিয়ে জিনিসপত্র তুলেছ তুমি, তাহলে সেই পথেই নামিয়ে নিয়ে যাও। পয়সা বাঁচবে।'

'কিন্তু...'

'মিস্টার রানা!' গ্যারিকে বাধা দিয়ে বলে উঠল ট্রিভেডিয়ান। 'ফেরগাসকে কি বলব আমি?'

'বলবেন, আমি ড্যামের কাজ স্থগিত রাখার জন্যে ইনজাংশন প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। আরও বলবেন, যদি টাকার প্রতি মায়া থাকে, তাহলে যেন ড্যামের পিছনে আর এক টাকাও সে খরচ না করে। ড্যাম আর পাওয়ার স্টেশনের কাজ যেন বন্ধ রাখে, অন্তত কোর্ট সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত। আর এটাও নিয়ে যান,' এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল ও লোকটার দিকে। 'টেলিগ্রামের উত্তর। পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

দ্রুত ফিরে এসে কাগজটা নিল সে। পড়ল মেসেজটা। ওদিকে

ঘরের প্রত্যেকে জমে গেছে যেন রানার কথা শুনে। হাঁ করে দেখছে সবাই ওকে।

'পাগল হয়েছেন আপনি!' কাগজ থেকে মুখ তুলে ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে বলল ট্রিভেডিয়ান। 'এ ধরনের কোর্ট অ্যাকশন চাইতে গেলে কত টাকা প্রয়োজন হবে কোন ধারণা আছে আপনার? কোথায় পাবেন এত টাকা?'

'টাকা কোথায় পাব তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে আপনার।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি জানেন, এ ব্যাপারে কানাডার কোন কোর্টে আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে না? এই মূল্যহীন এক খণ্ড জমির জন্যে ফেরগাসের ড্যামের মত এতবড় এক প্রজেক্ট...'

'জানি আমি। সবই জানি। তবে কানাডিয়ান কোন কোর্ট জানে না কিংডমের সার্ভে রিপোর্ট নিয়ে কতবড় জালিয়াতি করেছেন আপনি আর আপনার পার্টনার। তারা জানে না কয়েকদিন আগে আমার দুটো ট্যাঙ্কার জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন আপনি, গুলি করে আহত করেছেন আমার কুকুরটিকে। তারা এ-ও জানে না আমার কাজ পিছিয়ে দেয়ার জন্যে আরও কত কি করেছেন আপনারা। জানে না উইনিকের শেষ রিপোর্টের খবর। ওটা যে কোন কানাডিয়ান কোর্টকে প্রভাবিত করতে পারবে। আপনারা ইচ্ছে করলে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমি বলছি সমস্ত টাকাই পানিতে যাবে আপনাদের।'

হতভম্ব হয়ে মাসুদ রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ট্রিভেডিয়ান। 'উইনিকের রিপোর্টে সত্যি যদি তেমন কিছু থেকে থাকে, তাহলে গ্যারি কেন ট্রাক নিয়ে কেটে পড়তে চাইছে?'

'কারণ এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে আমাদের,' দ্রুত বলল ও। 'এবার আপনি যেতে পারেন! হেনরিকে বলবেন, আমি বেঁচে

থাকতে তার নোংরা আশা পূরণ হবে না।'

নড়ল না ট্রিভেডিয়ান। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে রানার দিকে। মুখ ফাঁক হয়ে আছে, যেন কিছু বলতে চায়। 'তুমি শুনেছ কি বললেন মিস্টার রানা?' তার দিকে দু'পা এগোল গ্যারি কিওগ। মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত দেহের পাশে ঝুলছে তার। তার দেখাদেখি ক্রুরাও এগোল এক পা এক পা করে। সবার মারমুখী চেহারা দেখে ভড়কে গেল ট্রিভেডিয়ান, দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। জোর পায়ে ফিরে চলল।

লোকটা অদৃশ্য হয়ে যেতে রানার সামনে এসে দাঁড়াল গ্যারি। চোখে অনিশ্চিত সন্দেহ। 'সত্যি কোর্ট অ্যাকশন নিতে যাচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হলো ওর। 'অবশ্যই!'

'কিন্তু এত টাকা…!'

'টাকা কোন সমস্যা হবে না।' জিনের দিকে ফিরল রানা। 'পথের জন্যে হালকা কিছু খাবার তৈরি করে দেবে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সে। 'ক্যালগ্যারি যাবে?'

'হ্যাঁ।' গ্যারির দিকে ফিরল ও। 'ড্রিলিং চালিয়ে যেতে চান?'

ক্রুদের দিকে তাকাল সে। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মুখ জুড়ে হাসি তার। 'কেন নয়? কি বলো তোমরা? কিংডমের তেলে সাঁতার না কেটে বাড়ি ফিরব না প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা, তাই না?'

'নিশ্চই, নিশ্চই!!' একযোগে বলে উঠল সবাই। হাসছে। অনেকদিন পর ওদের মুখে হাসি দেখল মাসুদ রানা।

'আমরা আপনার সাথে আছি, মিস্টার রানা, রাইট আপ টু দা এন্ড,' চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল গ্যারির। 'তবে একটা কথা, তেল যা আছে তাতে আর চারদিন কাজ চলবে আমাদের। ওদিকে খাবার-দাবারে টান পড়েছে। আরও টুকটাক এটা-ওটা প্রয়োজন হবে।'

'জিন, তুমি এক মাসের প্রয়োজনীয় খাবারের লিস্টি তৈরি করো। আর আপনি তৈরি করুন আপনার রিকোয়্যারমেন্টের লিস্ট,' গ্যারিকে বলল মাসুদ রানা। 'লিস্ট নিয়ে আজই কাম লাকি যাবেন আপনি। ওখান থেকে বয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। বলবেন সে আর জনি যেন তেল-ঘোড়া আর যা যা প্রয়োজন সব তিনদিনের মধ্যে জড়ো করে ওয়েসেলস ফার্মে। টাকা আমি বয়ের কীথলি ক্রীক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেব।'

'শিওর! কাম অন, বয়েজ! রিগ চালু করে দিয়ে আসি।' মস্ত থাবা রানার কাঁধে রাখল গ্যারি। 'চেহারা-সুরত দেখে তেমন সুবিধের মনে হয় না আপনার অবস্থা। তবে বোঝা যাচ্ছে আমার থেকে বহুগুণ শক্ত মানুষ আপনি। চলি, একটু পর রওনা হচ্ছি আমি। গুড লাক, ম্যান!'

নীরবে নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাবার কাজে লাগল মাসুদ রানা। তারপর ঘোড়া তৈরি করার জন্যে বার্নে এল। একটু পর খাবারের প্যাকেট আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিয়ে এল জিন লুকাস। 'আমি তোমার সাথে আসি?'

'না। এবারের কাজটা আমি একাই করতে চাই।'

খানিক ইতস্তত করে বলল সে, 'অনেক টাকা লাগবে কোর্টে, রানা?'

'মনে হয়।' মুচকে হাসল রানা। 'কেন, টাকা ধার দিয়ে তুমিও কিছু শেয়ার কিনবে নাকি?'

ওর হাত ধরল জিন। মুখে অদ্ভুত দোলা জাগানো হাসি। 'না, শেয়ার কিনব না। তবে আমার কিছু টাকা আছে, তোমার কাজে লাগলে আমি খুব খুশি হব।'

'না, জিন। টাকা...'

'প্লীজ, রানা!'

'তোমরা সবাই মিলে কেন এত বাঁধনে জড়াচ্ছ আমাকে, বলো তো?' অজান্তেই গলা চড়ে গেল মাসুদ রানার। 'কেন অপাত্রে ঢালছ এত ভালবাসা? সারা গ্যারেট, তুমি, কেন তোমরা সবাই মিলে এত কষ্ট দিচ্ছ আমাকে?'

'রানা!' আহত বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জিন লুকাস। 'এ কথা কেন বলছ তুমি?'

দ্রুত নিজের আবেগ সামাল দিল ও। 'সরি, জিন। নানান চিন্তায় মাথা গণ্ডগোল হয়ে গেছে আমার, কিছু মনে কোরো না। এখন থাকুক তোমার টাকা, প্রয়োজন হলে পরে নেব।'

'মিস গ্যারেটের ওগুলো বেচলে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চই! তুমি জানতে ওগুলোর কথা?'

'না, অনুমান করেছিলাম।' কিছু সময় নীরব থেকে কি যেন ভাবল জিন লুকাস। 'রানা, একটা প্রশ্ন করি?'

'করো।'

'তোমার অসুখটা কি? খুব অল্পে ক্লান্ত হয়ে পড়ো তুমি। আগে বেশ ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হত তোমার, দেখেছি আমি। এখন অবশ্য কমেছে তা, কিন্তু কেন? অসুখটা কি তোমার?'

'ক্যান্সার।'

'গড!' অস্ফুটে বলে উঠল জিন। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা পলকে।

তিক্ত হাসি ফুটল মাসুদ রানার ঠোঁটের কোণে। 'তাঁকে স্মরণ করে লাভ নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর খুব অল্প বাকি আছে আমার সময়, ডাক্তারের দেয়া টাইম লিমিট শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।' লাগাম ধরে দরজার দিকে এগোল ও। 'এই জন্যেই বলছিলাম বড় অপাত্রে ঢালছ তোমরা তোমাদের ভালবাসা।'

পিছন থেকে ওর কোটের প্রান্ত টেনে ধরল মেয়েটি। 'কিসের

ক্যান্সার?'

'স্টমাক ক্যান্সার।'

'কিন্তু...কিন্তু...!'

'কি?'

'বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করেছি আমি, আগের মত শ্বাসকষ্ট হয় না তোমার। কেন?'

হাসল রানা। 'কি করে বলব, আমি কি ডাক্তার? হতে পারে হয়তো সে স্টেজ পার হয়ে এসেছি আমি। এখন ফাইন্যাল রাউন্ডের ফাইটিং।' বলল বটে, কিন্তু মনে মনে এ-ও ভাবল, তাই তো! কেন? উদ্বেগ উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি রানা এতদিন ব্যাপারটা, সত্যিই বেশ কিছুদিন যাবৎ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না। সত্যিই কি ফাইন্যাল রাউন্ড...? তার মানে যে কোনওদিন নেই হয়ে যাবে মাসুদ রানা?

'চলি। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি ডিলেইং অ্যাকশন প্রার্থনা করে। পেলে ভাল, না পেলেও ক্ষতি নেই। ইচ্ছে ছিল মৃত্যুর আগে প্রমাণ করে যাব আলবেরি সাউলের বিশ্বাস সত্যি ছিল। বোধহয় ব্যর্থ হলাম আমি।'

এগিয়ে এল জিন লুকাস, দু'হাতে সজোরে জড়িয়ে ধরল ওকে। মুখের কাছে মুখ এনে দুনিয়া তোলপাড় করা এক টুকরো হাসি দিল। তার বাদামী চোখে কে জানে কি এক অতল রহস্য। 'না, রানা। আমরা ব্যর্থ হইনি। বিশ্বাস রাখো, সফল আমরা হবই।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, কিন্তু জিনের উষ্ণ ঠোঁট রুদ্ধ করে দিল সে পথ। 'যাও,' ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল মেয়েটি। 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি মনে রেখো।

রিগের অদ্ভুত সুরেলা ঘটাং ঘটাং গান শুনতে শুনতে রওনা হয়ে গেল মাসুদ রানা। আওয়াজটা ওকে মনে করিয়ে দিল নতুন প্রাণ

ফিরে পেয়েছে যেন কিংডম। রানাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল সারা গ্যারেট। 'ক্যালগারি যাচ্ছ, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'কোর্ট অ্যাকশন প্রার্থনা করতে?'

'তাও জেনে গেছেন?'

হাসল বৃদ্ধা। 'বলেছি না এ শহরে কিছুই চাপা থাকে না?' কি যেন ভাবল মহিলা। 'রানা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।'

'নিশ্চই! করুন।'

'জিনকে কেমন লাগে তোমার?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

রানার কাঁধে এক হাত রাখল বৃদ্ধা। 'ওকে বিয়ে করে...'

'না, মিস গ্যারেট। তা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়? জিন তোমাকে ভালবাসে খুব। আমি জানি তুমিও ওকে ভালবাস। তাহলে অসুবিধে কি?'

'অসুবিধে আছে, মিস গ্যারেট। জিন তা জানে।'

'ওহ্!' হতাশ দেখাল বৃদ্ধাকে। 'তো...তাহলে অবশ্য অন্য কথা।'

'আমি আপনার অলঙ্কারগুলো বিক্রি করতে যাচ্ছি, মিস গ্যারেট,' বলল মাসুদ রানা। 'ওই টাকায়...'

বাধা দিল মিস গ্যারেট। 'এখনও করোনি?'

'মানে, বলতে এসেছিলাম যদি তেল না পাওয়া যায় কিংডমে, আর আমি যদি না থাকি, তবু আপনার টাকা আপনি ফেরত পাবেন।'

'ননসেন্স! কে ফেরত চেয়েছে টাকা?' কিছু ভাবল বৃদ্ধা। 'যদি না থাকি মানে, আর কোথাও যেতে চাইছ?'

'না। ও একটা কথার কথা।'

'তাই বলো। রানা, জিনের মুখে অনেক প্রশংসা শুনেছি তোমার

কিংডমের। ওখানে নাকি প্রচুর টাইগার লিলি ফোটে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কূপ খোঁড়ার কাজ শেষ হলে একবার নিয়ে যাবে আমাদের দু'বোনকে? জায়গাটা দেখতে ইচ্ছে করছে খুব।'

'নিশ্চই নিয়ে যাব।'

ছয়

আগস্টের সাত তারিখ সকালে এডমন্টন থেকে প্লেনে ক্যালগারি পৌঁছল মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টের পত্রিকা স্টলে ক্লিপে ঝোলানো 'সলোমন'স জাজমেন্ট বাঁধ নির্মাণ সমাপ্তির পথে' লেখা বিশাল ব্যানার হেডিঙের ওইদিনকার ক্যালগারি ট্রিবিউনের ওপর চোখ পড়তে এক কপি কিনল ও।

ট্যাক্সি চেপে ব্যাংকে যাওয়ার পথে ওটায় চোখ বোলাল। অনেক বড় আর্টিকেল। ওই বাঁধের গুরুত্ব, ওটার সাহায্যে পাওয়ার স্টেশন চালু হলে স্থানীয়দের কি কি সুবিধে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আছে ওতে। মাঝে কিংডমের ওপরেও এক প্যারা লেখা হয়েছে, তবে যেন-তেনভাবে। যার মধ্যে মাসুদ রানার ড্রিলিঙের উল্লেখও নেই। সম্পাদক ব্যাটা নিশ্চয়ই ফেরগাসের পয়সা খেয়ে লিখেছে এই আর্টিকেল, ভাবল ও, নইলে ওর ড্রিলিঙের খবর একেবারেই অনুপস্থিত কেন? নিরপেক্ষ রিপোর্টিং হলে দুটোর সম্ভাবনার কথাই কি উল্লেখ থাকা উচিত ছিল না?

ব্যাংকের কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেল। কোন ব্রিটিশ বা মার্কিন ব্যাংক হলে অসংখ্য ফরমে, ডিক্লারেশনে সই করতে হত রানাকে, অথচ এখানে তেমন কিছুই করার প্রয়োজন হলো না। স্রেফ একটা বন্ধকী ডিক্লারেশনে সই করে টাকা গুনে নিল ও। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় টাকা বয় ব্লাডেনের কীথলি ক্রীক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে লইয়ারের অফিসে এল মাসুদ রানা।

ওখানে জানা গেল হেনরি ফেরগাস সিভিল কোর্টে যে মামলা করার হুমকি দিয়েছিল, সে কেস ড্রপ করেছে ম্যাকগ্রে অ্যান্ড অ্যাচেনসন। কেন, মাসুদ রানা ইনজাংশন প্রার্থনা করবে বলে হুমকি দিয়েছে, তাই?

জবাবে মাথা দোলাল লইয়ার ওকস। না, তা নয়। ওরা জানে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টে ড্যামের কাজ সমাপ্তির জন্যে যে আইন পাস হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কানাডার কোন কোর্টই রানার প্রার্থনায় সাড়া দেবে না। কাজেই অহেতুক কেস করে টাকা পানিতে ঢালার কোন প্রয়োজন নেই ভেবে শেষ পর্যন্ত চেপে গেছে ফেরগাস।

তাহলে এখন কি করা যায়? করার একটাই আছে, ড্যামের কাজ শেষ হওয়ার আগে কিংডমে কূপ খনন শেষ করতে হবে, এবং প্রমাণ করতে হবে যে তেল আছে রকিতে। সে ক্ষেত্রে বেকার হয়ে যাবে প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্টের আইন। যদিও তারপরও ফেরগাসের কাজে বাধা দেবে না কোর্ট। তবে যেহেতু প্রমাণ হয়ে গেছে; যদি হয় আর কি, যে তেল আছে কিংডমে, সে ক্ষেত্রে সাউল অয়েল কোম্পানিকে এতবড় এক অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ জানাবে কোর্ট ফেরগাসকে, যে তার প্রজেক্ট পরিত্যাগ না করে কোন উপায় থাকবে না।

হতাশ মনে হোটেলে এসে উঠল মাসুদ রানা। তাই কি সম্ভব? আর দু'সপ্তাহ সময়ও নেই হাতে, এরমধ্যে কি করে ও প্রমাণ করবে

তেল আছে কিংডমে? সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট গভীরে নেমেও যেখানে প্রত্যাশিত অ্যান্টিসিলিনের পাত্তাই পাওয়া গেল না, সেখানে তেল আদৌ আছে কি না, তার নিশ্চয়তা কি? এ পর্যন্ত যে অর্থ, শ্রম ঢালা হয়েছে ড্রিলিঙের পিছনে, বিফলেই গেছে বলা চলে। এরপর আরও ঝুঁকি নেয়া কি উচিত হবে? শক্ত সিলে পড়ে বিটের অগ্রগতি যে হারে পিছিয়ে গেছে, তাতে আর ভরসা রাখা কি ঠিক হবে?

হেনরি ফেরগাসের কথা ভাবল রানা। লোকটা এখন আর ওকে কোন হুমকি মনে করছে না, তাই কেস করবে বলে হুমকি দিয়েও পিছিয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। নিশ্চই সে জেনে গেছে যে ওর ড্রিলিং বিঘ্নিত হচ্ছে হার্ড সিলের জন্যে, বিপদে পড়ে গেছে মাসুদ রানা। এ খবর জানা কঠিন কিছু নয় তার পক্ষে। ট্রিভেডিয়ানের কড়া নজর আছে কিংডমের ওপর, ওখানে কখন কি হয়, খবর পেয়ে যায় সে।

পরদিন সকালেই কাম লাকি ফিরে যাওয়া ঠিক ছিল মাসুদ রানার, কিন্তু সন্ধের পর পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হলো ও বিশেষ কারণে। বিকেলে কি করা যায় ভাবছে, খেয়াল হলো, একবার ক্যালগারি ট্রিবিউনের সম্পাদকের সাথে দেখা করলে কেমন হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তা বাতিল করে দিল রানা। প্রয়োজন নেই, অহেতুক সময় নষ্ট হবে। তারচেয়ে বরং উইনিককে জানানো যাক ওর এখানে আসার খবর, তাকে দিয়ে খবরটা সম্পাদকের কানে পৌঁছানো যাক। তখনই বোঝা যাবে লোকটা সম্পর্কে আজ সকালে তার পত্রিকা পড়ে যে ধারণা জন্মেছে রানার, তা সত্যি কি না।

মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গেল মাসুদ রানার। উইনিকের ফোন পাওয়ামাত্র রানার হোটেলে ফোন করল সম্পাদক, ওকে তার সাথে ডিনার করার আমন্ত্রণ জানাল সে। রাজি হলো ও। সন্ধের পর যখন নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে তার সাথে যোগ দিল

ও, তখনও জানে না রানা কি চমক অপেক্ষা করছে। সম্পাদকের সাথে আনুষ্ঠানিক পরিচয় ইত্যাদি শেষ না হতেই মাঝবয়সী আরেক লোক এসে যোগ দিল ওদের সাথে। মাসুদ রানাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সম্পাদক।

লোকটির নাম পল নর্টন, কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, সিবিসির সাংবাদিক। জানা গেল মাসুদ রানার সাক্ষাৎকার প্রচার করতে আগ্রহী নর্টন। অবাক হয়ে গেল মাসুদ রানা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সম্পাদক। 'নর্টনের এই আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে জনি কার্সটেয়ার্স-ই মূল কৃতিত্বের দাবিদার। ও কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিককে নিয়ে গিয়েছিল না আপনার কিংডমে?'

'হ্যাঁ!' বিস্ময় তখনও কাটেনি রানার পুরোপুরি।

'ওরা শিকাগো ফিরে কি করেছে, দেখুন।' একটা আমেরিকান ম্যাগাজিন তুলে দিল সম্পাদক রানার হাতে।

ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের বহু রঙা ছবিটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওটা কিংডমের ছবি। রকির বরফমোড়া কিংডমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারি কিওগের ড্রিলিং রিগ। প্রচ্ছদ কাহিনীঃ অয়েল ভার্সেস ইলেক্ট্রিসিটি। তার নিচে ছোট করে লেখাঃ আলবেরি সাউলের স্বপ্ন কি সত্যি হবে? তাঁর উত্তরাধিকারী কি সক্ষম হবে হেনরি ফেরগাস তার কিংডম ডুবিয়ে দেয়ার আগেই সেখানে তেলের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে? লেখক স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এসেছেন অদ্ভুত এক শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিযোগিতা। বিস্তারিত: ৮-এর পাতায়।

বুকের বল হাজার গুণ বেড়ে গেল মাসুদ রানার। সে রাতেই ওর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার রেকর্ড করল পল নর্টন। সাক্ষাৎকারের বক্তব্য কি হলে সুবিধে হয়, তা সম্পাদকই ঠিক করে দিল। পরদিন ব্রডকাস্ট হলো তা। ওইদিন ক্যালগারি ট্রিবিউনে মাসুদ রানার লেখা

এক আর্টিকেলও ছাপা হলো। দুটোতেই পরিষ্কার উল্লেখ করল ও, এ মুহূর্তে হার্ড সিলের স্তরে আছে ওর ড্রিলিং, যে পর্যায়ে পৌঁছে হতাশ হয়ে আলবেরি সাউল হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রানা হাল ছাড়তে রাজি নয়। দুই মাধ্যমেই সরকারের কাছে কয়েক সপ্তাহ সময় চাইল মাসুদ রানা, যাতে ও এরমধ্যে প্রমাণ করতে পারে তেল আছে কিংডমে।

দুপুরের মধ্যে দুটো মাধ্যমই যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হলো। লাঞ্চ করতে বের হচ্ছিল রানা, এই সময় রুমে এসে ঢুকল অ্যাচেনসন। রেগে কাঁই হয়ে আছে ওর ওপর। জানা গেল ফেরগাস তাকে নতুন এক প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে। মাসুদ রানাকে কিংডমের দাম বাবদ এক লাখ মার্কিন ডলার দিতে রাজি আছে সে। 'তবে সে ক্ষেত্রে নতুন এক স্টেটমেন্ট দিতে হবে আপনাকে,' বলল অ্যাচেনসন। 'স্বীকার করতে হবে, সাউল আর আপনি, দু'জনেই ভুল করেছেন। কিংডমে তেল নেই। অন্তত রকির ওই অংশে নেই।'

'যদি স্টেটমেন্ট না দিই?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'তাহলে অফার প্রত্যাহার করে নেবে হেনরি ফেরগাস।'

পায়ে পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ভাবছে। ওরকম কোন বিবৃতিতে সই করার অর্থ শুধু নিজেকেই অপদস্থ করা নয়, মৃত এক বৃদ্ধকেও মিথ্যুক, প্রতারক বলে স্বীকার করে নেয়া। যে অধিকার মাসুদ রানার নেই। কোন অবস্থাতেই ও তা করতে পারে না।

'যদি রাজি হন,' বলে উঠল অ্যাচেনসন। 'কিংডমে যে সব ইকুইপমেন্টস, ভেহিকেলস আছে, সব হয়েস্টে করে ক্রীক রোডে পৌঁছে দেয়া হবে বিনা খরচে।'

'ভেবে দেখি।'

'ভাবুন।' হাতঘড়ি দেখল লোকটা। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ফোন করবেন দয়া করে আমার অফিসে।'

'এত তাড়া কিসের?'

'ফেরগাস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ যন্ত্রণা মিটিয়ে ফেলতে চায়।'

অ্যাচেনসন বেরিয়ে যাওয়ার পর পায়চারি শুরু করল রানা ঘরের মধ্যে। চেষ্টা করে দেখবে নাকি স্টেটমেন্ট না দিয়ে কিংডম গছানো যায় কি না ফেরগাসকে? এক লাখ ডলার পেলে গ্যারির খরচপাতি ফেরত দিয়েও প্রচুর বাঁচবে। মিস গ্যারেটকে ফেরত দিতে পারবে ও গহনাগুলো, যারা এতদিন সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, তাদেরকেও দিতে পারবে কিছু কিছু।

দরজায় নকের শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল রানার। টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছে বেল বয়। দ্রুত খামটা খুলল ও, কীথলি ক্রীক থেকে বয় ব্লাডেন পাঠিয়েছে। ওটা এরকমঃ পাঁচ হাজার আটশো ফুটে হার্ড সিল অতিক্রম করেছে রিগ। বর্তমানে ঘণ্টায় দশ ফুট রেটে চলছে খনন। প্রত্যেকে আশাবাদী। ফুয়েলের দ্বিতীয় চালান কিংডম রওনা হয়ে গেছে। স্বাক্ষর—বয়।

বুকের ভেতর দ্রুতগামী ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড। স্তম্ভিত হয়ে বার্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। তার মানে এ খবর ফেরগাস আগেই পেয়েছে? তার সাথে সিবিসির সাক্ষাৎকার এবং পত্রিকার আর্টিকেল যোগ হওয়ায় ভয় পেয়ে এক লাফে দ্বিগুণে পৌঁছে গেছে সে? এই জন্যেই এক ঘণ্টা সময় দিয়েছে সে ওর নাকের সামনে মূলো ঝুলিয়ে?

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল মাসুদ রানা। প্রথম রিং পুরো হওয়ার আগেই ওপ্রান্তে সাড়া দিল অ্যাচেনসন। 'হ্যালো, মিস্টার রানা?'

'ইয়েস,' ভরাট গলায় বলল ও।

'গুড! আপনি তাহলে রাজি?'

'না।'

'হোয়াট!'

'রাজি না।'

'কি-কিন্তু...'

দড়াম করে ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা। মুখে পরম তৃপ্তির হাসি। হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠল ও, পাগলের মত একা একা হাসতে লাগল। একটু পর নিজেকে সামাল দিল রানা, রিসিভার তুলে ক্যালগারি ট্রিবিউনের সম্পাদককে ফোন করল। তাকে অ্যাচেনসনের নতুন প্রস্তাব আর বয় ব্লাডেনের টেলিগ্রামের খবর জানাল ও। 'তার মানে লাক ফেভার করতে শুরু করেছে আপনার!' খুশি হলো সম্পাদক।

এই লোকের ব্যাপারে মনে বাজে এক ধারণা জেগেছিল বলে লজ্জা পেল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, মিস্টার রানা। বয়ের টেলিগ্রামটা নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। আজই ওর ওপর আরেকটা নিউজ করে দেব বড় করে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমার সময় প্রার্থনার ওপর জোর দেবেন দয়া করে।'

'সে আপনাকে বলতে হবে না। এখন কি করবেন ঠিক করেছেন আপনি?'

'কাল সকালে কিংডম ফিরে যাচ্ছি।'

'বেশ। রওনা হওয়ার আগে এক কপি ট্রিবিউন কিনে নিতে ভুলবেন না যেন। আর হ্যাঁ, সাথে আমার একজন সাংবাদিককে নিয়ে যান না কেন? ও কিংডমে থেকে আপনাদের ডেভেলপমেন্টের

খবর নিয়মিত পাঠাতে পারবে আমাকে।'

'তাহলে তো ভালই হয়।'

'ওকে। তাহলে সকালে গাড়ি নিয়ে আপনার হোটেলে পৌঁছে যাবে সে। নাম স্টিভ স্ট্রাচেন।'

পরদিন সন্ধের দিকে জ্যাসপার পৌঁছল রানা ও স্টিভ্। ডিনারের আগে রেস্টুরেন্টে জেফ হার্টের সাথে বীয়ারে চুমুক দেয়ার সময় খেয়াল হলো রানার, সাতদিন হলো কিংডমের বাইরে আছে ও, অথচ আশ্চর্য! এরমধ্যে একদিনও অসুস্থ বোধ হয়নি মুহূর্তের জন্যেও। কারণ কি? মনে অনিশ্চিত এক দূরাশা উঁকি দিল মাসুদ রানার।

ওর চিন্তা ধ্বনিত হলো জেফের কণ্ঠে। 'তোমাকে আগের থেকে অনেক সুস্থ্ দেখাচ্ছে, রানা! ব্যাপার কি?'

'কি জানি?' কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'নিশ্চই কিংডমের ক্লাইমেট খুব স্যুট করেছে তোমাকে।' জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা এডমন্টনের দৈনিক পত্রিকা বের করল জেফ হার্ট। 'এটা পড়ো। আমার মনে হয় তোমার তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।'

দেখল ওটা মাসুদ রানা। কিংডমে ড্রিলিঙের ওপর বড়সড় এক আশাবাদী রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। রাতটা প্রচণ্ড অস্থিরতার ভেতর দিয়ে কাটল ওর। প্রায় পুরো রাতই পার করল রানা হোটেলের ডবল গ্লাস জানালার ওপাশের এডিথ ক্যাভেলের চুড়ো দেখে। এখন আর বরফের প্রলেপ নেই ওটার গায়ে, শুধুই পাথরের একটা স্তম্ভ। ভোরের দিকে এত অস্থির হয়ে উঠল রানা, কেবলই মনে লাগল, হয়তো ও কিংডম পৌঁছার আগেই অ্যান্টিসিলিনে হিট করে বসবে রিগ।

যাওয়ার আগে জনিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল,

কিন্তু নেই সে। একদল আমেরিকান ট্যুরিস্টকে সাথে নিয়ে কোথায় যেন গেছে। জেফ হার্টও খুব ব্যস্ত তার গ্যারেজ নিয়ে, এখন পুরো ট্যুরিস্ট মওসুম, গাড়ির আনাগোনার যেমন অন্ত নেই, তেমনি তারও বিশ্রাম নেই।

পরদিন রাতে ওয়েসেলস পৌঁছল মাসুদ রানা ও স্টিভ। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, তিনদিন আগে রওনা হয়ে গেছে তেলের দ্বিতীয় চালান। রাতটা এখানেই কাটাতে হলো, পরদিন অন্ধকার থাকতে রওনা হলো আবার। এবার আর গাড়িতে নয়, ঘোড়ায় চেপে। বীভার ড্যাম লেকের উত্তর তীর দিয়ে এ পথটা অনেক সংক্ষিপ্ত। জানত না মাসুদ রানা, স্টিভের বুদ্ধিতে এসেছে। ঠিকই বলেছিল সে, দুপুরের একটু পরই দূরে সলোমন'স জাজমেন্টের চুড়ো দেখতে পেল রানা।

ঘোড়া থামিয়ে কিছু সময় চেয়ে থাকল ও যমজ চুড়োর দিকে। কল্পনায় গ্যারির ড্রিল মেশিনের কাজ দেখল, আওয়াজ শুনল। জিন লুকাসের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কি করছে এখন জিন? ও কি জানে মাসুদ রানা আসছে? দেহ জুড়ে অদ্ভুত এক ভাল লাগার শিহরণ বয়ে গেল ওর। আজ পনেরো তারিখ, বাঁধের কাজ শেষ হতে শিডিউল অনুযায়ী এখনও পাঁচ দিন বাকি। গ্যারি যে হারে এগোচ্ছে, তাতে দু'একদিনের মধ্যেই যদি...।

ভাবনা থামিয়ে এগোল মাসুদ রানা। খানিক পর কাঁচের ওপর রোদের প্রতিফলনের কারণে মুহূর্তের জন্যে নজর ঝলসে গেল। ট্রিভেডিয়ানের ট্রাকের কাঁচে পড়েছিল রোদ, ক্রীক রোডে ওদের আনাগোনা বেড়েছে বেশ বোঝা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সূর্য, জাজমেন্টের সরাসরি ওপরের আকাশে একটু একটু করে বাড়তে লাগল মেঘের পরিধি।

শেষ বিকেলে ওরা যখন স্যাডলে পৌঁছল, ঘন কুয়াশার একটা

পর্দা ঢেকে দিল চারদিক। মোটামুটি উষ্ণ ছিল এতক্ষণ বাতাস, হঠাৎ তা হয়ে উঠল বরফের মত হিম। বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল ঘন ঘন, সেই সাথে বিরতিহীন বজ্রপাত। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যে এক ঘন্টা পর ঘেউ ঘেউ ডাকে মাসুদ রানাকে স্বাগত জানাল মোজেস। ওরা যখন র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে, আচমকা থেমে গেল বৃষ্টি, বাতাস ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল মেঘ। পশ্চিম আকাশে সূর্য হেসে উঠল।

জিন লুকাস এসে দাঁড়াল রানার সামনে। বিস্ময়ে ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, মুখে আধ ফোঁটা হাসি। কাছে গিয়ে ওর দু'বাহু চেপে ধরল রানা। 'কেমন আছ, জিন?'

কোনরকমে মাথা দোলাল সে। 'তুমি?' কাঁপছে তার সারাদেহ।

'চমৎকার! গ্যারির কি খবর?'

'খুব ব্যস্ত। খাওয়া-ঘুম ভুলে গেছে। প্রত্যেকেরই এক অবস্থা।'

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, জিনকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওর গলার স্বরেও ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। চোখের নিচে কালির হালকা প্রলেপ। 'জিন, তুমি সুস্থ আছ তো?'

'হ্যাঁ। খাটনি একটু বেড়েছে, এই আর কি!'

স্টিভ স্ট্রাচেনকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'কত ফুট ডীপে আছে এখন গ্যারি?'

'ছয় হাজার চারশো।'

'মাই গড! বলো কি! এখনও কাজ হয়নি? চলো, দেখে আসি গিয়ে।'

'খানিক জিরিয়ে নাও।'

'না, এখনই চলো!' জরুরী গলায় বলল মাসুদ রানা। পাশাপাশি এগোল ওরা। 'বাঁধের কাজ কতদূর?'

'প্রায় শেষ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল জিন। 'মনে হয় বিশ তারিখের

আগেই শেষ হয়ে যাবে। গত দু'দিন থেকে অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশজন লোক কাজে লাগিয়েছে ট্রিভেডিয়ান।'

'আগেই হয়ে যাবে?' আনমনে বলে উঠল সাংবাদিক। 'তাহলে তো মুশকিলের কথা!'

ওরা কেউ কিছু বলল না জবাবে। নীরবে এগিয়ে চলল। যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে রিগের আওয়াজ। খুশিমনে অনবরত লাফ-ঝাঁপ করছে মোজেস। তীরবেগে সামনে ছুটে যাচ্ছে কখনও, কখনও যাচ্ছে পিছনদিকে। থেকে থেকে চর্কির মত পাক্ খাচ্ছে ওদের চারদিকে। হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করল মাসুদ রানা, এ ক'দিনে ঘাস বেশ লম্বা হয়েছে কিংডমের। কী এক অসামঞ্জস্য আছে পরিবেশে, খেয়াল করল ও, কিন্তু ধরতে পারল না। বাঁধের দিকে তাকাল রানা অনিশ্চিত দৃষ্টিতে, এবং ধরে ফেলল ব্যাপারটা কি।

'ওদের মিকসার মেশিন বন্ধ কেন?' জানতে চাইল ও।

'বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দু'দিন আগে,' বলল জিন লুকাস। উদ্বিগ্ন চোখে রানার দিকে তাকাল। 'ওগুলোর কাজ শেষ।'

ক্যালগারিতে ওর সাক্ষাৎকার আর আর্টিকেলের ব্যাপারে ফেরগাসের প্রতিক্রিয়া জিনকে জানাতে যাচ্ছিল রানা, কি ভেবে বলল না শেষ পর্যন্ত। কি লাভ? ক্যালগারির আলোড়নের সাথে এখানকার বাস্তব পরিস্থিতির অনেক ফারাক। এখানে এখন একমাত্র বিষয় হচ্ছে জয়-পরাজয়। মাসুদ রানা কি পারবে ফেরগাসকে পিছনে ফেলে দিতে? স্লুইস গেট বন্ধ হওয়ার আগে তেলের সন্ধান কি পাবে ও?

ড্রিলিঙের কাজে ব্যস্ত লোকগুলোকে দেখল মাসুদ রানা। গ্যারি ব্যস্ত ড্র ওয়ার্কে, বয় ব্লাডেন ডেরিকে। ওরা যখন ড্রিলের কাছে পৌঁছল, নতুন একটা পাইপ জুড়ছে তখন ক্রুরা। কাজ সেরে এঞ্জিন চালু করে দিয়ে ছুটে এসে ঘিরে ধরল ওরা রানাকে। চেহারা করুণ

একেকজনের। চোখের নিচে গাঢ় কালি, টকটকে লাল চোখ। সবারই ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ছিল কিছু, দিল ওগুলো রানা। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। পরিবেশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তারের মত স্পর্শকাতর মনে হলো মাসুদ রানার, যেন সামান্য একটু ছোঁয়া লাগলেই যা-তা ঘটে যাবে।

'উইনিকের সাথে দেখা করেছেন?' প্রশ্ন করল গ্যারি কিওগ। গলার স্বর তীক্ষ্ণ, চাউনি যেন ধারাল ছুরি।

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'কি বলল সে?'

'আরেকবার সিসমোগ্রোম পরীক্ষা করে দেখেছে সে নতুন করে।'

'তো?'

'তার ধারণা সাত হাজার ফুটের কাছাকাছি আছে আমাদের টার্গেট।'

'হুঁম! পরশু নাগাদ টার্গেটে পৌঁছব তাহলে আমরা।'

'হার্ড সিল ক্রস করার পর কোর স্যাম্পল সংগ্রহ করেছিলেন?' ওদের সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরাল রানা।

মাথা দুলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল আইরিশ। 'করেছি। জিওলজি কম বুঝি আমি, তবে ওগুলো দেখে মনে হয়েছে জায়গামত পৌঁছেছি আমরা অবশেষে।'

'পৌঁছতেই হবে!' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও।

'নিশ্চই!' গ্যারিও খুব জোর দিয়ে বলতে চাইল। কিন্তু কথা ফুটলেও জোর নেই না তাতে।

'ট্রিভেডিয়ানের খবর কি?'

'নেই খবর। মুখ লুকিয়েছে ও শালা। লোক লাগিয়েছে আমাদের ওপর নজরদারী করার জন্যে। দূরবীনে চোখ রেখে

সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে ব্যাটারা।' ঘুরে বাঁধের দিকে তাকাল গ্যারি। সূর্যের আলো সরাসরি মুখের ওপর পড়ায় চোখ কুঁচকে উঠল তার। লোকটা হঠাৎ করেই বুড়িয়ে গেছে মনে হলো রানার। 'একজন জিওলজিস্ট হলে ভাল হত,' বলল সে। 'যখনই জায়গামত হিট্ করি না কেন, রিগ তো পয়লাচোটেই যাবে।'

'তখন রিগের চিন্তা করতে হবে না আপনাকে।'

'আমি রিগের কথা ভাবছি না। ভাবছি তেল আর পানির, কোনটার কি পরিমাণ, তা বের করার সমস্যা নিয়ে।' নার্ভাস হাসি ফুটল গ্যারির মুখে। 'তাছাড়া, নিচে কি আছে নিশ্চিত না জেনে এমন অন্ধের মত ড্রিলিং জীবনে আর কখনও করিনি আমি, তাই...'

লোকটার কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি আরেকবার জানান দিল রানাকে কী প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে আছে এরা। কি ভীষণ স্নায়ুর চাপের মধ্যে আছে। তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাত্র নয়জন মানুষ, চারজন করে বারো ঘণ্টা কাজ করছে দৈনিক, অবশিষ্ট গ্যারিকে তদারকীর কাজ করতে হয় দুই শিফটেরই, স্নায়ুতে চাপ পড়ারই কথা। এক এক করে ফিরে গেল ওরা নিজেদের জায়গায়, কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখতে লাগল রানা, জিন ও স্টিভ।

নরম পাথরের স্তরে পাইপ প্রায় অনায়াসে, এবং দ্রুত নেমে যাচ্ছে দেখল ওরা। আগের চাইতে বেশ অল্প সময়ের ব্যবধানে জুড়তে হচ্ছে নতুন পাইপ। সময়ের গুরুত্ব বুঝে মাসুদ রানা নিজেও লেগে পড়ল গ্যারির সহকারী হিসেবে। আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত খাটিয়ে নিয়ে ছুটি দিল সে ওকে মাত্র চার ঘণ্টার জন্যে। আবার ভোর চারটায় ডাক পড়ল, মাতালের মত টলতে টলতে ছুটল মাসুদ রানা। মুক্তি মিলল সকাল আটটায়। র‍্যাঞ্চ হাউসে ফেরার সময় নিজেকে দিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল ও কিসের মধ্যে আছে গ্যারি আর ক্রুরা।

নাকেমুখে কিছু গুঁজে শুয়ে পড়ল রানা। দাঁড়াবার শক্তি নেই। দু'দিন গেছে পথে, তারপর পৌঁছেই কাজে লাগতে হয়েছে, লম্বা বিশ্রাম না নিলে আর পারা যাচ্ছে না। মনে হয় এক ঘণ্টাও হয়নি ঘুমিয়েছে ও, জিনের ডাকে উঠতে হলো। ট্রিভেডিয়ান লিভিং রূমে অপেক্ষা করছে, রানার সাথে দেখা করতে চায়। বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। এক পুলিস অফিসার ও চার কনস্টেবলসহ লোকটা অপেক্ষা করছে দেখা গেল। গ্যারি কিওগও থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সাথে, তার হাতে একটা কাগজ।

'কি হয়েছে?'

রানার প্রশ্নের জবাবে সামনে এসে দাঁড়াল বিশালদেহী আইরিশ। কাগজটা বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। 'ট্রিভেডিয়ান আমাদের কিংডম ত্যাগ করার নোটিস দিতে এসেছে, মিস্টার রানা,' আরেকদিকে তাকিয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল সে।

নোটিসটা পড়ল রানা। লারসেন কোম্পানির প্যাডে লেখা, হেনরি ফেরগাসের সই করা একটা চিঠি। যাতে বলা হয়েছেঃ প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের ১৯৮৭ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী আগামী ১৮ আগস্টের পর যে কোনদিন সলোমন'স জাজমেন্ট ড্যাম চালু করার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী লারসেন কোম্পানি। ওটা চালু হলে কিংডম তলিয়ে যাবে পানিতে, অতএব তার আগেই কিংডমের মালিক মাসুদ রানাকে ওই এলাকা ত্যাগ করতে হবে।

মুখ তুলে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রিভেডিয়ানকে দেখল মাসুদ রানা। পুরো গোল মুখে মিটিমিটি হাসি তার। 'ড্যামের কাজ তাহলে শেষ?' প্রশ্ন করল ও। বলার সুরে পরাজয়ের হতাশা পরিষ্কার।

মাথা দোলাল লোকটা। 'প্রায় শেষ।'

'কখন বন্ধ করা হবে স্লুইস গেট?' খেয়াল করল রানা, ওর

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জিন লুকাস। কিন্তু তাকাল না ও।

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রিভেডিয়ান। 'খুব সম্ভব আগামীকাল। অথবা হতে পারে তার পরদিন। আমাদের অন্য সব প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলেই বন্ধ করে দেব।' ঘুরে পুলিস অফিসারের দিকে তাকাল সে। 'ওয়েল, এডি, তুমি দেখেছ নোট জায়গামত পৌঁছে দিয়েছি আমি। তুমি কিছু বলতে চাও?'

'হ্যাঁ,' বলে রানার দিকে তাকাল লোকটা। 'মিস্টার রানা, আপনাকে আমার মনে করিয়ে দেয়া কর্তব্য, আগামীকাল আঠারো তারিখ। তাই কাল সকাল দশটার পর যে কোন মুহূর্তে এ জমি ডুবিয়ে দেয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে লারসেন কোম্পানি। ওর পর এখানকার কোন স্থানান্তর যোগ্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির জন্যে তাদেরকে দায়ী করা যাবে না।'

'রিগের কথা বোঝাচ্ছেন আপনি?' প্রশ্ন করল গ্যারি।

মাথা দোলাল অফিসার। 'স্থানান্তরযোগ্য সবকিছুর কথাই বলছি আমি, স্যার। সরি, রিয়েলি সরি।'

একজন দু'জন করে ড্রিলিং ক্রুরা ঢুকল এসে ভেতরে। চিন্তিত মুখে অফিসার এবং ট্রিভেডিয়ানকে দেখছে তারা। কল্পনা করতে অসুবিধে হয় না কি ভাবছে সবাই। দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে কাজ করছে এরা কিংডমে, বিনা বেতনে। মনে বড় আশা নিয়ে এসেছিল প্রত্যেকে, সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে কি চলছে সবার মনের ভেতর বোঝা মোটেই কঠিন কিছু নয়। সামান্য একটা বেলাইনের কথা কি আচরণ, মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘাত বাধিয়ে দিতে পারে। বুদ্ধিমান ট্রিভেডিয়ানও বুঝল ব্যাপারটা। 'ওয়েল, এডি,' বলল সে। 'কাজ তো শেষ। চলো তাহলে।'

মাথা দোলাল অফিসার। ঘুরে দরজার দিকে এগোল। নীরবে বেরিয়ে গেল ছয়জনের দলটা। কেউ নড়ল না ভেতরের। কেউ

একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। অনেকক্ষণ পর গ্যারির উদ্দেশে প্রশ্ন করল স্টিভ স্ট্রাচেন, 'কোন আশা আছে কাল দশটার আগে?'

কঠিন চোখে দেখল তাকে দানব। 'যদি নিশ্চিত জানতাম, তাহলে কি বসে বসে মাছি মারতাম?'

দুপুরে যখন রিগের কাছে এল মাসুদ রানা, তখন ছয় হাজার ছয়শো বাইশ ফুট গভীরে পৌঁছেছে বিট। বিকেল চারটার মধ্যে তার সাথে যোগ হলো আরও তেতাল্লিশ ফুট। পরিবেশ ভীষণ উত্তপ্ত। গরমে ঘামছে ওরা দরদর করে। প্রচণ্ড পরিশ্রম আর সীমাহীন উদ্বেগে অবর্ণনীয় অবস্থা এক্কেকজনের। চারটায় নতুন আরেক পাইপ জোড়া হলো গ্রীফ স্টেমে।

ক্রুরা যখন পাইপ জোড়া দেয়ার কাজে ব্যস্ত, কপালের ঘাম মুছে ড্যামের দিকে তাকাল রানা অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। কোন আওয়াজ নেই ওখানে, একটা মানুষও নেই। অদ্ভুত এক নীরবতা। আবার ঘাম মুছল মাসুদ রানা। ওদিকে কেউ নেই, কাজ নেই, অতএব কোন আওয়াজও নেই। এখানেও পাইপ জোড়া হচ্ছে বলে এঞ্জিন বন্ধ, আওয়াজ নেই। পুরো উপত্যকা যেন নীরবতা পালন করছে বিশেষ কোন উদ্দেশে। যেন কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আছে। বাতাসেও টেনশন।

হঠাৎ বাঁধের দিক থেকে কাঁচে প্রতিফলিত আলো এসে পড়ল রানার মুখের ওপর। ঘুরে তাকাল ও, কিন্তু দেখতে পেল না দূরবীনধারীকে।

'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

পিছনে বয়ের শ্রান্ত গলা শুনে ঘুরল মাসুদ রানা। যেমন কাউকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিল, তেমনি ফিরে এসেছে লোকটা। লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। 'কি পছন্দ হচ্ছে না?' বলেই অবাক হলো ওর কণ্ঠেও অন্যদের মত অসহিষ্ণুতা, তীক্ষ্ণতা টের পেয়ে।

ব্লাডেনের কানেও বাজল। মুখ তুলে ওকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তার গালের কাটা দাগটা লাল দেখাচ্ছে। 'এই ওয়েদার,' বলল সে নিচু কণ্ঠে। 'হঠাৎ এত গরম পড়ার কারণ বুঝতে পারছি না। মেঘের চিহ্ন নেই আকাশে, একটু বাতাস নেই। কেমন আজব মনে হচ্ছে। ঠিক যেন...।' কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল লোকটা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

একটু ঘুমিয়ে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করল মাসুদ রানা। কিন্তু এই দম বন্ধ হয়ে আসা গরমে ঘরে ঢুকে শোয়ার কথা ভাবতেই পারল না। তাছাড়া মনের যা অবস্থা, হাজার চেষ্টা করলেও আসবে না এখন ঘুম। বার্নে গিয়ে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল রানা, কাউকে কিছু না বলে সাউল নাম্বার ওয়ানের দিকে চলল। ওখান থেকে ক্রীকের তীর ধরে এগোল বাঁধের দিকে।

প্রচুর পানি আজ ক্রীকে, হুড়মুড় করে পাক খেতে খেতে ছুটছে। গতকাল বিকেলের বৃষ্টি আর আজকের প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে বরফ গলে যাওয়ায় বেড়ে গেছে পানির পরিমাণ। কাঁটা তারের বেড়া ঘেঁষে ধীরগতিতে বাঁধের দিকে এগিয়ে চলল মাসুদ রানা। এখন মানুষের সাড়া পাচ্ছে ও একটু একটু। হাঁক-ডাক, উচ্চ কণ্ঠের হাসিও শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বাঁধের ওপাশে পাওয়ার স্টেশনের কাজ চলছে।

আরেকটু এগোতে বাঁধের গায়েও কয়েকজনকে দেখা গেল। দশ-বারোজন মানুষ, তবে লেবার নয় এরা—এঞ্জিনিয়ার। গ্রীজ মাখা জিনস আর টি-শার্ট পরে কাজ করছে স্লুইস গেটে। একটা গাছের ছায়ায় বসে তাদের কাজ দেখতে লাগল মাসুদ রানা। ভাব দেখে মনে হয় যেন এই করতেই এসেছে কিংডমে, আর কিছু করার নেই। হয়েস্ট কেজটাকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে দেখল রানা একবার।

দূরবীনধারীকে দেখতে পেল ও। এতক্ষণ একটা পিলারের আড়ালে বসে ছিল সে। হয়তো রানার আচরণে কিছু সন্দেহ জেগেছে মনে, তাই উঠে এল। কাছে আসতে লোকটাকে চিনল মাসুদ রানা। এ সেই, যে ওর ঘোড়ার লাথি খেয়ে দুটো দাঁত হারিয়েছে ক'দিন আগে। লেদার হোলস্টারে পিস্তল দেখা গেল আজ তার।

'এখানে কি করছেন আপনি?' জানতে চাইল সে কঠিন গলায়।

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'ফিরে যান, মিস্টার! এখানে দাঁড়ানো নিষেধ।'

'কার নিষেধ?' ব্যঙ্গ ফুটল ওর কণ্ঠে।

'ট্রিভেডিয়ানের।'

'এটা আমার জমি, ট্রিভেডিয়ানের বাপের নয়। বরং তুমি এ মুহূর্তে আমার জমিতে এসে পড়েছ। ব্যাক অফ, ইউ ব্লাডি!'

দীর্ঘ সময় ওকে দেখল লোকটা আগুন ঝরা চোখে, তারপর অনির্দিষ্ট কারও উদ্দেশে নানান অকথ্য-অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। রানার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে আরও কয়েকটা দাঁত খসিয়ে দিয়ে আসে হারামজাদার। কিন্তু দমন করল নিজেকে, ঘোড়া ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলল। সে রাতে ডিনারের টেবিলে একটা কথাও বলল না কেউ। গম্ভীর, থমথমে মুখে নীরবে খেল সবাই। ঝড় ওঠার পূর্ব লক্ষণ তাদের চেহারায়।

শুকিয়ে চুপসে গেছে সবার চেহারা। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে লোকগুলো। ঘামে চকচক করছে তাদের সারামুখ। খাওয়া শেষ হতেও উঠল না কেউ। আটটায় শিফট বদল হবে, বসে থাকল তার অপেক্ষায়। কথা নেই কারও মুখে। যেন এরা কথা বলতে জানে না, সবাই বোবা। মাঝেমধ্যে কেউ কেউ উঠে গিয়ে খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কান খাড়া করে রিগের আওয়াজ শুনছে খুব মন

দিয়ে। বোঝার চেষ্টা করছে পরিচিত, একঘেঁয়ে আওয়াজে কোন পরিবর্তন ঘটে কি না।

শিফট বদল হলো সময়মত। ক্লান্তি নেই কেবল রিগের, এক মনে নিজের কাজ করে চলেছে সে। ছয় হাজার সাতশো তেরো ফুটে পৌঁছেছে এখন তার ধারাল বিট্। ক্রমাগত পাথর খুঁড়ে নেমে যাচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে। এ মুহূর্তে ঘণ্টায় সাড়ে দশ ফুট গতিতে নামছে। কখন যেন দু'চোখ বুজে এসেছিল, চট্ করে আপনাআপনি জেগে গেল রানা বারোটার খানিক আগে।

বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে। সামনের প্রাঙ্গণে দু'হাত বুকে বেঁধে, সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিন লুকাস। মুখ তুলে এক ভাবে তাকিয়ে রয়েছে চাঁদের দিকে। ভীষণরকম শুকনো লাগছে ওর মুখটা। এখন ঘুমানোর সময়, অথচ জেগে আছে। কে জানে কত রাত জেগেই কাটিয়েছে জিন। এক পা দু'পা করে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'কি করছ এখানে?'

সচকিত হলো মেয়েটি। 'এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। গরমে ঘুম আসছিল না।'

'হ্যাঁ, ভীষণ গরম।' রানাও চাঁদের দিকে তাকাল। বড়, অস্পষ্ট একটা রিং ঘিরে রেখেছে ওটাকে। বাতাস বেশ গরম এখনও, আভেনের মত তপ্ত হয়ে আছে পরিবেশ। 'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে,' আপনমনে বলল ও।

'আমার মন বলছে খুব শীঘ্রি কিছু একটা ঘটবে, রানা।'

'হ্যাঁ, ঝড়...'

'না,' বাধা দিল জিন, ফিস ফিস করে বলল, 'ঝড় না, অন্য কিছু। অসহ্য লাগছে আমার সব।'

'যাও, একটু বিশ্রাম নাও গিয়ে,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'যা হওয়ার হবে। চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিনি, এই সান্ত্বনাটুকু তো আছে

আমাদের।'

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে ওকে দেখল মেয়েটি। মনে হলো কিছু বলতে চেয়েও বলল না। ধীর পায়ে চলে গেল।

জিন র‍্যাঞ্চ হাউসে গিয়ে ঢুকতে রানাও ঘুরে দাঁড়াল, সিগারেট ধরিয়ে রিগের দিকে চলল। গ্যারি কিওগ কাজ করছে ড্রিলে, ওদিকে ডেরিকে আছে ডন নামে একজন। মই বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এল রানা, ড্র ওয়ার্কের পাশের এক বেঞ্চে এসে বসল। রানাকে দেখে রয়ও এসে বসল পাশে। নীরবে সিগারেট ধরাল দু'জনে। চাঁদের আলোয় ড্যাম পরিষ্কার দেখা যায়, তবে আলোটা কেমন যেন। যেমন স্বচ্ছ হওয়ার কথা, তেমন নয়। বসে বসে প্ল্যাটফর্মের দোল অনুভব করতে থাকল রানা।

'চাঁদের আলো কেমন অন্যরকম লাগছে না?' ওদের সাথে যোগ দিল এসে গ্যারি কিওগ। 'মনে হচ্ছে না পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে আলোটা?'

'কুয়াশা,' বিড় বিড় করে বলল রয় ব্লাডেন। 'কুয়াশার জন্যে অমন দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই।' রানার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল আইরিশ।

খানিকটা জোরাল বাতাস এসে পরশ বুলিয়ে গেল ওদের মুখে। 'ওটা কি, মেঘ?' আঙুল তুলে যমজ স্তম্ভের ওপাশের আকাশ দেখাল আইরিশ। 'হ্যাঁ, সেরকমই তো লাগছে।'

সবাই তাকাল সেদিকে। সলোমন'স জাজমেন্টের চুড়োর ঠিক পিছনের অনেকটা আকাশ দেখতে দেখতে কালো হয়ে উঠল। বেশ পুরু আর ঘন কালো মেঘ। ওর কোনখান দিয়ে চাঁদের আলোর সামান্যতম রেশও ভেদ করতে পারছে না। প্রায় গোল, নিরেট এক চাক মেঘ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে কিংডমের দিকে।

আচমকা দমকা হিম বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ওদের।

'আসছে ঝড়,' বলল বয় ব্লাডেন। 'এই জন্যেই এত গরম পড়েছিল।'

ব্যাপারটা প্রথমে কে খেয়াল করেছে মনে নেই মাসুদ রানার, তবে প্রায় একই সাথে খাড়া হয়ে গেল ওরা তিনজনই— ডিজেল ড্র ওয়ার্কের আওয়াজ হঠাৎ করে অন্য রকম লেগে উঠেছে সবার। অনভিজ্ঞ রানার কানেও ধরা পড়ল তা। নিচে সম্ভবত বিটের গতি কমে গেছে, ভাবল ও। ডিজেল এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। মনে হলো পাথরের সাথে এ মুহূর্তে যোগাযোগ নেই বুঝি বিটের, খুব ঘন মণ্ড জাতীয় কিছুর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে ওটা। মুহূর্তের মধ্যে আরও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল তার আওয়াজ।

চেঁচিয়ে কি যেন বলে উঠল বয়, শুনতে পেল না মাসুদ রানা। হতভম্ব হয়ে এর-ওর দিকে তাকাচ্ছে ও, বুঝতে পারছে না কি করবে।

'মাড পাম্প।' কানের কাছে বজ্রপাতের মত চেঁচিয়ে উঠল গ্যারি, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। 'মাড পাম্প—কুইক!' চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র এক লাফে রিগের ওপাশে চলে গেল সে।

এদিকে রানা, ওদিকে ডেরিক ম্যান ডন, দু'জনই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার যার জায়গায়। কি করবে মাথায় আসছে না। কি ঘটছে, তাও বুঝতে পারছে না।

রিগের ওপাশ থেকে উঁকি দিল গ্যারি, চেঁচিয়ে উঠল গলার রগ ফুলিয়ে, 'নেমে যান প্ল্যাটফর্ম থেকে, আহাম্মক কোথাকার! পালান, পালান!'

কোত্থেকে দেহে এত শক্তি এল রানার কে জানে, তীরবেগে মই লক্ষ্য করে ছুটল ও। তার মধ্যেই বয়কে পিছন থেকে উল্লাসে ফেটে পড়তে শুনল। গলার সমস্ত শক্তি এক করে চাঁদের দিকে

দু'হাত ছুঁড়ল সে, 'ওহ্ গ-ড! উই হ্যাভ স্ট্রাক ইট!'

উড়ে উড়ে মই অতিক্রম করল রানা ও ডন। ওরা মাটিতে পা রাখতে না রাখতে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল বয়, তারপর তিনজনে মিলে খিঁচে দৌড় লাগাল ট্রিভেডিয়ানের পাতা সীমানা দেয়ালের দিকে। ওরই মধ্যে এক পলক পিছনে তাকাল মাসুদ রানা। রিগের ওপরের মাথায় ক্রাউন ব্লকে বাঁধা টানটান স্টীলের তারের সাথে ঝুলছিল নিচের গ্রীফ স্টেম, হঠাৎ করে ঢিল পড়ল সেই তারে, কারণ গ্রীফ স্টেম তখন নিচের কোন এক চাপের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে ক্রমেই ওপরদিকে ঠেলে উঠতে শুরু করেছে। ওটার মাথায় জোড়া অসংখ্য পাইপের ভারেই টানটান হয়ে ছিল ওই তার। চাপ আসলে পড়েছে পাইপের ওপর, বুঝল মাসুদ রানা।

নরম প্যাঁচপেঁচে কাদায় পা পড়তে হুঁশ ফিরল, পরমুহূর্তে নাকেমুখে পানির ঝাপটা লাগতে থেমে দাঁড়াল ও। ক্রীকে এসে পড়েছে ওরা, আর যাওয়ার উপায় নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সেই মুহূর্তে নিচ থেকে এক জোর ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল গোটা রিগ, তারপর আস্তে কাত হয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কেঁপে গেল কিংডম রিগের ভারে। চুরমার হয়ে গেল ওটা। বিকট আওয়াজ উঠল এঞ্জিনে।

পরক্ষণে গর্ত থেকে মাথা তুলল পাইপ। ঠিক যেভাবে টুথপেস্ট বের হয় টিউব থেকে, তেমনি। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ওর মোহাবিষ্ট চোখের সামনে লিকলিকে, সুদীর্ঘ এক সাপের মত ক্রমেই উঠে আসছে পাইপ নাচতে নাচতে, দোল খেতে খেতে। উঠতে উঠতে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে থাকল পাইপিঙের মাথা, দৈত্যাকার এক অজগরের মত মোচড় খাচ্ছে ওটা, পাক খাচ্ছে শূন্যে, বাতাসে সাঁই সাঁই চাবুকের আওয়াজ তুলছে। তারপর, হঠাৎ করেই একশোটা

এক্সপ্রেস ট্রেনের আওয়াজ তুলে আকাশে নিক্ষিপ্ত হলো প্রায় সাত হাজার ফুট পাইপ। আতঙ্কে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল মাসুদ রানার, শূন্যে যন্ত্রণাকাতর সরীসৃপের মত ক্রমাগত মোচড় খেতে খেতে তীরবেগে বাঁধের দিকে ছুটছে তখন ওগুলো। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য!

হঠাৎ গ্যারির কথা খেয়াল হতে দৌড় দিল রানা সামনের দিকে। 'গ্যারি!' চেঁচিয়ে ডেকে উঠল ও। 'গ্যারি! গ্যারি!!'

থেমে পড়ল রানা। পায়ের নিচে কাঁপছে মাটি থরথর করে। এগোবে, নাকি পিছিয়ে যাবে ভাবছে ও, এমন সময় দুনিয়া ফাটানো তীক্ষ্ণ 'হিশ্‌শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌!' শব্দে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল, দু'হাতে সজোরে কান চেপে ধরে বসে পড়ল। ওই অবস্থায় সামনের দিকে তাকাল রানা। পাইপের গর্ত থেকে গ্যাস বের হচ্ছে! ভাবল ও, নিশ্চই তাই! কিন্তু গ্যারি গেল কোথায়?

উঠতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, এই সময় প্রকাণ্ড এক কালো বাদুড়ের মত ওর সামনে উড়ে এসে পড়ল লোকটা। দু'হাতে সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল ওকে। দুই কানে গিয়ে ঠেকে আছে তার হাসি। পাগলের মত ঝাঁকাতে শুরু করল সে রানাকে। 'আমরা হিট্ করেছি!' উন্মত্তের কণ্ঠে চেঁচাতে থাকল গ্যারি কিওগ। 'মিস্টার রানা! হিট্ করেছি! আমরা হিট করেছি! গুহ্ গড, আমরা হিট্ করেছি!'

তখনও নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পায়নি মাসুদ রানা। বেকুবের মত গ্যারিকে দেখল খানিক। 'অ্যান্টিসিলিন...!'

'অ্যান্টিসিলিন ভেদ করে বেরিয়ে গেছি আমরা!' দুই প্রচণ্ড থাবড়ায় রানার ব্রহ্মতালু স্থানচ্যুত করে দিল সে।

'অয়েল?'

'গ্যাস গ্যাস! এরপরই আছে তেল! দেখতে থাকুন।'

ওদের কাছে এসে দাঁড়াল বয় আর ডন। 'রিগের বারোটা বেজে গেছে,' বলে উঠল ডন। 'বরবাদ হয়ে গেছে।'

'জাহান্নামে যাক রিগ,' হা-হা করে হেসে উঠল গ্যারি কিওগ। গলা কাঁপছে তার প্রচণ্ড আবেগে। গ্যাস নির্গমনের প্রচণ্ড আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল তার সে হাসি। গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল রানার।

'যে জন্যে এসেছি সে কাজ হয়ে গেছে আমাদের,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল আইরিশ। দুই কোমরে হাত রেখে ড্রিলিং স্পটের দিকে তাকিয়ে আছে সে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গি করে। 'শা-লা, শ্বশুরের পুত ট্রিভেডিয়ান! দেখে যা তেল আছে কি না কিংডমে।'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কান পেতে গ্যাসের 'হিশ্ হিশ্!' আওয়াজ শুনল। তীক্ষ্ণতা কমে আসছে আওয়াজের, কেমন ভোঁতা শোনাচ্ছে এখন।

'ওয়েল!' দু'হাত বাড়ি দিয়ে ধুলো ঝাড়ল যেন গ্যারি। 'সময়ের আগেই কাজ দেখাতে পেরেছি আমরা। চলো বয়, সবাইকে তোলো ঘুম থেকে। স্টিভকে ডেকে আনো, দেখাও ওকে। ওকে বলো, একটা শক্ রেকর্ডার জোগাড় করতে। খবর শুনে পিটার শালা কেমন শক্ খায় রেকর্ড করতে হবে।' আবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল গ্যারি।

দ্রুত পায়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চলল ওরা। একটু একটু করে কমে আসছে গ্যাসের আওয়াজ। হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, চারদিক কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেছে। কখন যেন মেঘের সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। আকাশ দেখে সন্দেহ হয় ওটা আদৌ ছিল কি না! অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় ঠাণ্ডা বাতাসের জোরাল এক ঝাপ্টা আছড়ে পড়ল।

সলোমন'স জাজমেন্টের ঢাল থেকে ভেসে এল অশ্রুতপূর্ব এক

তীব্র হিস্‌হিসানি। শব্দটা এত জোরাল হলো যে গ্যাসের হিশহিশানির আওয়াজও তলিয়ে গেল। ওটা কিসের আওয়াজ ভেবে পেল না মাসুদ রানা। গ্যারিকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আচমকা এক শক্তিশালী পানির ঝাপটা নিরেট দেয়ালের মত আছড়ে পড়ল ওদের ওপর। রেইনস্ট্রম! মুহূর্তে অথৈ সাগরে পড়ল যেন সবাই, তলিয়ে গেল পানির নিচে। একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল বলে দম ফুরিয়ে মরতে বসল মাসুদ রানা, আর সবারও একই দশা।

হাঁচড়ে-পাচড়ে যখন পানির ওপরে মুখ তুলল ও, পিছনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তখন রিগ। বানের পানি আর সবকিছুর সাথে ওটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে টান মেরে। পিছনে ঘোর অন্ধকারে ভীতিকর ছল্ ছল্ আওয়াজ কেবল পানির। আকাশে কাঁটা চামচের মত ঝল্‌সে উঠল বিদ্যুৎ, সে আলোয় সঙ্গীদের জলজ দানবের মত হাঁসফাঁস করতে দেখতে পেল ও। পরমুহূর্তে বিকট শব্দে বাজ পড়ল, উপত্যকায় আটকে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘা খেয়ে কামান গর্জনের আওয়াজ তুলে ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল সে আওয়াজ।

উদ্বোধনী বজ্রপাত ছিল যেন ওটা, আওয়াজ পুরো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ওদের চতুর্দিকে একের পর এক বাজ পড়তে শুরু করল। তার কোন কোনটা এত কাছে পড়ল যে মাটির কাঁপন পর্যন্ত পরিষ্কার অনুভব করল ওরা, গাছের ডাল-পাতা পোড়ার গন্ধও নাকে এল। একেক লাফে দশ হাত করে পেরিয়ে পড়িমরি র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছল সবাই। কেউ জেগে নেই ভেতরে, এত শব্দেও মরণ ঘুম ভাঙেনি মানুষগুলোর।

লিভিংরূমের নিভু নিভু ফায়ারপ্লেস উস্কে দিয়ে তার মধ্যে কাঠ ঢোকাল বয় ব্লাডেন, দেখতে দেখতে ধরে উঠল জোরাল আগুন। ওটাকে ঘিরে বসল সবাই, শীতে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। অন্যদের জাগাতে যাচ্ছিল ডন, নিষেধ করল মাসুদ রানা। জাগিয়ে লাভ নেই,

বাইরে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে দুনিয়া লণ্ড-ভণ্ড করা ঝড়, উঠে করবে কি ওরা? আগুনে গরম হয়ে, গায়ের কাপড় শুকিয়ে যার যার স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল সবাই। চোখ বোজার আগে অন্ধকারে আপনমনে হেসে উঠল মাসুদ রানা, নিঃশব্দে। অবশেষে ওরা সবাই মিলে প্রমাণ করেছে তেল আছে কিংডমে। আলবেরি সাউলের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। মরণকে এখন আর কেয়ার করে না মাসুদ রানা। জীবনের শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়েছে ওর, অতএব আসুক সে যখন খুশি, পরোয়া নেই।

সকালে জিন লুকাস ঘুম ভাঙাল ওর। বেশ উত্তেজিত মনে হলো মেয়েটিকে। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে গায়ে কোট চাপাল রানা। জিনের হাত থেকে কাপ নিয়ে চুমুক দিল চায়ে। 'তাড়াতাড়ি বাইরে এসো,' উত্তেজনা ভেতরে যতই থাক, চেপে রেখে শান্ত গলায় বলল মেয়েটি।

'কেন?'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। চোখ কুঁচকে ওকে দেখল মাসুদ রানা, দীর্ঘ দুই চুমুকে চা শেষ করে লাফিয়ে নামল বাঙ্ক থেকে। সামনের বারান্দায় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জিন, তার নির্নিমেষ দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ও সামনে। পরক্ষণে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া। যেখানে রিগ ছিল, পানিতে থৈ থৈ করছে সে জায়গা। বোঝার কোন উপায়ই নেই ঠিক কোন জায়গাটায় ড্রিল করেছিল ওরা গত আড়াই মাস ধরে। স্রেফ শান্ত নদীর মত হয়ে আছে ওখানটা।

ওদের অজান্তে, নির্ধারিত সময়ের আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বাঁধের স্লুইস গেট, কিংডমের অনেকখানি এরইমধ্যে তলিয়ে গেছে। যা বলেছিল একদিন হেনরি ফেরগাস, তাই ঘটেছে, লেকে পরিণত হয়েছে আলবেরি কিংডম। বাতাসে মৃদুমন্দ দোল খাচ্ছে

লেকের পানি।

রিগের জায়গায় এক হাঁটু পানির মধ্যে ছপাৎ ছপাৎ করে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে গ্যারি কিওগ, বয় ব্লাডেন। অসহায়ের মত তাদের পিছন পিছন একবার এদিক, একবার ওদিক করছে স্টিভ স্ট্রাচেন। হন্যে কুকুরের মত ড্রিলের গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা স্টিভকে দেখাবার জন্যে। চেহারা দেখে যদিও তাকে তেমন প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না মাসুদ রানার। রাতে কেন তাকে ডেকে জায়গাটা দেখাল না ভেবে রাগে-দুঃখে নিজের চুল টেনে চামড়াসুদ্ধ উপড়ে ফেলার ইচ্ছে হলো ওর।

পানির মধ্যে লাফাচ্ছে আর গতরাতের ঘটনা ব্যাখ্যা করছে তাকে গ্যারি এবং বয়। শুনছে স্টিভ, থেকে থেকে মাথা দোলাচ্ছে। 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি!' মাঝেমধ্যে ওদের সান্ত্বনা দিচ্ছে সে। 'কিন্তু এমন একটা কিছু দেখান যাতে আমি এডিটরকে বোঝাতে পারি।'

ওরা মিথ্যে বলছে, এমন কিছু যে ভাবছে না স্টিভ, তা তার মুখ দেখেই বুঝল মাসুদ রানা। বরং বেকায়দা এক দোটানার মধ্যে পড়ে গেছে সে। হয়তো ভাবছে ওরা আসলে কল্পনায় দেখেছে ঘটনাটা, বাস্তবে নয়।

'অবশ্যই বিশ্বাস করেছি!' আবার স্টিভকে বলতে শুনল মাসুদ রানা। 'কিন্তু দয়া করে একটা অন্তত নিরেট প্রমাণ দেখান আমাকে!'

কোথায় প্রমাণ? দু'হাতে কপালের দু'পাশের রগ টিপে ধরল মাসুদ রানা। দপ্ দপ্ করে লাফাচ্ছে রগ, যন্ত্রণায় মাথা খসে পড়তে চাইছে ঘাড় থেকে। কোথায় প্রমাণ? একটু পর রানাও নামল পানিতে, অনুমানে খুঁজতে লাগল রিগের অবস্থান। পানিতে সামান্য তেলের চিহ্ন, অথবা এক-আধটা বুদ্বুদ, কিচ্ছু নেই কোথাও। এমনভাবে ধুয়েমুছে গেছে সমস্ত চিহ্ন যে রানা নিজেই ধাঁধায় পড়ে গেল এক সময়। সত্যিই কি ব্যাপারটা ঘটেছিল গত রাতে? কোন

ভুল হয়নি তো ওদের? হ্যালুসিনেশন না তো? দৃষ্টিবিভ্রম?

বার্ন আর র‍্যাঞ্চ হাউস কিছুটা উঁচু জায়গায় বলে পানি পৌঁছতে পারেনি এখনও। শুকনো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা সবাই। বেকুবের মত তাকিয়ে আছে লেকের দিকে। অনড়। হঠাৎ ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। গ্যারির চুল থেকে গড়িয়ে গাল বেয়ে নামছে সে পানি, দেখে মনে হচ্ছে নীরবে কাঁদছে বুঝি দানব। নিজেদের সাগরের মাঝে ডুবতে বসা জাহাজের অসহায় নাবিক মনে হলো মাসুদ রানার, উদ্ধার পাওয়ার কোন পথ নেই যাদের। যদি কোন জাহাজ ভাগ্যবশত এসে উদ্ধার করল তো বেঁচে গেল, নয়তো শেষ।

'যদি নির্ধারিত সময় পর্যন্তও অপেক্ষা করত ওরা!' আনমনে, অনেকটা যেন নিজেকে উদ্দেশ করে বলল বয় বিড় বিড় করে।

'ওরা কিছু ঘটার আগেই সব গেট বন্ধ করে দিয়েছিল কাল রাতে,' থমথমে, গম্ভীর গলায় বলল গ্যারি কিওগ। 'আমাদের আগেই ওরা বুঝে ফেলেছিল যে কোন মুহূর্তে হিট্ করতে যাচ্ছি আমরা, যে জন্যে ড্যাম কমপ্লিশনের সময় দু'দিন এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। কাল রাতে...' থেমে নিজের ভেজা চুল মুঠ করে ধরল আইরিশ। 'ওহ্, গড!'

তার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'কাল রাতে কি?'

'হিট্ করার সামান্য আগে চাঁদের আলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল মনে আছে আপনার?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ও, 'হ্যাঁ। তাতে কি?'

'আমি বলেছিলাম পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো?'

'হ্যাঁ।' এখনও বোঝেনি রানা কি বলতে চাইছে লোকটা।

'এর অর্থ হচ্ছে এই, কাল রাত নামার পরই গোপনে স্লুইস গেট বন্ধ করে দিয়েছিল শুয়োরের বাচ্চা ট্রিভেডিয়ান। আমরা চাঁদের যে

অদ্ভুত আলো দেখেছি, তা আসলে অদ্ভুত ছিল না। গেটে বাধা পেয়ে উপত্যকার নিচু এলাকায় পানি জমে গিয়েছিল, আমরা ওর মধ্যেই চাঁদের প্রতিফলন দেখেছি।'

তাজ্জব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা প্রত্যেকে।

'কুত্তার বাচ্চা বুঝে ফেলেছিল!' বিড় বিড় করে বলে উঠল গ্যারি। 'আগে থেকে তাই পানি জমা করতে শুরু করে। যেই রিগ উড়ে যেতে দেখেছে, অমনি হয়তো বাকি গেটগুলোও আটকে দিয়েছে। ফল হয়েছে এই,' পায়ের কাছের পানিতে লাথি মারল সে। 'যে সময় দিয়ে গিয়েছিল পুলিস অফিসার, তখনও যদি গেট বন্ধ করা হত, এতক্ষণে তাহলে...!' আবার চুল মুঠো করে ধরল সে। 'ওহ্, গড!'

এখন একটাই পথ আছে, হতাশা-বিস্ময় পাশে ঠেলে দ্রুত ভাবল মাসুদ রানা, যে করে হোক ড্যামের গেট অন্তত একদিনের জন্যে হলেও খুলে দিতে বাধ্য করতে হবে ফেরগাসকে। কিন্তু কিভাবে? মাথায় খেলছে না কিছুই। কাঁটাতারের বেড়ার কাছে নড়াচড়া দেখে চোখ তুলল রানা। ট্রিভেডিয়ান, তার দুই সহচর, যার একজন সেই দাঁত খোয়ানো লোকটা, আর কালকের পুলিস দলকে দেখা গেল ওখানে।

বার্নের দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। 'আসুন, গ্যারি! ওর সাথে কথা বলে আসা যাক আগে। তারপর ভেবে বের করা যাবে যা হোক একটা কিছু।'

ট্রিভেডিয়ানের ওপর চোখ পড়তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল গ্যারির চেহারা। নিঃসন্দেহে বুঝল সবাই, হাতের কাছে পেলে পলক ফেলার আগেই খুন করে ফেলত সে ওই লোককে। বেড়ার এপাশে ঘোড়ায় বসে থাকল রানা ও গ্যারি। ওপাশ থেকে অমায়িক চেহারা করে দেখছে ওদের ট্রিভেডিয়ান। তার সঙ্গীদের মুখে 'কেমন

মজা' গোছের হাসি। অফিসার এডি ও তার চার কনস্টেবল ভাবলেশহীন।

মাসুদ রানার নয়, গ্যারি কিওগের কণ্ঠ বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড আক্রোশে। 'কেন সময় হওয়ার আগেই ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে কিংডম? আজ সকাল দশটা পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছিল আমাদের! কেন...'

'এতক্ষণে কিংডম ত্যাগ করা উচিত ছিল তোমাদের,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল পিটার ট্রিভেডিয়ান। ঘড়ি দেখল। 'নয়টা বিশ বাজে। আর মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় আছে আপনার হাতে, মিস্টার রানা। এর মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। যান!'

'কিন্তু আমার রিগ!' চেঁচিয়ে উঠল গ্যারি।

'সময় থাকতে সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল,' সমবেদনার সুরে বলল লোকটা। 'ঠিক আছে, সরাওনি যখন, কি আর করা! অন্তত ওটার দাম যাতে তুমি ফেরত পাও, সেটা আমি দেখব।'

রাগে লাল হয়ে গেল আইরিশ। ঝট্ করে অফিসারের দিকে ফিরল। 'কাল রাতে ও যখন গেট বন্ধ করে, তখন ছিলেন আপনি ড্যামে?'

'না,' মাথা দোলাল অফিসার। 'আজ সকালে এসেছি আমি। আপনারা প্যাকেট করার সময় যাতে কোন সমস্যা না হয়, তাই দেখতে।'

'তুমি জানো, রাত আড়াইটায় অয়েলে হিট্ করেছিলাম আমরা?' পিটারকে প্রশ্ন করল গ্যারি। 'জানো তুমি একটা অয়েল ফিল্ড ডুবিয়ে দিয়েছ?'

হেসে উঠল সে। 'কি উদ্ভট অভিযোগ!'

'তুমি খুব ভালই জানো কি বলছি আমি,' দাঁতে দাঁত চাপল গ্যারি। 'যা করার দেখে-বুঝেই করেছ তুমি।'

'আমি কিছু দেখিনি,' বলে সঙ্গীদের দিকে তাকাল ট্রিভেডিয়ান। 'তোমরা দেখেছ কিছু কাল রাতে?' পুতুলের মত একযোগে মাথা দোলাল তারা, দেখেনি। 'শুনলে?' গ্যারির দিকে ফিরল সে। 'কাল যখন গেট বন্ধ করার অর্ডার দিই আমি, এরা আমার সাথে ছিল। তবে এদিকে যে একেবারেই তাকাইনি আমরা, তাও নয়। মাঝেমধ্যে তাকিয়েছি, লক্ষ করেছি তোমরা কখন রিগ প্যাক করার কাজে হাত লাগাও, দ্যাট'স অল।'

'বাই গড, ইউ ডার্টি লায়ার!' সাপের মত হিসিয়ে উঠল গ্যারি। 'হাতের কাছে পেলে জনমের মত মিথ্যে বলার ফল বোঝাতাম তোকে আমি, কুত্তার বাচ্চা!'

গায়েই মাখল না লোকটা। হাতঘড়ি দেখল। 'সমস্যা হতে পারে ভেবে বুদ্ধি করে পুলিস প্রটেকশন এনে ভালই করেছি দেখা যাচ্ছে। মিস্টার রানা, তাড়াতাড়ি র‍্যাঞ্চ হাউস, বার্ন, সব খালি করে দিন। কয়েকটা গেট লাগানো বাকি আছে এখনও। আপনারা গেলে আমি কাজে হাত দেব। প্লীজ, তাড়াতাড়ি করুন।'

ঘুরে দাঁড়াল ট্রিভেডিয়ান, পা বাড়াল বাঁধের দিকে। অফিসারও ঘুরল। 'এক মিনিট, অফিসার,' বলে উঠল মাসুদ রানা।

'ইয়েস, স্যার?'

'আপনি কখন বাঁধে এসেছেন?'

'ঠিক আটটায়।'

'কোন আটটায়?'

'আজ সকাল আটটায়।'

'অর্থাৎ কাল রাতে যখন ট্রিভেডিয়ান স্লুইস গেট বন্ধ করার অর্ডার দেয়, তখন উপস্থিত ছিলেন না আপনি?'

মাথা দোলাল অফিসার। 'না।'

'কেন জানতে পারি?' ট্রিভেডিয়ানের দিকে তাকাল মাসুদ

রানা, মিটিমিটি হাসছে সে। যেন রানার ছেলেমানুষের মত প্রশ্নে যথেষ্ট হাসির খোরাক আছে।

'কারণ মিস্টার ট্রিভেডিয়ান রাতে কোন সমস্যা হতে পারে মনে করেননি। উনি সকালেই আসতে বলেছেন আমাকে।'

'তার মানে আপনি স্বীকার করছেন, আজ দশটা পর্যন্ত সময় থাকার পরও প্রায় বারো ঘণ্টা আগে ট্রিভেডিয়ান একাই কাজটা সেরেছে রাতের আঁধারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল অফিসার। 'আমার ওপর যা নির্দেশ ছিল, আমি ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করেছি, স্যার।'

'আপনি এখানে প্রভিন্সিয়াল পুলিসের প্রতিনিধিত্ব করছেন, নাকি ট্রিভেডিয়ানের কোম্পানির ভাড়াটে হিসেবে কাজ করছেন?'

'দুটোই।'

'আই সী!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আপনি পুলিস অথরিটির নয়, ট্রিভেডিয়ানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছেন।'

উত্তর দিল না এবার লোকটা। অসহায়ের মত ট্রিভেডিয়ানের দিকে তাকাল কেবল এক পলক। কাঁধ ঝাঁকাল ট্রিভেডিয়ান।

'দ্যাট'স অল, অফিসার,' বলল ও। 'থ্যাঙ্ক ইউ।' গ্যারির দিকে ফিরল। 'চলুন, এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

নীরবে ফিরে চলল ওরা বৃষ্টি মাথায় করে। রাগ উধাও হয়ে গেছে গ্যারির, চেহারা শুকিয়ে গেছে তার এরইমধ্যে। সারা মুখে ঘাম। গা ছেড়ে বসে আছে লোকটা স্যাডলে, রক্ত-মাংসের দলা যেন একটা, ভেতরে প্রাণ নেই। মানুষটার মনের অবস্থা ভেবে খুব দুঃখ হলো মাসুদ রানার। পিটার ট্রিভেডিয়ানের খামখেয়ালীর জন্যে জীবনের যাবতীয় অর্জন হারিয়ে পথের ফকিরে পরিণত হয়েছে সে।

'দুশ্চিন্তা করবেন না,' মৃদু কণ্ঠে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ফিরে পাবেন আপনি, কথা দিচ্ছি।'

মুখ তুলে হাবার মত ওকে দেখল আইরিশ, তারপর সামনে তাকাল। বুঝল রানা, খুব একটা কাজ হয়নি ওর অভয়বাণীতে। ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে লোকটা, রিগ খুঁজছে হয়তো।

র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে দেখা গেল পানি এর মধ্যে আরও বেড়েছে। এখনও বেড়েই চলেছে। পরের কয়েকটা ঘণ্টা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওদের। বৃষ্টির মধ্যে জিনিসপত্র যতদূর বাঁচানো গেল, হুড়োহুড়ি করে তুলে ফেলা হলো রয় আর গ্যারির ট্রাকে। ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো ওগুলো, স্যাডলের কাছে। ওখানেই তাঁবু গাড়ল ওরা রিফিউজীর মত। এক সময় বৃষ্টি থামল, মেঘ সরিয়ে উঁকি দিল দুর্বল সূর্য।

খোলা জায়গায় ওদের জন্যে রান্না করতে লেগে গেল জিন লুকাস। মুখ বুজে রোবটের মত কাজ করে চলল সে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। তবে ও যে কাঁদছে, বুঝল মাসুদ রানা। তাঁবুর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে জিন, থেকে থেকে চোখ মুছছে নিচে কিংডমের দিকে তাকিয়ে।

দুপুর নাগাদ আরও কয়েক ফুট বাড়ল পানি। দূর থেকে দেখল রানা আলবেরি সাউলের সাধের কিংডম তলিয়ে গেছে অনেক আগেই। তাঁর র‍্যাঞ্চ হাউস চতুর্দিকের পাঁচ মাইল বিস্তৃত লেকের পানিতে ভাসছে। জানালার ওপরের কিনারা ছুঁয়েছে পানি। একটু একটু করে তা আরও বাড়ল। বন্যা কবলিত নিঃসঙ্গ বাড়ির মত কেবল ধোঁয়াহীন চিমনি ও খাড়া চালটা ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চ হাউস। আর সব তলিয়ে গেছে। লেকের পানি মৃদু মৃদু ঢেউ হয়ে বাড়ি খাচ্ছে চালে।

চোখ বুজল ক্লান্ত, ভীষণরকম শ্রান্ত মাসুদ রানা। চোখের

দু'কোণে পানির মৃদু আভাস। অসুস্থ বোধ করছে ও আজ অনেকদিন পর।

সাত

সে রাতটা যে কিসের ওপর দিয়ে কাটল, বলতে পারে না মাসুদ রানা। দীর্ঘ আড়াই মাসের সংগ্রাম, পরিশ্রম আর টেনশনের পর হঠাৎ করে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্যে, না আর কিছু কে জানে, প্রচণ্ড হতাশা আর তীব্র এক বেদনাবোধ পুরোপুরি কাহিল করে ফেলল ওকে শারীরিকভাবে। হাত-পা নাড়ার মত শক্তিও রইল না। স্থাণুর মত পড়ে পড়ে দুর্ভাগ্যের কথা ভাবল কেবল মাসুদ রানা। হেনরি ফেরগাসের বিরুদ্ধে কিছু করবে, সে ব্যাপারে মনের সাড়া যতই থাক, এনার্জি নেই বলে দেহ সাড়া দিল না। কে যেন শুষে নিয়েছে ওর সমস্ত প্রাণশক্তি। সারা দেহ অসাড়, পালস্ খুব দুর্বল।

বয়ের এক ইন্সট্রুমেন্ট ট্রাকের পিছনে বিছানা পাতা হলো ওর রাত কাটানোর জন্যে। কিন্তু ঘুম এল না মাসুদ রানার। পুরো রাত কেমন এক ঘোরের মধ্যে কাটল। নিশ্চিত বুঝল ও, অবশেষে সত্যিই তাহলে সময় হয়েছে। চলে যাচ্ছে মাসুদ রানা, বড্ড অসহায়ভাবে। খারাপ মানুষগুলোর সঙ্গে পারা গেল না।

রাতটা আচ্ছন্নের মত পড়ে পড়ে কাটল। খানিক চোখ বুজে থাকে, খানিক তাকিয়ে থাকে। যতবার চোখ মেলল, প্রতিবারই ওর

এক হাতে মুঠোয় নিয়ে মাথার কাছে বসা দেখল রানা জিন লুকাসকে। বাইরের আবছা চাঁদের আলোয় ধোঁয়াটে হয়ে থাকা কিংডমের দিকেও তাকিয়েছে ও কয়েকবার—কেবল পানি আর পানি চোখে পড়েছে।

সকালের দিকে কিছুটা সুস্থ মনে হলো মাসুদ রানার। তবে দুর্বলতা কাটেনি। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। রাতের মতই কখনও হালকা ঘুম, কখনও জেগে সময় কাটতে লাগল ওর। এরমধ্যে কখন, যেন এসেছিল বয়, জানিয়ে গেছে ট্রিভেডিয়ানের সাথে টেলিফোনে কথা বলে এসেছে সে ড্যাম থেকে। লোকটা বলেছে, কাল দুপুরের মধ্যে সমস্ত মালামালসহ ওদের হয়েস্টে করে পার করে দেবে সে।

মাসুদ রানার অবস্থা বুঝে গ্যারি-বয় ভুলে গেছে নিজের লোকসানের কথা। তারা বরং সারাদিন ওকেই সান্ত্বনা দিল সব ঠিক হয়ে যাবে বলে। বয় জানাল সে খুব শীঘ্রি কেস করতে যাচ্ছে লারসেন কোম্পানির বিরুদ্ধে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কিংডম অল্পদিনের মধ্যে আবার ফিরে পাবে মাসুদ রানা। ড্যামের গেট খুলে দিতে বাধ্য করে ড্রিলিং হোল খুঁজে বের করে দেখাবে ওরা দুনিয়ার সাংবাদিক ডেকে ইত্যাদি ইত্যাদি। জিন সারাদিন নড়লই না রানার কাছ থেকে। সে-ও সারাক্ষণ একই সান্ত্বনা দিয়ে গেল। সবই বুঝল মাসুদ রানা, কিন্তু বলল না কিছু। বলে লাভ কি? ওরা চাইছে রানার মৃত্যু যথাসম্ভব বেদনাহীন হোক। হোক না তাই।

সন্ধের পরপরই একদল ট্যুরিস্ট ওদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলো জনি কার্সটেয়ার্স নিয়ে। তাদের মধ্যে টাইম ম্যাগাজিনের সাংবাদিক আছে একজন। আলবেরি সাউলের মৃত্যুর ক'দিন আগে যে ট্যুরিস্টদের নিয়ে কিংডমে এক রাত ছিল জনি, এ লোক ছিল তাদের মধ্যে।

গ্যারি কিওগের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনল জনি। সাংবাদিক র‍্যাদারটনও শুনল। মাঝে মধ্যে আইরিশকে থামিয়ে নানান প্রশ্ন করল সে, তথ্য টুকে নিল।

'কেউ বিশ্বাস করবে এসব?' দুর্বল কণ্ঠে নিজেকেই প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'স্টিভ স্ট্রাচেন ঘটনার সময় উপস্থিত থেকেও খুব একটা প্রভাবিত হয়নি।'

'সে কে?' জানতে চাইল র‍্যাদারটন।

'ক্যালগারি ট্রিবিউনের সাংবাদিক,' বলল বয়। 'সে অবশ্য আসল সময় ঘুমিয়ে ছিল।' কেন তাকে রাতেই ডেকে দেখানো হয়নি, ব্যাখ্যা করল সে।

হাসল সাংবাদিক। 'সে প্রভাবিত না হোক, আমি হয়েছি। তাছাড়া এইসব লোকাল পত্রিকা এ বিষয়ের গুরুত্বও বিশেষ বোঝে না। আপনাদের মুখে যা শুনলাম, তাতে যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। দুই-একদিনের মধ্যেই কিংডমের ফুল স্টোরি ডেসপ্যাচ করব আমি, কোন চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিংডম ফেরত পাবেন আপনারা।'

'কিন্তু পানি সরাবার কি ব্যবস্থা করা যায়?' র‍্যাদারটনের উৎসাহে উজ্জীবিত হলো গ্যারি কিওগ।

'থাকুক না পানি। সরাবার দরকার কি এখনই?'

'তাহলে ড্রিলিং স্পট্ বের করব কি করে?'

হাসল র‍্যাদারটন। জনির দিকে ফিরল। 'প্রয়োজন হলে অল্প সময়ের মধ্যে অন্তত দু'জন ডুবুরীর ব্যবস্থা করতে পারবে না? সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা চাই।'

বিষণ্ণ চোখে মাসুদ রানাকে দেখছিল প্যাকার। মাথা দোলাল। 'অবশ্যই! ট্রিভেডিয়ান আর ফেরগাসকে কবরে নামাতে যা যা প্রয়োজন জোগাড় করব আমি।'

'ওহ্, বয়' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সাংবাদিক। হাসল মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে। 'এ ধরনের হিউম্যান ড্রামার কথা এই প্রথম শুনলাম জীবনে।' ওর কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল। 'একদম দুশ্চিন্তা করবেন না। স্টোরিটা লেখা শেষ হোক, অর্ধেক উত্তর আমেরিকান কন্টিনেন্ট যদি বন্দুক তাক্ করে ধাওয়া না করেছে বাস্টার্ড ফেরগাসকে, জীবনের তরে কলম ছেড়ে দেব।'

ক্যালগারি ট্রিবিউনের সম্পাদকের দেয়া সেই ম্যাগাজিন, আর কিংডমের ড্রিলিং চলার সময় রানার তোলা কিছু ছবি র‌্যাদারটনকে দিল জিন লুকাস। স্টিভের তোলা কয়েকটা ছবিও আছে ওর মধ্যে।

পরদিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে তৈরি হয়ে নিল ওরা, রওনা হলো ড্যামের উদ্দেশে। প্রথম কিছুক্ষণ ট্রাকেই থাকল মাসুদ রানা, কিন্তু চলার পথে ডুবো বোল্ডারে ঘা-গুঁতো খেয়ে এমন লাফ-ঝাঁপ শুরু করল ওটা যে অসহ্য হয়ে পড়ল এক সময়, বাধ্য হয়ে নেমে হাঁটা শুরু করল। পানিতে তলানো রাস্তা টিপে টিপে নিশ্চিত হয়ে পা ফেলতে এবং গাড়ি চালাতে হয়েছে ওদের সারাপথ।

সামান্য পথ অতিক্রম করে বাঁধে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল। একেবারে জনশূন্য এখন হয়েস্ট হাউজিং-ড্যাম। অনেক দূরে পাওয়ার স্টেশনের কাজে ব্যস্ত কিছু শ্রমিক ছাড়া মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই উপত্যকার আর কোথাও। অথচ ওদের পার করার জন্যে এ সময় ট্রিভেডিয়ানের থাকার কথা ছিল। অনেকক্ষণ ধরে টানা হর্ন বাজাল বয় ট্রিভেডিয়ানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে, কাজ হলো না। যারা পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করছে, ওদের সাড়া পেয়েও মুখ তুলল না তারা। একটু একটু করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল ড্রিলাররা। শঙ্কিত হয়ে উঠল মাসুদ রানা, রাইফেলগুলো সুযোগ বুঝে লুকিয়ে ফেলল বিছানাপত্রের ভেতরে। বিশ্বাস নেই, অস্ত্র চোখের সামনে থাকলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারে ওরা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না

কারও: সমস্ত ট্রাক হয়েস্ট টার্মিন্যালের কাছে নিয়ে জড়ো করতে বলল মাসুদ রানা। সেখানেও নেই কেউ। একদম ফাঁকা। ওখানে দাঁড়িয়ে ড্যামের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ড্যামের চওড়া, মসৃণ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ওপরটাও বেশ মসৃণ। অনেকটা চীনের গ্রেট ওয়ালের মত এক মাথা এঁকেবেঁকে ক্রমশ উঁচু হয়ে মিশেছে গিয়ে সলোমন'স জাজমেন্ট পাহাড়ের কোমরে, আরেক মাথা কিংডম বেড় দিয়ে ঘুরে চলে গেছে থান্ডার ভ্যালির দিকে, দেখা যায় না।

হঠাৎ কেমন যেন খটকা লাগল মাসুদ রানার। মনে হলো বাঁধের কংক্রীটের দেয়াল যেন ঈষৎ ঝুঁকে আছে বাইরের দিকে। বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করল ও, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে মন দিল। দূর! ভুল দেখেছে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল মাসুদ রানা, বয়কে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল লোকটা?

আবার সামনে তাকাতে লোকটাকে দেখতে পেল ও, বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে এদিকেই আসছে। চোখ কুঁচকে উঠল রানার, কোথায় গিয়েছিল বয়? টার্মিন্যালে?

'টার্মিন্যালে পাঠিয়েছিলাম ওকে,' যেন রানার নীরব প্রশ্ন ধরতে পেরে বলে উঠল জিন লুকাস। 'ট্রিভেডিয়ানকে ফোন করতে।'

কিছু বলল না মাসুদ রানা। খানিক পর হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল লোকটা। কুঁচকে আছে কপাল, হতভম্ব চেহারা। 'বাঁধের ওপাশে কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার কাজ করছে কেবল, আর কেউ নেই,' বলল সে। 'টার্মিন্যালেও কেউ নেই। তবে...' কপালের কুঞ্চন আরও বাড়ল তার, থেমে গেল কথা শেষ না করে।

'কি?' প্রশ্ন করল রানা।

'ড্যামের সব ক'টা স্লুইস গেট খোলা দেখলাম।'

স্লুইস গেট নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করল না মাসুদ রানা। 'ফোন করতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সাড়া পেলাম না কারও। ধরছে না কেউ।'

'দরকার নেই,' খেঁকিয়ে উঠল গ্যারি কিওগ। 'কেজ যখন আছে, চলো, আমরাই শুরু করে দেই। ডন! তোলো ট্রাক!'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রথম ট্রাকটার দিকে এগোল ডন, এই সময় নিচে কিছু একটা ভাঙার এবং পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ কানে এল মাসুদ রানার। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বাঁধের দিকে তাকাল ও। কোনদিক থেকে এল শব্দটা? হঠাৎ একটা ক্ষীণ চিৎকার, এবং তার পরপরই ওপর থেকে অনেক পানি আছড়ে পড়লে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি এক আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। মনে হলো পানির তলে চাপা পড়ে মাঝপথে থেমে গেল বুঝি চিৎকারটা। হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল।

ওদের কয়েকশো গজ দূরে, সরাসরি নিচে, আচমকা উদয় হলো জিনস-টি শার্ট পরা এক এঞ্জিনিয়ার। আড়াল থেকে বাঁধের ওপর উঠে এসেছে সে, ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে তীরবেগে। দূর থেকেই বোঝা গেল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে লোকটা, ঘামছে দরদর করে। কয়েক পা সবে এগিয়েছে সে, আরেক এঞ্জিনিয়ার এবং তার পিছনে বাঁধের দুই গার্ড উদয় হলো। প্রাণপণে ছুটে আসছে সবাই এদিকে। দৌড়ের ওপর বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে লোকগুলো। প্রত্যেকের চেহারা ফ্যাকাসে।

'কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল গ্যারি।

'ড্যাম!' হাউমাউ করে উঠল প্রথম এঞ্জিনিয়ার। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসছে সে। 'ড্যামের সেন্ট্রাল সেকশনে ফাটল ধরেছে... লিক করছে! যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে ড্যাম!' কাছে এসে হাঁপাতে লাগল লোকটা। ভয় পেয়েছে বেদম।

বোকার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই, যেন বোঝেনি তার কথা। জনি কার্সটেয়ার্সের দিকে তাকাল রানা। চোখাচোখি হলো দু'জনে। মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল কেবল লোকটা, কিছু

বলল না। একদিন ও বলেছিল বাজে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করছে বাঁধ ট্রিভেডিয়ান। ওর অভিযোগ সেদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল লোকটা, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে... 'পানি কমিয়ে দিন,' বলল ও। 'চাপ কমান।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল এঞ্জিনিয়ার। 'সব গেট খুলে দিয়েছি আগেই। কাজ হয়নি কিছু।'

'ট্রিভেডিয়ান কোথায়?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। লক্ষ করল হাত কাঁপছে ওর। দুর্বলতার জন্যে, না আর কিছু?

'পাওয়ার প্ল্যান্ট সাইটে।' দূরে কর্মরত লোকগুলোকে দেখাল সে।

'ফোন নেই ওখানে?'

আবার মাথা দোলাল সে। 'ছিল। পরশু রাতের ঝড়ে ছিঁড়ে গেছে সে লাইন, ঠিক করা হয়নি। ওখানে এখন একশোরও বেশি লোক কাজ করছে। যদি ভেঙে পড়ে ড্যাম, একজনও বাঁচবে না।' হাত কচলাতে লাগল লোকটা। 'কি করি?'

'ওপারের হয়েস্ট টার্মিন্যালে ফোন করে দেখেছেন?'

'দেখেছি, নেই কেউ। থাকার কথাও নয় কারও। সবাই এখন নিচে ব্যস্ত।'

'তবু আরেকবার যান,' তাড়া লাগাল মাসুদ রানা। 'চেষ্টা করুন।'

অন্য তিনজনও পৌঁছে গিয়েছিল আগেই, প্রথম এঞ্জিনিয়ারের সাথে তারাও ছুটল টার্মিন্যালের দিকে।

গ্যারি, বয়সহ সবাই একযোগে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, বোঝা যায় না কারও কথা। জিন লুকাস এসে দাঁড়াল রানার পাশে। চেহারায় উদ্বেগ। 'এখন কি হবে?' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।

উত্তর দিল না ও। বাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে আনমনে। ওপাশে যতদূর চোখ যায় কেবল পানি আর পানি। বাঁধের সেন্টার

সেকশনে পানির গভীরতা অনেক বেশি, প্রায় দুইশো ফুট। সত্যি যদি ভেঙে পড়ে সেকশনটা, নিচের কারও হাড়গোড়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। উপত্যকায় জমা হওয়া সমস্ত পানি ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মত একযোগে হুড়মুড় করে বের হতে চাইবে ওই ফাঁক দিয়ে। মিলিয়ন মিলিয়ন টন পানি প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়বে দু'হাজার ফুট নিচের প্ল্যান্ট সাইটে—গত ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে জমা হওয়া পানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না সে জলোচ্ছ্বাস।

রানার বাহু আঁকড়ে ধরল জিন। 'রানা, কিছু করার নেই আমাদের? এতগুলো মানুষ...সত্যি যদি...'

'চলো, ফাটলটা দেখে আসি।' মেয়েটিকে নিয়ে পা বাড়াল ও। অন্যরাও এল সাথে। বাঁধের উঁচু এক অংশে এসে দাঁড়াল ওরা। সেন্টার সেকশনের মাঝামাঝি জায়গায়, ওপরের দিকের খানিকটা অংশ ছুটে পড়েছে দেখা গেল। পাশে দুই ফুট চওড়া হবে জায়গাটা, প্রায় একশো ফুট লম্বা এক লাইন ধরে তীরের মত খাড়া হয়ে বের হচ্ছে পানি। সরাসরি নিচে, উন্মুক্ত স্লুইস গেট থেকে বের হওয়া পানিতে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। ফাটলটার দু'দিকেই আরও অনেকগুলো চিড় দেখা গেল।

জনি কার্সটেয়ার্স এসে দাঁড়াল মাসুদ রানার পাশে। বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'হারামজাদা! জানতাম এমন একটা কিছু ঘটবে।'

পিছনে ধুপ্ ধাপ্ পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল রানা। ফিরে আসছে সেই এঞ্জিনিয়ার। ঘামে টি শার্ট গায়ের সাথে সেঁটে আছে তার। 'কেউ নেই!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'ধরছে না কেউ!'

'কেজে চড়ে যেতে পারেন না ও মাথায়?' বলল জনি। 'ওখানে গিয়ে সবাইকে ডেকে বললেই তো হয়।'

'কি করে যাব?' চিৎকার করে উঠল লোকটা। 'কেউ নেই ও

মাথায়! চালাবে কে হয়েস্ট এঞ্জিন?'

মুখ তুলে কেবলের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মনে পড়েছে, প্রথম যেদিন সবার অজ্ঞাতে হয়েস্টে চড়ে কিংডম এসেছিল ও, সেদিনই লক্ষ করেছিল কোন কারণে মেশিন বন্ধ হয়ে গেলে কি করে চালাতে হয় ওটা। পন্থাটা জানা আছে। 'আর কতক্ষণ টিকবে বাঁধ, কোন ধারণা আছে?' প্রশ্ন করল ও।

'না। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। অ্যাট এনি মোমেন্ট।'

উঁকি দিয়ে ফাটলটা দেখল মাসুদ রানা। পানির ধারা আরও চওড়া হয়েছে দেখা গেল। ওদিকে ঝুঁকির পরোয়া না করে ফাটলের অনেক কাছে চলে গেছে র‍্যাদারটন। একটার পর একটা ছবি তুলে চলেছে সে অনবরত। জনিকে পাঠাল রানা লোকটাকে ফিরিয়ে আনতে, তারপর টার্মিন্যালের দিকে পা বাড়াল। লোকটা কাছে থাকলে ঝামেলা হবে। কেজে ঢোকার ঠিক আগে ছুটে এসে রানার আস্তিন টেনে ধরল জিন লুকাস।

'কি করছ তুমি?'

কেজের ক্রেডলের সাথে জোড়া পিনিয়নটা দেখাল ওকে রানা। 'ওটা খুলে দিলে এমনিই চলবে কেজ। ওটায় চড়ে...'

'না! আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'তুমি যাবে না। তোমার শরীর ভাল নেই।'

'কিছু ভেব না তুমি,' হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। 'এখন সুস্থ আছি আমি।'

'না তুমি সুস্থ নেই!' গলা চড়ে গেল তার। 'ফর গড'স সেক, রানা! বয় যাক। ও গিয়ে...'

'অনর্থক ভাবছ তুমি। কিছু হবে না আমার। তাছাড়া এঞ্জিন ছাড়া কেজ কি করে চালাতে হয় তা শুধু আমিই জানি। বয় জানে না।'

একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেল জিন। চাপা কণ্ঠে বলল, 'তোমাকেই কেন যেতে হবে? যাদের ড্যাম, তারা যায় না কেন? এসব ওদের কাজ।'

জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নিল মাসুদ রানা। 'জিন, অনেক মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এখন, এ সময় কোন্টা কার কাজ সে তর্কে সময় নষ্ট করা কোন কাজের কথা নয়। তাছাড়া আমি তো কেজেই থাকছি, কেন অনর্থক ভাবছ?'

ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। এক কোণে পড়ে থাকা এক খণ্ড কাঠ তুলে নিয়ে ক্রেডলের পিন ছুটিয়ে ফেলল, ঠক্ ঠক্ করে কেজের ফ্লোরে আছড়ে পড়ল ওদুটো। কাঠ ফেলে ব্রেক লিভার ধরল মাসুদ রানা, আস্তে আস্তে রিলিজ করল ব্রেক। দোল খেতে খেতে রওনা হয়ে গেল খাঁচা, আর সবার হতবাক দৃষ্টির সামনে ক্রমেই সরে যেতে থাকল দূরে। টার্মিন্যালে দাঁড়িয়ে আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল অন্যরা। দূর থেকে জনিও দেখছে দৃশ্যটা। বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে আছে তার।

ওদের ডানে, সামান্য নিচে বাঁধের ফাটল ততক্ষণে বেশ বড় হয়ে গেছে, প্রতি মিনিটে আরও বাড়ছে। ফাঁক গলে বাদামী রঙের পানি হড়-হড় করে নামছে, আগের চাইতে অনেক মোটা ধারায়। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রথম পাইলন দেখা দিল, লিভারের ওপর চাপ বাড়াল মাসুদ রানা, গতি কমিয়ে দিল কেজের, পাইলনের একেবারে কাছে এসে পুরো দাঁড় করিয়ে ফেলল খাঁচা।

নিঃসীম শূন্যে ভাসছে মাসুদ রানা। বাতাসে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে হয়েস্ট কেজ, ওটার সাথে তাল মিলিয়ে ও-ও দুলছে। রানার ঠিক সামনেই থান্ডার ভ্যালি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে বীভার ড্যাম লেক চোখে পড়ল ওর। নিচের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। নিচে শ্রমিকরা কাজ থামিয়ে বারবার ওপরের দিকে তাকাচ্ছে।

সূর্যের আলো পড়ে ঘামে ভেজা মুখ চকচক করছে তাদের আয়নার মত। সরাসরি ওদের মাথার ওপর পৌঁছার জন্যে আরেকবার ব্রেক রিলিজ করল রানা, কেবলের ওপর দিয়ে পিছলে গজ বিশেক সামনে এগোল।

তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি এক করে চেঁচিয়ে লোকগুলোকে হুঁশিয়ার করল ও, বাঁধের ফাটলের কথা জানাল। আবার কাজ থামিয়ে মুখ তুলল ওরা। চাউনি ভাবলেশহীন, মনে হচ্ছে বুঝতে পারেনি ওর বক্তব্য। অথবা বিশ্বাস করেনি। আবার চেঁচাল মাসুদ রানা। কিছুক্ষণ ওকে দেখল লোকগুলো, তারপর যার যার কাজে লেগে গেল। ট্রিভেডিয়ানও রয়েছে ওদের মধ্যে।

বুঝল রানা এভাবে কাজ হবে না। ওদের কাছে যেতে হবে। ব্রেক রিলিজ করে দিল ও, হড় হড় করে গড়াতে লাগল খাঁচা ও প্রান্তের হাউজিঙের দিকে। খাঁচা থেমে দাঁড়ানোমাত্র লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা, ছোটবড় বোল্ডার লাফিয়ে লাফিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটল সামনের দিকে, সেই সাথে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'ক্যাম্পে ফিরে এসো সবাই! বাঁধে ফাটল ধরেছে, যে কোন মুহূর্তে ভেঙে যাবে বাঁধ! পালাও সবাই! জলদি ক্যাম্পে চলে যাও!'

এবার মনে হলো কাজ হয়েছে কিছুটা। একজন দু'জন করে কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শ্রমিকরা। এক কান দু'কান করে মুহূর্তে সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেল আসন্ন বিপদের খবর। একজন দু'জন করে ক্যাম্পের দিকে হাঁটা ধরল শ্রমিকরা। প্রায় সাথে সাথে থেমেও পড়ল তারা ট্রিভেডিয়ানের ধমক খেয়ে।

'বোকা নাকি তোমরা! জানো না কে এই লোক? বুঝতে পারছ না ওর মাথার ঠিক নেই, পাগলের প্রলাপ বকছে ও? ফিরে যাও কাজে, যত্তোসব!'

খানিক অপেক্ষা করল লোকগুলো, তারপর দ্বিধাগ্রস্তের মত ফিরে

গিয়ে হাত লাগাল কাজে। সন্তুষ্ট হয়ে রানার দিকে পা বাড়াল ট্রিভেডিয়ান। প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে আছে চেহারা। 'চলে যাও এখান থেকে, মাসুদ রানা!' হিসিয়ে উঠল সে। 'নইলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব আজ।'

পাত্তা না দিয়ে আবার চেঁচিয়ে সতর্ক করল ও শ্রমিকদের। চোখের কোণ দিয়ে অনেক দূরের ভাঙনটা দেখার চেষ্টা করল রানা, কল্পনায় দেখল আগের থেকে যেন আরও অনেক বড় হয়েছে ওটা। 'তোমরা সবাই পালাও!' চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'বাঁধ ভেঙে গেছে, এখানে থাকলে একজনও জানে বাঁচবে না।'

এদিকেই আসছিল পিটার, ঘুরে দাঁড়াল লোকগুলোর দিকে মুখ করে। 'একজনও নড়বে না জায়গা ছেড়ে! ম্যাক্স! ধর্ তো, শালাকে!'

শ্রমিকদের মধ্যে ওই লোকও যে ছিল, এই প্রথম লক্ষ করল মাসুদ রানা। 'বোকার মত আচরণ করছ তুমি, পিটার!' বলল ও। 'তুমি কি মনে করো শুধু শুধু এতদূর ছুটে এসেছি আমি ঝুঁকি নিয়ে? ওদেরকে যেতে বলো, তুমিও পালাও! সময় নেই, দেরি করলে বাঁচবে না কেউ।'

'ম্যাক্স!' জবাবে কুকুরের মত ঘেউ করে উঠল ট্রিভেডিয়ান। শ্রমিকদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দানব। কুতকুতে চোখে দেখছে রানাকে, এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে। 'মাসুদ রানা!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ট্রিভেডিয়ান। 'জানে বাঁচতে চাইলে পালাও এখনই, নইলে ম্যাক্স তোমাকে জ্যান্ত কবর দেবে।'

'আমি বলছি…'

'কিচ্ছু বলাবলির নেই!' ধমকে উঠল সে। 'বাঁধে ফাটল ধরার প্রশ্নই আসে না। সরকারী এঞ্জিনিয়াররা বাঁধের প্রতিটি সেকশনের কাজ তদারক করেছে, কোন ফল্ট পায়নি তারা। চলে যাও!'

বুঝল রানা এই গাধাকে লাইনে আনা যাবে না। কাজেই আবার শ্রমিকদের লক্ষ করে হাঁক ছাড়ল ও। তারপর ঘুরেই ছুটল ক্যাম্পের দিকে। লোকগুলোকে বোঝাতে চাইল খুব ভয় পেয়েছে ও। যা চেয়েছিল রানা তাই ঘটতে দেখা গেল, কাজ ফেলে বেশ কিছু শ্রমিক দ্রুত পা বাড়াল ক্যাম্পের দিকে, মুহূর্তে মাসুদ রানার 'ভয়' সংক্রমিত হয়েছে ওদের সবার মধ্যে।

রানার চালাকিটা মুহূর্তে ধরে ফেলল চতুর ট্রিভেডিয়ান, বুঝে ফেলেছে এরপর কি ঘটতে পারে। ঝট্ করে পিছনে তাকাল সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। 'খবরদার! কাজ ফেলে এক পা-ও নড়বে না কেউ।' পরমুহূর্তে এদিক ফিরল সে। মাসুদ রানা তখন ছুটছে ক্যাম্পের দিকে, চেঁচিয়ে সবাইকে চলে আসতে বলছে।

ওকে থামানোর প্রয়োজনীয়তা বুঝল পিটার। আবার চেঁচিয়ে উঠল ভাইয়ের উদ্দেশে, 'ম্যাক্স! ধর্, হারামজাদাকে!'

ঘুরে তাকাল রানা, পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল দানবটাকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে দেখে। আর বড়জোর এক মিনিট, তারপরই ধরা পড়তে হবে ওকে। দৌড়ের ফাঁকে পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলল রানা, তারপর ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে অনেক কষ্টে বলল, 'এসো না, ম্যাক্স! আমি কিন্তু গুলি করব তাহলে।'

কাজ হলো না, একটুও কমল না ম্যাক্সের দৌড়ের গতি। মনে হলো হয় সে শোনেনি রানার কথা, অথবা শুনলেও বিশ্বাস করেনি। প্রায় উড়ে আসছে মানুষটা, পৌঁছে গেছে ওর ত্রিশ গজের মধ্যে। 'ম্যাক্স! থামো! আর এক পা-ও এগোবে না বলছি!'

পিছন থেকে পাল্টা হাঁক ছাড়ল ট্রিভেডিয়ান। 'না, ম্যাক্স, থামবে না! ধরে আনো ওকে।'

'বোকামি কোরো না, ম্যাক্স!' শেষবারের মত সাবধান করল

তাকে মাসুদ রানা। 'থামো, ফিরে যাও!'

শুনল না বোকা লোকটা। হুড়মুড় করে এসে পড়ল। অন্য সময় হলে অন্যভাবে চেষ্টা করে দেখত মাসুদ রানা, কিন্তু এ মুহূর্তে নিজের দৈহিক শক্তির ওপর ভরসা নেই বিন্দুমাত্র। অতএব সহজ পথটাই বেছে নিল ও, লোকটার বাঁ হাঁটুর সামান্য নিচে সই করে গুলি করল। বুলেটের ধাক্কায় সড়াৎ করে বাঁ পা পিছলে গেল ম্যাক্সের, দু'চোখে তীব্র যন্ত্রণা আর অবিশ্বাস নিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে রানার পাঁচ হাত দূরে। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়াবহ এক আর্তনাদ।

থতমত খেয়ে গেল সবাই গুলির শব্দে। থমকে গেল ট্রিভেডিয়ান। চোখ বড় করে মাসুদ রানাকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। দাঁতে দাঁত চাপল কড়মড় করে। 'কুত্তার বাচ্চা!'

না শোনার ভান করে শ্রমিকদের দিকে পিস্তল তুলল মাসুদ রানা। 'এই মুহূর্তে ক্যাম্পের দিকে রওনা হও সবাই! এক মিনিট সময় দিলাম, এরপর যে দাঁড়িয়ে থাকবে, ম্যাক্সের মত অবস্থা হবে তার। মুভ!'

সাড়া পড়ে গেল লোকগুলোর মধ্যে, দুদ্দাড় করে ছুটল সবাই ক্যাম্পের দিকে। ট্রিভেডিয়ানের দিকে ফিরল এবার রানা। 'ম্যাক্সকে তোলো ঘাড়ে, জলদি! জলদি নিয়ে চলো ওপরে!'

নড়ল না লোকটা। 'এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে, মাসুদ রানা!'

'সে যখনকারটা তখন দেখা যাবে। এখন ওকে তোলো!'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল ট্রিভেডিয়ান। 'দেখি আগে কি হয়েছে ড্যামের, তারপর...' বলতে বলতে ছুটল সে কেজের দিকে।

'বোকামি কোরো না ট্রিভেডিয়ান! যেয়ো না!'

'শাট আপ, বাস্টার্ড!'

পিস্তল তুলল রানা, গুলি করবে কি করবে না ভাবল খানিক, তারপর নামিয়ে নিল ওটা। যাকগে, মরার যখন এতই শখ, মরুক। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ম্যাক্সের কাছে এসে বসল মাসুদ রানা। বাঁ পা বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে আছে তার, ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে দরদর করে। জ্ঞান হারিয়েছে। অস্ত্র পকেটে রেখে দেহটা চিত করল মাসুদ রানা, তারপর দু'হাত ধরে দেহটা একটু একটু করে টেনে নিয়ে চলল নিরাপদ ওপরে আশ্রয়ের দিকে।

ওর মাঝে একবার মুখ তুলে ক্যাম্পের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। লেবাররা সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাম্পের সামনে। ওদিকে ট্রিভেডিয়ান ততক্ষণে খাঁচা নিয়ে রওনা হয়ে গেছে জাজমেন্টের দিকে। ভীষণ ভারী ম্যাক্সের দেহ, দশ ফুট টেনে নিতেই আধ হাত জিভ বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানার। তবু এক ফুট দুই ফুট করে টেনে নিয়ে চলল ও তাকে।

প্রায় খাড়া, পাথুরে পথ ধরে অনেকটা উঠে যখন মনে হলো এখন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, বসে পড়ল মাসুদ রানা। সশব্দে দম নিতে নিতে খাঁচা কতদূর গেছে দেখার জন্যে মুখ তুলল, এবং জমে গেল মুহূর্তে। সামনের ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল দৃশ্যটার দিকে। বাঁধের যেখানে ফাটল ধরেছিল, ঠিক সেখানটা আচমকা বিস্ফোরিত হলো, সূর্যের আলোয় চকচকে চেহারার কয়েক লক্ষ টন পানি নিরেট স্টীলের এক ব্লকের মত একযোগে ঝাঁপ দিল নিচে।

পানির প্রথম ধাক্কায় কেবলের পাইলন শোলার মত উড়ে গেল মুহূর্তের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে, ট্রিভেডিয়ানকে নিয়ে কেজটা ঝপ্ করে নেমে গেল অনেক নিচে। এর পরপরই হাজার কামানের এক সাথে গর্জে ওঠার মত বিস্ফোরণের ভয়াবহ

দূরাগত নিনাদে কেঁপে উঠল পুরো উপত্যকা। খাঁচাটাকে ভয়ঙ্করভাবে দুলতে দেখল রানা। সাদা পানি ততক্ষণে বাদামী হয়ে গেছে, স্লো মোশন ছায়াছবির মত এখনও নামছে পানির ব্লক। একসময় আছড়ে পড়ল ওটা। পানির আঘাত যে এত ভয়াবহ হয়, কল্পনাই করেনি মাসুদ রানা। পুরো উপত্যকা কেঁপে উঠল থর থর করে। আছড়ে পড়েই দুইশো মাইল বেগে রানাকে ধাওয়া করল পানি।

ম্যাক্সের কলার মুঠো করে ধরল ও, মরীয়া চেষ্টায় দেহটাকে টানতে টানতে ওপরদিকে ছুটল পড়িমরি করে। বোধহয় দশ গজও এগোতে পারেনি, কোমর পর্যন্ত তলিয়ে গেল রানার, তারপর গলা পর্যন্ত। ম্যাক্সের দিকে তাকাবার সুযোগই হলো না, তার আগেই স্রোতের তীব্র ঠেলা খেয়ে সামনের দিকে ছুটল মাসুদ রানা। পানির ঝাপটায় দম বন্ধ হয়ে মরার দশা হলো। এর মধ্যেও ম্যাক্সের কলার ছাড়েনি। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ছুটে গিয়ে এক বোল্ডারের ওপর আছড়ে পড়ল রানা। ডান উরুতে মনে হলো কে যেন গরম শিঁক ঢুকিয়ে দিল খচ্ করে। গুঙিয়ে উঠল ও।

জ্ঞান হারাবার আগমুহূর্তে মনে হলো কয়েকজোড়া হাত ওর কোটের কলার আর আস্তিন টেনে ধরল। তারপর আর কিছু মনে নেই রানার।

ওদিকে তখন খাঁচাসহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে পিটার ট্রিভেডিয়ান। কোথাও চিহ্নমাত্র নেই তার।

আট

এর পরের স্মৃতি পরিষ্কার নয় মাসুদ রানার। অস্পষ্ট মনে আছে কারা যেন ধরাধরি করে গাড়িতে তুলল ওকে। দেহের ডান অংশে তীব্র যন্ত্রণা, মূল ব্যথা উরুতে। নাড়াচাড়ায় ব্যথাটা থেকে থেকে ব্রেনে ইলেকট্রিক শকের মত আঘাত করছে। এরপর মনে আছে শুধু গাড়ির ঝাঁকি।

পুরো জ্ঞান ফিরল রানার ছোট একটা আবছা অন্ধকার রুমে। চার দেয়াল ধপধপে সাদা পেইন্ট করা রুমটার। ভেতরের বাতাসে ওষুধের কড়া গন্ধ। মাথার কাছে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। উদ্বিগ্ন জিন লুকাসকে দেখতে পেল। ওকে তাকাতে দেখে হাসি ফুটল তার মুখে। 'এখন ভাল বোধ হচ্ছে?'

মাথা দোলাল ও। 'আমি কোথায়? হাসপাতালে?' টের পেল ডান পা নাড়তে পারছে না ও, পুরো পা প্লাস্টার করা। 'পা...'

'কথা বোলো না, রানা।' ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল জিন। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'পা ভেঙে গেছে আমার?' দুর্বল গলায় বলল মাসুদ রানা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি গাল চুলকাল।

'হ্যাঁ। তবে চিন্তার কিছু নেই। ডাক্তার বলেছে দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যাবে তোমার পা।'

'ম্যাক্স? ও বেঁচে আছে?'

'আছে। খুলিতে ফ্র্যাকচার হয়েছিল ওর। বাঁ হাত ভেঙে গেছে, বাঁ পায়ে গুলিও লেগেছে। তবে বেঁচে আছে।'

'পিটার?'

মাথা দোলাল জিন। 'ভেসে গেছে বানের পানিতে।'

চুপ করে শুয়ে থাকল মাসুদ রানা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পরেরবার যখন চোখ মেলল ও, তখন রূম অন্ধকার। জিন আছে কি না দেখার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে দেহের ডান দিকে যেন বিষাক্ত বিছার কামড় খেল। অসহ্য ব্যথায় মুহূর্তে ঘেমে গেল ও। বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। সময় বয়ে চলেছে মাঝেমধ্যে এক-আধটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল রানা, অনেক দূর দিয়ে হুড়মুড় করে এক ট্রেন ছুটে যাওয়ার শব্দও শুনল।

অনেকক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। সকালে ন'টার পর ভাঙল ঘুম। অল্পবয়সী এক নার্স নাস্তা নিয়ে তখনই ঢুকল ওর রূমে। রানাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল সে মিষ্টি করে। 'ওয়েল, গ্রেট অয়েল ম্যান, কেমন আছেন?'

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। ট্রে রেখে আবার হাসল মেয়েটি। 'অনুমান করতে পারেন কি আন্তর্জাতিক ঝড় তুলেছেন আপনি?' বেডসাইড টেবিলটা ওর বুকের সামনে রাখল সে। 'নিন, ডিম দুটো খেয়ে দুধটাও গিলে ফেলুন। আজ সময় হয়েছে আপনার পেটে কিছু দেয়ার।'

'আজ কি বার?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'শুক্রবার।'

বাঁধ ভেঙেছে মঙ্গলবার, মনে আছে ওর। আড়াই দিন ঘুমিয়েই কেটে গেছে রানার? 'জিন লুকাস কোথায়?'

'ডাক্তারের সাথে কথা বলছেন। আপনি খেয়ে নিন। আমি আপনার জন্যে খবরের কাগজ নিয়ে আসি। সব কাগজে তো এখন

কেবল আপনার ছবি আর কিংডমের কাহিনী। ডক্টর গ্রাহাম ওগুলো বেশি বেশি পড়তে বলেছেন আপনাকে, যাতে তাড়াতাড়ি চাঙা হয়ে ওঠেন আপনি।'

ওর খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে ফিরল মেয়েটি। 'নিন্। পড়ুন আর দেখুন।'

একটা পত্রিকা তুলে নিল মাসুদ রানা। খুব বড় করে সলোমন'স জাজমেন্ট বাঁধ দুর্ঘটনার খবর ছাপা হয়েছে এটায়। সেই সাথে কিংডমে মাসুদ রানার তেলকূপ আবিষ্কার, গ্যারি-বয়-জনির ঢাউস সাক্ষাৎকারও আছে।

একটু পর মাঝবয়সী ডাক্তার গ্রাহাম ঢুকল রূমে। 'কেমন আছেন?'

'ভাল। ধন্যবাদ।'

'গুড। রোগী ভাল থাকলে ডাক্তারও ভাল থাকে। কিছু টেস্ট বাকি আছে, মিস্টার রানা। ভাবছি এখনই সেরে ফেলি।'

নীরবে মাথা দোলাল রানা।

অনেকক্ষণ ধরে ওর হার্ট বিট, পালস বিট এবং ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করল ডাক্তার। নোট নিল। কাজের ফাঁকে অসংখ্য প্রশ্নও করল সে রানাকে। 'ব্যাপার কি, ডক্টর?' প্রশ্ন করল ও এক সময়।

'কিছু না। রুটিন চেক।'

কিন্তু রানা বুঝল এ রুটিন চেক নয়। তবে চেপে গেল ও। কিন্তু যখন ওর রূমে এক্স-রে মেশিন ইত্যাদি এনে ঢোকানো হলো, তখন কথা না বলে পারল না। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন আপনি,' বলল মাসুদ রানা।

'মানে?'

'কি করে জানলেন আপনি আমার ক্যান্সারের কথা?'

'জিন লুকাস বলেছে।' একটু ভাবল ডক্টর গ্রাহাম। 'আপনার

ক্যান্সার সনাক্ত করেছে কে প্রথম?'

'আমার দেশের এক ডাক্তার। তারপর লন্ডনের ডক্টর গ্রোভার।'

পর পর কয়েকটা ছবি তোলা হলো রানার এক্স-রে মেশিনে। তারপর মুক্তি মিলল। 'অল রাইট, মিস্টার রানা? কোন কষ্ট হয়নি তো?'

হাসল ও। 'কষ্ট আমার হয়নি, হয়েছে আপনার। অর্থহীন কষ্ট।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ ডাক্তার। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসল বেডের পাশে। 'একটা ব্যাপার কি কখনও ভেবে দেখেছেন, যেখানে আপনি আর দু' মাস বাঁচবেন বলে জানানো হয়েছিল, সেখানে তিন মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও কি করে সবল আছেন আপনি? এতদিনে আপনার অ্যানিমিয়া কি ফাইনাল স্টেজে চলে যাওয়ার কথা ছিল না, আরও দুর্বল হয়ে পড়ার কথা ছিল না আপনার?'

তাকিয়ে থাকল রানা ডাক্তারের দিকে। 'বুঝলাম না।'

'বুঝতে আমিও পারছি না পুরোপুরি। তবে বুঝে যাব। আপনি সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং এক কেস, মিস্টার রানা। খুব সম্ভব।'

'যেমন?'

'এ ক্ষেত্রে যা নিতান্তই কম ঘটে, তাই হয়তো ঘটেছে আপনার বেলায়। ক্যান্সার কারও সারে, শুনেছেন কোনদিন?'

অপলক চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'শোনেননি, তাই তো? ওয়েল, তবে সারে। যদিও তাতে ডাক্তারের কোন কৃতিত্ব নেই। তবু কেউ কেউ সেরে ওঠে। প্রকৃতির আজব অনেক খেয়ালের মধ্যে এ-ও একটা। আমাদের কাছে ক্যান্সার এখনও দুরারোগ্য এক ব্যাধি। কি ভাবে সারে এ অসুখ, আমরা জানি না। হতে পারে হয়তো রোগীর কেমিস্ট্রির সামান্য রদবদলের কারণে, অথবা তার সাইকোলজিক্যাল রিঅ্যাডজাস্টমেন্টের জন্যে সেরে যায়।

'মিস্টার রানা, আমি আপনাকে এখনই কোন আশা দিতে যাব না। এক্স-রে ফিল্মগুলো ডেভেলপ করার পর বলব যা বলার। তবে এমুহূর্তে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি, এতদিনে আপনার পুরোপুরি বিছানায় পড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তা যে হয়নি, আপনি নিজেও তা জানেন। বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে আপনার। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আপনার কোনরকম ইন্টারনাল হেমোরেজ নেই এবং অ্যানিমিয়ার পাত্তা পর্যন্ত নেই।'

ঝুঁকে ছিল ডাক্তার, সোজা হলো। 'এসব আপনাকে এখনই বলা উচিত হয়নি আমার। তবে ওই যে বললাম, আপনি ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এক কেস, তাই বলে বসেছি মুখ ফসকে। এনিওয়ে, এখন চলি। প্লেটগুলো চেক করে পরে আসব আমি আবার। তখন বলতে পারব ভেতরে ঠিক কি চলছে আপনার।'

নীরবে ডাক্তারের চলে যাওয়া দেখল মাসুদ রানা। মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল তার কথাগুলো। লোকটার চোখেমুখে যে আনন্দ-উত্তেজনার ছোঁয়া দেখেছে রানা এতক্ষণ, নিজের মধ্যেও তা অনুভব করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা কি সত্যি হতে পারে? তাও ওরই বেলায়?

প্রথমে জিন, তার পিছনে জনি আর গ্যারি এসে ঢুকল রূমে। 'হাই, রানা!' বলে উঠল জনি। 'তোমাকে বিদায় জানাতে এলাম আমরা।'

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল ও।

মাথার কাছে এসে দাঁড়াল প্যাকার। 'চমৎকার লাগছে তোমাকে দেখতে। খুব ফ্রেশ মনে হচ্ছে।'

মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'কোথায় যাবে বললে না?'

'আমি যাচ্ছি কিংডম। গ্যারি এডমন্টন। নতুন রিগের ব্যবস্থা করতে।'

'কিংডমে গিয়ে কি করবে?'

'সেটাই তো বলতে এসেছি। সেদিন যাদের প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ, পাওয়ার প্ল্যান্টের কাজে যারা ছিল, ওরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। প্রত্যেকে তারা তোমার কিংডম নতুন করে তৈরি করার কাজে লেগেছে কাল থেকে। আমি যাচ্ছি ওদের কাজ তদারক করতে। সমস্ত কিছু নিজেদের পয়সায় করছে ওরা।'

'কিন্তু, জনি...'

'শোনো, ওরা কেন এসব করছে, এই যদি হয় তোমার প্রশ্ন, তাহলে সেরে উঠে ওদেরকেই তা কোরো। আমি নিষেধ করতে গিয়ে জবর ধরা খেয়েছি কামলাকির প্রত্যেকের কাছে। আর কালকের মধ্যে যদি আমি কিংডমে না পৌঁছি, আমাকে খুঁজতে লোক পাঠাবে ওরা। কাজেই আমি যাচ্ছি। বয় আছে ওখানে। ওয়েল, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো। আমি চলি। গ্যারি! চলে এসো।'

হাসল গ্যারি রানার দিকে তাকিয়ে। 'আপনি সুস্থ আছেন দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি, মিস্টার রানা। আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি গর্বিত। আমি ক্যালগারি গিয়ে দেখা করব উইনিকের সাথে, তাকে বলব আপনার কথা।' রানার বাঁ কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দানব। 'দেখা হবে, চলি।'

ওরা বেরিয়ে যেতে চেয়ারটা রানার মাথার কাছে এনে বসল জিন লুকাস। স্থির দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল মিটিমিটি।

প্রিয় মিস্টার রানা,

ডক্টর গ্রাহাম কিছুদিন আগে আপনার অসুখের বর্তমান অবস্থা আমাকে সম্পূর্ণ জানিয়েছেন, এবং আপনার সম্প্রতি তোলা কিছু এক্স-রে ছবিও পাঠিয়েছেন। ওগুলো দেখে তাঁর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত যে আপনার ভেতরে

বর্তমানে ক্যান্সারের চিহ্নমাত্র নেই। আপনি পুরো সুস্থ এখন, ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বিগ্ন হতে হবে না আপনাকে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরে আমি যে কি আনন্দিত হয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত ক্ষমতা আমার নেই।

ডক্টর গ্রাহামের মুখে নিশ্চই শুনেছেন, ক্যান্সারও কখনও কখনও সেরে যায়, প্রায় অলৌকিকভাবেই বলা চলে। যদিও খুব কম, খুবই কম রোগীর বেলায় তা ঘটে। মেডিকেল সায়েন্সে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। আমরা আজও জানতে পারিনি কেন এমনটা ঘটে। আপনার ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে সম্ভবত মনস্তাত্ত্বিক কারণে। আজীবনের চেনা-জানা পরিবেশ ছেড়ে আপনি হঠাৎ এমন এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন যার প্রকৃতি হয়তো অবচেতন মনে ভাল লেগে যায় আপনার, বা যে কাজে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়েছিলেন বলে জানতে পেরেছি, সেটাও ভাল লেগে গিয়ে থাকতে পারে বলে, কিংবা ওই কাজে তীব্র উত্তেজনা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ছিল বলে, অথবা, ইদানীং আপনি প্রেমে পড়েছেন বলেও শুনেছি, এর যে কোন একটা, নয়তো সব ক'টিই মনের ওপর এমন এক ক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আপনার, যে আপনি তার সাহায্যে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন দুরারোগ্য ক্যান্সারকে।

যদিও আমি নিশ্চিত নই, তবু, খুব সম্ভব এ সবই সেরে উঠতে সাহায্য করেছে আপনাকে। সে যা-ই হোক, আপনার সেরে ওঠার খবরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আপনার জীবনের সর্বাঙ্গীণ সুখ এবং মঙ্গল কামনা করি। এরপর লন্ডন এলে যদি আমার সাথে দেখা করেন, খুব খুশি হব।

তবে একটা কথা, দয়া করে পিস্তলটা সঙ্গে আনবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত

জোনাথন গ্রোভার।

চিঠি পড়া শেষ হতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। জিনের হাতে তুলে দিল ওটা। সন্ধে হয়ে আসছে। কেবিনের জানালা দিয়ে আবছা আলো আসছে স্ট্রীট ল্যাম্পের। ওর চুলে বিলি কাটছে জিন। দরজায় নকের মৃদু শব্দে দু'জনেই ঘুরে তাকাল। ঘরে ঢুকল সেদিনের নার্সটি। 'মিস্টার রানা, দুই ভদ্রলোক এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে।'

উঠে দাঁড়াল জিন। 'কি নাম?'

দ্বিতীয়বার মুখ খোলার সময় পেল না নার্স, তার আগেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বৃদ্ধের জলদগম্ভীর 'রানা!' ডাক শুনে রানার বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠল এক ঝলক রক্ত। পায়ের কথা ভুলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেল মাসুদ রানা, হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল সোহেল। 'উঠিস না, উঠিস না! শুয়ে থাক!'

তবু উঠে বসল মাসুদ রানা। পালা করে দেখতে লাগল দু'জনকে। দীর্ঘ সময় ওকে দেখলেন বৃদ্ধ, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন বুকের সাথে। 'খোঁজ পেয়ে ছুটে এসেছি আমরা, রানা!' শেষদিকে গলা ভেঙে গেল বৃদ্ধের প্রচণ্ড আবেগে। 'তিনটে মাস পেরিয়ে গেল, একটা খবর দিলে না...তুমি সুস্থ হয়ে গেছ জেনে...আমরা...' স্বর বুজে কথা আটকে গেল।

রানা অনেক চেষ্টা করেও বলতে পারল না কিছু। চোখ ভরে গেছে পানিতে। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ওকে ছেড়ে এক হাত পিছিয়ে দাঁড়ালেন রাহাত খান, দু'কাঁধ ধরে আবার দেখলেন রানাকে। দুই

চোখে পানি, কিন্তু মুখে হাসি। হঠাৎ ঘরের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হলেন তিনি. চোখ পড়ল জিনের ওপর। অবাক কাণ্ড, রানার সাথে কোন মেয়েকে দেখলে সব সময় বিরক্ত, রুষ্ট হন রাহাত খান। অথচ আজ ঘটল উল্টো। 'তুমি নিশ্চই জিন লুকাস?' বলে হাসলেন তিনি, ওর মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন।

মেয়েটির সঙ্গে জমে গেলেন তিনি. কথা আছে—বলে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন ওকে। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল সোহেল রানার কাছে।

'একটা খবর পর্যন্ত দিলি না কেন, রানা? এভাবে গায়েব হয়ে গেলি···সারা দুনিয়া খুঁজে বেড়িয়েছি আমরা···'

'তোরাই তো বিদায় করে দিলি আমাকে। দেশের মাটিতে মরারও সুযোগ দিলি না। লন্ডনে···'

'আরে, উল্লুক! ড. গ্রোভারের মতামত নিয়ে তোর সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আমি আর 'বস্' যখন লন্ডন পৌঁছলাম—তুই গায়েব! তুই জানিস, সেই থেকে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছি আমরা, কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হওয়ার অবস্থা হয়েছে বুড়োর!'

'বলিস কী! আর দেশে ফিরিসিনি?'

'কি করে? তোকে হারিয়ে পাগল হতে শুধু বাকি···বুড়ো সামান্যতম সূত্র পেলেই ছুটে যাচ্ছে তোর খোঁজে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। সেখান থেকে আরেক দেশে। আর বলছে, ছেলেটা অভিমান করেছে! উফ্···খুব ভোগালি, দোস্ত!'

অবাক চোখে চেয়ে রইল রানা। দেখল, সোহেলের দু'চোখে পানি। হঠাৎ জোরে ফুঁপিয়ে উঠে রানাকে জড়িয়ে ধরল সোহেল।

নীরবে কাঁদছে দুই বন্ধু।

রানা বুঝল, এই দুনিয়ায় সে একা নয়। আত্মীয় নেই, কিন্তু তারও আছে আপনজন।

****